মিতাক্ষরা

~~ব্যবহারাধ্যায়~~

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা ব্যাখ্যা

পরমহংসপরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক বিরচিতা

বর্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুরের

রাজষ্টেটের ম্যানেজার

শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কপূর বাবুর

আদেশানুসারে

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি দ্বারা

অনুবাদিতা ও পরিশোধিতা

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা

মুদ্রিতা ও প্রকাশিতা।

শকাব্দাঃ ১৮০৯। সম্বৎ ১৯৪৪।

বিজ্ঞাপন।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত স্মৃতি সংহিতা আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক যে টীকা করিয়াছিলেন, তাহা গম্ভীর অথচ প্রসন্নপদকদম্বে পরিমিত অক্ষরে লিখিত হওয়ায়, মিতাক্ষরা নামে বিখ্যাত আছে, ইহার অধ্যায়ত্রয়ে সাংসারিক তাবদীয় কার্য্য নির্ণীত আছে এবং মোক্ষসাধনের উপায়ও বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বর আচার্য্য আপন বহুদর্শিতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই, ইনি ইহাতে সমুদয় সংহিতার বচন সঙ্কলন পূর্ব্বক যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এরূপ টীকা প্রায় অন্য কোন সংহিতারই নাই। বঙ্গদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই এই মিতাক্ষরামতে কার্য্য হইয়া থাকে, বর্দ্ধমান রাজবংশের কার্য্যকলাপ এই মিতাক্ষরামতেই নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং এপ্রদেশে উক্ত গ্রন্থের বহুল প্রচার না থাকায় তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রচার করিবার অভিপ্রায়ে সুরপুরবাসি হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ ৺মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া মুদ্রাঙ্কন করাইতে আরম্ভ করেন, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বর্ত্তমানকালে ইহার প্রথম অধ্যায়মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রীযুত রামতারণ তর্কবাগীশ দ্বারা

অনুবাদিত হইলে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্মৃতি-শাস্ত্রের ভুতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাহা সংশোধন করেন এবং মুদ্রাঙ্কনকালে আমি সংশোধন করিয়াছিলাম, তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের কয়েক শ্লোকমাত্র উক্ত তর্কবাগীশ দ্বারা অনুবাদিত হয়, তৎপরে কতিপয় শ্লোক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন, অবশিষ্ট সমুদয় শ্লোক আমি অনুবাদ পূর্ব্বক উক্ত অনুবাদকদ্বয়ের অনুবাদিত অংশসহ সমুদয় গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছি, ভ্রমপ্রমাদবশত যদি ইহাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, সুধীগণ কৃপা করিয়া তাহা শোধন করিয়া লইবেন অলংপল্লবিতেন ইতি।

বর্দ্ধমান রাজবাটী
মহাভারত কার্য্যালয়
শকাব্দাঃ ১৮০৯। ২১ শে ভাদ্র

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত স্মৃতি সংহিতা আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক যে টীকা করিয়াছিলেন, তাহা গম্ভীর অথচ প্রসন্নপদকদম্বে পরিমিত অক্ষরে লিখিত হওয়ায়, মিতাক্ষরা নামে বিখ্যাত আছে, ইহার অধ্যায়ত্রয়ে সাংসারিক তাবদীয় কার্য্য নির্ণীত আছে এবং মোক্ষসাধনের উপায়ও বিষদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বর আচার্য্য আপন বহুদর্শিতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই, ইনি ইহাতে সমুদয় সংহিতার বচন সঙ্কলন পূর্ব্বক যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এরূপ টীকা প্রায় অন্য কোন সংহিতারই নাই। বঙ্গদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই এই মিতাক্ষরামতে কার্য্য হইয়া থাকে, বর্দ্ধমান রাজবংশের কার্য্যকলাপ এই মিতাক্ষরামতেই নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং এপ্রদেশে উক্ত গ্রন্থের বহুল প্রচার না থাকায় তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রচার করিবার অভিপ্রায়ে সুরপুরবাসি হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ ৺মহ্তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া মুদ্রাঙ্কন করাইতে আরম্ভ করেন, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বর্ত্তমানকালে ইহার প্রথম অধ্যায়মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রীযুক্ত রামতারণ তর্কবাগীশ দ্বারা

অনুবাদিত হইলে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্মৃতি-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাহা সংশোধন করেন এবং মুদ্রাঙ্কনকালে আমি সংশোধন করিয়াছিলাম, তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের কয়েক শ্লোকমাত্র উক্ত তর্কবাগীশ দ্বারা অনুবাদিত হয়, তৎপরে কতিপয় শ্লোক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন, অবশিষ্ট সমুদয় শ্লোক আমি অনুবাদ পূর্ব্বিক উক্ত অনুবাদকদ্বয়ের অনুবাদিত অংশসহ সমুদয় গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছি, ভ্রমপ্রমাদবশত যদি ইহাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, সুধীগণ কৃপা করিয়া তাহা শোধন করিয়া লইবেন অলংপল্লবিতেন ইতি।

বর্দ্ধমান রাজবাটী
মহাভারত কার্য্যালয়
শকাব্দাঃ ১৮০৯। ২১ শে ভাদ্র

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

মিতাক্ষরা।

প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় আরম্ভ।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এবং তাহার টীকা

মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা আরম্ভ ॥

প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ॥

সূতক প্রকরণ ॥

গৃহস্থাশ্রমি গণের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং অভিষেকাদি গুণযুক্ত গৃহস্থবিশেষের গুণধর্ম্মও কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অধিকার সঙ্কোচের হেতুভুত অশৌচ প্রতিপাদন অগ্রে অবলম্বন করত তাহার অপবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে!

অশৌচশব্দে স্নানাদি দ্বারা অপনোদ্য কাল এবং পিণ্ড ও উদক দানাদি বিধি ও অধ্যয়নাদি নিষেধ নিমিত্তভুত পুরুষ গত কোন বিশেষ কথিত হইতেছে। কিন্তু কর্ম্মে অনধিকার মাত্রই অশৌচ নহে; বান্ধব সকল অশুদ্ধ ইত্যা- দিতে অশুদ্ধত্ব কথিত থাকায় এস্থলে অশুদ্ধ শব্দের বৃদ্ধ ব্যবহার দ্বারা আহিতাগ্নি ও দীক্ষিতাদি অনধিকারিমাত্রে প্রয়োগ হইতে না পারায় বৃদ্ধ ব্যবহার ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন শব্দার্থ অবগতি হইতেছে। আরও যদি অশৌচি-

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আশ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্মৃতঃ॥ ১॥
যমসূক্তং তথা গাথাং জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ॥ ২॥

গণের দানাদি নিষেধ দর্শন থাকায় দানের অযোগ্যত্ব অশৌচ শব্দের অভিধেয় হয় তাহা হইলেও জলদানাদি বিধি থাকায় দান যোগ্যত্বও অশৌচ শব্দের অভিধেয় হইতেছে। তাহাতে অনেকার্থ কল্পনা দোষের প্রসঙ্গ হওয়ায় ঐপক্ষ উপেক্ষণীয়। তন্মধ্যে অশৌচি সপিণ্ডাদি কর্ত্তৃক যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন,।

যে মৃত মনুষ্যের দুই বর্ষ বয়স পরিপূর্ণ হয় নাই এমত ব্যক্তিকে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিতে হইবে, দাহ করিবে না এবং প্রেতের উদ্দেশে একবারও উদক দান করিবে ইত্যাদি দ্বারা প্রেতের উদ্দেশে বিহিত উদক দানাদি পারলৌকিক কার্য্য করিতে হইবে না; কিন্তু গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া শুদ্ধস্থানে শ্মশান ভিন্ন অন্য স্থানে অস্থি সঞ্চয় রহিত ভাবে গ্রামের বহির্ভাগে প্রোথিত করিবে; মনু কহিয়াছেন যে ' দ্বিবর্ষের ন্যূন বয়স্ক মৃত ব্যক্তিকে গ্রামের বহির্ভাগে শুদ্ধ ভূমিদেশে অলঙ্কৃত করিয়া প্রোথিত করিবে। ইহার অস্থিসঞ্চয় অগ্নি সংস্কার করিতে হইবে না এবং উদক দানাদি ক্রিয়াও করিবে না। অরণ্যে কাষ্ঠের ন্যায় ত্যাগ করিয়া তিনদিন ক্ষেপণ করিবে অর্থাৎ যেমন অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকে তদ্রূপ দ্বিবর্ষের ন্যূন

মৃত ব্যক্তিকে গর্ত্ত ভূমিতে ত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রাদ্ধাদি পার .লৌকিক কার্য্য করিতে হইবে না।' এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আচারাদি প্রাপ্ত শ্রাদ্ধাদির অভাব সূচিত হইতেছে।

শবকে ঘৃত অক্ষিত করিয়া যমগাথা পাঠ করিতে করিতে প্রোথিত করিবে; যম স্মরণ আছে যে ' দ্বিবর্ষের ন্যূন বয়স্ক মৃতকে ঘৃতাক্ত করিয়া যমগাথা গান ও যমসূক্ত স্মরণ করিতে করিতে গ্রামের বহির্ভাগে প্রোথিত করিবে'। সেইহেতু দ্বিবর্ষের ন্যূন ভিন্ন (পূর্ণ দ্বিবর্ষ) যে ব্যক্তি মৃত হয় তাহাকে জ্ঞাতি, সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ পুরঃসর শ্মশান পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে এই বচন দ্বারা দ্বিবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের অনুগমন নিয়ত নহে. এইটি উপলব্ধি হইতেছে। 'অনুগমন কালে পরেয়িবাংসং ইত্যাদি" যমসূক্ত ও যমদৈবত্য গাথা জপ করত অসংস্কৃত লৌকিক অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে, ইহা জন্ম কালের অরণি না থাকিলে জানিতে হইবে, যদি জন্ম কালের অরণি থাকে তবে সেই অরণি মথিত করিয়া দাহ করিতে হইবে, লৌকিক অগ্নিদ্বারা দাহ হইতে পারিবে না; কারণ জন্মকালের অরণির অগ্নিসম্পাদনীয় কার্য্য মাত্রের নিমিত্ত উৎপত্তি হইয়াছে। চাণ্ডালাদি ভিন্ন অন্য জাতির অগ্নি গ্রহণ করিতে হইবে; দেবলের স্মরণ আছে যে " চাণ্ডা-লের অগ্নি, সূতিকার অগ্নি,পতিতাগ্নি ও চিতাগ্নি এই সকল অমেধ্য হয় অতএব শিষ্ট ব্যক্তি গণের ইহা কখনই গ্রহণের উপযুক্ত নহে " এবিষে লোগাক্ষি বিশেষ কহিয়াছেন 'চূড়াকরণের পরে নিয়ম অনুসারে অগ্নিদান ও উদক দান

করিবে ; নাম করণের পরে চূড়াকরণ না হইলেও ইচ্ছানুসারে প্রেতের মঙ্গল কামনা করিয়া অগ্নিদান ও উদক দান দুইই তুষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে, নিয়মানুসারে নহে এই বিকল্প জানিবে ; ইহার বিশেষ মনু কহিয়াছেন যে ' তিন বৎসরের যে না হইয়াছে তাহার বান্ধব গণ উদকক্রিয়া করিবে না। যাহার দন্ত জন্মিয়াছে তাহারও করিতে পারিবে এবং নাম করণ হইলেও করিতে পারিবেং উদক শব্দদ্বারা সাহচর্য্য প্রযুক্ত অগ্নিসংস্কারেরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে, ' তিন বৎসরের যে না হইয়াছে, এই বচন থাকায় ' কুলধর্ম্মানুসারে চূড়াকরণ হইলেও তিন বৎসরের পর অগ্নি দান ও উদক দানাদি নিয়ম অবগতি হইতেছে, লোগাক্ষির বচনানুসারে তিন বৎসরের পূর্ব্বেও কৃতচূড় ব্যক্তির অগ্নি ও উদক দানের নিয়ম আছে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

যদি মৃত ব্যক্তি উপনীত হয় তবে আহিতাগ্নিত্ব হেতু স্বগৃহ্যাদি প্রসিদ্ধ আহিতাগ্নির দাহরীত্যনুসারে লৌকিক অগ্নি দ্বারাই দাহ করিবে। অর্থবৎ প্রয়োজনবৎ ইহার অর্থ যাহার যে ভূমি জোষণ প্রোক্ষণাদি কুশদ্বার কার্য্য রূপ প্রয়োজন সম্ভব হয় তাহা আচরণ করিতে হইবে আর পাত্র প্রয়োজনাদি যে লুপ্ত প্রয়োজন তাহা নিবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনি লৌকিকাগ্নি বিধান ক্রমে উপনীত আহিতাগ্নি ব্যক্তির স্বগৃহ্য অগ্নিদ্বারা দাহ বিধান প্রযুক্ত অপহৃত প্রয়োজন হেতুক আহবনীয় প্রভৃতিরও নিবৃত্তি জানিতে হইবে। বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য অন্য অগ্নিবিধান

কহিয়াছেন, যে'যথান্যায়ে আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে তিন অগ্নি দ্বারা দাহ করিতে হইবে, অনাহিতাগ্নি ব্যক্তিকে ও অপর লোককে এক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে,' শূদ্র দ্বারা শ্মশানে অগ্নি ও কাষ্ঠাদি আনয়ন করিতে পারিবে না; যমের স্মরণ আছে যে " শূদ্র যাহার অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও ঘৃত আনয়ন করে, সর্ব্বদাই তাহার প্রেতত্ব থাকিবে ও সে ব্যক্তি অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইবে"। আর স্নানাদি করাইয়া দাহ করিতে হইবে; স্মরণ আছে যে 'মৃত ব্যক্তিকে স্নাপিত, মাল্য বিভূষিত ও শুভ গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া দাহ করিবে'। প্রচেতাও কহিয়াছেন, যে 'পুত্রাদি ব্যক্তিরা প্রেতকে স্নান করাইয়া বস্ত্রাদিদ্বারা পূজিত করিয়া দাহ করিবে, বিবস্ত্র দেহ দাহ করিবে না, এবং কিঞ্চিৎ অর্থাৎ শবের বস্ত্রের একদেশও শ্মশান বাসিগণের নিমিত্ত দেয় রূপে পরিত্যাগ করিবে'।

প্রেত দাহ করিবার বিষয়ে মনুও বিশেষ কহিয়াছেন যে 'ব্রাহ্মণ গণ থাকিতে মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্র ব্যক্তি দ্বারা বহন করাইবে না; কেননা শূদ্রস্পর্শদ্বারা দূষিত হইয়া সেইটি অস্বর্গ্য আহুতি হইবে"।

এস্থলে ব্রাহ্মণ গণ থাকিতে অস্বর্গ্য ইত্যাদি দোষ শ্রবণ হেতু এই বাক্য অবিবক্ষিত।

মৃত শূদ্রকে দক্ষিণ পুর দ্বার দিয়া নির্গত করাইবে, এবং দ্বিজগণকে যথাসঙ্খ্য ক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব পুর দ্বার দিয়া নির্গত করাইবে; সেই প্রকার হারীতও কহিয়াছেন যে 'প্রেতকে গ্রামের অভিমুখে বহির্গত করিবে না"।

সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতযোঽভ্যুপযন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ ॥ ৩ ॥

যদি প্রবাসীর মরণে শরীর না পাওয়া যায় তবে অস্থি দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি করিয়া অস্থিরও অলাভে শৌনকাদি গৃহ্যোক্ত রীত্যনুসারে শরপত্র দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। এবিষয়ে অশৌচও দশাহ আদি হইবে; বশিষ্ঠ স্মরণ আছে যে ‘আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি বিদেশে মৃত হয় তবে তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া শবের মত অশৌচ হইবে।”

যদি আহিতাগ্নি না হয় তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, বচন আছে যে ‘জল মিশ্রিত পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা অনুলেপিত করিয়া “অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বান্ধব গণ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।’ এইরূপে পর্ণশব দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ধারণ করিতে হইবে। ফলিতার্থ এই নাম করণের মধ্যে মৃত হইলে ভূমিতেই নিখনিত করিবে উদক দানাদি করিতে হইবে না। তাহার পরে ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত অগ্নিদান ও উদকদানের বিকল্প জানিবে, তাহার পরে যাবৎ কাল উপনয়ন না হইবে তাবৎকাল তুষ্ণীম্ভাবে অগ্নি ও উদক দান নিয়ম মত করিতে হইবে; তিন বৎসরের পূর্ব্বেও চূড়াকরণ কৃত হইলেও ঐরূপ জানিতে হইবে। উপনয়নের পরে আহিতাগ্নির নিয়ম অনুসারে দাহ করিয়া ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সকল করিতে হইবে। বিশেষ এই যে “ উপনীত ব্যক্তির লৌকিক অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। অনাহিতাগ্নি হইলে গৃহ্য অগ্নি দ্বারা দাহ ও যথাসম্ভব পাত্র যোজনও করিবে” ॥ ১ ॥ ২ ॥

সংস্কারের পরে কি করিবে তাহা কহিতেছেন,।

সপ্তম বা দশম দিনের অভ্যন্তরে সপিণ্ড, সমানগোত্র ও সমানোদক জ্ঞাতিরা 'অপনঃ শোশুচদঘং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া প্রেতকে উদক দান করিবে কে.ম। এইরূপ মাতামহ ও আচার্য্য বিষয়ে পরে উদক দানের অতিদেশ দেখা যাইতেছে।

ইহা অযুগ্ম তিথিতে করিবে ' প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম তিথিতে উদক দান করিবে' এইরূপ গৌতমের স্মরণ আছে।

ইহাও স্নানের পরে করিবে " শাতাতপের স্মরণ আছে যে " অগ্নিতে শবের শরীর সংযোগ করিয়া সেদিকে আর না দেখিয়া জলদান করিবে " সেইরূপ প্রচেতাও এবিষয়ে বিশেষ দেখাইয়াছেন, যে " প্রেতের বান্ধব গণ বৃদ্ধ পুরঃসর জলে অবতরণ করিয়া উদ্বর্ষণ অর্থাৎ গাত্র মার্জ্জন করিবে না স্নান করিয়া প্রাচীনাবীত ও দক্ষিণ মুখ হইয়া ব্রাহ্মণ প্রেতের তর্পণ করিবে, ক্ষত্রিয় প্রেতের উত্তর মুখে তর্পণ করিবে " ও বৈশ্য প্রেতের পূর্ব্বমুখে তর্পণ করিবে, অন্যস্মৃতিতে যত দিন অশৌচ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই উদক দানের বিধি উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু কহিয়াছেন যে " যে কাল পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে সেই কাল পর্য্যন্ত উদক ও পিণ্ড দান করিবে " এবং প্রচেতাও কহিয়াছেন যে " প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত নিত্য নিত্য পূর্ণ জলাঞ্জলি দান করিবে এবং যে দিন পর্য্যন্ত দশম পিণ্ড সমাপ্তি না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য বৃদ্ধি করিবে।"

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখিপ্রত্তাস্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্ ॥ ৪ ॥
সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাক্‌যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা ॥ ৫ ॥

যদি এই গুরু ও লঘু কল্পের এক কল্পের অনুষ্ঠানেও শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে বহুক্লেশাবহ প্রযুক্ত গুরুতর কল্প প্রভৃতির অনুপপত্তি হইতে পারে, কিন্তু গুরুতর কার্য্যে প্রেতের অতিশয় উপকার হয় ইহা কল্পনা করিতে হইবে। তাহা না হইলে গুরুতর কল্প স্নানের আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইতে পারে, বশিষ্ঠও বিশেষ কহিয়াছেন যে "বাম ও দক্ষিণ উভয় পাণিদ্বারা উদক দান করিবে"॥৩॥

পরশ্লোকে বক্তব্য সকৃৎ প্রসেক নাম গোত্রাদি গুণ-বিবিষ্ট প্রেতের উদক দানের বিধি ভিন্নগোত্র মাতামহা-দিতে অতিদেশ কহিতেছেন,।

যেমন সগোত্র ও সপিণ্ড প্রেতের উদক দান করিতে হয় সেই রূপ মাতামহ ও আচার্য্য প্রেতের নিত্যই উদক দান করিবে,।

মিত্র, প্রদত্তা কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, শ্বশুর ও যাজক ইহারা মৃত হইলে ইচ্ছানুসারে উদকদান করিবে, অর্থাৎ প্রেতের মঙ্গল কামনা থাকিলে উদক দান করিবে, তাহা না থাকিলে করিবেনা, না করিলে ক্ষতি নাই ॥ ৪ ॥

উদক দানে গুণ বিধি কহিতেছেন,।

সেই উদক ক্রিয়া এইরূপে করিতে হইবে যে সপিণ্ড ও

সমানোদকাদিরা মৌনী হইয়া প্রেতের নাম ও গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "অমুকগোত্রঃ অমুক নামা প্রেতস্তৃপ্যতু" এই বলিয়া একবার উদক দান করিবে বা তিনবার ঐরূপে উদক দান করিবে; প্রচেতার স্মরণ আছে যে "প্রেতস্তৃপ্যতু" এই বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিগণ তিনবার তর্পণ করিবে"।

প্রতিদিন অঞ্জলি দানের বৃদ্ধি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এই বিশেষ তিনিই কহিয়াছেন, যে "তাহার পরে নদীর তীরে যাইয়া যথাবিধি শৌচ কার্য্য করিয়া প্রথমে বস্ত্র শোধন পূর্ব্বক স্নান করিবে, পরে বস্ত্রের সহিত স্নান করিতে হইবে, তাহার পরে কায়িক ও মানসিক শুচি হইয়া পাষাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দশ অঞ্জলি, ক্ষত্রিয়কে দ্বাদশ অঞ্জলি বৈশ্যকে পঞ্চদশ অঞ্জলি ও শূদ্রকে ত্রিংশৎ অঞ্জলি জল দান করিতে হইবে, তাহার পরে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে, তদনন্তর গৃহের শৌচ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে"।

সপিণ্ড গণের মধ্যে কাহারও কাহারও উদক দান নিষেধ কহিতেছেন যে "জ্ঞাতিত্ব থাকিলেও ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত উদক দান করিবে না এবং দ্বিজাতি সংস্কার কর্ম্মের অনধিকারী ব্যক্তিরাও উদক দান করিবে না। পরে ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি হইলে পূর্ব্ব মৃত সপিণ্ড প্রভৃতির উদক দান ও অশৌচ গ্রহণ করিতেই হইবে।" মনুও কহিয়াছেন যে "আদিষ্ট অর্থাৎ "তুমি ব্রহ্মচারী আপোশান কর্ম্ম কর ও দিবসে শয়ন করিও না"

পাষণ্ডানাশ্রিতাস্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ ॥ ৬ ॥

এইরূপ ব্রতাদেশ যুক্ত ব্রহ্মচারী ব্যক্তি ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত উদক দান করিবে না, কিন্তু ব্রত সমাপ্তি হইলে উদক দান করিয়া তিন দিন অশুচি হইবে।" ইহা পিতা প্রভৃতি ব্যতিরেকে জানিতে হইবে, ইহা পরে বলিবেন। আচার্য্য, পিতা ও অধ্যাপক এইস্থলে আচার্য্য এইরূপ বলিবেন। আদিষ্ট বলাতে প্রক্রান্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি বলিতে হইবে তাহারই উদক দান নিষেধ জানিবে। প্রায়শ্চিত্ত রূপ ব্রত সমাপ্তির পরে উদক দান ও অশৌচের বিধি জানিবে; সেই রূপ ক্লীবাদি ব্যক্তির উদক দাতৃত্ব নিষিদ্ধ; বৃদ্ধ মনু কহিয়াছেন যে "ক্লীবাদি ব্যক্তি, চৌর্য্যবৃত্ত, অসংস্কৃত, বিধর্ম্মী, গর্ব্ভঘাতিনী, স্বামিঘাতিনী, ও সুরাপান কারিণী স্ত্রীলোকেরা উদক দান করিবে না" ॥ ৫ ॥

এই প্রকার উদক দানে কর্ত্তৃবিশেষের পক্ষে নিষেধ কহিয়া সম্প্রদান বিশেষ দ্বারা নিষেধ কহিতেছেন,।

মনুষ্যের শিরঃ কপালাদি শ্রুতিবহির্ভূত লিঙ্গ ধারণকারী পাষণ্ডী ব্যক্তি, অধিকার থাকিলেও যে কোন আশ্রম বিশেষ পরিগ্রহ করে নাই সেই অনাশ্রিত ব্যক্তি, সুবর্ণাদি উত্তম দ্রব্য অপহারী স্তেন ব্যক্তি, ও পতিঘাতিনী, কুলটা, গর্ব্ভঘাতিনী ও ব্রাহ্মণঘাতিনী, নিষিদ্ধ সুরাপানকারিণী, বিষ অগ্নি জল উদ্বন্ধন ইত্যাদি দ্বারা যাহারা প্রাণ ত্যাগ করে সেই আত্মত্যাগকারিণী স্ত্রীরা এবং নিষিদ্ধ সুরাপানাদি কারী পুরুষ গণ ইহারা ত্রিরাত্র দশরাত্র প্রভৃতি পশ্চাৎ বক্তব্য অশৌচের ও উদকদানাদি

ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার যোগ্য হইবে না। অর্থাৎ সপিণ্ডাদিরা ইহাদিগের অশৌচ গ্রহণ আদি করিবে না, অতএব তাহাদের মরণে উদক দানাদিও করিতে হইবে না।

কিন্তু এই সকল জ্ঞান কৃত বিষয়ে বর্ত্তিবে, তাহা গৌতম কহিয়াছেন যে " মহাপ্রস্থান, অভোজন, শস্ত্র অগ্নি বিষ উদ্বন্ধন ও পর্ব্বত শিখর হইতে অবপতন দ্বারা যাহারা প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে " এস্থলে ইচ্ছা করে এই-রূপ বিশেষণ থাকায় প্রমাদ বশত যদি ঐসকল দ্বারা ঐরূপ বিপদ্ ঘটে তবে দোষ হইবে না; অঙ্গিরার স্মরণ আছে যে ' যদি কেহ প্রমাদ বশত অগ্নি ও উদকাদি দ্বারা মরে তাহার অশৌচ গ্রহণ ও উদক ক্রিয়া কর্ত্তব্য ।' মৃত্যু বিশেষবশতও অশৌচাদি নিষেধ কহিতেছেন যে ' চাণ্ডাল, উদক, সর্প, ব্রহ্মদণ্ড, বিদ্যুৎ, দংষ্ট্রী এবং পশু দ্বারা ও আকাশে পাপকর্ম্মা লোকের মরণ হয়, তাদৃশ প্রেতের উদ্দেশে উদক ও পিণ্ড যাহা প্রদত্ত হয় তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না, আকাশে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাও জ্ঞানকৃত আত্মঘাতবিষয়ে বর্ত্তিবে; কেননা গৌতমের বচনে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির অশৌচ নিষেধ কথিত আছে, এস্থলেও চাণ্ডাল, জল ও সর্প হত স্থলেও সাহচর্য্য বশত জ্ঞানকৃত বিষয়ে নিশ্চয় করিতে হইবে অতএব দর্পাদি হেতু চাণ্ডাল প্রভৃ-তিকে হনন করিতে যাইয়া যে ব্যক্তি তাহাদের দ্বারা হত হয় তাহার পক্ষে " সর্ব্ব প্রকারেই আত্মাকে রক্ষা করিবে" এই বিধির অতিক্রম জন্য পিণ্ড দানাদি নিষেধ হইবে।

এইরূপ দুষ্ট দংষ্ট্রী আদি গ্রহণের জন্য দর্পক্রমে অভি-মুখে গত ব্যক্তির মরণে এই নিষেধ অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর এই অশৌচ নিষেধ দশাহ আদি কালের পক্ষে বোধ করিতে হইবে কেননা ব্রাহ্মণ গো ও রাজা কর্ত্তৃক হত এবং আত্মঘাতিদের সদ্যঃশৌচ বলিবেন; ইহাদের দাহ দিও করিবে না, যমের স্মরণ আছে যে "ব্রাহ্মণদণ্ড দ্বারা হত ব্যক্তি গণের অশৌচ, উদক দান অশ্রুপাতন দাহাদি শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও কট (শব বহন শিবিকা বা খট্টাদি) ধারণ করিবে না"। সাগ্নিক ব্যক্তিকে যজ্ঞ পাত্র সহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে ও এই বেদ বিহিত অগ্নি ও যজ্ঞপাত্রাদির প্রতিপত্তি লোপের প্রসঙ্গ হেতু এই স্মার্ত্ত দাহাদি নিষেধ ব্রাহ্মণাদি দ্বারা হত আহিতাগ্নি বিষয় নহে এরূপ আশঙ্কা করিবে না; যেহেতু চাণ্ডালাদি হত আহিতাগ্নি সম্বন্ধীয় অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র সক-লের অন্য স্মৃতিতে পৃথক্ প্রতিপত্তি বিধান আছে যে "যজমান ব্যক্তি দুর্ম্মরণে মরিলে বৈতানিকাগ্নি জলে নি-ক্ষেপ করিবে, আবসথ্য অগ্নি চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিবে, যজ্ঞপাত্র সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে"। তাহার শরীরেরও অন্য প্রতিপত্তি কথিত আছে যে 'আত্মঘাতী গণের ও পতিত ব্যক্তি দিগের ক্রিয়া নাই; কিন্তু "গঙ্গার জলে তাহাদিগের শরীর সংস্থাপন করিলে হিত হইতে পারে" এইরূপ স্মরণ আছে, সেই হেতু বিশেষ কথন না থাকায় সকলেরই দাহাদি নিষেধ জানিতে হইবে। অতএব স্নেহাদি প্রযুক্ত নিষেধের অতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত

করিতে হইবে। স্মরণ আছে যে "অগ্নিদান, উদক দান, স্নান, স্পর্শ, বহন, কথা, রজ্জুচ্ছেদ, ও অশ্রুপাত করিয়া তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে" ইহাও প্রত্যেকের পক্ষে জ্ঞানকৃত বিষয়ে জানিতে হইবে, অজ্ঞান প্রযুক্ত করিলে সম্বর্ত্তের বচন দেখিতে হইবে যে "এই সকলের মধ্যে কোন এক মৃত ব্যক্তিকে দহন, বহন, কট ধারণ ও উদকদান করিয়া কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে" যদি মোহ বশত পূর্ব্বোক্ত দহন বহন না করিয়া কেবল সেই শব স্পর্শ ও অশ্রুপাত করিয়া থাকে তবে এক রাত্র কাল উপবাস করিবে ইহাতে যে স্পর্শ ও অশ্রুপাত বিষয়ে উপবাস কথিত আছে তাহা কৃচ্ছ্র ব্রত করণে অশক্তের পক্ষে ধরিতে হইবে। সুমন্তুর স্মরণ আছে যে "বন্ধন ছেদনে মাস পরিমিত কাল ভিক্ষান্নভোজী ও ত্রিষবণ কারী হইবে; এস্থলেও যে ভিক্ষান্ন ভোজন কথিত আছে তাহাও অশক্তের পক্ষে। এইরূপ এতদ্বিষয়ক অন্যান্য স্মৃতি বাক্য সকলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দাহাদি নিষেধ অনুষ্ঠানে অসমর্থ জীর্ণ বানপ্রস্থাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় বোধ করিতে হইবে; তাহাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রকারে অনুজ্ঞা আছে; স্মরণ আছে যে "শৌচ ও স্মৃতিভ্রষ্ট বৃদ্ধ, প্রত্যাখ্যাতচিকিৎস ও যে ব্যক্তি ভৃগু (পর্ব্বতাদি) হইতে পতন, অগ্নি, অনশন ও জলে আত্মঘাতী হয় তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ; তাদৃশ ব্যক্তির দ্বিতীয় দিনে অস্থি সঞ্চয় এবং তৃতীয় দিনে উদক ক্রিয়া করিয়া চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে" এইরূপ যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা শাস্ত্র-

মতে আত্মঘাতের অনুজ্ঞা আছে তদ্ভিন্ন অসৎ প্রক্রিয়া ক্রমে আত্মঘাত করায় শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্য নিষিদ্ধ থাকিলে কি কর্ত্তব্য তাহাতে বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ও ছাগলেয় মুনি কহিয়াছেন যে ‘ অবিধানে আত্মঘাতিগণের লোক নিন্দা ভয় নিবারণ কারণ মনুষ্য গণ নারায়ণ বলি করিবে ; তাহা হইলেই তাহাদিগের শুদ্ধি হইবে, তদন্যথায় শুদ্ধ হইবে না ” ইহা যম কহিয়াছেন ; সেই হেতু তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য দক্ষিণা সহিত অন্ন দান করিবে ”।

ব্যাসও কহিয়াছেন যে ‘ নারায়ণ বা শিব দেবতার উদ্দেশে যাহা প্রদান করে, তাহাই তাহার শুদ্ধির কারণ হয় অন্যথা করিলে শুদ্ধির উপায় নাই ”।

এই নারায়ণ বলি মৃত ব্যক্তির শুদ্ধি জন্মিয়া দিয়া শ্রাদ্ধাদি দান ক্রিয়ার যোগ্য করিয়া থাকে অতএব পারলৌকিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে পারিবে। এইহেতু ষট্ত্রিংশন্মতেও পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুজ্ঞা দেখা যাইতেছে যে ‘ গো ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ও পতিত ইহাদিগের সম্বৎসরের পরে নারায়ণ বলি করিয়া শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবে।

নারায়ণ বলি এইরূপে করিতে হইবে যে “ কোন শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে বিষ্ণু ও বৈবস্বত যমকে যথাবিধানে পূজা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকটে মধু ঘৃত ও তিল মিশ্রিত দশটি পিণ্ড বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রেত ব্যক্তিকে ধ্যান করিয়া প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ মুখ হইয়া দক্ষি-

ণাগ্র দর্ভে দান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক পিণ্ড বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পত্নী প্রভৃতিকে দিবে না।

তাহার পরে সেই রাত্রিতেই অযুগ্ম (১। ৩ ইত্যাদি) ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপবাস করত প্রভাত হইলে মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন আদি তৃপ্তি প্রশ্ন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পিণ্ড পিতৃবজ্ঞাবৃতো ল-খনাদি অবনেজন পর্য্যন্ত কর্ম্ম বিনা মন্ত্রে করিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব ও যম পরিবার সহিত এই চারি দেবতাকে চারি পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক নাম গোত্র সম্বলিত প্রেত ব্যক্তিকে ধ্যান করিয়া বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিয়া পঞ্চম পিণ্ডটি প্রদান করিতে হইবে।

তাহার পরে ব্রাহ্মণ গণকে আচমন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এক গুণপ্রধান ব্রাহ্মণকে প্রেত জ্ঞানে স্মরণ করিয়া গো ভূমি ও স্বর্ণাদি দ্বারা অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পরে পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা প্রেতকে তিলাদি সহিত জল দান করিয়া আত্মবন্ধু গণের সহিত ভোজন করিবে।”

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কহিতেছেন, এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত পুরাণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনু-সারে পঞ্চমীতে নাগ পূজা করিয়া সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পরে নারায়ণ বলি করিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত সর্প দান করিতে হইবে ও গোদান করিতে হইবে; তাহার পরে সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবে।

নারায়ণ বলির লক্ষণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে কথিত আছে যে “ শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে বিষ্ণু ও বৈবস্বত যম এই দেবতা দিগকে পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত মধুমিশ্রিত তিলযুক্ত দশ পিণ্ড দক্ষিণমুখ হইয়া সংযত থাকিয়া বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিয়া দর্ভেতে প্রদান করিবে; তাহার পরে নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিবে এবং পুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা পূজা করিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য ও অপরাপর দ্রব্য প্রদান করিবে, পরে (৫। ৭। ৯) পঞ্চ সপ্ত বা নব সঙ্খ্যক বিদ্যাতপোবৃদ্ধ সৎকুলজাত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। সেই দিন উপবাস করিয়া পরদিনে মধ্যাহ্ন সময়ে বিষ্ণুর পূজা করত সেই সকল ব্রাহ্মণ গণকে জ্যেষ্ঠ ক্রমে উত্তর মুখে পিতৃরূপ ধ্যান পূর্ব্বক উপবেশন করাইবে পরে বিষ্ণুতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক অনলস হইয়া দেব আবাহনাদি সমস্ত কার্য্য যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিবে, পরে ব্রাহ্মণ গণকে পরিতৃপ্ত জানিয়া যথাবিধানে তৃপ্তি প্রশ্ন করিবে, তাহার পর তিলাদি সংযুক্ত হবিষ্য ব্যঞ্জন মিশ্রিত পঞ্চ পিণ্ড দৈব রূপ ধ্যান পূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রথম পিণ্ড, ব্রহ্মাকে দ্বিতীয় পিণ্ড, শিবকে তৃতীয় পিণ্ড, অনুচরের সহিত যমকে চতুর্থ পিণ্ড প্রদান করিবে; তাহার পরে মৃতের নাম ও গোত্র মনে মনে উচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিয়া পঞ্চম পিণ্ড পূর্ব্বমত প্রদান করিবে। পরে বিধিমতে বিপ্রগণকে আচমন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিবে, তন্মধ্যে এক গুণজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধতম ব্রাহ্মণকে প্রেতরূপে ধ্যান

কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপবদেযুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭ ॥
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
করোতি যঃ স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে ॥ ৮ ॥

করিয়া স্বর্ণ, গো, বস্ত্র ও ভূমিদান দ্বারা পূজিত করিবে তাহার পরে ব্রাহ্মণ গণ সমাহিত ভাবে দর্ভহস্ত হইয়া মৃতের নাম ও গোত্র স্মরণ করিয়া তিল ও জল নিক্ষেপ করিবেন এবং ঘৃত, গন্ধ, তিল ও জল তাহাকে দান করিবেন। পরে মৌনী হইয়া মিত্র ও ভৃত্য গণের সহিত ভোজন করিবে। এইরূপে বিষ্ণুমতে স্থিত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মঘাতীর উদ্দেশে দান করিবে সে ব্যক্তি সেই আত্মঘাতীকে শীঘ্র উদ্ধার করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই"।

সর্প হত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ এই যে সুবর্ণ নির্ম্মিত সর্প দান করিবে; সুমন্ত ভবিষ্য পুরাণে সর্প প্রতিমূর্ত্তি দানের বিষয় কহিয়াছেন যে " ভারমাত্র সুবর্ণ দ্বারা সর্প ও গো নির্ম্মাণ করাইয়া ব্যাসের উদ্দেশে বিধি পূর্ব্বক প্রদান করিয়া পিতার আনৃণ্য প্রাপ্ত হইবে" ॥ ৬ ॥

এইরূপে অপবাদের সহিত জলদান বিধান করিয়া পরে কি করিতে হইবে তাহা কহিতেছেন,।

কৃতোদক, স্নানানন্তর উদক হইতে উত্তীর্ণ ও নূতন তৃণ গণাচ্ছন্ন ভূভাগে সংস্থিত পুত্রাদিকে কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্ষ্যমাণ পুরাতন ইতিহাস বিন্যাস পূর্ব্বক শোক নিবারণ কারণ বচন কথন দ্বারা শোকাপনোদন করিবেন ॥ ৭ ॥

শোক নিবারণ কারণ ইতিহাসের স্বরূপ কহিতেছেন,।

পঞ্চধা নির্ম্মিতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা॥ ৯॥
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥ ১০॥

এস্থলে মনুষ্য শব্দ দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; এই চতুর্ব্বিধ ভূতজাত জ্ঞাত হইতে হইবে, সেই সংসরণ ধর্ম্মিত্ব হেতু রম্ভা স্তম্ভের ন্যায় অন্তঃসার রহিত ও জলবুদ্বুদ তুল্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে সার অন্বেষণ করে সে ব্যক্তি অত্যন্ত অজ্ঞানান্ধ অতএব এইরূপ সংসারের ধর্ম্ম জানিয়া শোক করা উচিত নহে॥ ৮॥

আরও কহিতেছেন,।

জন্মান্তরীণ আত্মীয় শরীর জনিত কর্ম্মবীজ দ্বারা নিজ ফল ভোগের জন্য পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূতাত্মক শরীর পঞ্চ প্রকারে নির্ম্মিত হয়, সেই শরীর যদি ফল ভোগাবসানে পুনর্ব্বার পঞ্চত্ব অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতির স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাতে অকারণ তোমরা কেন শোক করিতেছ? নিষ্প্রয়োজন হেতু অনুশোচনা কর্ত্তব্য নহে বস্তুস্থিতির গুণে সেই রূপই হইয়া থাকে; কেননা কোন ব্যক্তিই বস্তু স্থিতিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না॥ ৯॥

আরও কহিতেছেন,।

আরও দেখ এই মরণ আশ্চর্য্য নহে কারণ পৃথিবী

শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ॥ ১১ ॥
ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরঃসরাঃ।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ॥ ১২ ॥
আচম্যাগ্ন্যাদিসলিলং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য কৃত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ॥ ১৩ ॥

প্রভৃতি মহাভূত পঞ্চ, সমুদ্র ও জরামরণবর্জ্জিত অমর গণও প্রলয় কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে অস্থিরত্ব হেতু ফেনসদৃশ মরণধর্ম্মশীল প্রাণিগণ কেনইবা বিনাশ প্রাপ্ত না হইবে? মরণ ধর্ম্মশীল প্রাণি গণের মরণই উচিত; এহেতু শোক সন্তাপ করায় কোন ফল দেখা যায় না॥ ১০॥

অনিষ্ট জনক প্রযুক্ত অনুশোচনাও করিবে না এবিষয়ে কহিতেছেন,।

যেহেতু অনুশোচনকারি বান্ধব গণের বদন ও নয়ন হইতে নির্গত শ্লেষ্মা ও অশ্রু অবশতা প্রযুক্ত ইচ্ছা না থাকিলেও প্রেত ব্যক্তি ভোজন করে, সেই হেতু রোদন করিবে না, তবে আপনার শক্তি অনুসারে প্রেত ব্যক্তির হিত কামনা করিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবে॥ ১১॥

এইরূপ কুলবৃদ্ধ গণের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শোক ত্যাগ পূর্ব্বক অল্পবয়স্ক বালক গণকে অগ্রে করিয়া গৃহে গমন করিবে গমন করিয়া বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র ভাবে দশন দ্বারা নিম্ব পত্র খণ্ডন করিয়া আচমন পূর্ব্বক অগ্নি, জল, গোময় ও গৌর

প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিং পরেষাং স্নানসংযমাৎ ॥ ১৪ ॥

সর্ষপ, শাস্ত্রোক্ত অগ্নি, দূর্ব্বা প্রবাল ও বৃষভ স্পর্শ করিয়া প্রস্তরে পদ প্রদান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিবে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

অতিদেশ কহিতেছেন,।

এই সকল পূর্ব্বোক্ত নিম্ব পত্র দংশনাদি গৃহ প্রবেশন পর্য্যন্ত কর্ম্ম কেবল জ্ঞাতি গণের পক্ষে নহে প্রভুত ধর্ম্মার্থ প্রেতালঙ্কার নির্হরণাদি "দহন বহনাদি" কারী অপরেরও কর্ত্তব্য প্রবেশনাদি এস্থলে মাঙ্গলিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিলোম ক্রম অভিপ্রায়ে আদি শব্দ গৃহীত হইয়াছে; সেই ধর্ম্মার্থ নির্হরণাদিতে প্রবৃত্ত তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছুক অসপিণ্ড গণের স্নান ও প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি হইবে; ইহা পরাশরও কহিয়াছেন "যে দ্বিজাতি গণ মৃত অনাথ ব্রাহ্মণকে বহন করিবে তাহারা আনুপূর্ব্বিক ক্রমে পদে পদে যজ্ঞ ফল লাভ করিবে, সেই শুভ কর্ম্মকারি গণের কিছুই অশুভ বা পাপ হইবে না, জলে অবগাহন স্নান করিলেই তাহাদের সদ্যই শুদ্ধি বিধি হইতেছে"।

স্নেহাদি প্রযুক্ত নির্হরণে মনুপ্রোক্ত বিশেষ দৃষ্ট করিতে হইবে "অসপিণ্ড মৃত দ্বিজকে এবং মাতার আপ্ত বান্ধব গণকে বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মণ ব্যক্তি নির্হরণ করিলে তিন দিনে শুদ্ধ হইবে।" আর যে ব্যক্তি স্নেহাদি প্রযুক্ত শব নির্হরণ করিয়া তাহার অন্ন ভোজন করিবে ও তাহার গৃহে বাস

আচার্য্যপিত্রুপাধ্যায়ান্ নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী।
সকটান্নঞ্চ নাশ্নীয়ান্ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥ ১৫॥

করিবে সে দশ দিনে শুদ্ধ হইবে; আর যে ব্যক্তি কেবল তাহার গৃহে বাস করিবে, কিন্তু তাহার অন্ন ভোজন করিবে না তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। আর যে ব্যক্তি কেবল নির্হরণই করিবে, তাহার গৃহে বাস বা তাহার অন্ন ভোজন করিবে না তাহার এক দিন অশৌচ হইবে: ইহা সজাতীয় বিষয়ে বর্ত্তিবে বিজাতীয় বিষয়ে নহে।

বিজাতীয় মৃত ব্যক্তি বিষয়ে যে জাতীয় প্রেতকে নির্হরণ করিবে সেই জাতির যত দিন অশৌচ হইতে পারে তত দিনই অশৌচ হইবে; ইহা গৌতম কহিয়াছেন যে "নিকৃষ্ট বর্ণ যদি উৎকৃষ্ট বর্ণকে নির্হরণ করে এবং উৎকৃষ্ট বর্ণ যদি নিকৃষ্ট বর্ণকে নির্হরণ করে সে স্থলে সেই জাতীয় ব্যক্তি মৃত হইলে যত দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে তত দিন অশৌচ হইবে অর্থাৎ শূদ্রকে নির্হরণ করিলে ব্রাহ্মণের ১ এক মাস (৩০ দিন) অশৌচ হইবে আর ব্রাহ্মণকে শূদ্র ব্যক্তি নির্হরণ করিলে দশ দিন অশৌচ হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে॥ ১৪॥

ব্রহ্মচারীর পক্ষে কহিতেছেন,।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আচার্য্য, মাতা, পিতা ও পূর্ব্বোক্ত উপাধ্যায় ইহাদিগকে নির্হরণ করিলে ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ব্রতীই থাকিবে, তাহার ব্রত ভঙ্গ হইবে না।

ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতাদেবং প্রেতায়াম্ং দিনত্রয়ম্॥ ১৬॥

কট শব্দের দ্বারা অশৌচ উপলক্ষিত হইতেছে তৎসহ-চরিত অন্ন সকটান্ন তাহা ব্রহ্মচারী ব্যক্তি ভোজন করিবে না, এবং অশৌচি ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না; ইহা বলাতে আচার্য্যাদি ব্যতিরিক্ত প্রেত নির্হরণ করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইবে ইহা অর্থবশত উপলব্ধি হইতেছে অতএব বশিষ্ঠ কহিয়াছেন "শব দহন বহনাদি করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত লোপ হইবে কিন্তু তাহা মাতা পিতার শব ভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা জানিতে হইবে" ॥ ১৫ ॥

অশৌচি ব্যক্তি গণের বিশেষ নিয়ম কহিতেছেন,।

ক্রীত ও অযাচিত লব্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে, ক্রীত ও অযাচিত দ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে উপবাস করিবে; বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে "গৃহ হইতে গমন করিয়া তিন দিন উপবাস পূর্ব্বক অধঃ (তৃণময়) প্রস্তরে শয়ন করিবে, ক্রয়লব্ধ অন্ন ভোজন করিবে" সেই সপিণ্ড গণ ভূমিতেই পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে, খট্টাদিতে শয়ন করিবে না; এবিষয়ে মনু বিশেষ কহিয়াছেন যে "অক্ষার লবণ অন্ন ভোজন করিবে, তিন দিন নদ্যাদিতে স্নান করিবে, মাংস ভোজন করিবে না, ভূমিতে পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে" গৌতমও বিশেষ কহিয়াছেন যে "শব দাহাদি কর্ম্মকারীরা ভূমিতে শয়ন করিবে ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে" পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞ প্রকরণ অনুসারে প্রাচী-

নাবীতী ইত্যাদি রূপে তিন দিন প্রেতকে পিণ্ড রূপ অন্ন ভূমিতে তূষ্ণীম্ভাবে দিবে; মরীচি কহিয়াছেন যে " স্নান পূর্ব্বক শুদ্ধমনা হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে চরু পাক করিয়া বহির্দ্দেশে কুশ ও মন্ত্র রহিত প্রেত পিণ্ড দিবে।" কুশ ও মন্ত্র রহিত প্রেত পিণ্ড ইহা অনুপনীতের বিষয়ে জানিতে হইবে। প্রচেতার স্মরণ আছে যে " অসংস্কৃত ব্যক্তির পিণ্ড ভূমিতে দিবে ও সংস্কৃত ব্যক্তির পিণ্ড কুশের উপরে দিবে "।

অধিকারীর নিয়মও গৃহ্য পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে "অন্য-গোত্রই হউক বা সগোত্রই হউক স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক প্রথম দিনে যে পিণ্ড দিবে সে দশাহ কার্য্য সমাপন করিবে"। শুনঃপুচ্ছ মুনি দ্রব্যের নিয়ম কহিয়াছেন যে ' শালি, শক্ত কিম্বা শাকের মধ্যে প্রথম দিবসে যদ্দ্বারা পিণ্ড দিবে, তাহাই দশ দিন পর্য্যন্ত দিতে হইবে তূষ্ণীম্ভাবে জল, পুষ্প, ধূপ ও দীপদান করিবে "। পাষাণে পিণ্ড দিবে; শঙ্খের স্মরণ আছে যে " ভূমিতে বা প্রস্তরে মাল্য, পিণ্ড ও জলদান করিবে " এস্থলে শঙ্খের বচনে বহুবচন থাকায় উদক দানের ন্যায় সকল ব্যক্তিই যে পিণ্ড দান করিবে এরূপ আশঙ্কা করিবে না, কেবল পুত্র কর্ত্তৃকই পিণ্ড দান কর্ত্তব্য পুত্রের অভাবে নিকটবর্ত্তী কোন এক সপিণ্ড পিণ্ড দান করিবে, তদভাবে মাতৃ সপিণ্ডাদিরা পিণ্ড দান করিবে; গৌতমের স্মরণ আছে যে " পুত্রের অভাবে সপিণ্ড, মাতৃ-সপিণ্ড বা শিষ্যগণ

পিণ্ড প্রদান করিবে তাঁহার অভাব হইলে ঋত্বিক্ ও আচার্য্য পিণ্ড দান করিবে"।

অনেক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিণ্ড দান করিবে মরীচির স্মরণ আছে যে " সকল পুত্রের অভিমতে অবিভক্ত দ্রব্য দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক যাহা কৃত হয়, তাহা সকল পুত্র কর্ত্তৃকই কৃত বলিয়া জানিতে হইবে "।

পিণ্ড দানে সঙ্খ্যার নিয়ম এইরূপ আছে যে ব্রাহ্মণের (১০) দশ পিণ্ড, ক্ষত্রিয়ের (১২) দ্বাদশ পিণ্ড, ইত্যাদি অশৌচান্ত দিনের সঙ্খ্যানুসারে পিণ্ড সঙ্খ্যা জানিবে, ইহাও বিষ্ণু কহিয়াছেন, যে ' যত দিন অশৌচ থাকিবে তত দিন প্রেতকে জল ও পিণ্ড এক এক করিয়া দিবে '। অন্য স্মৃতিতে আছে যে " শুদ্ধাচারী হইয়া নয় দিনে নয় পিণ্ড দিবে ও দশম পিণ্ড প্রদান করিয়া রাত্রি শেষে শুদ্ধ হইবে " এস্থলে রাত্রি শেষ বলাতে পরদিন বোধ করিতে হইবে, কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের জন্য ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করণ অভিপ্রায়ে কথিত হইল। কিন্তু যোগীশ্বর তিন পিণ্ড দান কহিয়াছেন, তন্মধ্যে গুরু ও লঘু কল্পের মধ্যে জল দান বিষয়ে কথিত ব্যবস্থা জানিতে হইবে; এবিষয়ে শাতাতপও বিশেষ কহিয়াছেন যে ' অল্প দিন অশৌচ হইলেও দশ পিণ্ডই দিবে '। তিন রাত্রি অশৌচের পক্ষে পারস্কর বিশেষ কহিয়াছেন যে " শুদ্ধাচারী হইয়া প্রথম দিনে তিন পিণ্ড, দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড দিবে অস্থি সঞ্চয় করিবে এবং তৃতীয় দিনে তিন পিণ্ড দিবে ও বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে" ॥ ১৬ ॥

জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃণ্ময়ে।
বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদনাৎ॥ ১৭॥

আরও কহিতেছেন।

জল ও ক্ষীর মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রদ্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আকাশে শিক্যাদিতে এক দিন স্থাপন করিবে। এস্থলে বিশেষ না বলায় উহা প্রথম দিবসে করিবে। পারস্করের বচন আছে যে "প্রেতাত্র স্নাহি" এই বলিয়া জল স্থাপন করিবে, "পিব চেদং ক্ষীরং" এই বলিয়া দুগ্ধ দিবে" আর অস্থিসঞ্চয়নও প্রথম আদি দিনে করিতে হইবে। সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন, যে "প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম বা নবম দিবসে সগোত্র ব্যক্তিরা একত্র হইয়া অস্থি সঞ্চয় করিবে। কোন স্থলে "দ্বিতীয় দিনে অস্থি সঞ্চয় করিবে" ইহা উক্ত আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে কথিত আছে যে "চতুর্থ দিবসে অস্থি সঞ্চয় করিবে এবং তাহা গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করিবে।" অতএব কোন এক দিনে স্বগৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে অস্থি সঞ্চয় করিবে। এবিষয়ে অঙ্গিরা বিশেষ কহিয়াছেন যে "অস্থি সঞ্চয় করিতে হইলে সেই প্রেতকে উদ্দেশ করিয়া শ্মশান বাসি দেবতা গণের যাগ করিতে হইবে, যে শুচি হইয়া দেবতা গণের যাগ না করে দেবতা গণ তাহাকে শাপ দেন।" সেস্থলে "শব গণের পূর্ব্বে দগ্ধ ব্যক্তিরা শ্মশানবাসি দেবতা রূপে কথিত আছেন" ইহাও তিনি কহিয়াছেন; অতএব সেই দেবতা গণকে ও অল্পকালমৃত সেই প্রেতকে উদ্দেশ করিয়া ধূপ দীপাদি ও পিণ্ডরূপ অন্নদ্বারা সেই স্থলে পূজা করিতে হইবে, ইহা উক্ত হইতেছে।

অশৌচের শেষ দিনে কেশাদি বপন করিবে; দেবলের স্মৃতি আছে যে "দশম দিন উপস্থিত হইলে গ্রামের বহির্ভাগে স্নান করিবে, তাহাতে বস্ত্র, কেশ, শ্মশ্রু ও নখ ত্যাগ করিবে।" অন্য স্মৃতিতে আছে যে "শ্রাদ্ধ দানের পূর্ব্বে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম দিনে যত্ন পূর্ব্বক ক্ষুরকর্ম্ম করিবে" অর্থাৎ শ্রাদ্ধ প্রদানের পূর্ব্বে হইলে কোন নিয়ম নাই।

কাহারা বপন করিবে এই আশঙ্কায় আপস্তম্ব কহিয়াছেন যে "যাহারা মৃতের জন্য দুঃখ অনুভব করে সেই সপিণ্ডগণ বপন করিবে কি অল্প বয়স্ক ব্যক্তিগণ বপন করিবে? কেমনা কোন বিশেষ বলা হয় নাই।" ইহাতে এই স্থির হইতেছে যে, মৃত অপেক্ষা যাহারা অল্পবয়স্ক তাহারাই বপন করিবে। কেহ কহেন যে পুত্রগণ বপন করিবে। নিয়ম দেখা যায় যে "গঙ্গাতে, প্রয়াগে, মাতা পিতা ও গুরুর মরণে, আধান কালে এবং সোম যাগে এই সাত কর্ম্মে বপন করিতে হইবে"।

অশুচিত্ব প্রযুক্ত সকল শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের নিষেধ থাকিলেও কোন কোন কর্ম্মে অধিকার কহিতেছেন, বৈতান অর্থাৎ অগ্নিত্রয়সাধ্য অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস আদি ক্রিয়া ও প্রতিদিন উপাস্য গৃহ্যাগ্নিসাধ্য সায়ংপ্রাতর্হোম ক্রিয়া করিবে; কেননা বেদে কথিত আছে যে "যাবৎ কাল জীবন থাকিবে তাবৎ কাল অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিহোত্রাদির কর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে কথিত আছে এবং "নিত্য

নিত্য স্বাহা, অর্থাৎ হোম করিবে, অন্নের অভাব থাকিলে কোন এক দ্রব্য দ্বারা বা কাষ্ঠ সম্প্রদান দ্বারা উক্ত কর্ম্ম সাধন করিবে " এই শ্রুতি দ্বারা ঔপাসন হোমও কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে কথিত আছে।

এস্থলে শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম বলায় স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য বলিয়া সঙ্কেত হইতেছে। অতএব বৈয়াঘ্রপাদ কহিয়াছেন যে "রাহুদর্শন ভিন্ন অন্য অশৌচ হইলে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে স্নান করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" শ্রুতিকথিত ক্রিয়ার কার্য্যত্ব সংজ্ঞা নিত্য নৈমিত্তিকের অভিপ্রায়ে কথিত আছে। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে "আবশ্যক নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও অগ্নিত্রয়সাধ্য আবশ্যক কার্য্যের পর্য্যুদাস জানিতে হইবে, আর গৃহ্য-অগ্নিসাধ্য আবশ্যক ক্রিয়ার বিকল্প জানিতে হইবে" অতএব তাহাতে অশৌচ হইবে না। অশৌচ হইলে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, এই অভিপ্রায়ে মনু কহিয়াছেন যে "অগ্নিসাধ্য ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে না।" ইহা বলাতেও অগ্নিসাধ্য ভিন্ন পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যের নিবৃত্তি হইতেছে; অতএব সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন যে "জন্ম মৃত্যু জনিত অশৌচ উপস্থিত হইলে শুষ্ক অন্ন বা ফল দ্বারা হোম করিবে, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে না।" বৈশ্বদেবের অগ্নিসাধ্যতা থাকিলেও বচন থাকা প্রযুক্ত নিষেধ জানিতে হইবে, কারণ "বিপ্র ব্যক্তি দশদিন বৈশ্ব-

দের কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ” ইহা তিনিই কহিয়াছেন। “ সূতক উপস্থিত হইলে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ” ইহাতে যদিও সন্ধ্যা ক্রিয়ার নিবৃত্তি বলা হইল ; তথাপি অঞ্জলি প্রক্ষেপ আদি কর্ম্ম করিবে ; পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে “ সূতক উপস্থিত হইলে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক অঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যকে ধ্যান পূর্ব্বক নমস্কার করিবে।” যদিও “বৈতান উপাসনা করিবে” ইহা সামান্য ভাবে কথিত হইল, তথাপি তাহা অন্য ব্যক্তিদ্বারা করাইতে হইবে ; পৈঠীনসির স্মরণ আছে যে “ অন্য ব্যক্তি এই সকল কর্ম্ম করিবে।” বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে ‘ জনন ও মরণ অশৌচ হইলে ও প্রবাস প্রভৃতি কারণে শ্রাদ্ধ ভোজনে অশক্ত হইলে হোম করাইবে বর্জ্জন করিবে না ; সেস্থলে স্মার্ত্ত কার্য্য হইলেও পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ শ্রবণাকর্ম্ম বা অশ্বযুজি আদি নিত্য হোম করিতেই হইবে। জাতুকর্ণ কহিয়াছেন “ সূতক উৎপন্ন হইলে স্মার্ত্তকর্ম্ম কি প্রকারে হইবে ? ইহাতে কহিতেছেন, পিণ্ডযজ্ঞ চরু-হোম এই সকল কর্ম্ম ভিন্নগোত্র ব্যক্তি দ্বারা করাইবে।” যদ্যপি কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে কর্ত্তৃত্ব থাকে না, তথাপি স্বদ্রব্য ত্যাগ রূপ প্রধান কর্ম্ম স্বয়ং করিবে ; কেননা তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব কথিত হইয়াছে যে “ কর্ম্মকালে স্নান করিয়া শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে শুদ্ধ হইবে।” আর “ দান, প্রতিগ্রহ, হোম ও বেদপাঠ নিষেধ জানিবে ” ইহাতে যে হোম নিষেধ তাহা কাম্য অভিপ্রায়ে বা বৈশ্বদেব অভিপ্রায়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অশৌচীর অন্ন ভোজন করিবে না ; যমের স্মরণ আছে যে " জনন ও মরণ অশৌচ হইলে অশৌচীর কুলের অন্ন সকুল্য ভিন্ন অন্য ব্যক্তির ভোজনীয় নহে " কিন্তু তাদৃশ অন্ন ভোজনে সকুল্য ব্যক্তিদের দোষ হইতে পারে না ; কেননা মনু কহিয়াছেন যে ' সূতক হইলে কুলের অন্ন ভোজনে দোষ নাই ' ইহা যে মনু কহিয়াছেন তাহা তিনিই বলিয়াছেন। আর এই নিষেধটি দাতা ও ভোক্তা উভয়ের জনন বা মরণ জ্ঞাত হইলে জানিতে হইবে ; ষট্‌ত্রিংশৎ মতে দর্শিত হইয়াছে যে " উভয়ের কেহ না জানিলে, অশৌচ দোষাবহ হইবে না, একজন জ্ঞাত হইলেই ভোজনকর্ত্তার পক্ষে দোষাবহ হইবে।"

সেইরূপ বিবাহ আদি কার্য্য উপস্থিত হইলে অশৌচ উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের জন্য যে অন্ন পৃথক্ করিয়া রাখা যায় তাহা ভোজন করিবে ; বৃহস্পতির স্মরণ আছে যে " বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞের মধ্যে মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বসংকল্পিত অর্থে দোষ কথিত হয় না " ষট্‌ত্রিংশৎ মতেও অপর বিশেষ দর্শিত আছে যে " বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞের মধ্যে মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হইলে অন্য ব্যক্তি অন্ন প্রদান করিবে এবং তাহা উত্তম ব্রাহ্মণের ভোজনীয় হইবে। বিপ্রগণ যে সময়ে ভোজন করিতেছেন সেই সময়ের মধ্যে মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হইলে, তাঁহারা ভোজন করিয়া অন্য গেহের জলে আচমন করিলেই শুচি হইবেন।"

সেইরূপ অশৌচ আরম্ভ জ্ঞাত হইলেও কোন কোন

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমিষ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষ উভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি ॥ ১৮ ॥

দ্রব্য দোষ হয় না; মরীচি কহিয়াছেন যে " লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তিল, ঔষধ, চর্ম্ম, পক্ক ভক্ষ্য জাত ও অপক্ক তণ্ডুলাদি দ্রব্য যাহা স্বামীর অনুমতি ক্রমে স্বয়ং গৃহীত হয় তাহা এবং সকল ক্রীত দ্রব্য মৃত সূতকে অশুদ্ধ হয় না "। পক্ক ও অপক্ক দ্রব্য গ্রহণের অনুজ্ঞাটি অন্নসত্রপ্রবৃত্তের বিষয়ে জানিতে হইবে; অঙ্গিরার স্মরণ আছে যে " অন্নযজ্ঞে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির অপক্ক অন্ন দোষযুক্ত হয় না, ইহাদের পক্ক অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র পয়ঃ পান করিবে "। এস্থলে পক্ক শব্দদ্বারা ভক্ষ্য ভিন্ন অন্নাদি বিষয় বোধ করিতে হইবে।

শবের সংস্পর্শ নিমিত্ত অশৌচে অঙ্গিরা বিশেষ কহিয়াছেন যে " যে গৃহাশ্রমী ব্যক্তির সংসর্গজনিত অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহার ক্রিয়া লুপ্ত হইতে পারে না, এবং সেই গৃহস্থিত স্ত্রীপ্রভৃতির ও তাহার দ্রব্যের অশুচিতা হইতে পারে না।" অশৌচ অতীত হইলেও এই অর্থ অন্য স্মৃতিতে কথিত আছে যে " দশাহ অশৌচ গত হইলে যদি পরে গৃহী ব্যক্তি জানে তবে তাহারই ত্রিরাত্র অশৌচ হয় তাহার দ্রব্য অশুদ্ধ হয় না "॥ ১৭ ॥

অশৌচি গণের বিধি নিষেধ রূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কহিয়া এক্ষণে অশৌচ নিমিত্ত কালের নিয়ম কহিতেছেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিমিত্ত অশৌচ ত্রিরাত্র বা দশ রাত্র হইবে সেই জন্ম বা মৃত্যু জ্ঞাত হইলেই অশৌচের হেতু হইবে; "দায়াদিগের মধ্যে জ্ঞাতির মরণ ও পুত্রের জন্ম শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি" লিঙ্গ দর্শন আছে। সেই রূপ "যে ব্যক্তি বিদেশস্থ ব্যক্তিকে দশ দিনের মধ্যে মৃত শুনিবে, সেব্যক্তি দশ দিনের অবশিষ্ট দিন পর্য্যন্ত অশুচি হইবে" ইত্যাদি বচন সামর্থ্যও আছে। অশৌচের উৎপত্তি কাল জ্ঞাত হওয়ায় তদবধিই দশ দিন ইত্যাদি অশৌচের কালের নিয়ম জানিতে হইবে অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যে জ্ঞাতির মরণ শ্রুত হইলে সেই দশ দিনের অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবে। "দশ রাত্রির শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত" ইত্যাদি বচন অনুসারে আরম্ভ অবধি গণ্য হইতে পারিবে না; সেই হেতু জন্ম ও মৃত্যু এক বা উভয় জ্ঞাত হইলেই ত্রিরাত্র বা দশরাত্র পর্য্যন্ত অশৌচ মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে।

এই অশৌচ প্রকরণে দিন বা রাত্রি বলাতে অহোরাত্র বোধ করিতে হইবে এবং সপিণ্ডের দশ রাত্র ও সমানোদকের ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে এইরূপ বিষয় ভেদে ব্যবস্থা মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃক দর্শিত আছে; যে "মরণ জন্য অশৌচ সপিণ্ডের পক্ষে দশ দিন থাকিবে ও জনন অশৌচও এইরূপ থাকিবে; সমানোদকের জননে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত অশুদ্ধি জানিবে; জলদাতা ও শবস্পর্শকারীরাও ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধ হইবে, নিশ্চয় শুদ্ধি ইচ্ছাকারীর পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে"। এই সকল বাক্য দ্বারা সমানোদকের ত্রিরাত্র ও সপিণ্ডের দশরাত্র অশৌচ

ব্যবস্থা আছে, অতএব সপ্তম পুরুষের মধ্যবর্ত্তি গণের দশরাত্র ও সমানোদকের ত্রিরাত্র অশৌচ অবিশেষে জানিতে হইবে।

অন্য স্মৃতিতে যে বচন আছে "চতুর্থ পুরুষে দশরাত্র, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্র, ষষ্ঠ পুরুষে চারিরাত্র, সপ্তম পুরুষে একরাত্র গত হইলেই শুদ্ধি হইবে" তাহা বিগীত প্রযুক্ত আদরণীয় নহে; বিগীত না হইলেও মধুপর্কের অঙ্গ পশুবধের ন্যায় লোকবিদ্বিষ্ট প্রযুক্ত আচরণীয় নহে; মনুর স্মরণ আছে যে "অস্বর্গ্য ও লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম্মও আচরণ করিবে না।" সপ্তম পুরুষ সপিণ্ড প্রত্যাসন্নে এক রাত্র এবং বিপ্রকৃষ্ট অষ্টম পুরুষাদি সমানোদকে ত্রিরাত্র অশৌচও যুক্তিযুক্ত নহে।

অবিশেষ রূপে সপিণ্ড গণের অশৌচ এইরূপ নির্ণীত থাকিলে কোন স্থলে নিয়মের জন্য কহিতেছেন, দুই বৎসর বয়সের মধ্যে মরিলে মাতা পিতার দশরাত্র অশৌচ হইবে, সপিণ্ড সকলের হইবে না; কারণ "দন্ত জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত সকল সপিণ্ডের সদ্য অশৌচ হইবে" ইহা পরে বলিবেন। পৈঙ্গ মুনি কহিয়াছেন যে "গর্ভস্থ মৃত হইলে মাতার দশ রাত্র, জন্মিলে মাতা পিতা উভয়ের এবং নামকরণ হইলে সোদরদিগেরও দশ দিন অশৌচ হইবে।" অথবা এই অর্থ "দুই বৎসরের পূর্ব্বে মরিলে মাতা পিতারই অস্পৃশ্যত্ব লক্ষণ অশৌচ হইবে, সপিণ্ড গণের তাদৃশ অশৌচ হইবে না"। অন্য স্মৃতিতে আছে যে "দুই বৎসর পূর্ণ না হইলে মরিলে মাতা পিতারই অশৌচ হইবে,

পিত্রোস্তু সূতকং মাতুস্তদসৃগ্দর্শনাদ্ধ্রুবম্।
তদহর্ন প্রদুষ্যেত পূর্ব্বেষাং জন্মকারণাৎ॥ ১৭॥

অপরের হইবে না"। ইহাও অস্পৃশ্যত্ব লক্ষণের অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে, আর কর্ম্মে অধিকারলক্ষণ রহিত অপর সপিণ্ডেও "দন্ত জন্মের পূর্ব্ব মরিলে সদ্যই অশৌচ হইবে" ইত্যাদি বচনে বিহিত আছে। ইহাতে দৃষ্টান্ত এই "যেমন মাতারই সূতক অশৌচ হইবে" এস্থলে জনন নিমিত্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব লক্ষণ অশৌচ কেবল মাতারই; তেমনি দুই বৎসর পূর্ণ না হইলে মরিলে মাতা পিতারই অস্পৃশ্যত্ব; দুই বৎসরের মধ্যে সপিণ্ড গণের অস্পৃশ্যত্ব নিষেধ করায় অন্যত্র অস্পৃশ্যত্ব বিধি সিদ্ধ হইতেছে। দেবল কহিয়াছেন যে 'শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের স্বজাতি সম্বন্ধি যথাশাস্ত্র অশৌচ কালের তিন ভাগের এক ভাগ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব জানিবে' ইহাও অনুপনীত মরণ নিমিত্ত অতিক্রান্ত ত্রিরাত্র ইত্যাদি অশৌচে জানিতে হইবে।' উপনীতের বিষয়েও তিনিই কহিয়াছেন যে,- "দশ দিন ইত্যাদি অশৌচ হইলে তিন অংশের এক অংশে অস্থি সঞ্চয় করিলে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অঙ্গস্পর্শন ইচ্ছা করেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ ক্রমে ৩। ৪। ৫। ১০ দিনে স্পৃশ্যবর্ণ হইবেন। ব্রাহ্মণ দশম দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র একবিংশ দিনে ভোজ্যান্ন হইবে" ইহা জানিতে হইবে॥ ১৮॥

জনন জন্য অঙ্গাস্পৃশ্য লক্ষণ অশৌচ কহিতেছেন,।

কেবল মাতাপিতারই জনন নিমিত্তক অস্পৃশ্যত্ব বিশিষ্ট অশৌচ হয়, সকল সপিণ্ডের উক্ত অশৌচ হয় না; দশ দিন পর্য্যন্ত কেবল মাতারই অস্পৃশ্য লক্ষণ অশৌচ স্থির থাকে; কেননা তাহারই রক্তাদি নির্গত হইয়া থাকে; অতএব বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে 'পুরুষ যদি স্ত্রীর সংসর্গ বিশিষ্ট না হয় তবে তাহার অস্পৃশ্য লক্ষণ অশৌচ হইতে পারে না; কেননা রজই স্ত্রীলোকের অশুচির কারণ জানিবে, তাহা পুরুষে নাই' পিতার অস্পৃশ্য লক্ষণ অশৌচ হয় না, স্নান মাত্রে অস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্ত হয়। সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন, যে 'পুত্র জন্মিলে পিতার সচেল স্নান বিধি জানিবে, মাতা দশদিনে স্নান করিয়া পিতাকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে' তথাপি মাতা যে শুদ্ধ হয় তাহাও সম্যক্ ব্যবহার যোগ্যতা মাত্র। অদৃষ্টার্থ কর্ম্মের বিষয়ে পৈঠীনসি বিশেষ কহিয়াছেন যে "পুত্রপ্রসবকারিণী প্রসূতিকে বিংশতি রাত্রের পরে ও কন্যাপ্রসবকারিণী প্রসূতিকে একমাসের পরে কর্ম্ম করাইবে"। অঙ্গিরা স্পষ্টরূপে সপিণ্ডগণের অস্পৃশ্যত্ব অভাব কহিয়াছেন, যে 'জনন নিমিত্ত অশৌচ হইলে প্রসূতি ভিন্ন অন্য সকলের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ নহে, প্রসূতির সংস্পর্শ হইলে স্নান করা বিহিত।'

যে দিনে সন্তান জন্মিবে সে দিন সম্যক্ রূপে দূষিত হইবে না, অর্থাৎ সেই সন্তান জনন নিমিত্তক দানাদি কার্য্যের অধিকার নাশক হইবে না; যেহেতু সেই দিনে পিত্রাদি পূর্ব্বপুরুষ গণের পুত্র রূপে জন্ম হয়; সেই জন্য সেই দিন

অন্তরা জন্মমরণে শেষাহোভির্ব্বিশুধ্যতি।
গর্ভস্রাবে মাসতুল্যা নিশাঃ শুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ২০ ॥

দুষ্য হয় না; বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে " সন্তান উৎপত্তির দিনে ব্রাহ্মণগণ ধন প্রতিগ্রহ করিবে; স্বর্ণ, ভূমি, গো, অশ্ব, অজ, বস্ত্র, শয্যা ও আসন প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু পাক করা অন্ন ভক্ষণ করিবে না; মোহ প্রযুক্ত তাহা ভক্ষণ করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে "।

এ বিষয়ে ব্যাস বিশেষ কহিয়াছেন যে " জন্মদা নামে দেবতা গণ সূতিকা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহাদিগের পূজার নিমিত্ত জাতাশৌচে শুদ্ধি কহিয়াছেন, প্রথম দিনে, ষষ্ঠ দিনে ও দশম দিনে এই তিন দিনে সন্তান জন্মবিষয়ে অশৌচ গ্রহণ করিবে না "।

মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন যে " সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠ রাত্রিতে বিশেষ রূপে রক্ষা করিতে হইবে, রাত্রিতে জাগরণ করিবে, জন্মদা দেবতা গণের বলি দিবে, শস্ত্রধারী পুরুষ গণ ও নৃত্যগীতকারিণী স্ত্রীগণ রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং দশম রাত্রিতেও ঐরূপ করিবে " ॥ ১৯ ॥

জনন অশৌচের মধ্যে অন্য জনন বা মরণ অশৌচ উপস্থিত হইলে 'প্রতিনিমিত্ত নৈমিত্তিককে আনয়ন করে' এই ন্যায় অনুসারে দশাহ আদি অশৌচ প্রাপ্তি সম্ভাবনা হওয়ায় তাহার অপবাদ কহিতেছেন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বা বয়ঃক্রম অনুসারে যাহার যত দিন অশৌচ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে তত্তুল্য বা তদপেক্ষা

ন্যূন অশৌচের হেতুভূত জনন বা মরণ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব অশৌচের অবশিষ্ট দিনেই শুদ্ধ হইবে, পুনর্ব্বার আর পরে উৎপন্ন জনন মরণ নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ অশৌচ হইবে না; কিন্তু, যদি পূর্ব্ব উৎপন্ন অল্পদিন ব্যাপক অশৌচের মধ্যে পরে উৎপন্ন অধিক দিন ব্যাপক অশৌচ আপতিত হয় তবে পূর্ব্ব অশৌচের অবশিষ্ট দিনে শুদ্ধি হইবে না; উশনা কহিয়াছেন যে "অল্প কাল ব্যাপক অশৌচের মধ্যে যদি দীর্ঘকাল ব্যাপক অশৌচ হয় তবে পূর্ব্ব অশৌচের অবশিষ্ট দিনে শুদ্ধি হইবে না, পরজাত অশৌচের কালে শুদ্ধি হইবে।" যমও কহিয়াছেন যে "অধ বৃদ্ধি বিশিষ্ট অশৌচ হইলে পশ্চাৎ উৎপন্ন অশৌচের কালে শুদ্ধি হইবে।" এস্থলে যদিও জনন-মরণ অশৌচ সঙ্কর অবিশেষ রূপে কথিত হইল, তথাপি জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ পতিত হইলে পূর্ব্ব অশৌচের অবশিষ্ট দিনে শুদ্ধি হইবে না; অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে "জননাশৌচের মধ্যে যদি মরণাশৌচ পতিত হয় বা মরণাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হয় তবে জননাশৌচের শেষে শুদ্ধি হইবে না, মরণাশৌচের শেষেই শুদ্ধি হইবে" ষট্‌ত্রিংশন্মতে কথিত আছে যে "মরণাশৌচ উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে যদি জননাশৌচ হয় তবে মরণাশৌচ দ্বারা জননাশৌচ যাইবে, জননাশৌচ দ্বারা মরণাশৌচ যাইবে না।"

সেই হেতু জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হইলে পূর্ব্ব অশৌচের শেষে শুদ্ধি হইবে না; কিন্তু মরণাশৌচের

মধ্যে জননাশৌচ হইলে পূর্ব্ব অশৌচ কালে শুদ্ধি হইবে। সেইরূপ মরণ অশৌচের মধ্যে অপর মরণ অশৌচ হইলে যে পূর্ব্ব অশৌচে শুদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ের অপবাদ অন্য স্মৃতিতে দর্শিত আছে যে ‘ অগ্রে মাতা মরিলে সেই অশৌচের মধ্যে পিতার মৃত্যু হইলে, পূর্ব্ব অশৌচের শেষে শুদ্ধি হইবে না ; পিতার মৃত্যু দিবস অবধি আরম্ভ করিয়া পূর্ণ অশৌচের কালে শুদ্ধি হইবে। সেইরূপ পিতার মৃত্যু জন্য অশৌচের মধ্যে মাতার মৃত্যু হইলেও পূর্ব্ব অশৌচের শেষদিনে শুদ্ধি হইবে না, প্রত্যুত পূর্ব্ব পূর্ণাশৌচ দিনের পরে পক্ষিণী (সার্দ্ধদিন) বৃদ্ধি হইবে।’ সেইরূপ অশৌচ সঙ্করের কালবিশেষ কৃত অপবাদের বিষয় গৌতম কহিয়াছেন যে “অশৌচের শেষ দিনের রাত্রিকাল মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ব্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে এবং অশৌচের শেষ রাত্রির শেষপ্রহরে অন্য অশৌচ পতিত হইলে সেই রাত্রি গত হইলেই শুদ্ধি হইবে না, পরে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে।” শাতাতপ কহিয়াছেন যে “ রাত্রিমাত্র শেষ থাকিলে দুই দিন বৃদ্ধি হইয়া শুদ্ধি হইবে প্রহর মাত্র রাত্রি শেষ থাকিলে তিন দিন বৃদ্ধির পরে শুদ্ধি হইবে।”

সূতক সন্নিপাত হইলেও প্রেতকৃত্য নিবৃত্ত হইবে না, ইহাও তিনিই কহিয়াছেন যে “ জনন অশৌচের পূর্ণ অশৌচ মধ্যে যদি মরণ হয় তথাপি বন্ধুগণ প্রেতের তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদানাদি করিবে। এবং প্রেতের পিণ্ডদান আরম্ভ হইলে তন্মধ্যে যদি জনন হয় তবে সেইরূপ

অশৌচ কাল জন্য শেষ পিণ্ড যথাবিধি দিবে।” এই মরণ অশৌচ সঙ্কর হইলেও এইরূপ প্রেতকৃত্য কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে তুল্য ন্যায় আছে। সেইরূপ পুত্রজন্ম-নিমিত্তক জাতকর্ম্ম আদিও অন্যান্য অশৌচ সঙ্কর হইলেও করিবে; প্রজাপতি কহিয়াছেন যে “ অশৌচ উৎপন্ন হইলে যদি পুত্র জন্ম হয়, তবে পুত্রজন্ম নিমিত্তক ক্রিয়াকালে কর্ত্তার শুদ্ধি হইবে, তিনি তখন পূর্ব্ব অশৌচ হইতেও শুদ্ধ হইবেন।” পূর্ণ প্রসব কালে জননাশৌচ কহিয়া এক্ষণে অকালে গর্ব্ভস্রাব নিমিত্তক অশৌচ কহিতেছেন,।

যদি চ লোকপ্রয়োগে দ্রবদ্রব্যের পরিস্পন্দনে স্রু ধাতুর প্রয়োগ হয় তাহা হইলেও এস্থলে দ্রব দ্রব্য ও অদ্রব দ্রব্য সাধারণ রূপ অধঃপতনে বর্ত্তিতেছে; কেননা প্রথম মাসেই গর্ব্ভের দ্রবত্ব সম্ভব থাকায় তাহাতে মাস সমান নিশা বলাতে একমাসে একনিশা স্থলে বহু বচন প্রয়োগ হইতে পারে না।

গর্ব্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ব্ভ গ্রহণ হইয়াছে সেই একাদি মাসের সমান রাত্রি অশৌচ থাকিবে; কিন্তু ইহা সেই স্ত্রীলোকেরই হইবে; বৃদ্ধ বশিষ্ঠের স্মরণ আছে যে গর্ব্ভস্রাব হইলে স্ত্রীলোকেরই গর্ব্ভমাস সমান রাত্রি পর্য্যন্ত অশৌচ হয়, আর পুরুষের কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধি হইবে।”

আর গৌতম যে “ তিন দিন ” বলিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ বলিয়াছেন তাহা তিন মাসের মধ্যে জানিতে

হইবে, মরীচির স্মরণ আছে যে " তিন মাসের মধ্যে গর্ব্ভ-স্রাব হইলে ব্রাহ্মণ জাতির তিন রাত্রি, ক্ষত্রিয়ের চারি রাত্রি, বৈশ্যের পঞ্চ রাত্রি ও শূদ্রের অষ্ট রাত্রি অশৌচ হইবে; তিন মাসের পরে গর্ব্ভমাস তুল্য রাত্রি অশৌচ হইবে।" ইহাও ছয় মাসের মধ্যে বর্ত্তিবে। সপ্তম অবধি মাসে গর্ব্ভপাত হইলে সম্পূর্ণই সূতক অশৌচ হইবে; কেমনা, তাহাতে সম্পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট জীবিত গর্ব্ভের নির্গম দর্শন হয় ও তাহাতে লোকে প্রসবশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্মরণ আছে যে "ছয় মাসের মধ্যে যদি গর্ব্ভস্রাব হয় তবে সেই স্ত্রীর গর্ভ মাস সমান রাত্রি অশৌচ হইবে; অতঃপর সেই স্ত্রীগণের আপন আপন জাতির উক্ত পূর্ণ অশৌচ হইবে ও গর্ব্ভ পতন হইলে সপিণ্ড বর্গের সদ্যঃ শৌচ হইবে।" সপিণ্ড গণের এই সদ্যঃ শৌচ বিধান তরল গর্ব্ভপতনে জানিবে; বশিষ্ঠের যে বচন আছে " দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে ও গর্ব্ভ পতন হইলে সপিণ্ড গণের ত্রিরাত্র অশৌচ" তাহা পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে কঠিন গর্ব্ভ পতন বিষয়েই বর্ত্তিবে; মরীচির স্মরণ আছে যে " চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ব্ভ স্রাব প্রয়োগ হইবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে গর্ব্ভ পাত প্রয়োগ হইবে। অতঃপর প্রসব প্রয়োগ ও পূর্ণ অশৌচ হইবে। গর্ব্ভ স্রাব হইলে মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে সপিণ্ড বর্গের অশৌচ হইবে না। গর্ব্ভপাতে মাতার মাস সমান দিন ও পিতা প্রভৃতির তিন দিন অশৌচ।"

সপ্তম মাস প্রভৃতিতে মৃত জন্মিলে বা জন্মিয়া

মরিলে সপিণ্ড গণের জনন জন্য পূর্ণ অশৌচ হইবে; হারীতের স্মরণ আছে যে "জন্মিয়া মরিলে বা মরিয়া জন্মিলে সপিণ্ড বর্গের পূর্ণ অশৌচ হইবে।"

"অন্তঃসূতকে যদি শিশুর মৃত্যু হয় তবে সূতিকার উত্থান পর্য্যন্ত সূতক অশৌচের ন্যায় দশাহ অশৌচ হইবে; অর্থাৎ শিশুর মৃত্যু নিমিত্ত জল পিণ্ড দান রহিত অশৌচ হইবে ইহা পারস্কর কহিয়াছেন্" বৃহন্মনুও কহিয়াছেন যে "পূর্ণ অশৌচের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার বান্ধব গণের মরণাশৌচ হইবে না জননাশৌচ বিধি জানিবে।" অন্য স্মৃতিতে আছে যে "পূর্ণ অশৌচের মধ্যে বালক মরিলে অশৌচের অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবে।" ইত্যাদি বচন আলোচনা দ্বারা সপিণ্ড গণের জনন জন্য অশৌচের সঙ্কোচ হইবে না ইহা অবগতি হইতেছে,।

আর বৃহদ্বিষ্ণুর যে বচন আছে "জন্মিয়া মরিলে বা মরিয়া জন্মিলে কুলের সদ্যঃ শৌচ হইবে" তাহা শিশুর মৃত্যু নিমিত্তক অশৌচের স্নান দ্বারা শুদ্ধিকথনজন্য, কিন্তু প্রসব নিমিত্তক অশৌচের নিবৃত্তিসূচক নহে।" পারস্কর কহিয়াছেন যে "গর্ব্ভের মধ্যে যদি মৃত্যু হয় তবে পূর্ণ অশৌচ হইবে।" কেননা সপিণ্ডগণের প্রসব জন্য অশৌচ বর্ত্তমান থাকে। 'জীবিত জন্মিয়া যদি মরে তবে সদ্যই শুদ্ধ হইবে' ইহাও মৃতাশৌচের নিবৃত্তি অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে। সেইরূপ শঙ্খও কহিয়াছেন যে "নাম করণের পূর্ব্বে মৃত হইলে সদ্যঃ শৌচ হইবে।"

কাত্যায়নের যে বচন আছে “ পূর্ণ অশৌচ অতীত না হইতে যদি মৃত্যু হয় তবে সদ্যই শুদ্ধি হইবে, মৃতাশৌচ হইবে না এবং জল পিণ্ড দানও নাই ” তাহাও বৈষ্ণব বচনের সহিত সমানার্থ। যদি “ মরণ ও সূতক নাই ” এইরূপে পাঠ হয় তবে পিতা প্রভৃতির অঙ্গাস্পৃশ্য হইবে না। অথবা এই অর্থ, পূর্ণ অশৌচের মধ্যে যদি বালকের মৃত্যু হয় তবে মরণ অশৌচ হইবে না; যদি তন্মধ্যে সপিণ্ড জন্ম হয় তবে আর সূতক হইবে না, কিন্তু পূর্ব্ব অশৌচ গত হইলেই শুদ্ধি হইবে।

বৃহন্মনুর যে বচন আছে “ জীবিত জন্মিয়া তার পরে মরিলে জনন অশৌচই হইবে। মাতার পূর্ণ অশৌচ পিত্রাদির তিন দিন অশৌচ হইবে।”

বৃহৎ প্রচেতার যে বচন আছে “ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র জীবিত থাকিয়া বালক যদি পঞ্চত্ব পায় তবে মাতার পূর্ণ অশৌচ হইবে ও সগোত্রেরা সদ্যই শুদ্ধ হইবে” তাহাতে এইরূপে ব্যবস্থা; জন্মের পরে নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে মরিলে পিতা প্রভৃতির তিন দিন জনন নিমিত্ত অশৌচ হইবে, কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের জন্য সদ্যঃশৌচ হইবে। শঙ্খের স্মরণ আছে যে “স্নান ও আচমন করিলে অগ্নিহোত্র নিমিত্ত তাৎকালিক শুদ্ধি হইবে ”।

নাভিচ্ছেদনের পরে শিশুর মৃত্যু হইলেও সপিণ্ডবর্গের জনন নিমিত্তক সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে। জৈমিনির স্মরণ আছে যে ‘ যে পর্য্যন্ত নাভিচ্ছেদন না হয় সে পর্য্যন্ত অশৌচ হয় না, নাভিচ্ছেদন করিলে পরে অশৌচ

বিধান হইবে।” মনুও এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন যে “গর্ভস্রাব হইলে গর্ভমাসের সমান সংখ্যক রাত্রি গতে শুদ্ধি হইবে, রজস্বলা স্ত্রী রজো নিঃসরণ নিবৃত্তি হইলে স্নান করিয়া দৈবাদি কর্ম্মে যোগ্যা হইবে”। স্পর্শাদি বিষয়ে রজোনিবৃত্তি না হইলেও চতুর্থ দিনে স্নান করিলে শুদ্ধা হইবে; তাহা বৃদ্ধ মনু কহিয়াছেন যে, চতুর্থ দিনে ব্যবহারিকী শুদ্ধা হইবে।” অন্য স্মৃতিতে আছে যে “রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া স্বামীর সম্বন্ধে শুদ্ধা হইবে ও দৈব পৈতৃক কর্ম্মে পঞ্চম দিনে শুদ্ধা হইবে।” পঞ্চম দিন বলাতে রজোনিবৃত্তি কাল উপলক্ষিত হইতেছে।

যদি রজোদর্শন দিন অবধি আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ (১৭) দিনের মধ্যে রজোদর্শন হয় তবে অশুদ্ধি হইবে না; অষ্টাদশ (১৮) দিনে রজোদর্শন হইলে একদিন অশুদ্ধি হইবে; ঊনবিংশ দিনে রজোদর্শন হইলে দুইদিন অশুদ্ধি থাকিবে; তাহার পর তিন দিন পরে শুদ্ধি হইবে। অত্রি কহিয়াছেন যে “ রজস্বলা স্ত্রী স্নান করিয়া যদি পুনর্ব্বার রজস্বলা হয় তবে সপ্তদশ (১৭) দিনের মধ্যে অশুদ্ধা হইবে না; অষ্টাদশ দিনে রজোদর্শন হইলে একদিন অশৌচ হইবে। তাহার পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ দিনে হইলে দুই দিন অশৌচ হইবে। বিংশ প্রভৃতি দিনে ত্রিরাত্র অশুচি হইবে”। আর অন্য স্মৃতিতে আছে “চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে অশুচি হইবে না” তাহাও স্নানাবধি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, অতএব বিরোধ

নাই। যাহার বিংশদিনের পরে প্রায়ই রজোদর্শন হয় তাহার পক্ষে এই অশৌচের নিষেধ বর্ত্তিবে। যে পূর্ণযৌবনার অষ্টাদশ (১৮) দিনের পূর্ব্বেই প্রচুর রজো নিঃসরণ হয় তাহার ত্রিরাত্র অশৌচই হইবে। সেই স্ত্রী ত্রিরাত্র স্নান আদি রহিত হইয়া থাকিবে। বশিষ্ঠের স্মরণ আছে যে "রজস্বলা স্ত্রী ত্রিরাত্র কাল অশুচি হইয়া থাকে, সে তৎকালে লোচনে অঞ্জন দান করিবে না, তৈলাদি ম্রক্ষণ করিবে না, জলে স্নান করিবে না, নিম্নে শয়ন করিবে, দিবসে নিদ্রা যাইবে না, গ্রহদিগকে দর্শন করিবে না, অগ্নি স্পর্শ করিবে না, রজ্জু প্রস্তুত করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, হাসিবে না, কিছুই আচরণ করিবে না, খর্ব্বপাত্রে বা অঞ্জলি দ্বারা পান করিবে, লোহিতলৌহপাত্রে ভোজন করিবে"। অঙ্গিরা বিশেষ কহিয়াছেন যে "রজস্বলা স্ত্রী হস্তে বা মৃত্তিকাময় পাত্রে ভোজন করিবে, ঘৃত ভোজন করিবে, ভূতলে শয়ন করিবে, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।" পরাশর স্মৃতিতে বিশেষ লিখিত আছে যে "নৈমিত্তিক স্নান উপস্থিত হইলে যদি স্ত্রীলোক রজস্বলা হয় তবে পাত্রান্তরিত জল দ্বারা স্নান করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জল সেচন করিবে, বস্ত্রপীড়ন করিবে না, অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে না"।

এবিষয়ে উশনা বিশেষ কহিয়াছেন যে 'জ্বরযুক্তা স্ত্রী-লোক যদি রজস্বলা হয় তবে তাহার শৌচ কি প্রকারে হইবে এবং সে কি কার্য্য দ্বারা শুদ্ধা হইবে? চতুর্থ দিন

আগত হইলে সেই রজস্বলা স্ত্রী অন্য কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে; সেই স্ত্রী বস্ত্রসহিত জলে অবগাহন স্নান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে; এইরূপে বারম্বার স্পর্শ ও সবস্ত্র অবগাহন স্নান ও আচমন দশ বা বার বার গণিত হইলে শেষে বস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার পর সে শুদ্ধা হইবে; তাহার পরে শক্তি অনুসারে দান করিবে, পুণ্য দিনে শুদ্ধা হইবে।" এইরূপ স্নানের প্রকার আতুর ব্যক্তি মাত্রে জানিতে হইবে; পরাশরের স্মরণ আছে যে "আতুর ব্যক্তির স্নানের আবশ্যক হইলে অরোগী ব্যক্তি দশবার স্নান পূর্ব্বক প্রত্যেক বারে সেই আতুর ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে তাহা হইলেই সেই রোগী ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে।"

যখন রজস্বলা বা প্রসূতির মরণ হইবে তখন স্নানের প্রকার এইরূপ জানিতে হইবে;- "প্রসূতা স্ত্রী মরিলে যাজ্ঞিক গণ কিরূপ করিবে? কুম্ভে জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য দিয়া পুণ্য ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে; সেই জলে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া দাহ করিবে। রজোযুক্তা স্ত্রী মরিলে পঞ্চ গব্য দ্বারা স্নান করাইয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বিধিমতে দাহ করিবে।"

এই রজো দর্শন ও পুত্র জন্মাদি যদি সূর্য্যোদয়ের পরে হয় তবে সেই দিবস অবধি অশৌচের দিন গণনা করিতে হইবে।

যদি রাত্রিতে রজো দর্শন ও পুত্র জন্ম প্রভৃতি সঙ্ঘটন

হয় তবে অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে জননাদি হইলে পূর্ব্ব দিবসের একদেশ ব্যাপিত্ব হইলেও পূর্ব্ব দিবস অবধি অশৌচ গণনা করিতে হইবে, ইহা এক কল্প। রাত্রিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম দুই ভাগে জননাদি হইলে সেই পূর্ব্ব দিবস অবধিই গণনা করিবে, ইহা দ্বিতীয় কল্প। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হইলে সেই পূর্ব্ব দিবস অবধি গণনা করিবে ইহা তৃতীয় কল্প জানিবে, কশ্যপ কহিয়াছেন "সূর্য্য উদিত হইলে যদি জন্ম কিম্বা মৃত্যু ঘটে এবং স্ত্রীগণের রজো দর্শন হয় তবে যাহার দিন তাহারই রাত্রি ধরিবে। সূতক আদিতে অর্দ্ধরাত্র অবধি দিন গণনা করিবে। রাত্রিকে তিন ভাগ করিয়া প্রথম দুই ভাগ পূর্ব্ব দিবসের মধ্যবর্ত্তী বলিতে হইবে। শেষ অংশ প্রভাতের সহিত গণিত হইবে ইহা ঋতু ও সূতকে জানিবে। মরণ জনন ও রজো দর্শন এইগুলি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্বদিন হইতেই অশৌচ ধরিতে হইবে।" এই সকল কল্পের দেশাচার মতে ব্যবস্থা জানিবে। সাগ্নিক ব্যক্তির মরণ হইলে অগ্নি সংস্কারের দিন অবধি অশৌচ গণনা করিবে, নিরগ্নিক ব্যক্তির মরণ দিবস অবধি অশৌচ গণনা করিবে। অস্থি সঞ্চয় উভয় ব্যক্তিদেরই সংস্কার দিবস অবধি গণনা করিবে। অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে "নিরগ্নির মরণ দিন হইতে ও সাগ্নিকের সংস্কার দিন হইতে অশৌচ হইবে, দাহ দিন অবধি অস্থি সঞ্চয় দিন গণনা করিতে হইবে, আর যে তিথিতে মৃত্যু হইবে সেই তিথিতেই মৃতাহ হইবে।" "সাগ্নিক ব্যক্তির

হতানাং নৃপগোবিপ্রৈরন্বক্ষং চাত্মঘাতিনাম্।
প্রোষিতে কালশেষঃ স্যাৎ পূর্ণে দত্বোদকং শুচিঃ ॥ ২১ ॥

সংস্কার দিন হইতে” এইরূপ শ্রবণ থাকায় সাগ্নিক পিতা দেশান্তরে মৃত হইলে সংস্কার দিন পর্য্যন্ত তাহার পুত্রাদির সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লোপ হইবে না, ইহা জানিতে হইবে। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে “বিদেশস্থ অগ্নিহীন দ্বিজ গণের মরণ দিন হইতে ও সাগ্নিকের দাহ দিন হইতে অশৌচ ধরিতে হইবে”॥ ২০ ॥

সপিণ্ডত্ব আদি প্রযুক্ত দশাহ আদি অশৌচ প্রাপ্ত হইলে কোথায়ও মৃত্যুবিশেষে অপবাদ কহিতেছেন,—

যাহারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়াদি রাজা, গো প্রভৃতি শৃঙ্গি দংষ্ট্রি ও বিহঙ্গ আদি এবং অন্ত্যজ ইত্যাদি দ্বারা হত হয় তাহাদের এবং যাহারা বিষ উদ্বন্ধন ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞান পূর্ব্বক আত্মহত্যাকরে তাহাদের এবং পাষণ্ডী, অনাশ্রমী ও পতিত ব্যক্তি বর্গের সপিণ্ড গণের সদ্যঃ অশৌচ, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত দর্শন হইবে, সেই পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে, দশাহ আদি পূর্ব্বোক্ত মত অশৌচ হইবে না। গৌতম কহিয়াছেন যে ‘গো ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ও অযুদ্ধে রাজক্রোধক্রমে মৃত হইলে এবং প্রায়োপবেশন অনশন শস্ত্র অগ্নি বিষ জল, উদ্বন্ধন বা পতন দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মরিলে সদ্যঃ অশৌচ হইবে।’ এস্থলে রাজক্রোধ বলাতে অনবধান প্রযুক্ত মৃতের গ্রহণ নহে। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি দিগের এক রাত্র অশৌচ হইবে ইহা জানাইবার জন্য অযুদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, স্মরণ আছে

যে ‘ ব্রাহ্মণের নিমিত্তে মৃত হইলে এবং স্ত্রী ও গোর জন্যে মরিলে ও যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড গণের একরাত্র অশৌচ হইবে।’ এস্থলে যুদ্ধে মৃত বলাতে, যুদ্ধকালে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অন্য সময়ে মৃত ইহা ধরিতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে মৃতের সদ্যঃ অশৌচ হইবে ; মনু কহেন যে “ ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে উদ্যত শস্ত্রাদি দ্বারা মৃত হইলে, সন্তই যজ্ঞ ও শৌচ হইবে ইহা জানিবে।”

জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি জ্ঞাত হইলেই অশৌচের কারণ হওয়ায় জন্ম প্রভৃতি দিনের পরে কোন দিনে জ্ঞাত হইলেও দশাহ আদি অশৌচ প্রাপ্তি হইলে অপবাদ কহিতেছেন।

দেশান্তরে স্থিত হইলে অর্থাৎ যেখানে থাকিলে প্রথম দিবসেই সপিণ্ড জনন আদি জানিতে পারা যায় না সেই স্থানে সপিণ্ডাদি জ্ঞাতি থাকিলে দশাহ আদি অশৌচ দিনের মধ্যে যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিবে সেই শেষ কয়েক দিনই অশৌচ হইবে।

সম্পূর্ণ অশৌচ নিবৃত্তির পরে অশৌচ শ্রবণ হইলে স্নান পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিকে উদক দান করিয়া শুদ্ধ হইবে ; তাহা মনু কহিয়াছেন, যে “ পূর্ণ অশৌচ অতীত হইলে জ্ঞাতির মরণ বা পুত্রের জনন শ্রবণ করিয়া বস্ত্র সহিত জলে স্নান পূর্ব্বক মনুষ্য শুদ্ধ হইবে।” এস্থলে “ পূর্ণ অশৌচ অতীত হইলে ” ইহা বলাতে মরণ অশৌচে প্রেতকে জল দানের সাহচর্য্য বশত জল দানের পরে শুদ্ধির হেতু বিধান প্রযুক্ত জনন অশৌচ অতীত হইলে সপিণ্ড গণের অশৌচ হইবে না, ইহা জানিতে হইবে।

জনন অশৌচে দশরাত্রের শ্রবণে পিতার বস্ত্র সহিত স্নান বিধান রহিল; কেননা "পুত্রের জন্ম শ্রবণ করিয়া" এইরূপ বচন আছে।

এস্থলে পুত্র শব্দ প্রয়োগ থাকায় জনন অশৌচ অতীত হইলে সপিণ্ড গণের অশৌচ হইবে না ইহা জ্ঞাত করাইলেন; তদন্যথায় "দশাহের পরে জ্ঞাতির মরণ অথবা জন্ম শ্রবণ করিয়া" এইরূপই বলিতেন। দেবল কহিয়াছেন "জনন অশৌচে দিন অতীত হইলে অশুদ্ধি হইবে না; সেই হেতু মরণে দশাহ অতীত হইলে অতিক্রান্ত অশৌচ হইবে এই নির্ণয় জানিবে।"

কেহ এই শ্লোক অন্য প্রকারে পাঠ করেন যে "প্রবাসে থাকিলে মরণ শ্রবণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি বর্ণের অবিশেষে অশৌচ কালের অবশিষ্ট কাল শুদ্ধির হেতু জানিবে; অতীত অশৌচ কাল হইলে সকল বর্ণেরই তিন দিন অশৌচ হইবে; সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে যদি বিদেশস্থ অশৌচ শ্রবণ হয় তবে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ স্নান ও জল দান করিয়া শুদ্ধ হইবে" মনু কহিয়াছেন যে "সম্বৎসর অতীত হইলে জল স্পর্শ করণানন্তর শুদ্ধ হইবে।" এই তিন দিন অশৌচ যাহা কহিলেন তাহা দশাহের পরে তিন মাসের মধ্যে জানিবে। আর পূর্ব্বোক্ত সদ্যঃ অশৌচ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নবম মাসের পর সম্বৎসরের মধ্যে জানিবে। আর বশিষ্ঠের যে বচন আছে "দশাহের পরে শ্রবণ করিয়া অশৌচ হইবে" তাহা ছয় মাসের পর নবম মাসের মধ্যে জানিতে

হইবে। গৌতম যে বলিয়াছেন "দশাহের পর শ্রবণ করিলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে" তাহা তিন মাসের পর ষষ্ঠ মাসের মধ্যে বিবেচনা করিতে হইবে। বৃদ্ধ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন "তিন মাসের মধ্যে ত্রিরাত্র ও ছয় মাসের মধ্যে পক্ষিণী এবং নবম মাসের মধ্যে একরাত্র অশৌচ হইবে, তাহার পরে স্নান করিবামাত্র পবিত্র হইবে।" ইহাও মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত অন্য জ্ঞাতির বিষয়ে বর্ত্তিবে। পৈঠীনসির স্মরণ আছে যে "বিদেশস্থ ব্যক্তি মাতা পিতার মরণ শ্রবণ করিয়া সেই দিন অবধি দশাহ অশৌচ ব্যবহার করিবে।" অন্য স্মৃতিতে আছে যে 'মহাগুরু নিপাত হইলে সম্বৎসর কাল গত হইলেও উপবাসী ও আর্দ্রবস্ত্রধারী হইয়া বিধিমতে প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিবে'। অর্থাৎ সম্বৎসর গত হইলেও অশৌচ ধারণ ও উদকদানাদি প্রেতকার্য্য করিতেই হইবে; কেবল স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইবে না।

আপনার জননী ভিন্ন অন্য পিতৃপত্নী বিষয়ে অন্য স্মৃতিতে বিশেষ দর্শিত আছে "মাতাভিন্ন পিতৃপত্নী মৃত হইলে সম্বৎসর অতীত হইলেও তিন দিন অশৌচী হইবে" যে নদীপ্রভৃতি ব্যবহিত দেশান্তরে মৃত হয় তাহার সপিণ্ডগণের দশাহের পর তিন মাসের মধ্যে সদ্যঃ শৌচ হইবে; "দেশান্তরে মৃত শ্রবণ করিলে, ক্লীব বৈখানস ও যতি ইহাদিগের মৃত্যু শ্রবণ করিলে এবং গর্ব্ভস্রাবে সগোত্র ব্যক্তিরা স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।" দেশান্তরের লক্ষণ বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে "যে স্থানে মহানদী ব্যব-

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ ॥ ২২ ॥

ধান বা পর্ব্বত ব্যবধান থাকে ও যে স্থানে বাক্য সকল বিভিন্ন প্রকার হয়; তাহাকে দেশান্তর কহা যায়। কেহ কেহ ৬০ ষষ্টি যোজন পরিমিত স্থানকে, অন্য ব্যক্তিরা ৪০ চত্বারিংশৎ যোজন পরিমিত স্থানকে, অপর ব্যক্তিরা ৩০ ত্রিশ যোজন পরিমিত স্থানকে, দেশান্তর কহেন"।

এই অতিক্রান্ত অশৌচ উপনীত মৃত বিষয়ে বর্ত্তিবে কিন্তু, বয়োবস্থা বিষয়ক অশৌচ বিশেষে বর্ত্তিবে না। ব্যাঘ্রপাদ কহিয়াছেন যে "ত্রিবর্ষ আদি রূপ বয়ঃক্রমে যে অশৌচ (দন্তজন্ম পর্য্যন্ত সন্ত ইত্যাদি বাক্যোবিহিত) তাহা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণের পক্ষে সমান ভাবে বর্ত্তিবে। দশাহ ইত্যাদি অশৌচ অতীত হইলে যে তিন দিন আদি অশৌচ তাহাও সকল বর্ণের পক্ষে সমান ভাবে বর্ত্তিবে। উপনয়নের পরে মরিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দশ (১০) দ্বাদশ (১২) পঞ্চদশ (১৫) ত্রিশ (৩০) দিন রূপ অশৌচ অসমান ভাবে বর্ত্তিবে। সেইরূপ উপনীত মৃত হইলেই কালাতীত অশৌচ হইবে। কিন্তু, কালাতীত হইলে বয়ঃক্রমের অবস্থানুসারে অশৌচ হইবে না ॥ ২১ ॥

সপিণ্ড অশৌচ দশাহ কথিত হইলেও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের পক্ষে তারতম্য কহিতেছেন;-

সপিণ্ডের উৎপত্তিতে ও মৃত্যুতে ক্ষত্রিয়ের (১২) দ্বাদশাহ, বৈশ্যের (১৫) পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্রের (৩০) ত্রিশদ্দিন অশৌচ হয়। আর পাকযজ্ঞ ও দ্বিজসেবায় নিরত ন্যায়বর্ত্তী

শূদ্রের ত্রিশ দিনের অর্দ্ধ (১৫) পনর দিন অশৌচ হইবে। অবশিষ্ট তিনরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ সুতরাং ব্রাহ্মণজাতির বিষয়ে ব্যবস্থা হইবে।

অন্য স্মৃতিতেও ক্ষত্রিয় প্রভৃতির দশাহ আদি অশৌচ বিধি দর্শিত হইয়াছে পরাশর কহিয়াছেন যে "স্বকর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয় দশরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধ হইবে, সেইরূপ বৈশ্য দ্বাদশাহ অতীত হইলে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" শাতাতপ কহিয়াছেন যে " মৃত সূতকে ক্ষত্রিয় একাদশ দিনে, বৈশ্য দ্বাদশদিনে ও শূদ্র বিংশ ২০ দিনে শুদ্ধ হইবে।" বশিষ্ঠ কহেন যে " পঞ্চদশ রাত্র গত হইলে ক্ষত্রিয় ও বিংশ (২০। রাত্র গত হইলে বৈশ্য শুদ্ধ হইবে!" অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে " এই সকল বর্ণেরই জননে ও মরণে দশাহ অতীত হইলে শুদ্ধি হইবে ইহা শাতাতপ কহিয়াছেন" এইরূপ অনেক বিধ মত ভেদ অনুসারে অশৌচ বিধি দর্শিত হইল; লোকে তাহার আচার ব্যবহার না থাকায় ব্যবস্থা প্রদর্শনের বিশেষ উপযোগিতা নাই, এইহেতু এখানে ব্যবস্থা প্রদর্শন হইল না। তবে যখন ব্রাহ্মণাদি জাতির ক্ষত্রিয় আদি সপিণ্ড হইবে তখন হারীতাদির কথিত অশৌচ বিধি ব্যবস্থা হইবে; ব্রাহ্মণ স্বযোনিতে দশাহে শুদ্ধ হইবে, ক্ষাত্রযোনিতে ৬ ছয় দিনে, বৈশ্যযোনিতে ৩ তিন দিনে ও শূদ্রযোনিতে একদিনে শুদ্ধ হইবে। বিষ্ণু কহিয়াছেন যে " ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য সপিণ্ড হইলে ৬ ছয় রাত্র ও বৈশ্যের শূদ্র সপিণ্ড হইলে ৩ ত্রিরাত্রমাত্র অশৌচ থাকিবে। হীনবর্ণ লোকের উৎকৃষ্ট বর্ণ জন্মিলে বা মরিলে সেই অশৌচ গত হইলে শুদ্ধি হইবে।"

আদন্তজন্মনঃ সদ্য আচূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃপরম্॥ ২৩॥

আর বৌধায়নও সামান্যত দশাহ অশৌচ কহিয়াছেন যে “ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় যাহারা ব্রাহ্মণের সপিণ্ড হইবে, তাহাদের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণের দশাহ গত হইলেই শুদ্ধি হইবে।” এই পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে আপদ্ ও নিরাপদ্ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে। দাসীপ্রভৃতির স্বামিনিমিত্তক অশৌচ হইলে স্পৃশ্যত্ব থাকিবে কিন্তু এক মাস কাল কর্ম্মে অধিকার থাকিবে না; অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে “ যে যে বর্ণের দাস বা দাসী হইবে সেই বর্ণের অশৌচ হইবে আর দাসী প্রসূতা হইলে তাহার একমাস অশৌচ হইবে।” প্রতিলোম গণের অশৌচ হইবে না; স্মরণ আছে যে ‘ প্রতিলোমগণ ধর্ম্মহীন হইবে’ কিন্তু জননে ও মরণে মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগের ন্যায় কেবল মল মোচনার্থ শৌচ হইবে মাত্র॥ ২২॥

বয়োবস্থা বিশেষ ক্রমে দশাহ আদি অশৌচের অপবাদ কহিতেছেন।

যে কাল পর্য্যন্ত দন্ত সকলের উৎপত্তি না হয় সেই-কালে মৃত বালকের সম্বন্ধি ব্যক্তি গণের সদ্য অশৌচ হয়। তাহার পরে চূড়াকরণের মধ্যে মৃত বালকের সম্বন্ধি গণের অহোরাত্র পর্য্যন্ত অশৌচ হয়।

চূড়াকরণের পরে উপনয়নের পূর্ব্বে মৃত বালকের সম্বন্ধি গণের তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত অশৌচ হয়। এস্থলে দন্তজন্মের পূর্ব্বে বালক মৃত হইলে সদ্য অশৌচ হইবে

ইহা যদি সামান্য ভাবে বলিলেন, তথাপি অগ্নিসংস্কার অভাবে জানিতে হইবে ; বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিধান আছে যে " অজাত দন্ত বালক মরিলে সদ্য অশৌচই হইবে ইহার অগ্নি সংস্কার বা জলদান করিতে হইবে না।" অগ্নি-সংস্কার রহিত বালকের সদ্য শুদ্ধি বিধান রহিয়াছে। যদি অগ্নি সংস্কার হয় তবে অদত্তা কন্যা বা বালক মরিলে এক অহোরাত্র মাত্র অশৌচ বলিবেন ; যম কহিয়াছেন যে " অজাত দন্ত বালক মরিলে বা শিশু গর্ব্ভচ্যুত হইয়া মরিলে সকল সপিণ্ডগণের অহোরাত্র মাত্র অশৌচ হইবে।"

নাম করণের পূর্ব্বে মরিলে সদ্যঃ শুদ্ধিই নিয়ত জানিবে; শঙ্খের স্মরণ আছে যে " নাম করণের পূর্ব্বে সদ্যই শুদ্ধি হইবে।" প্রথম বর্ষে বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ কথিত আছে ; স্মরণ আছে যে " ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে দ্বিজগণের চূড়াকরণ কর্ত্তব্য ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে।" সেইহেতু দন্ত জননের পরে প্রথম বার্ষিক চূড়াকরণ পর্য্যন্ত এক অহোরাত্রমাত্র অশৌচ হইবে, এক বর্ষে চূড়াকরণ না হইলে দন্ত জন্মের পর মরিলে তিনবৎসর পর্য্যন্ত এক অহোরাত্র অশৌচ হইবে ; বিষ্ণু কহিয়াছেন যে " দন্ত জন্মিলেও চূড়াকরণ না হই-লেও অহোরাত্র গত হইলে শুদ্ধি হইবে।" চূড়াকরণের পরে উপনয়নের পূর্ব্বে মরিলে তিন অহোরাত্র অশুদ্ধি হইবে।

মনুর বচন আছে যে " অকৃতচূড় বালকের একরাত্র

অশৌচ হইবে, কৃতচূড় বালকের তিন রাত্রির পরে শুদ্ধি হইবে ” তাহারও এই বিষয়। আর তিনি যাহা দুই বৎসর বয়সের ন্যূন বালকের পক্ষে কহিয়াছেন যে “ কাষ্ঠের ন্যায় বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।” বশিষ্ঠের যে বচন আছে “ দুই বৎসরের ন্যূনে মৃত্যু হইলে বা গর্ভ-পতন হইলে সপিণ্ড বর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ” তাহা সম্বৎসরের মধ্যে চূড়াকরণ হইলে জানিতে হইবে। অঙ্গিরার রচন যাহা আছে “ অকৃত চূড়াকরণ ব্যক্তি বা জাতদন্ত ব্যক্তি যদ্যপি মৃত হয়, তথাপি তাহাকে দাহ করিয়া কুলধর্ম্ম অপেক্ষা করত তিন রাত্রি কাল অশৌচ গ্রহণ করিবে ” তাহা তিন বৎসরের পরে কুল ধর্ম্মের অপেক্ষায় চূড়াকরণের প্রাধান্যে জানিতে হইবে ; কেননা “ তিন বৎসরের ন্যূনে ব্রাহ্মণ মরিলে একরাত্র অশৌচ হইবে ” ইহা তিনিই কহিয়াছেন। এই দশনজননের অভাবে একরাত্র অশৌচ আশঙ্কা করিতে হইবে না, যেহেতু তৃতীয় বৎসরের ন্যূনে দন্তের অনুৎপত্তি সম্ভবে না, সেই প্রকার দন্ত জন্ম হইলে চূড়াকরণ না হইলে একাহ অশৌচ বলাতে বিষ্ণুর বচনের সহিত বিরোধ দুষ্পরিহার্য্য হইয়া থাকে ; এই হেতু পূর্ব্বের ব্যাখ্যাই প্রবল জানিতে হইবে।

কশ্যপের বচন আছে যে “অজাতদন্ত বালকের মরণে ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধি হইবে ” তাহাও মাতাপিতার পক্ষে বর্ত্তিবে। “ পুরুষ শুক্রোৎসর্গ করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধহইবে। শুক্র (বীজ) সংসর্গ সম্বন্ধ বশত ত্রিরাত্র

অদন্তদন্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্ ॥

অশৌচ হইবে” ইহাও জন্য জনক সম্বন্ধ উপাধিপ্রযুক্ত ত্রিরাত্র অশৌচ স্মরণ আছে।

তাহাতে এই অর্থ হইতেছে যে “ নাম করণের পূর্ব্বে মরিলে সদ্যঃ শৌচ হইবে, নাম করণের পরে দন্ত জন্মের মধ্যে অগ্নিসংস্কার ক্রিয়া হইলে একরাত্র অশৌচ হইবে, অগ্নিসংস্কার না হইলে সদ্যঃ শৌচ হইবে। দন্ত জন্মিলে প্রথম বার্ষিক চূড়াকরণের মধ্যে একরাত্র অশৌচ হইবে। প্রথম বৎসরের পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃতচূড় বালকের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। তিন বৎসরের পরে চূড়া করণ না হইলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। উপনয়নের পরে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে ॥২৩॥

এক্ষণে বয়ঃক্রমের অবস্থা বিশেষে স্ত্রীজাতি ঘটিত অশৌচের অপবাদ কহিতেছেন, ।

অবিবাহিতা কন্যাদিগের চূড়াকরণ হইলে বাগ্দান করিবার পূর্ব্বে মরণে সপিণ্ড গণের অহোরাত্র কালই বিশেষ রূপে শুদ্ধির কারণ।

কন্যাগণের ত্রৈপুরুষ সাপিণ্ড্য হইবে; বশিষ্ঠ স্মরণ আছে যে “ অদত্তা কন্যার ত্রিপৌরুষ সাপিণ্ড্য হইবে।” অজাতদন্ত বালকের অগ্নিসংস্কার হইলে একরাত্র অশৌচ হইবে; কন্যার চূড়াকরণ না হইলে সদ্যঃ শৌচ হইবে; আপস্তম্বের স্মরণ আছে যে “ অকৃতচূড়া কন্যার সদ্যঃ শৌচ বিধান জানিবে।”

বাগ্দানের পরে পিতৃপক্ষে ও পতিকুলে ত্রিরাত্র অশৌচ

হইবে; মনু কহিয়াছেন যে "সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত পতিকুলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, পিতৃকুলেরও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।" সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে না; কেননা বিবাহের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অশৌচ যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব মরীচি কহিয়াছেন যে "জলস্পর্শ পূর্ব্বক প্রদত্তা হইয়া যে কন্যা বিবাহিতা না হয় তাহাকে অসংস্কৃত কন্যা জানিবে, তাহার মরণে পতি ও পিতৃকুলে ত্রিরাত্র অশৌচ জানিবে" বিবাহের পরে বিশেষ অশৌচ বিষ্ণু কহিয়াছেন যে "কন্যার বিবাহ হইলে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। পিতৃগৃহে প্রসব হইলে একরাত্র অশৌচ ও পিতৃগৃহে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।"

এই বয়ঃক্রমের অবস্থা বিশেষে যে অশৌচ নির্ণীত হইল তাহা সর্ব্বসাধারণবর্ণের সমান জানিতে হইবে; যেহেতু ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন ইত্যাদির ন্যায় বর্ণের অবিশেষ উল্লেখে অভিহিত হইয়াছে; অতএব যে অশৌচ কোন বর্ণ বিশেষে বলা হয় নাই তাহার সাধারণ্য জ্ঞাপনার্থ মনুকর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্যের অধিকার থাকিলেও পুনরায় চারি বর্ণেরই অনুক্রমে যথাবিধান অশৌচ কথিত হইয়াছে: অঙ্গিরাও কহিয়াছেন যে "সংস্কার কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্ববর্ণ সাধারণের ত্রিরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধি হইবে, কন্যার একরাত্র অশৌচ জানিতে হইবে" ব্যাঘ্রপাদের বচন আছে যে "সকল বর্ণের বয়ঃক্রম বিশেষোক্ত অশৌচ সমান জানিতে হইবে ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই হেতু পিণ্ডোদক দান বিধি সর্ব্ববর্ণ সাধারণের সমান,

গুর্ব্বন্তেবাস্যনূচানমাতুলশ্রোত্রিয়েষু চ॥ ২৪॥

যেমন সমানোদক অশৌচ বিধি, জন্ম ও মৃত্যু সঙ্করে সন্নিপাত অশৌচ বিধি, গর্ভস্রাবে মাসতুল্য রাত্রি অশৌচ এই স্রাবাশৌচ বিধি, প্রবাসে অশৌচ কালের শেষ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ, শেষ দিন গত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ এই বিদেশস্থ অশৌচ বিধি ও গুর্ব্বাদির অশৌচ বিধি এই সকল অশৌচ যেমন সর্ব্ববর্ণের পক্ষে সমান, তেমনই বয়ঃক্রমের অবস্থা বিশেষে অশৌচ বিধি সর্ব্ব সাধারণ বর্ণের সমান হইতে পারে। অতএব "চূড়াকরণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ছয় দিন, বৈশ্যের নয়দিন ও শূদ্রের তিন বৎসরের পর দ্বাদশ দিন অশৌচ হইবে।" "যেস্থলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র অশৌচ দেখা যায় সেরূপ স্থলে ক্ষত্রিয়ের ছয় দিন, বৈশ্যের নয় দিন, শূদ্রের দ্বাদশ দিন অশৌচ জানিবে" ইত্যাদি ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতির বচন বিগীত বোধে ধারেশ্বর, বিশ্বরূপ ও মেধাতিথিপ্রভৃতি আচার্য্যগণ আদর না করিয়া এই সাধারণ পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন। অবিগীত বচন সকল আর্ত্ত ও অনার্ত্ত ক্ষত্রিয়াদির বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

গুরু প্রভৃতিতে অশৌচের অতিদেশ কহিতেছেন;——

উপাধ্যায়, শিষ্য ও গুরুসন্নিধানে সাঙ্গবেদাধ্যেতা, আত্মবন্ধুগণ, মাতৃবন্ধুগণ, ও পিতৃবন্ধুগণ যোনিসম্বন্ধক্রমে উপলক্ষিত হইতেছে; তাহারা "পত্নীদুহিতর ইত্যাদি" বচনে দর্শিত হইয়াছে। শ্রোত্রিয় একশাখা-অধ্যয়নকারী; বৌধায়ন কহিয়াছেন যে "একশাখা অধ্যয়নকারী শ্রোত্রিয়

হয়” এই সকল ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র মাত্র অশৌচ হয়।

যিনি প্রধান গুরু পিতা তাঁহার পরলোক গমনে সাপিণ্ড্যহেতু দশাহ অশৌচই হইবে; যে পিতা পুত্রগণকে উৎপাদন পূর্ব্বক সংস্কার করিয়া বেদ সকল অধ্যাপন ও বেদার্থ গ্রহণ করাইয়া বৃত্তি বিধান করেন তাঁহার মরণে মহাগুরুত্ব প্রযুক্ত আশ্বলায়ন কথিত “মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশ রাত্র দান ও অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে” ইহা দৃষ্ট করিতে হইবে। আচার্য্যের পরলোক গমনে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; মনু কহিয়াছেন যে “আচার্য্য পরলোক গমন করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, আচার্য্যের পুত্র বা পত্নীর মৃত্যুতে দিবারাত্র কাল অশৌচ, এই নিশ্চয় জানিবে।” যদি আচার্য্যপ্রভৃতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে তবে দশাহ অশৌচ হইবে। তিনি কহিয়াছেন যে “যে শিষ্য মৃত-গুরুর প্রেতকার্য্য করিবে, তাহার প্রেতনির্হারক গুরুসপি-ণ্ডের তুল্য দশাহ অশৌচ থাকিবে।” কিন্তু সমানগ্রামবাসি শিষ্যের এই অশৌচ হইবে। আশ্বলায়নের স্মরণ আছে যে ‘এক আচার্য্যের নিকট যে অধ্যয়ন করিবে তাহার মরণে একরাত্র অশৌচ হইবে ও সমান গ্রামবাসী শ্রো-ত্রিয়েরও ঐরূপ একরাত্র অশৌচ হইবে’ ইহাও অসন্নি-ধানে দেখিতে হইবে, নিকটস্থ শিষ্যাদির ত্রিরাত্রাদি অশৌচ হইবে; মনু কহিয়াছেন যে “মৈত্রী ও প্রাতি-বেশ্যত্বাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা শীলযুক্ত শ্রোত্রিয় মৃত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, মাতুল, শিষ্য, ঋত্বিক্ ও বান্ধব

মৃত হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।" এস্থলে মাতুলের গ্রহণ থাকায় মাতৃ-স্বসৃ-প্রভৃতির উপলক্ষণ জানিতে হইবে; বান্ধব শব্দ বলায়, আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু বলিতে হইবে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে "মাতামহ, আচার্য্য ও শ্রোত্রিয়ের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।" প্রচেতা কহিয়াছেন, যে 'ঋত্বিক্ ও যাজ্য মৃতহইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।" বৃদ্ধ বৃহস্পতি কহিয়াছেন 'দৌহিত্র ও ভাগিনেয় মৃত হইলে পক্ষিণী অশৌচ ও সংস্কার করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এই ধর্ম্ম ব্যবস্থা জানিবে।' বিবাহিতা স্ত্রীগণের মাতাপিতার পরলোক গমনে কি প্রকার অশৌচ হইবে এই প্রশ্ন হইলে ভগবান যম কহেন 'ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধি হইবে।' শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভগিনী, মাতুল, মাতুলানী, মাতা ও পিতার ভগিনী ইহাদের লোকান্তর হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে। মাতুল, শ্বশুর, মিত্র, গুরু, গুরুপত্নী ও মাতামহী মৃত হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।" গৌতম কহিয়াছেন যে "অসপিণ্ড, যোনিসম্বন্ধ ও সহাধ্যায়ীর অশৌচ পক্ষিণী হইবে।" যোনি সম্বন্ধ বলাতে মাতুল মাতৃস্বস্ত্রীয় ও পিতৃস্বস্ত্রীয় আদি বলিতে হইবে। জাবালি কহিয়াছেন "একোদকের ত্রিরাত্র ও গোত্রজাত মাতৃবন্ধু, গুরু, মিত্র ও মণ্ডলাধিপতির একরাত্র অশৌচ হইবে।" বিষ্ণু কহিয়াছেন যে "অসপিণ্ড ব্যক্তি যাহার গৃহে মরিবে তাহার একরাত্র অশৌচ হইবে।" বৃদ্ধগণ কহিয়াছেন ভগিনী ও ভ্রাতার সংস্কার করিয়া ও মিত্র, জামাতা, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, শ্যালক,

অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্॥ ২৫ ॥

ও তৎপুত্র-মরণে স্নান দ্বারা সদ্যঃ শুদ্ধি হইবে। গ্রামেশ্বর, কুলপতি, শ্রোত্রিয়, তপস্বী ও শিষ্য মরিলে নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যে কোন ব্যক্তির শবশরীর থাকে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত গ্রামবাসী সমস্ত ব্যক্তিগণের অশৌচ থাকিবে, শব নির্গত হইলে শুদ্ধ হইবে।" ইত্যাদি অশৌচবিশেষপ্রতিপাদক স্মৃতিবচন সকল অন্বেষণ করিবার যোগ্য, তাহা গ্রন্থগৌরবের ভয়ে এস্থলে লিখিত হইল না। এইসকলের মধ্যে এক বিষয়ে গুরু ও লঘু অশৌচ প্রতিপাদন হওয়ায় পরস্পর বিরুদ্ধ, নিকটস্থ, বিদেশস্থ পক্ষে ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

আরও কহিতেছেন;——

ক্ষেত্রজ ও দত্তকাদি অনৌরস পুত্র জন্মিলে বা মরিলে দিবারাত্র মাত্র অশৌচ হইবে। আপনার স্ত্রী যদি প্রতিলোম ভিন্ন জাতিতে সঙ্গতা হয় তবে তাহার মরণে অহোরাত্র অশৌচ হয়; তাহার সহিত সপিণ্ডতা থাকিলেও দশাহ অশৌচ হইবে না। আর যদি আপনার স্ত্রী প্রতিলোম জাতিতে আশ্রিতা হয় তবে তাহার মরণে অশৌচ হইবে না। "পাষণ্ডী অনাশ্রমী" ইত্যাদি বচনে এই নিষেধ আছে যে, স্ত্রী ও পুত্র শব্দের সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে প্রতিযোগিক স্ত্রীত্ব ও পুত্রত্ব তাহারই এই অশৌচ হইবে; তাহার সপিণ্ডগণের অশৌচ হইবে না। অতএব

প্রজাপতি কহিয়াছেন যে "স্ত্রীগণ অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অন্য ব্যক্তির পত্নীতে জাত পুত্রের মরণে ও জননে, সগোত্রগণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে আর তাহার পিতার ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচ হইবে।" স্বৈরিণী প্রভৃতি স্ত্রীরা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহার মরণে তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, বিষ্ণু কহিয়াছেন যে "ঔরস ভিন্ন পুত্রের জননে ও মরণে এবং পরপূর্ব্বা পত্নীর প্রসব ও পরলোক গমনে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।" এইযে ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইল ইহা নিকটস্থ ও বিদেশস্থ পক্ষে ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে তখন সপিণ্ড গণের একরাত্র মাত্র অশৌচ হইবে; মরীচি কহিয়াছেন যে 'দ্বিবিধ পরপূর্ব্বার প্রসব ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, যে স্থলে পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে সেস্থলে সপিণ্ডগণের একরাত্র অশৌচ হইবে।' আরও কহিতে- ছেন, যে স্থলে বাস করা যায় সেই দেশের যিনি রাজা তিনি যে দিনে মৃত হন, সেই দিনমাত্র অশুদ্ধি হইবে, যদি রাত্রিকালে মৃত হন তবে রাত্রিমাত্র অশৌচ হইবে। অতএব মনু কহিয়াছেন যে "যে রাজার বিষয়ে বাস করা যায় তাঁহার মরণ দিবাতে হইলে দিবামাত্র এবং রাত্রিতে হইলে রাত্রিমাত্র অশৌচ হইবে; অর্থাৎ দিবসে মরিলে যাবৎকাল সূর্য্য দর্শন ও রাত্রিতে মরিলে যাবৎ- কাল নক্ষত্র দর্শন সেইকাল পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে ॥২৫॥

ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন শূদ্রো ন দ্বিজঃ ক্বচিৎ।
অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ॥ ২৬॥

অনুগমনের অশৌচ কহিতেছেন;——

অসপিণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজের ও শূদ্রের অনুগমন করিবে না, যদি স্নেহাদি প্রযুক্ত অনুগমন করে তবে তড়াগাদি স্থিত জলে স্নান করিয়া অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিয়া শুচি হইবে। এই ঘৃতপ্রাশন ভোজন কার্য্য বিধানে প্রমাণ অভাব প্রযুক্ত ভোজনের নিষেধক হইবে না; ইহাও সমান ও উৎকৃষ্ট জাতি বিষয়ে ধর্ত্তব্য। মনু কহিয়াছেন যে " মৃত মাতৃসপিণ্ড বা অপর কোন ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিয়া বস্ত্র-সহিত স্নান করিয়া অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে।" অপরের অনুগমন বিহিত প্রযুক্ত দোষ হইতে পারে না।

নিকৃষ্ট জাতি মৃতের অনুগমনে অন্যস্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা দর্শন করিতে হইবে; তাহাতে শূদ্রের অনুগমনে " যে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ নীয়মান শূদ্রের অনুগমন করিবে সে ত্রিরাত্রের পরে শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র অতীত হইলেও সমুদ্রগামিণী নদীতে স্নান করিয়া শতবার প্রাণায়াম পূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে" ইহা পরাশর কহিয়াছেন।

"ক্ষত্রিয়ের অনুগমনে দিবারাত্র মাত্র অশৌচ হইবে। মানুষের রক্তমাংসমিশ্রিত অস্থি স্পর্শ করিয়া ত্রিরাত্র অশুদ্ধ হইবে। অস্নিগ্ধ অর্থাৎ শুষ্ক মানুষাস্থি স্পর্শ করিলে

মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ ॥ ২৭ ॥

অহোরাত্র অশৌচ হইবে। শবের অনুগমন করিলেও এই-রূপ অহোরাত্র অশুদ্ধ হইবে।" ইহা বশিষ্ঠ কহিয়াছেন। বৈশ্যের অনুগমন করিলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে। ক্ষত্রিয় জাতির অনন্তর মৃত বৈশ্যের অনুগমনে অহোরাত্র অশৌচ হইবে। একান্তর বর্ণ শূদ্রের অনুগমনে পক্ষিণী অশৌচ হইবে। মৃত শূদ্রের অনুগমনে বৈশ্যের একাহ অশৌচ ইহাও উহ্য করিতে হইবে। সেই প্রকার রোদন করি-লেও পারস্কর বচন দেখিতে হইবে যে " মৃত ব্যক্তির বান্ধবের সহিত রোদন করিয়া সেই অহোরাত্র কাল দান ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে।"

প্রেতের অলঙ্করণও করিবে না 'প্রেতের অলঙ্করণ করিলে অসপিণ্ড ব্যক্তির কৃচ্ছ্রপাদ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য; অজ্ঞান পূর্ব্বক করিলে উপবাস করিবে, অশক্ত হইলে স্নান করি-তে হইবে' শঙ্খের এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত আছে॥ ২৬॥

সপিণ্ডাশৌচে কোথাও অপবাদ কহিতেছেন;——

যদিও মহীশব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ ভূমিমণ্ডল উপলক্ষিত হয় তথাপি এস্থলে সমস্ত বসুমতীর এক স্বামী উপপত্তি না হওয়ায় এবং বহুবচন প্রয়োগ থাকায় তদনুরোধে তাহার একদেশভূত মণ্ডল উপলক্ষিত হইতেছে; সেই পৃথিবীর একদেশ পালনে অধিকৃত অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়াদির অশৌচ হইবে না। অর্থাৎ তাঁহারা অশৌচ গ্রহণ করিবেন না।

সেইরূপ বিদ্যুৎপাতে হত ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষণার্থে

হৃত ব্যক্তিদের যাহারা সপিণ্ড তাহারাও অশৌচ ধারণ করিবে না। ভূমিপাল গণ অনন্যসাধ্য মন্ত্রাভিচারাদি কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত যে মন্ত্রিপুরোহিতাদির অশৌচ অভাব ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগেরও অশৌচ হইবে না। এস্থলে রাজগণের অসাধারণরূপে প্রজাপরিপালন এবং দান মান সৎকার ও ব্যবহার দর্শনাদি যেব্যক্তি ব্যতিরেকে সম্ভব হইতে পারিবে না, সেই বিষয়েই অশৌচাভাব জা- নিতে হইবে। কিন্তু পঞ্চ মহাযজ্ঞাদিতে অশৌচাভাব হইবে না; মনু কহিয়াছেন যে "রাজার মাহাত্মিক- স্থানে সদ্যঃশৌচ বিধি করা হইল, প্রজাগণের পরিপা- লন জন্য আসনে উপবেশনই ইহার কারণ জানিতে হইবে।" ইহাও গৌতম কহিয়াছেন যে "রাজগণের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য রাজভৃত্যাদির অশৌচ হইবে না।" সেইরূপ প্রচেতা কহিয়াছেন যে "কারুবর সূপকারাদি শিল্পকর চিত্রকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, রাজগণ ও রাজভৃত্যগণ ইহারা সদ্যই শুদ্ধ হয়, ইহা কথিত আছে।"

এই অশৌচ অভাব যাহা কথিত হইল, তাহা কোন্ বিষয়ে বর্ত্তিবে এই অপেক্ষায় কহিতেছেন, যে "কর্ম্ম- নিমিত্ত শব্দদ্বারা সেই যে অসামান্য কর্ম্ম তাহাই বুদ্ধিস্থ প্রযুক্ত তদ্বিষয়েই বর্ত্তিবে; অতএব বিষ্ণু কহিয়াছেন যে 'রাজগণের রাজকার্য্যে, ব্রতিগণের ব্রতে, যজ্ঞকারিগণের যজ্ঞে ও কারুকরগণের কারুকার্য্যে অশৌচ হইবে না' এই- হেতু প্রতিনিয়ত বিষয়ে অশৌচের অভাব দৃষ্ট করাইলেন শাতাতপীয়ে কথিত আছে যে 'মূল্য দ্বারা কর্ম্মকর শূদ্র,

ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্ ।
সত্রিব্রতিব্রহ্মচারিদাতৃব্রহ্মবিদান্তথা ॥ ২৮ ॥
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে ।
আপদ্যপি হি কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

দাসী ও দাস ইহারা স্নান, শরীর সংস্কার ও গৃহকার্য্যে অশুদ্ধ হইবে না।" এই দাসাদি শুদ্ধি পরিহার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্পর্শ বিষয়েতে হইবে; অতএব অন্য স্মৃতিতে আছে যে "গর্ভদাস সত্তই স্পৃশ্য হয়, ভক্তদাস তিন দিন গত হইলে শুদ্ধ হয়।" আর "চিকিৎসক যাহা করেন, তাহা অন্য-ব্যক্তি করিতে পারে না, সেইহেতু স্পর্শ বিষয়ে নিত্যই চিকিৎসক শুদ্ধ হন"॥ ২৭ ॥

আরও কহিতেছেন;——

বরণাভরণসমন্বিত বৈতানোপাসনা কারক ঋত্বিক্, দীক্ষাদ্বারা সংস্কৃত দীক্ষিত ইহারা যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সদ্যঃ শুদ্ধ হইবে। এই সদ্যঃশৌচ সর্ব্বত্র যোজনা করিতে হইবে "দীক্ষিতের বৈতান-উপাসনা কর্ত্তব্য" ইহাতেই অধিকার সিদ্ধ থাকিলেও যজমানে স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব বিধান ও সদ্যঃ স্নান বিধানেরও নিমিত্ত পুনর্ব্বার কথিত হইল। সত্রি শব্দের গ্রহণ থাকায় অবিরত অনুষ্ঠানের তুল্যতা হেতু অন্নসত্রপ্রবৃত্ত ব্যক্তির উপলক্ষণ জানিতে হইবে, আর দীক্ষিত শব্দের গ্রহণে মুখ্য সত্রিগণ সিদ্ধ হইলেও ব্রতিশব্দের দ্বারা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিপ্রবৃত্ত ও স্নাতকব্রত-প্রায়শ্চিত্তপ্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ উক্ত হইতেছে। সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত বিশিষ্টের এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার ও শ্রাদ্ধভো-

ন্তার গ্রহণ বলিতে হইবে। অন্যস্মৃতিতে আছে যে "কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিতে নিত্য নিত্য অন্নদাতার, কৃচ্ছ্র হোমাদি নিবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণাদি ভোজনে কেবল নিয়মগৃহীত ব্যক্তির, যাহাতে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছে এরূপ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের, স্বাধ্যায় হইতে বিরত ব্যক্তির এবং দেহে পিতৃগণ থাকিলে কদাচ অশৌচ হয় না। প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত ব্যক্তি, দাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের সেইরূপ অশৌচ হইতে পারে না।"

ব্রতিব্যক্তিবর্গের ব্রতে ও সত্রিসমূহের সত্রে শুদ্ধি হইবে; কিন্তু কর্ম্মমাত্রে ও ব্যবহার কার্য্যে শুদ্ধি হইবে না। বিষ্ণু কহিয়াছেন যে "ব্রতিগণের ব্রতে ও সত্রিগণের সত্রে অশুদ্ধি হইবে না।"

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ইহাদেরও সদাই শুদ্ধি হইবে। এস্থলে দাতা বলাতে যে ব্যক্তি নিত্য দান করে ও প্রতিগ্রহ করেনা, তাদৃশ বানপ্রস্থ আশ্রমী দাতৃ শব্দে উক্ত হয়েন। ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ যতি, পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তির সর্ব্বকালে শুদ্ধি জানিতে হইবে, বিশেষে প্রমাণ নাই। পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দ্রব্যের দানে অশৌচ নাই। ক্রতুর স্মরণ আছে যে "পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দ্রব্যদানে দোষ নাই।"

এই বিষয়ে অন্য স্মৃতিতে বিশেষ কথিত আছে যে "পূর্ব্বসংভৃতসম্ভার বিবাহ উৎসব ও বৃষোৎসর্গাদিতে জনন ও মরণ অশৌচ হইলে পরের দ্বারা শেষ অন্নদান করিবে; দাতা ও ভোক্তাকে স্পর্শ করিবে না। স্মৃত্যন্তরে

আছে যে "পূর্ব্বে আহৃতসম্ভার যজ্ঞে বিবাহে ও শ্রাদ্ধকর্ম্মে সদ্যঃ শৌচ।" এস্থলে বিবাহ শব্দ গ্রহণ দ্বারা পূর্ব্বপ্রবৃত্ত চূড়াকরণ উপনয়নাদি সংস্কার কর্ম্মের উপলক্ষণ এবং যজ্ঞ-শব্দ গ্রহণ দ্বারা পূর্ব্বপ্রবৃত্ত দেবপ্রতিষ্ঠা আরামাদি উৎসর্গ মাত্রের উপলক্ষণ জানিতে হইবে॥ বিষ্ণুর স্মরণ আছে যে "দেবপ্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, বিবাহ, দেশকালবিভ্রম, আ-পৎকাল ও কষ্টাবস্থায় অশৌচ হয় না।" যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অশৌচ হয় না। আশ্বলায়নের স্মরণ আছে যে "সংগ্রাম উপস্থিত হইলে রাজাকে সন্নাহিত করিবে" সন্নাহিত করিবে এই বিধিতে প্রাস্থানিক শান্তি হোমাদিতে সদ্যঃ শুদ্ধি জানিতে হইবে।

দেশের বিস্ফোটকাদি উপসর্গে বা রাজভয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহার উপশমনের জন্য শান্তিকর্ম্মে সদ্যঃ শুদ্ধি হইবে।

বিপ্লবের অভাবে কোথাও দেশবিশেষে পৈঠীনসি শুদ্ধি কহিয়াছেন, যে "বিবাহ, দুর্গ, যজ্ঞ, যাত্রা ও তীর্থকর্ম্মে সূতক হইবে না, যজ্ঞাদি কর্ম্ম করাইবে।" সেই প্রকার কষ্ট দায়ক আপৎকালে ব্যাঘ্রাদির আক্রমণে মুমূর্ষু অব-স্থায় দুরিত শমনার্থ দানে অশৌচ হইবে না। সেই প্রকার ক্ষুধা দ্বারা পরিশ্রান্ত মাতা পিতা প্রভৃতি বহুকুটুম্ব গণের ভরণের নিমিত্ত অল্পবিত্ত ব্যক্তির প্রতিগ্রহ কর্ম্মে সদ্যঃ শুদ্ধি, এই যে শুদ্ধি কথিত হইল, তাহা যাহার সদ্যঃ শৌচ ব্যতিরেকে পীড়া উপশম হয় না তাহার বিষয়ে ধর্ত্তব্য হইবে॥

যে একদিন মাত্রের আবশ্যক ধন সঞ্চয় করে, তাহার একদিন অশৌচ হয়, যে ব্যক্তি তিনদিন মাত্র আহারের উপযোগী ধন সঞ্চয় রাখে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। যে ব্যক্তি চারি দিন মাত্রের আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় রাখে বা, পূর্ব্বোক্ত কুম্ভীধান্য হয় তাহার চারি (৪) দিন অশৌচ হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কুশূল ধান্য হয় তাহার দশাহ অশৌচ হয়। এইরূপ যাহার যাবৎ কাল পর্য্যন্ত পীড়ার অভাব তাহার তাবৎকাল পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে; কেননা অশৌচ সঙ্কোচের আপদুপাধিকত্ব আছে। অতএব মনু কহিয়াছেন যে 'যাহার কুশূলধান্য বা কুম্ভীধান্য হইবে বা তিন দিনের ভোগ্য বস্তু সঞ্চয় থাকিবে কিম্বা এক দিনের ভোগ্যবস্তু সঞ্চয় থাকিবে বা কল্যকারজন্য কিছুই থাকিবে না।' এইস্থলে প্রতিপাদিত চতুষ্প্রকার গৃহস্থ ব্যক্তির অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে যে "সপিণ্ড ব্যক্তির মরণাশৌচ দশাহ হইবে, অস্থিসঞ্চয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে অথবা তিন কিম্বা একদিন অশৌচ হইবে" এই চারি প্রকার কল্প প্রতিপাদিত হইল। সমানোদক ব্যক্তির বিষয়ে স্মৃত্যন্তরে দৃষ্ট পক্ষিণী একাহ ও সদ্যঃ শৌচ রূপ সঙ্কুচিত অশৌচ কল্প বৃত্তি সঙ্কোচ রূপ উপাধি-বিষয়ে যোজনা করিতে হইবে। এই অশৌচ সঙ্কোচ যাহা কথিত হইল তাহা যে প্রতিগ্রহ না করিলে পীড়া হইবে, তদ্বিষয়ে বর্ত্তিবে। সকল বিষয়ে বর্ত্তিবে না ইহা অবগত হইতে হইবে।

যদি বল " যে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদপাঠ সম্পন্ন সে

এক রাত্রের পরে শুদ্ধ হইবে, কেবল বেদপাঠসম্পন্ন ব্যক্তি তিন দিন গত হইলে শুদ্ধ হইবে অগ্নি ও বেদরহিত ব্যক্তির দশাহ অশৌচ হইবে" ইত্যাদি অন্য স্মৃতির বচন আলোচনা দ্বারা অধ্যয়ন জ্ঞান ও অনুষ্ঠান বিশিষ্ট ব্যক্তি একাহাদিতে অশৌচান্তের পরে শুদ্ধি হইবে ইহা কি হেতু সম্মত হয় না? ইহাতে কহিতেছেন যে "সপিণ্ড গণের মরণ অশৌচ দশাহ হইবে" এইরূপ সামান্যত প্রাপ্ত দশাহ অশৌচ বাধ পূর্ব্বক একাহ গত হইলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে ইত্যাদি বিধি হইতেছে। বাধের অনুপপত্তি নিবন্ধন যে পর্য্যন্ত বাধ করিলে অনুপপত্তি হইবে তাবৎ বাধনীয়; অতএব ইহাদ্বারা কত বাধ্য এই অপেক্ষায় অপেক্ষিত বিশেষ সমর্পণ ক্ষম অগ্নিবেদ সমন্বিত এই বাক্য শেষ দর্শন হেতু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে ও স্বাধ্যায়ে বর্ত্তিবে, দানাদিতে বর্ত্তিবে না। এইরূপ অগ্নিবেদ এই পদদ্বয়ের কার্য্যানুমিত্ব হইতেছে। তদন্যথায় যাহার দ্বারা অগ্নি ও বেদসাধ্য কর্ম্ম কৃত হয় তাহারই একদিনে শুদ্ধি হইবে এইরূপ পুরুষ বিশেষেরই উপলক্ষণ হয়, ইহা যুক্ত নহে। ইহা হইলেও অগ্নিতে ক্রিয়া ত্যাগ করিবে না, বৈতান উপাসনা করিবে, বেদোক্ত ক্রিয়াও করিবে, সেখানে ব্রাহ্মণের বেদপাঠাদি নিবৃত্তির জন্য সদ্যঃ শৌচ হইবে" ইত্যাদি মনুপ্রভৃতির বচনের সহিত এক বাক্যতা হইতেছে। "জনন ও মরণ অশৌচে দশ দিন পর্য্যন্ত কুলের অন্ন ভোজন করিবে না" এই দশাহপর্য্যন্ত ভোজনাদি নিষেধকারি যমাদির বচনের সহিত বিরোধ

উদক্যাশুচিভিঃ স্নায়াৎ সংস্পৃষ্টৈস্তৈরুপস্পৃশেৎ।
অব্লিঙ্গানি জপেচ্চৈব গায়ত্রীং মনসা সকৃৎ॥ ৩০॥

হইতেছে না। অতএব কোন কোন বিষয়ে এই অশৌচ সঙ্কোচ জানিতে হইবে কিন্তু, সকল প্রকার ব্যবহারাদির বিষয়ে নহে, ইহা আর বাহুল্যভাবে লিখিবার আবশ্যক নাই।

এই সদ্যঃ শৌচ বিধান স্বাধ্যায় বিষয়ে বহুবেদ ব্যক্তিক্ষ বেদবৰ্জ্জন জন্য দৃষ্টি করিতে হইবে।

অপর ব্যক্তির " দান প্রতিগ্রহ হোম ও বেদপাঠ রহিত হইবে " এই নিষেধই জানিবে।

এইরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যাহার যে পরিমিত কাল অশৌচ কথিত হইয়াছে, সে তাহার পরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, সেই কাল মাত্র অতীত হইলেই শুদ্ধ হইবে না। মনু কহিয়াছেন যে ' ব্রাহ্মণ অশৌচ দিন গত হইলে স্নান পূৰ্ব্বক হস্ত দ্বারা জলস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে, কেবল স্নান বা আচমন শুদ্ধির কারণ হইবে না '। বাহনাদি স্পর্শ পক্ষেও তাহার অনুষঙ্গত্ব আছে, অথবা যাবৎ কাল অশৌচ তাবৎকাল উদক দানাদি ক্রিয়া করিয়া পরে ব্রাহ্মণাদিরা উদকাদি স্পর্শ পূৰ্ব্বক শুদ্ধ হইবে; ঐরূপ ক্ষত্রিয় গণ বাহন ও অস্ত্র, বৈশ্যগণ প্রতোদ বা রশ্মি এবং শূদ্রগণ যষ্টি স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে। এই অশৌচ কালের পরে কৰ্ত্তব্য স্নান ক্রিয়ার জন্য কথিত হইল " ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

কুলব্যাপিনী শুদ্ধি কহিয়া এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন প্রতিপুরুষ ব্যাপিনী শুদ্ধি কহিতেছেন ;-

রজস্বলা ও শব চাণ্ডাল পতিত সূতিকা শবাশৌচি প্রভৃতি অশুচি ইহাদিগের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া স্নান করিবে এবং ঐ রজস্বলা অশুচি প্রভৃতি সংস্পৃষ্টাদিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া আচমন করিয়া ‘আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি’ মন্ত্রত্রয় জপ করিবে; কেননা তিনেতেই বহুবচনের চরিতার্থত্ব আছে, এবং মনে মনে একবার গায়ত্রী জপ করিবে। যদি বল রজস্বলা সংস্পৃষ্ট হইয়া স্নান করিবে, এস্থলে এক বচন থাকায় বহুবচনের সহিত কি প্রকারে অন্বয় হইতে পারে? ইহাতে কহিতেছেন, তাহা বটে কিন্তু, রজস্বলা প্রভৃতি সংস্পৃষ্ট ভিন্ন স্নানযোগ্য মাত্রের স্পর্শও আচমন বিধানের নিমিত্ত বহুবচন নির্দ্দেশ আছে, ইহাতে বিরোধ হইতে পারে না, সেই স্নানই অন্য সকল স্মৃতিতে জানিতে হইবে। পরাশর কহিয়াছেন যে “ দুঃস্বপ্নে, মৈথুনে, বমনে, বিরেচনে, ও ক্ষুরকর্ম্মে এবং চিতা, পূয ও শ্মশান ও অস্থি স্পর্শ করিলে স্নান করিবে”। মনু কহিয়াছেন, যে “বমন ও বিরেচন করিয়া স্নান পূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিবে। অন্নভোজন করিয়া আচমন করিবে, ও মৈথুন করিয়া স্নান শুদ্ধির কারণ জানিবে।” মৈথুনকারীর স্নান ঋতুকালে গমন পক্ষে বর্ত্তিবে; বৃহস্পতির স্মরণ আছে যে: ‘ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যখন স্ত্রীসংসর্গ করিবে তখন মূত্র পুরীষ ত্যাগের তুল্য শৌচ আচরণ করিবে।’

অন্য স্মৃতিতে ঋতুকাল ভিন্ন কালবিশেষে স্নান কথিত আছে যে “ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দিবা, ও পর্ব্বকালে

মৈথুন করিয়া বস্ত্র সহিত স্নান করিয়া বারুণী মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিবে। যম কহিয়াছেন যে “ অজীর্ণে, বমনে, সূর্য্যের উদয়ে ও অস্তে, দুঃস্বপ্নে ও দুর্জ্জনস্পর্শে স্নানমাত্র বিধি জানিবে ; বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে “ মৈথুনে ও কটধূমে সদ্যঃ স্নান বিধি হইবে ; ইহাও অসবস্ত্র স্পর্শ বিষয়ে জানিতে হইবে। সবস্ত্র হইয়া চিতা আদি স্পর্শ করিলে সবস্ত্রই স্নান করিবে ; চ্যবন কহিয়াছেন যে “কুক্কুর, চাণ্ডাল, প্রেতধূম, দেবদ্রব্যে উপজীবী, গ্রামযাজী, সোমবিক্রয়ী, পূয, চিতা, চিতিকাষ্ঠ, মদ্য, মদ্যভাণ্ড, সস্নেহ মানুষাস্থি, শবস্পৃষ্ট, রজস্বলা, মহাপাতকি ও শব এই সকলের কোন এক স্পর্শ করিয়া বস্ত্র সহিত জলে অবগাহন স্নান করিয়া উত্থিত হওত অগ্নি স্পর্শ করিয়া অষ্টশতবার গায়ত্রী জপ করিবে ও ঘৃত ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার স্নান পূর্ব্বক তিনবার আচমন করিবে।” ইহা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত পক্ষে বর্ত্তিবে অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকল স্পর্শ করিলে কেবল স্নান করিবে। বৃহস্পতির স্মরণ আছে যে “ শবস্পৃষ্ট বস্তু, নাপিত, চিতা, পূয, রজস্বলা এই সকল বিনা কামনায় স্পর্শ করিয়া স্নান পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে।” এইরূপ অন্যস্থলেও বক্তব্য বিষয় সমূহে বিষয় সমীকরণ উহ্য করিতে হইবে। কশ্যপ কহিয়াছেন যে ‘উদয় ও অস্ত সময়ে স্কন্দন করিয়া, চক্ষুঃ স্পন্দনে, কর্ণ আক্রোশনে, চিতি আরোহনে, পূযস্পর্শে, সবস্ত্র স্নান করিয়া পুনর্ম্মন ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে এবং মহাব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সপ্তবার ঘৃত দ্বারা হোম করিবে ” অন্যস্মৃতিতে

আছে যে " দেবলকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্র সহ জলে অবগাহন করিবে। যে বিপ্র বিত্তের জন্য তিন বৎসর দেবপূজা করিয়া থাকে সেই দেবল নামে খ্যাত এবং দেব ও পিতৃকার্য্যে গর্হিত হয়।"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে যে " শৈব, পাশুপত, লোকায়তিক, নাস্তিক, বিকর্ম্মস্থ দ্বিজ ও শূদ্র গণকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্রসহ জলে অবগাহন করিবে; সেখানে " শূদ্র স্পর্শের দ্বারা দূষিত যাহা তাহা স্বর্গীয় আহুতি হয় না " এই বচনানুসারে শূদ্র স্পর্শ নিষেধ আছে।

অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে " যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করে, সে ব্রাহ্মণ স্নান করিবে ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে।"

ব্যাঘ্রপাদ কহিয়াছেন যে " চণ্ডাল ও পতিত ব্যক্তিকে দূর হইতে ত্যাগ করিবে, গোলাঙ্গুলের অগ্র পরিমিত স্থানের মধ্যে হইলে বস্ত্রসহিত জলে অবগাহন স্নান করিবে।" ইহাও অতি সঙ্কট স্থান বিষয়ে বর্ত্তিবে। অন্য স্থানে বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে " চণ্ডালের যুগ অর্থাৎ চারি হস্ত, সুতিকার আট হস্ত, রজস্বলার দ্বাদশ হস্ত ও পতিতের ষোল হস্ত পরিমাণ স্থান অশৌচ কারক। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে " কাক ও পেচক স্পর্শ করিলে বস্ত্রসহ স্নান করিবে, জলশৌচ ভিন্ন মূত্র ও মল ত্যাগ করিলে বস্ত্র সহিত স্নান করিবে এবং মহাব্যাহৃতি হোম করিবে; এই যে জলশৌচ ভিন্ন বলা হইল ইহা দীর্ঘকাল মল মূত্র শৌচ অকরণ পক্ষে বর্ত্তিবে।

অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে " ভাস, কাক, মার্জ্জার, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, কুক্কুর শূকর ও অশুদ্ধ বস্তু স্পর্শ করিয়া বস্ত্রসহ জলে স্নান করিবে।" মার্জ্জার স্পর্শের নিমিত্তে যে স্নান কথিত হইল তাহা উচ্ছিষ্ট সময়ে ও অনুষ্ঠান সময়ে জানিতে হইবে, যেহেতু এইরূপ ব্যবহার আছে। অন্য কালে "বিড়াল দর্ব্বী ও বায়ু সর্ব্বদা পবিত্র জানিবে" এই-হেতু স্নানের অভাব বলিতে হইবে। নাভির ঊর্দ্ধভাগে কুক্কুর স্পর্শ হইলে স্নান করিতে হইবে, নাভির নিম্নভাগে কুক্কুর স্পর্শ হইলে ক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইবে। তিনিই কহিয়াছেন যে " হস্তদ্বয় ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধভাগে যদি কুক্কুর সংসর্গ হয়, তাহাতে স্নান করিবে, নাভির নিম্নদেশে কুক্কুর সংসর্গ হইলে, ধৌত করিয়া আচমন করিলেই শুদ্ধ হইবে।"

পক্ষিস্পর্শে জাতুকর্ণ বিশেষ কহিয়াছেন যে " করদ্বয় ভিন্ন নাভির উপরি ভাগের যে অঙ্গ পক্ষী স্পর্শ করিবে, তাহাতে স্নান করিতে হইবে, শেষ অঙ্গ প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে।"

অমেধ্য স্পর্শে বিষ্ণু বিশেষ কহিয়াছেন যে " নাভির অধোভাগে ও বাহুতে শারীর মল, সুরা বা মদ্য দ্বারা সংস্পর্শ হইলে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা সেই অঙ্গ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিলেই শুদ্ধ হইবে। অন্য স্থানে সংস্পা-র্শ হইলে সেই অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া স্নান করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই সকল সংস্পর্শ হইলে উপবাস পূর্ব্বক স্নান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিতে

হইবে।" ইহাও পরকীয় অমেধ্য স্পর্শ বিষয়ে বর্ত্তিবে। আত্মীয় মলস্পর্শে নাভির উপরিভাগ ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে; দেবল কহিয়াছেন যে "যদি অন্য লোকের অস্থি, বসা, বিষ্ঠা, ঋতু-শোণিত, মূত্র, শুক্র, মজ্জা বা শোণিত স্পর্শ করে তবে লেপাদি মার্জ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া আচমন করিলেই শুদ্ধ হইবে, সেই সকল নিজের স্পর্শ করিলে পরিমার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে।" শঙ্খ কহিয়াছেন যে "রথ্যা কর্দ্দম জল বা ষ্ঠীবনাদি দ্বারা নাভির উপরি ভাগ স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিলে সদ্যই শুদ্ধ হইবে।" এস্থলে যমও বিশেষ কহিয়াছেন যে "কর্দ্দম বিশিষ্ট গ্রামসঙ্কর অর্থাৎ গ্রামের জল প্রবাহের প্রবেশস্থল প্রবেশ করিয়া জঙ্ঘাতে তিনবার মৃত্তিকা ও পদদ্বয়ে তদপেক্ষা দ্বিগুণ বার মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে।"

বায়ুদ্বারা শোষিত মৃত্তিকাদিতে দোষ নাই "রথ্যা কর্দ্দম জল ও পঙ্ক ইষ্টকাচিত যদি অন্ত্যজ কুক্কুর ও কাক দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তবে বায়ুর দ্বারা শুদ্ধ হইবে" ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অস্থি বিষয়ে মনু বিশেষ কহিয়াছেন "সস্নেহ মানুষের অস্থি স্পর্শ করিয়া স্নান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে, আর ঐরূপ শুষ্ক অস্থি স্পর্শ করিয়া আচমন পূর্ব্বক গোস্পর্শ বা সূর্য্যদর্শন করিলে শুদ্ধ হইবে।" ইহা দ্বিজাতি সম্বন্ধীয় অস্থি বিষয়ে জানিতে হইবে। অন্যত্র বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে "মানুষের সস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, নিঃস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিলে দিবারাত্র অশৌচ হইবে।" মনুষ্য ভিন্ন অন্যের অস্থি-

বিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছেন যে "ভক্ষ্য ভিন্ন পঞ্চ নখের মৃত দেহ ও তাহার সস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিয়া স্নান পূর্ব্বক পূর্ব্বের বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া ধারণ করিবে।" এইরূপ স্নানযোগ্য অস্পৃশ্য বস্তু বিষয়েও অন্য স্মৃতিতে কথিত মতে জানিতে হইবে। স্নানযোগ্য অস্পৃশ্য বস্তু সকলের বাহুল্য বিষয়ে বহুবচন থাকায় কোন বিরোধ হইতে পারে না। রজস্বলা ও অশুচি স্পর্শে স্নান করিবে, ইহাও দণ্ডাদি অচেতন বস্তুব্যবধানে স্পর্শ বিষয়ে জানিতে হইবে, চেতন ব্যবধান হইলে মনুপ্রোক্ত বচন ধরিতে হইবে যে "চণ্ডাল, রজস্বলা, পতিত, সূতিকা, শব ও শবস্পৃষ্ট স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে।" তৃতীয় সংস্পর্শের পক্ষে আচমনই করিতে হইবে। সম্বর্ত্তের স্মরণ আছে যে "শবস্পর্শনকারীকে যে স্পর্শ করিবে তাহার স্নান বিধি জানিবে, সেইরূপ দ্রব্য সকলের প্রোক্ষণ করিতে হইবে" ইহাও অজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে জানিতে হইবে। জ্ঞান পূর্ব্বক হইলে পতিত স্পর্শেও স্নান করিতে হইবে; গৌতম কহিয়াছেন যে "পতিত, চাণ্ডাল, প্রসূতা, রজস্বলা, শবস্পৃষ্ট ও তৎস্পৃষ্ট স্পর্শ করিলে বস্ত্রসহ জলস্পর্শন করিলে শুদ্ধ হইবে।" ইহার চতুর্থ (রজস্বলা) স্পর্শ করিলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। দেবলের স্মরণ আছে যে "অশুচি স্পৃষ্ট বা তৃতীয় স্পর্শ করিয়া, জলদ্বারা হস্ত ও পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে।"

অশুচি ব্যক্তির রজস্বলাদি স্পর্শনে দেবল বিশেষ

কালোঽগ্নিঃ কর্ম্মমৃদ্বায়ুর্মনো জ্ঞানন্তপো জলম্।
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ ॥ ৩১ ॥

কহিয়াছেন যে " চণ্ডাল, পতিত, তঙ্গহীন, বাতুল, শববাহক, প্রসূতা, প্রসবকারিণী, রজস্বলা নারী, গ্রাম্য কুক্কুর, কুক্কুট ও বরাহ স্পর্শ করিয়া মনুষ্য বস্ত্রসহ মস্তক মজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিলে তখনই শুদ্ধ হইবে। যদি স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া এই অশুদ্ধ সকলকে স্পর্শ করে তবে উপবাস বা কৃচ্ছ্রব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে।" কৃচ্ছ্রব্রত বিধি চাণ্ডালাদির পক্ষে বর্ত্তিবে ; কুক্কুরাদির বিষয়ে উপবাসই শুদ্ধির কারণ হইবে এই ব্যবস্থা জানিবে ॥ ৩০ ॥

এক্ষণে কাল শুদ্ধিবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণে কথিত এবং এই প্রকরণে বক্ষ্যমাণ শুদ্ধিহেতুসকল কহিতেছেন ;——

যেরূপ অগ্নি প্রভৃতি স্ববিষয়ে শুদ্ধির কারণ হয় সেইরূপ শাস্ত্রে শুদ্ধির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকায় দশরাত্র আদি কালও শুদ্ধির হেতু জানিতে হইবে।

পুনর্ব্বার পাকদ্বারা মৃণ্ময় পাত্র শুদ্ধ হয় এইহেতু অগ্নিও শুদ্ধির হেতু অভিহিত আছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানদ্বারা শুদ্ধি হইবে ইহাতে কর্ম্মও শুদ্ধির হেতু কথিত আছে। সেইরূপ মৃত্তিকাও শুদ্ধির কারণ ; কথিত আছে যে " বিশুদ্ধির জন্য জল ভস্ম ও মৃত্তিকা প্রক্ষেপ করিবে। বায়ুও শুদ্ধির হেতু ; কথিত আছে যে " বায়ু দ্বারাও শুদ্ধ হয়।"

মনও বাক্যের শুদ্ধির সাধন ; শ্রুতিতে আছে যে

অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাশ্চ শুদ্ধিকৃৎ।
শোধ্যস্য মৃচ্চ তোয়ঞ্চ সংন্যাসো বৈ দ্বিজন্মনাম্॥ ৩২॥
তপো বেদবিদাং ক্ষান্তির্বিদুষাং বর্ষ্মণো জলম্।
জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসঃ সত্যমুচ্যতে॥ ৩৩॥
ভূতাত্মনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধের্জ্ঞানং বিশোধনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা॥ ৩৪॥

‘ মনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বাক্য উচ্চারণ হয়।’

অধ্যাত্মিক জ্ঞান বুদ্ধিশুদ্ধির কারণ হয়; পরে বলিবেন যে “ ঈশ্বরজ্ঞান হেতু জীবের শুদ্ধি জানিতে হইবে।”

কৃচ্ছ্র আদি তপস্যাও শুদ্ধির কারণ হইবে; পরে বলিবেন যে ‘ গুরুতল্পগামী ব্যক্তি প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে বা সমাব্রত করিবে।’

জলও শরীরাদির শুদ্ধির কারণ হইবে; বলিবেন যে “ শরীরের শুদ্ধির কারণ জল।”

অনুতাপও বিশুদ্ধিজনক হয়; কথিত আছে; যে “ কখন অনুতাপ দ্বারাও শুদ্ধ হয়।”

উপবাসও শুদ্ধিকারক হয়; কথিত আছে যে “ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জপ করিয়া ” ইত্যাদি॥ ৩১॥

আরও কহিতেছেন;——

অকর্ত্তব্য কর্ম্মকারীর দানই শুদ্ধির প্রধান কারণ; ব্যাখ্যা করিবেন যে“পর্য্যাপ্ত ধন পাত্রে দান করিয়া শুদ্ধ হইবে।” গ্রীষ্মাদি কালে অল্পজল প্রযুক্ত অমেধ্য বস্তু সমাচ্ছন্নতীরা নদীর কূলঙ্কষ বর্ষার জলপ্রবাহরূপ বেগ শুদ্ধির হেতু হইবে।” শোধনীয় দ্রব্যের মৃত্তিকা ও জল

শুদ্ধিকারক হইবে। এই পুস্তকে কথিত হইয়াছে “অশুদ্ধ দ্রব্য যুক্ত বস্তুর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধ নিরাস করিলে শুদ্ধ হইবে।” দ্বিজগণের প্রব্রজ্যা মানসোপচারে শুদ্ধি-কর হইবে। বেদবেত্তা গণের বেদাভ্যাস শুদ্ধির কারণ; কৃচ্ছ্রাদি ব্রত যে শুদ্ধির কারণ কথিত হইয়াছে তাহা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে জানিতে হইবে, কেবল বেদজ্ঞানীর পক্ষেই নহে; বেদার্থজ্ঞানীর ক্ষান্তি অর্থাৎ উপশম শুদ্ধির কারণ হইবে।

শরীরের শুদ্ধির কারণ জল জানিবে। প্রচ্ছন্ন পাপাচার ব্যক্তিগণের অঘমর্ষাদি সূক্ত জপ শুদ্ধির কারণ জানিতে হইবে। সৎ ও অসৎ সঙ্কল্প বিশিষ্ট যে মন তাহার অসৎ সঙ্কল্প প্রযুক্ত অশুদ্ধ ভাব হইলে শুদ্ধ সঙ্কল্প রূপ সত্য অশুদ্ধশোধনকারী হইবে। ভূতশব্দের দ্বারা তাহার বিকারভূত দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহাতে আমি স্থূল আমি কৃশ আমি কাণ আমি বধির ইত্যাদি রূপ অভিমানিত্ব প্রযুক্ত যে আত্মা বর্ত্তমান আ-ছেন সেই আত্মাই ভূতাত্মা তাহার তপঃ ও বিদ্যা শুদ্ধির কারণ হইবে; অর্থাৎ তপঃ শব্দের দ্বারা অনেক জন্ম বা একজন্ম মধ্যে জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মার সহিত যে অন্বয় শরীরাদি ভিন্ন পদার্থ তাহাই বোধ করিতে হইবে; যেমন “ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর ” এই পঞ্চ কোশ ও ব্যতিরেক প্রতিপাদন-কারী দুই বাক্য আছে।

বিদ্যা শব্দের দ্বারা উপনিষৎ-দ্বারা বেদ্য অস্থূল,

ক্লেশেন কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাং যাপ্যাপদি দ্বিজঃ।
নিস্তীর্য্য তামথাত্মানং পাবয়িত্বা ন্যসেৎ পথি ॥ ৩৫ ॥

অসূক্ষ্ম, অস্থূল, অসঙ্গ এই আত্মা ইত্যাদি ত্বং পদার্থ নিরূপণ বিষয় বাক্য জন্য জ্ঞানকে জানিতে হইবে। এই দুই প্রকার তপ ও বিদ্যা দ্বারা ভূতাত্মার শুদ্ধি হইবে।

প্রমাণ রূপ জ্ঞানই সংশয় ও বিপর্য্যয় রূপে অশুদ্ধ শরীরাদি ব্যতিরেক বুদ্ধির শুদ্ধির কারণ।

তপ ও বিদ্যা দ্বারা বিশুদ্ধ ত্বংপদার্থভূত ক্ষেত্রজ্ঞের তৎত্বমসি ইত্যাদি বাক্য জন্য সাক্ষাৎকার রূপ ঈশ্বর জ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের মুক্তিরূপা পরমা বিশুদ্ধি জানিবে; যে রূপ এই সকল শুদ্ধি পরম পুরুষার্থ হেতু সেইরূপ কালশুদ্ধিও যুক্ততর; এইরূপ প্রশংসার্থ আত্মাদি শুদ্ধি কথিত হইল ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

আশৌচ প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ ॥ ২ ॥

কষ্টকর আপদ্ অবস্থায় সদ্যঃ শুদ্ধি বিধি জানিতে হইবে, ইত্যাদি আপৎ কালে প্রধান অশৌচ কল্পের অনুষ্ঠান অভাবে সদ্যঃ শৌচ আদি অনুকল্প কহিয়া এক্ষণে তাহার প্রসঙ্গাধীন আপৎকল্পে ব্রাহ্মণের প্রধান জীবিকা যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ইত্যাদি। যাজনাদি মুখ্য বৃত্তির অসম্ভবে অন্য বৃত্তি কহিতেছেন;—

ব্রাহ্মণ জাতি বহুবান্ধব বিশিষ্ট হইলে যদি স্বজাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতে অসমর্থ হয়, সেই আপৎ-

কালে শস্ত্র ধারণাদি ক্ষত্রিয় জাতির বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

যদি ক্ষত্রিয়বৃত্তিদ্বারাও জীবন যাপন করিতে অশক্ত হয় তবে বৈশ্য বৃত্তি বাণিজ্যাদি কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ব্রাহ্মণ কদাচ শূদ্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না; মনু কহিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র উভয় বৃত্তি দ্বারা যদি জীবন যাপন করিতে অসমর্থ হয়, তবে কি করিবে? ইহাতে কহিতেছেন যে, কৃষি ও গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।" আপৎ কালেও হীনবর্ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণবৃত্তি আচরণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না; কিন্তু, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যবৃত্তি এবং বৈশ্যগণ শূদ্রজাতিবৃত্তি ইত্যাদি আপনার পর জাতিরই হীন বৃত্তি স্বীকার করিবে। বশিষ্ঠের স্মরণ আছে যে "স্বজাতীয় কর্ম্ম দ্বারা জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হইলে তাহার অব্যবহিত পর-জাতীয়া পাপীয়সী বৃত্তি আশ্রয় করিবে, কিন্তু, কদাচ উচ্চ জাতীয় ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিবে না।" অন্য স্মৃতিতে আছে যে "শূদ্রের উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মী বৃত্তি নাই; সেইরূপ ব্রাহ্মণের অপকৃষ্ট শৌদ্রী বৃত্তি নাই; মধ্যম ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তি আপৎকালে সর্ব্বসাধারণের আচরণীয় বলিতে হইবে।"

শূদ্রও আপৎযুক্ত হইলে বৈশ্যবৃত্তি বা বিবিধ প্রকার শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; পূর্ব্বে কথিত

ফলোপলক্ষৌমসোমমনুষ্যাপূপবীরুধঃ।
তিলোদনরসক্ষারান্দধিক্ষীরং ঘৃতং জলম্॥ ৩৬॥
শস্ত্রাসবমধূচ্ছিষ্টমধুলাক্ষাশ্চ বর্হিষঃ।
মৃচ্চর্ম্মপুষ্পকুতপকেশতক্রবিষক্ষিতীঃ॥ ৩৭॥
কৌশেয়নীললবণমাংসৈকশফসীসকান্।
শাকার্দ্রৌষধিপিন্যাকপশুগন্ধাংস্তথৈব চ।

হইয়াছে যে "শূদ্রের ব্রাহ্মণ শুশ্রূষাই জীবিকা তাহার দ্বারা জীবন যাপন না হইলে বাণিজ্য বৃত্তি বা বিবিধ প্রকার শিল্পকার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণের হিত সাধন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিবে।" ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এবিষয়ে মনুও বিশেষ কহিয়াছেন যে 'যে কর্ম্ম আচরণ করিলে দ্বিজাতি গণের শুশ্রূষার উপযোগী হইবে, সেই সকল কারু কর্ম্ম ও বিবিধ শিল্প কর্ম আচরণ করিবে' এই ন্যায়ানুসারে অনুলোম জাত জাতি গণেরও স্ববর্ণের নিম্ন বর্ণের বৃত্তি আচরণ দৃষ্ট করিতে হইবে। এইরূপ স্বজাতির নিম্ন জাতির বৃত্তি দ্বারা আপৎকাল অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত আচরণ দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ করিয়া স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিবে। অথবা গর্হিত বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন সৎপথে উৎসর্গ করিবে; ইহা মনু কহিয়াছেন যে "যাজন ও অধ্যাপন দ্বারা ধন উপার্জ্জনের পাপ জপ ও হোম দ্বারা ক্ষয় হইবে এবং প্রতিগ্রহ নিমিত্ত পাপ দান ও তপস্যা দ্বারা নষ্ট হইবে॥ ৩৫॥

বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা উপজীবী ব্রাহ্মণের অবিক্রেয় বস্তু কহিতেছেন;—

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবন্মো বিক্রীণীত কদাচন ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ং নেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥ ৩৯ ॥

বদর ও ইঙ্গুদ ভিন্ন কদলী প্রভৃতি ফল; নারদ কহিয়াছেন, যে "স্বয়ং শীর্ণ পর্ণ, ফলের মধ্যে বদর ইঙ্গুদ, রজ্জু ও কার্পাসিক সূত্র অবিক্রেয় হইবে" মাণিক্য প্রভৃতি প্রস্তর সকল, অতসী সূত্রময় ও তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্রাদি; মনু কহিয়াছেন যে " তন্তুজাত বস্ত্র সকল কুসুম্ভাদি দ্বারা রঞ্জিত হইলেও ত্যাগ করিবে; শণ, অতসী ও আবিকাদি বস্ত্র অরঞ্জিত হইলেও এবং ফল মূল ও ওষধি অবিক্রেয় হইবে।"

সোমলতা, স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক এই ত্রিবিধ মনুষ্য, মণ্ডকাদি ভক্ষ্য মাত্র, বেত্র ও অমৃতাদি লতা বীরুধ্, তিল, ভোজ্য মাত্র, গুড় ইক্ষুরস ও শর্করাদি রস; মনু কহিয়াছেন যে " ক্ষীর, ক্ষৌম, দধি, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় ও কুশ বর্জ্জন করিবে।"

যবক্ষার আদি ক্ষার, দধি ও ক্ষীর গ্রহণ থাকায় মস্তু পিণ্ড কিলাট কূর্চ্চিকাদির ও তদ্বিকার দ্রব্যের উপলক্ষণ জানিতে হইবে; গৌতমের স্মরণ আছে যে " ক্ষীর ও ক্ষীরবিকার " ঘৃতের গ্রহণ থাকায় তৈলাদি স্নেহদ্রব্য মাত্রের উপলক্ষণ জানিতে হইবে, জল, খড়্গাদি শস্ত্র, আসব গ্রহণ থাকায় মদ্য মাত্রেরই উপলক্ষণ জানিতে হইবে, মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মধু, লাক্ষা, কুশ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, পুষ্প, কম্বল, কুতপ চমরীপ্রভৃতির কেশ, তক্র, শৃঙ্গ্যাদি বিষ, ভূমি, গৌতমের স্মরণ আছে যে "ভূমি, ব্রীহি, যব,

অজা, মেষ, অশ্ব, ঋষভ, ধেনু, বৃষ, কৌশেয় বস্ত্র, নীল, বিট সৈন্ধব সামুদ্র রৌমক ও কৃত্রিম লবণ, মাংস, ঘোটকাদি এক খুর বিশিষ্ট জন্তু, ধাতু মাত্র, সর্ব্বপ্রকার শাক, ফলপাকান্ত অশুষ্ক ওষধি, এস্থলে অশুষ্ক ওষধি বলায় শুষ্ক ওষধিতে দোষ নাই জানিবে। পিণ্যাক, আরণ্য পশু, মনুস্মরণ আছে যে "সকল বন্য পশু, দংষ্ট্রিগণ ও পক্ষিগণ, চন্দন অগুরু প্রভৃতি গন্ধ, এই সকল বস্তু কদাচই বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা উপজীবী ব্রাহ্মণ বিক্রয় করিবে না; ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে দোষ নাই; অতএব নারদ কহিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ যদি বৈশ্য বৃত্তি আচরণ করে তবে পয় ও দধি বিক্রয় করিবে না।" ইহাতে ব্রাহ্মণের গ্রহণ আছে। প্রতিপ্রসব কহিতেছেন যে " যদি আবশ্যক পাকযজ্ঞাদি ধর্ম্ম আচরণ নিজসাধন ব্রীহি প্রভৃতি ধান্যের অভাবে নিষ্পন্ন না হয় তবে ধান্য দ্বারা তিল বিক্রয় করিবে, তাহা সমান জানিবে অর্থাৎ দ্রোণ পরিমিত দ্বারা দ্রোণ পরিমিত লইবে, এইরূপে সেই ধান্যের সমান জানিবে। মনু কহিয়াছেন যে " কৃষক ব্যক্তি কৃষি বৃত্তিতে পূর্ণভাবে শুদ্ধ তিল উৎপাদন করাইয়া চিরকাল না রাখিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মের নিমিত্তে বিক্রয় করিবে।" ধর্ম্মশব্দের গ্রহণ থাকায় আবশ্যক ঔষধাদির উপলক্ষণ জানিতে হইবে; অতএব নারদ কহিয়াছেন যে " অশক্ত হইলে যদি অবশ্য বিক্রয় করিতে হয় তবে যজ্ঞের জন্য ও ঔষধের জন্য ধান্য দ্বারা তাহার সমান তিল বিক্রয় করিবে " যদি অন্যথা বিক্রয় করে তবে দোষ হয়।

লাক্ষালবণমাংসানি পতনীয়ানি বিক্রয়ে।
পয়ো দধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি তু॥ ৪০॥
আপদ্গতঃ সংপ্রগৃহ্নন্ ভুঞ্জানো বা যতস্ততঃ।
ন লিপ্যেতৈনসা বিপ্রো জ্বলনার্কসমো হি সঃ॥ ৪১॥

মনুর স্মরণ আছে যে "যে ব্যক্তি তিলদ্বারা ভোজন, অভ্যঞ্জন ও দানভিন্ন অন্য কর্ম্ম করে, সে পিতৃলোকের সহিত অশ্ব বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া মগ্ন থাকে, সমান জাতীয় দ্রব্যের বিনিময় অবশ্যই হইবে; রসদ্বারা রস বিনিয়ম হইবে কিন্তু রসের সহিত লবণ বিনিময় হইবে না।" সিদ্ধান্ন দ্বারা সিদ্ধান্নের বিনিময় হইবে ধান্যের সহিত তৎসমান তিল বিনিময় হইবে। যদি অকৃতান্নদ্বারা কৃতান্ন বিনিময় এইরূপ পাঠ থাকে তবে সিদ্ধান্নদ্বারা তণ্ডুলাদি বিনিময় করিতে হইবে॥ ৩৬॥ ৩৭॥ ৩৮॥ ৩৯॥

পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধের অতিক্রমে দোষ কহিতেছেন;-

লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে দ্বিজাতি গণ সদ্যই পতিত হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বিজাতির কর্ম্মহানিকর হইয়া থাকে। পয়, দধি ও মদ্যবিক্রয়ে শূদ্র তুল্যতা হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয়ে বৈশ্য জাতির সমান হয়; মনু কহিয়াছেন যে "মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্যই পতিত হয় এবং ক্ষীর বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিনে শূদ্র হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ সাতদিনে বৈশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ॥৪০॥

আরও কহিতেছেন;——

কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্ব্বিদ্যা কুশীদং শকটং গিরিঃ।
সেবানুপং নৃপো ভৈক্ষ্যমাপত্তৌ জীবনানি তু ॥ ৪২ ॥

যে ব্রাহ্মণ অল্পধন সেব্যক্তি বহুপোষ্যবর্গ প্রযুক্ত অবসন্ন ও আপদ্গ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রবৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হয় না, সে যেখানে সেখানে হীন, হীনতর ও হীনতম জাতি হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া ও তাহাদের অন্ন ভোজন করিয়াও পাপের সহিত লিপ্ত হয় না। যেহেতু সেই আপৎকালে অসৎপ্রতিগ্রহাদিতে অধিকার থাকায় যেমন অগ্নি ও সূর্য্য হীন সংসর্গেও দোষ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ সেও আপৎ অবস্থায় দোষ প্রাপ্ত হয় না। তৎসমান জাতি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলাতেও আপৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরধর্ম্ম গ্রহণ অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানই প্রধান ইহা দর্শিত হইল; মনু কহিয়াছেন যে "বিগুণ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানই প্রধান কল্প, সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে; কেননা ব্রাহ্মণ পরের ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে সদ্যই জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে" ॥ ৪১ ॥

আরও কহিতেছেন :-

আপৎকালে এই সকল জীবিকা, এই বিশেষণ থাকায় কৃষি প্রভৃতির মধ্যে অনাপৎকালে যাহার যে বৃত্তি নিষিদ্ধ ইহা দ্বারা তাহার সেই বৃত্তি অনুজ্ঞা করা হইল। যেমন আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি ও স্বয়ংকৃত কৃষি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গণের অনুজ্ঞাসিদ্ধ জানিতে হইবে, এইরূপ শিল্পাদিও ইহার পক্ষে অনুজ্ঞাতহইল।

বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধান্যমব্রাহ্মণাদ্ধরেৎ।
প্রতিগৃহ্য তদাখ্যেয়মপি যুক্তেন ধর্মতঃ ॥ ৪৩ ॥

রূপকরণাদি শিল্প, প্রেষ্যরূপ ভৃতি, ভৃতক দ্বারা অধ্যাপকতা বিদ্যা, বৃদ্ধিপ্রাপ্তিজন্য ধন প্রদান, তাহা স্বয়ং কৃতও অনুমতি করা হইল, শকট দ্বারা ধান্যাদি ও কাষ্ঠ বহন নিমিত্ত ভাটক গ্রহণ রূপ জীবিকা, পর্ব্বতস্থিত তৃণ দ্বারা জীবিকা, পরচিত্ত রঞ্জন রূপ সেবা, প্রচুর তৃণ বৃক্ষ ও জলপ্রায় প্রদেশ, রাজার নিকট প্রার্থনা এবং ভিক্ষা বৃত্তি, এই সকল আপৎকালে স্নাতক ব্যক্তিরও জীবিকা জানিতে হইবে। মনু কহিয়াছেন যে "বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, গিরি, ভিক্ষা ও বৃদ্ধিজীবিকা, এই দশ প্রকার জীবিকা জানিবে" ॥৪২॥

যদি কৃষিপ্রভৃতি জীবিকারও অসম্ভব হয়, তবে কিরূপ জীবিকা অবলম্বন করিবে তাহা কহিতেছেন;-

ধান্য অভাবে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত অনাহার থাকিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অর্থাৎ শূদ্র তদভাবে বৈশ্য তদভাবে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে আপন অপেক্ষা হীনবর্ণ হইতে একদিনের পরিমিত ধান্য আহরণ করিবে; মনু কহিয়াছেন, যে "সেইরূপ ছয় বার আহার সময়ে আহার না হইলে অর্থাৎ তিনদিন অনাহারের পর দিনে সপ্তম বার আহারের সময় এক দিবারাত্রির উপযুক্ত আহার দ্রব্য হীনকর্ম্মা লোকের নিকট হইতে আহরণ করিতে পারিবে।" সেই প্রকার প্রতিগ্রহের পরকালে যাহা অপহরণ করিয়াছে, যাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে সে

তস্য বৃত্তং কুলং শীলং শ্রুতমধ্যয়নং তপঃ।
জ্ঞাত্বা রাজা কুটুম্বঞ্চ ধর্ম্ম্যাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
সুতবিন্যস্তপত্নীকস্তয়া বানুগতো বনম্।
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥

ব্যক্তি যদি, তুমি আমার কি অপহরণ করিয়াছ? এরূপ জিজ্ঞাসা করে তবে যথার্থ রূপ অপহরণের কারণ ধর্ম্মত কহিবে। মনু কহিয়াছেন যে 'খল, ক্ষেত্র বা গৃহ হইতে অর্থাৎ যে স্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে, যদি ধনস্বামী জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাকে তাহা বলিবে' ॥ ৪৩ ॥

আপৎ প্রসঙ্গাধীন রাজার কর্ত্তব্য অন্য বিধি কহিতেছেন;-

যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্যের অপ্রাপ্তি জন্য অবসন্ন হয় রাজা তাহার আচার, বংশ, স্বভাব, শাস্ত্র শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন এবং কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহার বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন, না দিলে রাজার দোষ হইবে। মনু কহিয়াছেন যে 'যে রাজার রাজ্যে শ্রোত্রিয় ব্যক্তি ক্ষুধা দ্বারা অবসন্ন হয়, তাঁহার সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া অবসন্ন হয়' ॥ ৪৪ ॥

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ ॥ ৩ ॥

চারিপ্রকার আশ্রমি দিগের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ এই দুই আশ্রমিদের ধর্ম্ম কহিয়া এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত বানপ্রস্থ গণের ধর্ম্ম কহিতেছেন;-

যে ব্যক্তি বনেতে নিয়ম মত থাকে, তাহাকে বানপ্রস্থ

কহা যায়; ভাবিনী বৃত্তি আশ্রয় করিয়া বনগমনকারীই বানপ্রস্থ হয়।

বানপ্রস্থ ব্যক্তি "তুমি ইহার ভরণ পোষণ করিবে" এই বলিয়া পুত্রের প্রতি স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া বা যদি স্ত্রী পতিসেবা অভিলাষিণী হইয়া স্বয়ংও বনে গমন করিতে ইচ্ছু হয়েন তবে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া বৈতানাগ্নি ও গৃহ্যাগ্নি সহিত বনে গমন করিবে।

পুত্রের প্রতি স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া বলাতে, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সমাধা করিয়া বনবাসে অধিকারী হইবে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। ইহাও আশ্রম সমুদায় অঙ্গীকারের পর বলিতে হইবে; তাহা না হইলে "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য ব্যক্তি যে যে আশ্রম ইচ্ছা করিবে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে" ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম না করিয়াও বনবাসে অধিকারী হইতে পারে। যাহার শরীর জরা দ্বারা জর্জ্জর হইয়াছে এবং পুত্র ও পৌত্র জন্মিয়াছে তাহারই পক্ষে এই বন বাস বিধেয়; মনু কহিয়াছেন যে " গৃহস্থ ব্যক্তি যখন বলী ও পলিত এবং অপত্যের অপত্য দেখিবে তখন বনে বাস করিবে।"

পুত্রের প্রতি স্ত্রীকে সমর্পণ করাটি বিদ্যমানস্ত্রী পক্ষে বর্ত্তিবে।

যাহার স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছে আপস্তম্বাদি তাহার বনবাস বিধি দিয়াছেন, অতএব " পূর্ব্বপত্নীকে অগ্নি সংস্কার দ্বারা দাহ করিয়া" ইত্যাদি বচন দ্বারা পুনর্ব্বার যে আধান বিধান আছে তাহাও অপক্ককষায় বিষয়ে বর্ত্তিবে।

সাগ্নি ও সোপাসন হইয়া গমন করিবে, ইহাতে যখন অর্দ্ধাধান কৃত হইয়াছে তখন শ্রৌতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সহ বন গমন করিবে।

সর্ব্বাধান হইলে কেবল শ্রৌতাগ্নি সহিতই বন গমন করিবে।

যদি কোন রূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনাহিতাগ্নিত্বাদি কারণে শ্রৌতাগ্নি আহিত না হয়, তবে কেবল উপাসনাগ্নির সহিত গমনকরিবে, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। অগ্নি নয়ন করিবার আবশ্যকটি অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য; মনু কহিয়াছেন যে "বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম যথাবিধি করিবে, দর্শ ও পৌর্ণমাস পর্ব্ব শক্তিমতে পরিত্যাগ করিবে না।" যদি পুত্রের প্রতি পত্নী নিক্ষেপ করে তবে পত্নী রহিত থাকায় কিপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ঘটিতে পারে? "পত্নীর সহিত যাগ করিবে" এইরূপ সহাধিকার নিয়ম আছে ইহা সত্য বটে, কিন্তু, পত্নী নিক্ষেপ বিষয়ক বিধির বল প্রযুক্তই তাহার অপেক্ষা না করিয়াই অধিকার কল্পনা করিতে হইবে। যেমন, স্ত্রী রজস্বলা হইলে যখন পত্নীসংসর্গ নিষেধ হয় তখন তাহাকে অবরোধ করিয়াই যাগ করিবে, এইরূপ অবরোধ বিধির বলক্রমে তাহার অপেক্ষা হইতে পারিবে না। কিম্বা বনপ্রস্থানকারী পতিকে পত্নীর অনুমতি থাকিবে এইরূপেও বিরোধ ঘটিতে পারেনা।

যেমন বিধুর অর্থাৎ দ্রব্যহীনের বা ব্রহ্মচারীর বা বনপ্রস্থানকারীর অগ্ন্যাদি লোপ হয় না। সেইরূপ পত্নী-

অফালকৃষ্টেনাগ্নীংশ্চ পিতৃন্দেবাতিথীনপি।
ভৃত্যাংশ্চ তর্পযেৎ শ্মশ্রুজটালোমভৃদাত্মবান্ ॥ ৪৬ ॥

নিক্ষেপকারীরও অগ্নিহোত্রাদি অভাব আশঙ্কা করিতে হইবে, কেননা অবিকল্প বিধি শ্রবণ আছে; ব্রহ্মচারীর ও দ্রব্য হীনের অগ্নি সাধ্য কর্ম্ম সকলে অধিকার হয় না।

পঞ্চম মাসের পরে শ্রাবণিক অগ্নি গ্রহণ করিলে তাহার অধিকার দর্শন আছে।

বানপ্রস্থ ব্যক্তি পঞ্চম মাসের পর জটাধারী, চীর ও চর্ম্মবস্ত্রপরিধায়ী হইবে; ফালকৃষ্ট বস্তু ভোজন করিবে না; অকালকৃষ্ট ফল ও মূল সঞ্চয় করিবে; ঊর্দ্ধরেতা ও ভূতলশায়ী হইয়া কেবল দান করিবে, দানগ্রহণ করিবে না। "যে শ্রাবণিক বিধিক্রমে অগ্নি গ্রহণ করত আহিতাগ্নি ও বৃক্ষমূলিক হইয়া পিতৃ ও মনুষ্য গণকে দান করিবে সে অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিবে।" এইরূপ বশিষ্ঠের স্মরণ আছে। অর্থাৎ চীর বা বল্কল পরিধান করিবে, ফালকৃষ্ট বস্তু অধিষ্ঠান করিবে না, কৃষ্ট ক্ষেত্রের উপরে বাস করিবে না। শ্রাবণিক (বৈদিক) বিধিমতে বর্ত্তিবে। লৌকিক অনুষ্ঠান করিবে না ॥ ৪৫ ॥

"সাগ্নি ও সোপাসন হইয়া বন প্রস্থান করিবে" এস্থলে অগ্নিসাধ্য শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য ইহা উক্ত হইয়াছে, সেস্থলে গুণবিধি কহিতেছেন;—

ফাল গ্রহণ থাকাতে কর্ষণ সাধনের উপলক্ষণ জানিতে হইবে। অফালকৃষ্ট ক্ষেত্রজাত তৃণধান্য, বেণু ও শ্যামাক প্রভৃতি দ্বারা অগ্নি সকলে তর্পণ করিবে, অর্থাৎ

অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবে। চ-শব্দ থাকায় তদ্দ্বারাই ভিক্ষাদান সম্পাদন করিবে। সেইরূপ পিতৃগণ দেবগণ ও অতিথিগণ ও ভূতগণকে তর্পণ করিবে। ভৃত্য ও আশ্রমাগত ব্যক্তি গণের তর্পণ সাধন করিবে। মনু কহিয়াছেন যে "যাহা ভক্ষণ করিবে তাহার দ্বারা বলি ও ভিক্ষা দান করিবে, এবং আশ্রমাগত ব্যক্তি গণকে জল, মূল, ফল, ভিক্ষা দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।"

এইরূপে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিয়া নিজেও তাহার শেষ ভোজন করিবে; মনুর স্মরণ আছে যে 'সেই যাগযোগ্য বনজাত হবি অর্থাৎ নীবারাদি দেবতা গণকে হোম করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভাগ ভোজন করিবে ও ঊষর লবণ ভোজন করিবে।'

ভোজন ও যাগের জন্য মুনিভোজ্য অন্ন নিয়ম থাকায় গ্রাম্য আহার পরিহার করা অর্থসিদ্ধ হইতেছে; অতএব মনু কহিয়াছেন যে "গ্রাম্য আহার ও গ্রাম্য পরিচ্ছদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ হইবে।"

যদি বল, দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগ ধান্যাদি গ্রাম্যদ্রব্যসাধ্য প্রযুক্ত কিরূপে ধান্যাদি পরিত্যাগ সম্ভবিতে পারে? ইহা বচনীয় নহে; কারণ অফালকৃষ্ট বস্তু দ্বারা অগ্নি-হোমাদি কর্ম্ম সাধন করিবে, এই বিশেষ বচনের বিধিবল প্রযুক্ত ব্রীহিপ্রভৃতির বাধা হইতেছে; এই বিশেষবিষ-য়িণী স্মৃতিদ্বারা শ্রুতিবাধের অন্যায্যত্ব হইলেও অফাল-কৃষ্ট বিধিক্রমে স্মার্ত্ত-অগ্নিসাধ্য কর্ম্মবিষয়প্রযুক্ত উপ-পত্তি হইতেছে; ইহা সত্য বটে কিন্তু, এস্থলে ব্রীহি প্রভৃ-

অহ্নো মাসস্য ষণ্ণাং বা তথা সম্বৎসরস্য বা ।
অর্থস্য সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ কৃতমাশ্বযুজে ত্যজেৎ ॥ ৪৭ ॥
দান্তস্ত্রিষবণস্নায়ী নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ।
স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥ ৪৮ ॥

তিরও অফালকৃষ্টত্ব সম্ভব হেতু বিরোধ হইতে পারে না। অতএব মনু কহিয়াছেন যে "বসন্তজাত ও শরৎকালজাত যজ্ঞার্হ বস্তু ও মুনিভোজ্য অন্ন স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক পুরোডাশ ও চরু বিধিমতে পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাহ করিবে।" নীবারাদি মুনিভোজ্য অন্নের স্বয়ং উৎপন্নত্ব প্রযুক্ত স্বতঃসিদ্ধ যজ্ঞিয়ত্ব সিদ্ধ হইলেও পুনর্ব্বার যজ্ঞিয় গ্রহণ যাগযোগ্য ব্রীহি প্রভৃতির প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত হইয়াছে। মেধ শব্দে যজ্ঞ তদ্যোগ্য যজ্ঞিয় হয়। সেইরূপ মুখজাত লোম (শ্মশ্রু), জটারূপ কেশ গুলি, বাহুমূলস্থিত লোম ও হস্ত পদের নখ ধারণ করিবে। মনু কহিয়াছেন যে "জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ সর্ব্বদা ধারণ করিবে।" ও আত্মার উপাসনা করিবে ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সঞ্চয়ের নিয়ম কহিতেছেন ;—

এক দিনের ভোজন ও যজন প্রভৃতি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মের উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিবে।

একমাসের ভোজন ও যজনযোগ্য বা ছয়মাসেরও যজন ও ভোজন আদির উপযুক্ত, কিম্বা সম্বৎসর কালের উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিবে ; ইহা অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিবে না ; যদি এইরূপ সঞ্চয় করিলেও কখন অতিরিক্ত হয়, তবে আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবে ॥৪৭॥

দন্তোলূখলিকঃ কালপক্বাশী বাশ্মকুট্টকঃ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং ফলং স্নেহৈঃ কর্ম্ম কুর্য্যাত্তথা ক্রিয়াং ॥৪৯॥
চান্দ্রায়ণৈর্নয়েৎ কালং কৃচ্ছ্রৈর্বা বর্ত্তয়েৎ সদা।
পক্ষে গতে বাপ্যশ্নীয়ান্মাসে বাহনি বা গতে ॥ ৫০॥

আরও কহিতেছেন ;——

দর্প রহিত হইবে; ত্রিষবণ অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন কাল, ও অপরাহ্নকাল এই তিন কালে স্নান করিবে।

দান গ্রহণ ও যাজনাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। বেদ অভ্যাস করিবে ও ফল মূল আদি ভিক্ষা দান করিবে এবং সকল জীবের হিত আচরণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

আরও কহিতেছেন ;——

দন্ত দ্বারা নিস্তুষ করিয়া ভোজন করিবে, কালপক্ক নীবার, বেণু, শ্যামাক ও ইঙ্গুদাদি ফলভোজী হইবে। মনু কহিয়াছেন যে " কালপক্ক ভোগীও হইবে।" ইহাতে অগ্নিপক্ক ভোজন করা অভিপ্রেত হইয়াছে। প্রস্তরদ্বারা অবহনন করিয়াও ভোজন করিবে।

লকুচ, মধুক প্রভৃতি যজ্ঞিয় বৃক্ষফলের স্নেহ দ্বারা বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম এবং ভোজন ও অভ্যঞ্জন আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে ; মনু কহিয়াছেন যে "যজ্ঞিয় বৃক্ষ সম্ভব ফলাদি ভক্ষণ করিবে এবং ফলসংভূত স্নেহ গ্রহণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পুরুষার্থ প্রযুক্ত বিহিত দ্বিভোজন নিবৃত্তির জন্য কহিতেছেন ;-

স্থপ্যাদ্ভূমৌ শুচী রাত্রৌ দিবা সংপ্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্ব্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥ ৫১॥

পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা কালক্ষেপ করিবে, বা প্রাজাপত্য প্রভৃতি ব্রত দ্বারা কালাতিপাত করিবে।

মাসান্তরে বা পঞ্চদশ দিনান্তরে কিম্বা দিবাভাগ অতীত হইলে রাত্রিকালে আহার করিবে; এবচনে অপি শব্দ থাকায় চতুর্থ কালিকত্ব আদি ব্যবস্থা জানিতে হইবে; মনু কহিয়াছেন যে “শক্তি অনুসারে আহরণ পূর্ব্বক প্রদোষে বা দিবাভাগে ভোজন করিবে; কিম্বা চতুর্থ কালে অথবা অষ্টম কালে ভোজন করিবে। এই সকল কালের নিয়ম বিকল্পে জানিতে হইবে॥ ৫০॥

আরও কহিতেছেন;-

আহার বিহার ও উপবেশনের সময় ভিন্ন রাত্রিকালে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ভূমিতলেই শয়ন করিবে; বসিয়াও থাকিবে, দণ্ডায়মানও থাকিবে না। পুরুষার্থমাত্র প্রযুক্ত দিবা শয়নের নিষেধ থাকায় তাহার নিবৃত্তি পক্ষেই বর্ত্তিবে না। ভূমিতল ভিন্ন অন্য শয্যাতে বা মঞ্চাদিতে শয়ন করিবে না। ভ্রমণ দ্বারা দিন যাপন করিবে, বা কিছুকাল দণ্ডায়মান ও কিছুকাল উপবেশন রূপ বিহার দ্বারা কিম্বা যোগাভ্যাসের দ্বারা দিবা অতিবাহিত করিবে মনু কহিয়াছেন, যে “ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা প্রকার উপনিষদ্ শ্রবণ ও পাঠ করিবে।” তথা শব্দ থাকায় ভূমি পরিলোড়ন দ্বারা দিবা যাপন করিবে;

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে শক্ত্যা চাপি তপশ্চরেৎ ॥ ৫২ ॥
যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ ॥ ৫৩ ॥

মনুর স্মরণ আছে যে "দিবা ভাগে ভূমিতে গমনাগমনাদি দ্বারা পরিবর্ত্তন করিবে, অথবা পদাগ্রদ্বারা অবস্থান করিবে॥ ৫১ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত এই তিন ঋতুতে সংবৎসর হয়, এইরূপ দর্শন থাকায় চৈত্রাদি চারিমাস গ্রীষ্ম কালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি ও উপরিভাগে সূর্য্য এইরূপ পঞ্চ অগ্নির মধ্যে থাকিবে ; শ্রাবণাদি চারিমাস বর্ষাকালে বর্ষাজল নিবারণ রহিত ভূমিতলে বসতি করিবে ও অগ্রহায়ণাদি চারিমাস হেমন্ত কালে ক্লিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে। এইরূপ তপস্যা আচরণ করিতে অসমর্থ ব্যক্তি আপনার শক্তি অনুসারে যাহাতে শরীরের শোষণ হয়, এরূপ তপস্যা আচরণ করিবে ; মনুর স্মরণ আছে যে "অতি উগ্র তপস্যা আচরণ করিতে করিতে আপনার দেহ শোষণ করিবে " ॥ ৫২ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

কেহ কণ্টকাদি দ্বারা অঙ্গ সকল ব্যথা দিলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না ; এবং কেহ চন্দনাদি বিলেপন বস্তু দ্বারা সুখ উৎপাদন করিয়া দিলেও পরিতুষ্ট হইবে না ; কিন্তু তাহাদিগের উভয়ের প্রতিই সমভাব হইবে অর্থাৎ উদাসীন থাকিবে ॥ ৫৩ ॥

অগ্নীন্ বাপ্যাত্মসাৎ কৃত্বা বৃক্ষাবাসো মিতাশনঃ।
বানপ্রস্থগৃহেষ্বেব যাত্রার্থং ভৈক্ষমাচরেৎ॥ ৫৪॥
গ্রামাদাহৃত্য বা গ্রাসানষ্টৌ ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
বায়ুভক্ষঃ প্রাগুদীচীং গচ্ছেদ্বা বর্ম্মসংক্ষয়াৎ॥ ৫৫॥

অগ্নি পরিচর্য্যা করণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কহিতেছেন- অগ্নি সকল আপনাতে সমারোপিত করিয়া বৃক্ষতল-বাসী হইবে। অল্প আহার করিবে। অপি শব্দ দ্বারা ফল মূল আহার করিবে। মনু কহিয়াছেন যে ‘ বিধি পূর্ব্বক বৈতানাদি অগ্নি সকল আপনাতে সমারোপিত করিয়া অগ্নিহীন হইয়া কুটীরাদি ত্যাগ পূর্ব্বক মৌন ব্রত অবলম্বন ও ফলমূল ভোজন করিবে।’ ফলমূলের অভাব হইলে বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বিদিগের গৃহে প্রাণধারণ-যোগ্য ভিক্ষা আহরণ করিবে॥ ৫৪॥

যদি বানপ্রস্থ ব্যক্তি গণের গৃহে ভিক্ষা লাভ না হয় ও রোগার্ত্ত হয়, তবে কি কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন ;-

গ্রাম হইতে ভিক্ষা আহরণ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অষ্ট গ্রাস ভোজন করিবে।

এস্থলে গ্রাম্য ভৈক্ষ্য বিধান করায় মুন্যন্নের নিয়মের অর্থ লুপ্ত হইল।

যখন অষ্টগ্রাস ভোজন দ্বারা প্রাণ ধারণ সম্ভব হইবে না তখন “ মুনি জনের অষ্ট গ্রাস ভোজনের নিয়ম ও বানপ্রস্থ ব্যক্তির ষোড়শ গ্রাস ভোজনের অধিকার আছে ” এইরূপ অন্য স্মৃতির মতে ভোজনের নিয়ম অব-লম্বন করিতে পারিবে। সকল অনুষ্ঠান সম্পাদনে অস-

মর্থ ব্যক্তির প্রতি কহিতেছেন ;- অথবা; কেবল বায়ুমাত্র আহার করিয়া শরীর ত্যাগ কাল পর্য্যন্ত অবক্রগতিতে ঈশান কোণ অভিমুখে গমন করিবে ; মনু কহিয়াছেন যে "সরল গতিদ্বারা ঈশান কোণের অভিমুখে যাত্রা করিবে।"

যে কোন ব্যক্তি মহাপ্রস্থানে অশক্ত হইলে ভৃগু পতনাদি দ্বারা মরণাবলম্বন করিবে। স্মরণ আছে যে 'বানপ্রস্থব্যক্তি বীরাধান, অগ্নিতে প্রবেশ, জলে প্রবেশ, বা ভৃগুপতন অবলম্বন করিবে।' ব্রহ্মচারি প্রকরণাদিতে কথিত অবিরোধি ধর্ম্ম সকল ইহার পক্ষেও সম্ভব হইতেছে। গৌতমের স্মরণ আছে যে "যে সকল আচার অবিরোধি তাহাও ইহাদের পক্ষে বর্ত্তিবে।" এই প্রকার মহাপ্রস্থানান্ত পূর্ব্বোক্ত ঐন্দবাদি দীক্ষা প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজ্যভাবে বাস করিতে পারেন। মনু কহিয়াছেন যে "এই সকল ব্রহ্মচারি প্রভৃতি ধর্ম্মের কোন এক প্রকার ধর্ম্মাচরণ দ্বারা কাল যাপন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে সুখভাগী হয়েন।" এই বচনে যে ব্রহ্মলোক শব্দ আছে তাহাতে স্থান বিশেষ ব্রহ্মলোক জানিতে হইবে, নিত্য ব্রহ্ম নহে; কেননা, তাহাতে লোক শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে না। তুরীয় আশ্রম ভিন্ন মুক্তি স্বীকার হইতে পারে না। অথবা 'যোগাভ্যাস দ্বারা' এই বচনে ব্রহ্মোপাসনার বিধির উপপত্তি না থাকায় তদ্ভাব প্রাপ্তির শঙ্কাও হইতে পারে না। তাহা সালোক্যাদি

যনায়ঞ্চ হাবা কৃষ্ণেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
প্রাজাপত্যান্ তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি ॥ ৫৬ ॥
অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা ॥ ৫৭ ॥

প্রাপ্তিপক্ষেও সঙ্গত হইতে পারে। অতএব বেদেতে “ত্রি-রূটি ধর্ম্মস্কন্ধ ইহা উপক্রম করিয়া ‘যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ইহা প্রথম কল্প, তপস্যা দ্বিতীয় কল্প, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরু-কুলে বাস এই তৃতীয়কল্প এবং দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করিয়া আত্মাকে অবসন্ন করা’ এইরূপ গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও নৈষ্ঠিক স্বরূপ নিরূপণ করিয়া “ ইহারা সকলেই পুণ্য লোকে বাস করিয়া থাকে ” এইরূপ তিন আশ্রমী-রই পুণ্য লোক প্রাপ্তি কহিয়া “ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ মরণ ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয় ” এইরূপ পরিশেষে কহিবায়, ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজকেরই মুক্তিলক্ষণ অমৃতত্ত্ব-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে।

“ আর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও সত্যবাদী ইহারা গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করে ” এইরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে মুক্তি প্রতিপাদন আছে, তাহাও জন্মান্তরে পারিব্রজ্য ধর্ম্ম-দ্বারাই অবগত হইতে হইবে ॥ ৫৫

বানপ্রস্থ প্রকরণ সমাপ্ত ॥

পরিব্রাজক ধর্ম্ম প্রকরণ আরম্ভ ॥

বানপ্রস্থ গণের ধর্ম্ম বলিয়া সম্প্রতি ক্রমপ্রাপ্ত পরিব্রা-জক ধর্ম্ম সকল কহিতেছেন ;—

যত কাল তীব্র তপস্যাদ্বারা দেহ শুষ্ক করিলে বিষয়-কষায়ের পাক হয় এবং পুনর্ব্বার মদোদ্ভব হইবার আশঙ্কা থাকে না, তাবৎকাল বনে বাস করিয়া, তাহার পরই মোক্ষে মনঃসমাধান করিবে। বন ও গৃহ এই দুইটি শব্দদ্বারা তৎসম্বন্ধি আশ্রমদ্বয় লক্ষিত হইতেছে। মোক্ষ শব্দদ্বারা একমাত্র মোক্ষফলবিশিষ্ট সন্ন্যাস আশ্রম বুঝাইতেছে। অথবা গৃহ অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রমের পর মোক্ষে মনঃসমাধান করিবে। ইহাদ্বারা চতুরাশ্রম পক্ষটি পাক্ষিক এইরূপ প্রতীতি হয়। জাবালের শ্রুতিতে বিকল্পশ্রুতি আছে যে;—'ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে; গার্হস্থ্য সমাপন করিয়া বানপ্রস্থ হইবে; বানপ্রস্থ আশ্রমের পর পরিব্রাজক হইবে; ইহার অন্যথাচরণ করিতে ইচ্ছা হইলে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে।' গৌতম গার্হস্থ্য ভিন্ন অপর আশ্রমের বাধ দেখাইয়াছেন;—'গার্হস্থ্যের প্রত্যক্ষ বিধান হেতু আচার্য্যেরা তাহাকেই একমাত্র আশ্রম কহিয়া থাকেন।' এই সমুচ্চয় বিকল্প ও বাধরূপ পক্ষ সকলেরই শ্রুতিমূলত্ব হেতু ইচ্ছানুসারে বিকল্প জানিতে হইবে। এই জন্যই কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী যে বলিয়াছেন;—'ব্রহ্মচর্য্যাদির স্মার্ত্তত্ব হেতু শ্রুত্যুক্ত গার্হস্থ্য দ্বারা বাধ হয়; অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম গার্হস্থ্যে অনধিকৃত অন্ধক্লীবাদির বিষয়।' ইহাও বেদাধ্যয়নবৈমুখ্য নিবন্ধন, সুতরাং উপেক্ষণীয়। যেরূপ, যথাবিধি উৎক্রমণ ও মূত্রপুরীষোৎসর্গাদির ক্ষমতা না থাকায়

পঙ্গু প্রভৃতির শ্রৌতকার্য্যে অধিকার নাই, সেইরূপ উদ-কুম্ভাহরণ ও ভিক্ষাচরণাদি কার্য্যে ক্ষমতা না থাকায় পঙ্গুপ্রভৃতিদ্বারা নৈষ্ঠিকাদি আশ্রম কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? এই প্রব্রজ্যাশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধি-কার; কেননা মনু ' ব্রাহ্মণ আত্মাতে অগ্নি সকলকে আরোপিত করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজিত হইবে' এইরূপে উপক্রম করত ' তোমাদিগকে ব্রাহ্মণের এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম বলিলাম' এইরূপে উপসংহার করিয়া ব্রাহ্মণেরই অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ' ব্রাহ্মণ গণই প্রব্রজিত হয়' এইরূপ শ্রুতি থাকায় ইহাতে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণেরই অধিকার; দ্বিজাতিমাত্রেরই অধিকার নহে। অপরে কহেন যে;- ' ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করায় এবং " বেদ অধ্যয়ন করিবার পরে তিন বর্ণেরই চারিটি আশ্রম হয় " এইরূপ সূত্রকারের বচন থাকায়, প্রব্রজ্যা-শ্রমে দ্বিজাতিমাত্রেরই অধিকার আছে।' যখন বন অথবা গৃহ হইতে প্রব্রজিত হইবে, তখন তাহার পূর্ব্বে সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাবিশিষ্ট প্রজাপতিদৈবত যজ্ঞ করিবে। তৎপরে শ্রুত্যুক্ত বিধান অনুসারে বৈতান অগ্নি সকলকে আত্মাতে আরোপিত করিবে। চশব্দ দ্বারা " উত্তরায়ণে পৌর্ণ-মাসীতে প্রথমে পুরশ্চরণ করিয়া দেহ শুদ্ধি করত অষ্ট অথবা দ্বাদশ শ্রাদ্ধ নির্ব্বপণ করিবে " এই বৌধায়না-দ্যুক্ত পুরশ্চরণাদি করিবে। অপিচ, বেদ অধ্যয়ন করত জপপরায়ণ হইয়া পুত্র উৎপাদন করত দীন অন্ধ কৃপণ ও অর্থিগণকে যথাশক্তি অন্ন প্রদান করিয়া এবং আহি-

তাগ্নি-জ্যেষ্ঠত্বাদিরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে আধান কার্য্য এবং নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞ সমাপন করিয়া মোক্ষে মনঃ-সমাধান করিবে অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে ; ইহার অন্যথা করিবে না। ইহাদ্বারা যে গৃহস্থ ঋণত্রয় পরি-শোধ করে নাই, তাহার প্রব্রজ্যাশ্রমে অনধিকার দেখাই-লেন। মনু বলিয়াছেন ;- ‘ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোভিনিবেশ করিবে; যে দেবাদি ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিবে সে অধঃপতিত হইবে।’

যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজিত হইবে, তখন পুত্রোৎপাদনাদির নিয়ম নাই ; কারণ, যে দারপরিগ্রহ করে নাই, তাহার তাহাতে অধিকার নাই এবং বিবাহও রাগপ্রাপ্তের বিষয়ে। ঋণত্রয় পরিশোধ করিবার বিধি থাকায় সুতরাং দারগ্রহণের আবশ্যকতা হইতেছে, এরূপ আশঙ্কাও করিবে না ; কারণ বিদ্যাদ্বারা ধনোপার্জ্জনের ন্যায় অন্যদ্বারা প্রযুক্ত দারের সম্ভব হইলে, তাদৃশ পত্নী গ্রহণ কখনই দারগ্রহণের আবশ্যকতাবোধক হয় না। ‘ব্রাহ্মণ জাতমাত্রে তিনটি ঋণবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্য দ্বারা ঋষিগণের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের এবং প্রজোৎ-পত্তিদ্বারা পিতৃগণের নিকট ঋণী হইয়া থাকে’ এই বচন দ্বারা ব্রাহ্মণের জাতমাত্রেই সন্তানোৎপাদনাদি আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, এরূপও বলিও না ; কারণ, যে অগ্নি ও দার পরিগ্রহ করে নাই তাহার যজ্ঞাদিতেও অধি-কার নাই। ইহার অর্থ এইরূপ যে, যাহার অধিকার

সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ ৫৮॥

জন্মিয়াছে এরূপ ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। সুতরাং যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহারই বেদাধ্যয়ন আবশ্যক এবং যে অগ্নি ও দার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহারই অপত্যোৎপাদন করা আবশ্যক। এইরূপ অর্থ করায় সকলই নির্দ্দোষ হইল।

এইরূপে অধিকারি নিরূপণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম সকল কহিতেছেন ;-

প্রিয় অথবা অপ্রিয়কারী প্রাণিমাত্রে উদাসীন ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। গৌতমের স্মরণ আছে যে ;- ‘হিংসা বা অনুগ্রহ এই উভয়ে প্রবৃত্ত হইবে না।’ বাহ্যবিষয় এবং অন্তঃকরণবৃত্তি এই উভয় হইতে উপরত হইবে। যাহার তিনটি দণ্ড আছে সেই ত্রিদণ্ডী ; এই দণ্ড সকল বেণুসম্ভূতই গ্রাহ্য; কেননা, স্মৃত্যন্তরে কথিত আছে যে ;- ‘প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপনের পর দক্ষিণ হস্তে মস্তকপরিমিত তিনটি বৈণব দণ্ড এবং বামহস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে।’ অথবা একমাত্র দণ্ড ধারণ করিবে ; কেননা ‘একদণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী’ এইরূপ বৌধায়নের স্মরণ আছে। চতুর্ব্বিংশতিমতেও ‘ব্রহ্মবিদ্যার পারদর্শী, সকলে আসক্তিবিরহিত এবং একদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডী হইয়া চতুর্থ আশ্রম প্রবেশ করিবে’ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ‘মুণ্ড অথবা শিখাবিশিষ্ট’ এইরূপ গৌতমস্মৃতি এবং ‘মুণ্ড, মমতাশূন্য ও পরিগ্রহবিহীন’

এইরূপ বশিষ্ঠ স্মৃতি থাকায় শিখাধারণও বৈকল্পিক। যজ্ঞোপবীত ধারণও বৈকল্পিক; কাঠক শ্রুতিতে 'সশিখ কেশ মুণ্ডন এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া' এইরূপ বিধান দেখা যায়। বাস্কলের স্মরণ আছে যে;- 'মুনিব্রত অবলম্বন করত কুটুম্ব, পুত্র; দার; বেদাঙ্গ সকল এবং কেশ ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বিচরণ করিবে।' পরিশিষ্টে নির্দ্দেশ আছে যে 'অনন্তর 'ভূঃ স্বাহা' বলিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে; তৎপরে সখে! আমাকে রক্ষা কর বলিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবে।' অশক্ত হইলে কন্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; দেবলের স্মরণ আছে;- 'কাষায় বস্ত্র পরিধান, মস্তক মুণ্ডন ও ত্রিদণ্ড ধারণ করত কেবল কমণ্ডলু পবিত্রপাদুকা আসন ও কন্থামাত্র গ্রহণ করিবে।' শৌচাদির জন্য কমণ্ডলুবিশিষ্ট হইবে। অপর প্রব্রজিত অথবা সন্ন্যাসিনী স্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইবে না। বৌধায়নের স্মরণ আছে যে;- 'স্ত্রীদিগেরও প্রব্রজ্যারূপ এক আশ্রম আছে।' দক্ষের বচন আছে;- 'ভিক্ষু ব্যক্তি একাকীই হইবে; দুইজনে মিলিত হইলে তাহাদিগকে মিথুন বলা যায়; তাহাদের তিনজন একত্র মিলিত হইলে সেই সমষ্টি গ্রাম এবং তদধিক একত্র মিলিত হইলে সেই সমষ্টি নগর বলিয়া খ্যাত হয়; পৈশুন্য মাৎসর্য্য ও পরস্পর সন্নিকর্ষ বশত তাহাদের পরস্পরের ভিক্ষাবিষয়ক কথোপকথন রাজবার্ত্তা বলিয়া পরিগণিত।' পরিপূর্ব্বক ব্রজধাতুর অর্থ ত্যাগ করা; সুতরাং, আমি ও আমার

অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং সায়াহ্নেহনভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥ ৫৯ ॥

এইরূপ অভিমান এবং তৎকৃত লৌকিক কর্ম্ম ও নিত্য-কাম্যাত্মক বৈদিক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। মনু কহিয়াছেন ;- 'সুখজনকরূপে প্রবৃত্ত এবং মোক্ষজনকরূপে নিবৃত্ত, এইরূপে বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে ইহলোক অথবা পরলোকে যাহার ফলাভিলাষ থাকে তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম এবং যাহাতে কোন ফলাভি-লাষ থাকে না তাদৃশ জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্যের নাম নিবৃত্ত কর্ম্ম। দ্বিজোত্তম যথোক্ত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান শান্তি ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবে।' এই বচনে বেদাভ্যাস পদটির অর্থ প্রণবাভ্যাস, তাহাতেই যত্নবান্ হইবে। ভিক্ষারূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই গ্রামকে আশ্রয় করিবে, সুখনিবাসের জন্য নহে ; পরন্তু বর্ষাকালে তাদৃশ বাসেও দোষ হইবে না। শঙ্খের স্মরণ আছে যে ;- 'বর্ষাকালের দুই মাস ভিন্ন অন্য কোন সময় একস্থানে অধিক দিন বাস করিবে না।' অশক্ত হইলে বর্ষাকালে চারিমাসও গ্রামাদিতে বাস করিতে পারে। দেবলের স্মরণ আছে ;- 'বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে একস্থানে বহুদিন বাস করিবে না ; শ্রাবণাদি চারি মাস বর্ষাকাল।' কণ্বের স্মরণ আছে যে ;- 'বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গ্রামে একরাত্র ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিবে ; বর্ষাকালে গ্রাম অথবা নগরে চারিমাস বাস করিতে পারিবে'॥ ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ॥

কিরূপে ভিক্ষাটন করিতে হইবে তাহা কহিতেছেন ;-

বাক্য ও চক্ষুরাদির চাপল্য রহিত হইয়া ভিক্ষা করিবে। এবিষয়ে বশিষ্ঠ বিশেষ কহিয়াছেন যে ;- 'পূর্ব্বে মনোমধ্যে স্থির করে নাই এরূপ সাত গৃহে ভিক্ষা করিবে।' সায়াহ্নে অর্থাৎ দিবসের পঞ্চম ভাগে ভিক্ষাটন করিবে। মনু বলিয়াছেন ;- 'পাকধূম রহিত হইলে, উদূখল মুষলের কার্য্য বন্ধ হইলে, চুল্লীর অঙ্গার নিরগ্নি হইলে, সকলে ভোজন করিলে এবং শরাব পরিত্যক্ত হইলেপর যতি নিত্য ভিক্ষাটন করিবে।' আরও বলিয়াছেন ;- 'যতি একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে ; বহু ভিক্ষায় আসক্ত হইবে না ; তাহারা যদি ভোজনে নিতান্ত প্রসক্ত হয় তাহা হইলে ক্রমে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে।' জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা চিহ্নিত হইবে না। মনু বলিয়াছেন ;- 'ভূকম্পাদি উৎপাত, চক্ষুস্পন্দনাদি নিমিত্ত, অদ্য অমুক নক্ষত্র ইত্যাদি নক্ষত্রবিদ্যা, হস্তরেখাদির ঈদৃশ ফল এইরূপ অঙ্গবিদ্যা, নীতিমার্গে এইরূপে থাকিতে হয় এতাদৃশ অনুশাসন অথবা শাস্ত্রার্থ কথন দ্বারা কখন ভিক্ষা লাভের ইচ্ছা করিবে না।' 'সায়ং অথবা প্রাতঃ কালে ব্রাহ্মণ কুলে মাংস ভিন্ন যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভোজন করিবে' এইরূপ যে বশিষ্ঠের বচন আছে তাহা অশক্তের পক্ষে। ভিক্ষাবৃত্তি পাষণ্ডী প্রভৃতি রহিত গ্রামে ভিক্ষাটন করিবে। মনু বিশেষ কহিয়াছেন যে ;- 'যে গৃহ তাপস ব্রাহ্মণ পক্ষী কুকুর অথবা অপর ভিক্ষুক গণে আকীর্ণ তাদৃশ গৃহে যতি ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিবে

যতিপাত্রাণি মৃদ্বেণুদার্ব্বলাবুময়ানি চ।
সলিলৈঃ শুদ্ধিরেতেষাং গোবালৈশ্চাবঘর্ষণম্ ॥ ৬০ ॥

না।' যে পরিমাণ ভিক্ষা করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় সেই পরিমাণই ভিক্ষা করিবে। সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন ;- 'অষ্ট সপ্ত অথবা পঞ্চ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে।' লোলুপ অর্থাৎ মিষ্টান্ন বা ব্যঞ্জনাদিতে প্রসক্ত, হইবে না ॥ ৫৯ ॥

ভিক্ষাচরণের নিমিত্ত যতিগণ কিরূপ পাত্র লইবেন, তাহা কহিতেছেন ;-

যতি দিগের পাত্র মৃত্তিকা বেণু কাষ্ঠ অথবা অলাবু-নির্ম্মিত হইবে। জল এবং গোবাল দ্বারা ঘর্ষণই তাহাদের শুদ্ধির কারণ। এই শুদ্ধি ভিক্ষাচরণ প্রয়োগের অঙ্গভূত অপবিত্রস্পর্শ বিষয়ে ; পরন্তু পাত্র সকলের উপঘাত হইলে দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণোক্ত শুদ্ধিব্যবস্থা দেখিতে হইবে। সেই জন্যই মনু কহিয়াছেন ;- 'ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র সুবর্ণাদি তৈজসদ্বারা নির্ম্মিত এবং ছিদ্রযুক্ত হইবে না ; যেরূপ যজ্ঞে চমস সকলের শুদ্ধি হয়, সেইরূপ জলদ্বারা যতিগণের ভিক্ষা পাত্রের শুদ্ধি হইবে।' চমসের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রায়োগিকী শুদ্ধি দর্শিত হইয়াছে। যদি পাত্রান্তর না থাকে তবে সেই পাত্রেই ভোজন করিবে। দেবলের স্মরণ আছে যে ;- 'সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া নির্জ্জনে সেই পাত্রে অথবা অন্য পাত্রে তুষ্ণীভাবে পরিমিত গ্রাসে ভোজন করিবে' ॥ ৬০ ॥

সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ প্রহায় চ।
ভয়ং হিত্বা চ ভূতানামমৃতীভবতি দ্বিজঃ॥ ৬১॥
কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যকরণায় চ॥ ৬২॥

এতাদৃশ যোগীর আত্মোপাসনার অঙ্গভূত নিয়মবিশেষ কহিতেছেন ;-

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে রূপাদি বিষয় সকল হইতে নিবর্ত্তিত করত রাগ দ্বেষ ও ঈর্ষ্যাদি রহিত হইয়া এবং অপকার দ্বারা প্রাণিপুঞ্জের ভয় উৎসাদন না করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হওত অদ্বৈত সাক্ষাৎকার দ্বারা দ্বিজ মোক্ষ লাভ করেন। ৬১॥

আরও কহিতেছেন ;-

বিষয়াভিলাষ ও দ্বেষজনিত দোষ দ্বারা কলুষিত অন্তঃকরণের প্রাণায়ামদ্বারা পাপক্ষয় করা কর্ত্তব্য ; কেননা সেই সিদ্ধিই আত্মাদ্বৈতসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। এইরূপ হইলে বিষয়াসক্তি এবং তজ্জনিত দোষাত্মক প্রতিবন্ধক নষ্ট হওয়ায় আত্মধ্যান ধারণায় স্বাধীন হয় ; সেই জন্য ভিক্ষুক বিশেষ রূপে এই শুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবে ; কারণ, মোক্ষই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই মোক্ষ শুদ্ধান্তঃকরণতা ব্যতিরেকে দুর্লভ। এবিষয়ে মনু কহিয়াছেন ;- 'যেরূপ স্বর্ণ-রজতাদি ধাতু সকলের মল সকল অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণনিগ্রহদ্বারা ইন্দ্রিয় গণের দোষনিবহ ভস্মীভূত হইয়া যায়'॥ ৬২॥

অবেক্ষ্যা গর্ভবাসাশ্চ কর্ম্মজা গতয়স্তথা।
আধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপর্য্যয়াঃ॥ ৬৩॥
ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্য্যয়ঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেৎ সূক্ষ্ম আত্মাত্মনি স্থিতঃ॥ ৬৪॥

ইন্দ্রিয়নিরোধের উপায়ত্ব হেতু সংসারের স্বরূপ নিরূপণ কহিতেছেন;-

বৈরাগ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মূত্র-পুরীষাদিপূর্ণ নানাবিধ গর্ভবাসের বিষয় পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। জন্ম এবং মৃত্যুর বিষয়ও বিবেচ্য। নিষিদ্ধাচরণাদি কর্ম্মজন্য মহারৌরবাদি নিরয় পতন রূপ গতি, মনঃপীড়া, জ্বর অতীসার আদি শারীরিক ব্যাধি, অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ ক্লেশ, বলীপলিতাদির অভিভবরূপ জরা, খঞ্জকুব্জত্বাদি দ্বারা প্রাক্তন রূপের অন্যথাভাবরূপ রূপবিপর্য্যয়, কুক্কুর শূকর গর্দ্দভ ও উরগাদি নানাবিধ জাতিতে উৎপত্তি এবং ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তি ইত্যাদি বহুতর ক্লেশাবহ সংসারস্বরূপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার পরিহারের জন্য আত্মজ্ঞানের উপায়ভূত ইন্দ্রিয়জয়ে যত্নবান্ হইবে।

এইরূপ পর্য্যালোচনার পর কি করিবে, তাহা কহিতেছেন;-

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ; আত্মার একাগ্রতার নাম ধ্যান, সেই একাগ্রতাতেই বাহ্য বিষয় হইতে উপরতির আবশ্যক। পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যানযোগ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন দ্বারা শরীর-প্রাণাদি ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা

নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণো ভবেদ্ধি সঃ।
অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছেন, এইরূপে তৎপদার্থ ও ত্বং পদার্থের অভিন্নতার বিষয় সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিবে। অতএব শ্রুতিতে 'আত্মা দ্রষ্টব্য' এতাদৃশ সাক্ষাৎকার রূপ দর্শনের কথা না বলিয়া -'শ্রোতব্যঃ (শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ) মন্তব্যঃ (উপপত্তি দ্বারা মনন) এবং নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' এইবাক্যে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আত্মোপাসনাখ্য ধর্ম্মে দণ্ডকমণ্ডলু আদি ধারণ রূপ আশ্রম কারণ নহে ; কারণ তাহা দুষ্কর নহে, অবলম্বন করিলেই হইতে পারে। অতএব, আপনার যাহা অপথ্য অর্থাৎ উদ্বেগকর পরুষ ভাষণাদি, তাহা অপরের উপর প্রযোগ করিবে না। ইহাদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত অন্তঃকরণ শুদ্ধির বিধায়ক রূপে অন্তরঙ্গত্ব ও রাগদ্বেষ পরিত্যাগের প্রাধান্য হেতু তৎপ্রশংসার্থই আশ্রম নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিত্যাগের জন্য নহে, কেননা তাহাও বিহিত। মনু কহিয়াছেন ;- 'দণ্ডাদি চিহ্ন ধারণমাত্রই ধর্ম্মের কারণ নহে ; অতএব যে কোন আশ্রমেই থাকুক সেই সেই আশ্রমের চিহ্নরহিত হইয়াও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবুদ্ধিতে সমদৃষ্টি হওত ধর্ম্মাচরণ করিবে ॥ ৬৫ ॥

সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দ্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতঃ॥ ৬৬॥
নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি॥ ৬৭॥

আরও কহিতেছেন ;-

সত্য অর্থাৎ যথার্থ প্রিয়বাক্য, অস্তেয় অর্থাৎ পর-দ্রব্যের অনপহরণ, অক্রোধ অর্থাৎ অপকারীর উপরও ক্রোধের অনুৎপাদন, লজ্জা, আহারাদি শুদ্ধি, হিতাহিত বিবেক, ইষ্ট বিয়োগ অথবা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিচলিত-চিত্ত হইয়াও যথাপূর্ব্ব অবস্থান রূপ ধৃতি, দম অর্থাৎ মদ-ত্যাগ, সংযতেন্দ্রিয়তা অর্থাৎ যাহা নিষিদ্ধ নহে এরূপ বিষয়েও অনতিপ্রসঙ্গ, এবং আত্মজ্ঞান, এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে সকল প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দ্বারা দণ্ড-কমণ্ডলু আদি ধারণরূপ বাহ্য লক্ষণ অপেক্ষা সত্যাদি আত্মগুণের অন্তরঙ্গতা দ্যোতিত হইল॥ ৬৬॥

ধ্যানযোগদ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিবে, ইহা অযুক্ত; কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নাই। তাহাতে কহিতেছেন ;-

যদিও জীব ও পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ নাই, তথাপি অজ্ঞান অবিদ্যোপাধিভেদভিন্নত্ব হেতু পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা সকল সম্ভূত হয়, এজন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদব্যপদেশ যুক্তই হইতেছে। যেরূপ তপ্ত লোহপিণ্ড হইতে তেজোঽবয়ব স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হইয়া স্ফুলিঙ্গরূপ ব্যপদেশ লাভ করে, ইহাও তদ্রূপ। অতএব

তত্রাত্মা হি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকম্‌॥ ৩৮॥

পূর্ব্বে 'ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া দেখিবে' এইরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহাও উপপন্ন হইতেছে।

অথবা ইহার পশ্চাদুক্ত মত অর্থও করা যাইতে পারে। ভাল, সুষুপ্তি সময়ে ও প্রলয় কালে সকল ক্ষেত্রজ্ঞই ব্রহ্মে লীন হয়, সুতরাং তৎকালে এই উপাসনা বিধি কাহার পক্ষে? এবিষয়েই লোহপিণ্ডের দৃষ্টান্ত কহিতেছেন; যদিও প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে প্রলীন হয়, তথাপি অবিদ্যোপাধিভেদভিন্নত্ব হেতু আত্মা হইতে জীবাত্মা সকল সম্ভূত হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কর্ম্মবশে স্থূলশরীরাভিমানী হইয়া জন্মে; সুতরাং উপাসনাবিধিতে কোন বিরোধ রহিল না। তৈজসের পৃথগ্‌ভাবহেতু লোহপিণ্ডের দৃষ্টান্ত দিলেন॥ ৩৭॥

যে সকল ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ ধারণ করে নাই, তাহারা পরিস্পন্দশূন্য; সুতরাং তাহাদের কর্ম্মের অভাব হেতু কর্ম্মজন্য জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ দেহ ধারণ কিরূপে হইতে পারে? তাহাতে কহিতেছেন;—

যদিও প্রলয়কালে পরব্রহ্মে লীনাবস্থায় পরিস্পন্দাত্মক ক্রিয়ার অভাব থাকে তথাপি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের অধ্যবসায় রূপ কর্ম্মমানস নিশ্চয়ই আছে এবং সেই কর্ম্মমানসের বিশিষ্টশরীর গ্রহণে নিশ্চয়ই কারণতা আছে। মনুর স্মরণ আছে যে,— 'বাচিক দ্বারা পক্ষিত্ব ও মৃগত্ব এবং মানস দ্বারা অন্ত্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।' এই-

নিমিত্তসঙ্করঃ কর্ত্তা বোদ্ধা ব্রহ্মগুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৬৯ ॥

রূপে দেহ ধারণ করিয়া স্বয়ংই, স্তন্য পানাদি করিলে তৃপ্তি হয়, না করিলে তৃপ্তি হয় না ' এইরূপ অন্বয়-ব্যতি-রেকনিরপেক্ষ হয়। পূর্ব্বজন্মের অনুভব বশত ভাবিত ভাবনার অনুভবদ্বারা উদ্ভুতকার্য্যজ্ঞান হইয়া স্তন্য-পানাদি করে। স্বভাব বশত যদৃচ্ছাক্রমে প্রয়োজন ও অভিসন্ধি নিরপেক্ষ হইয়া পিপীলিকাভক্ষণাদি করে। জন্মান্তরের অভ্যাস বশত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়াত্মক কোন কর্ম্মও করিয়া থাকে। স্মৃত্যন্তরেও উক্ত আছে যে;- ' প্রতিজন্মে দান অধ্যয়ন অথবা তপস্যা যাহা অভ্যাস করিয়াছে, সেই অভ্যাস বলে পুনর্ব্বার তাহাই অভ্যাস করিয়া থাকে।' অতএব জীবগণের কর্ম্মবৈচিত্র্যহেতু জরায়ুজাদি দেহবৈচিত্র্যও যুক্ত হইতেছে॥ ৬৮॥

এরূপ হইলে, পরব্রহ্মেরই কোনরূপে জীবব্যপদেশ হওয়ায়, তাঁহার নিত্যত্ব প্রযুক্ত ' বিষ্ণুমিত্র জন্মিলেন ' ইত্যাদি ব্যবহার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই আশ-ঙ্কায় কহিতেছেন ;-

সত্যই, অবিদ্যার সমাবেশ বশত জগৎপ্রপঞ্চের আবি-র্ভাবে আত্মাই সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ কারণ ; কিন্তু কার্য্যকোটিনিবিষ্ট নহেন, কারণ তিনি অবিনশ্বর। ভাল, কার্য্যভূত জগৎপ্রপঞ্চে সত্ত্বাদি গুণের বিকারস্বরূপ সুখ দুঃখ ও মোহাদি দৃষ্ট হওয়ায়, গুণবতী প্রকৃতিরই জগৎকর্তৃত্ব হওয়া উচিত, নির্গুণ ব্রহ্মের

সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাদত্তে ভবন্নপি ॥ ৭০ ॥

হওয়া উচিত নহে; এরূপ আশঙ্কা করিবে না; কারণ, আত্মাই কর্ত্তা। যেহেতু আত্মাই জীবের উপভোগ্য সুখ ও দুঃখের নিদানভূত অদৃষ্ট অর্থাৎ পুণ্যপাপাদির বোদ্ধা। নামরূপদ্বারা প্রকাশিত ভোক্তৃবর্গের ভোগানুকূল বিচিত্র ভোগ্য ভোগায়তনাদি বিশিষ্ট জগৎ প্রপঞ্চনা প্রকৃতির সম্ভব হয় না; সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা। তিনিই এই জগতের বিস্তারকর্ত্তা সুতরাং ব্রহ্মা। তিনি নির্গুণও নহেন, কারণ তাঁহারই রূপান্তরস্বরূপ ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা প্রকৃতি প্রধানাদি বিদ্যমান আছেন: সুতরাং তিনি স্বভাবত নির্গুণ হইলেও অবিদ্যাদি শক্তিবলে গুণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়েন। ইহাদ্বারা প্রকৃতির কারণতা সম্ভব হয় না, কারণ একমাত্র আত্মাই স্ববশ। প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্বান্তর নহে, কেননা তাহাতে প্রমাণ নাই। শক্তিরূপা হইলেও সেই প্রকৃতিই কর্ত্তা এরূপও বলিতে পার না, কারণ শক্তি শক্তিবিশিষ্টের কারক হইতে পারে না। অতএব আত্মাই জগতের ত্রিবিধ কারণ; তিনি উৎপত্তিরহিত। যদিও তাঁহার সাক্ষাজ্জনন উপপন্ন হয় না, তথাপি তিনি শরীর গ্রহণ করিবামাত্র 'জন্মিলেন' এইরূপ উক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি ব্রহ্মচারি-প্রভৃতির গৃহস্থাশ্রম পরিগ্রহের ন্যায় অবস্থান্তর অবলম্বন-মাত্র ॥৬৯॥

শরীর গ্রহণের প্রকার কহিতেছেন ;—

আহুত্যাপ্যায়তে সূর্য্যঃ সূর্য্যাদ্বৃষ্টিরথৌষধিঃ।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
স্ত্রীপুংসযোস্তু সংযোগে বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে।
পঞ্চধাতূন্ স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ ॥ ৭২ ॥

গগন একমাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট। বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণবিশিষ্ট। তেজ, শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিবিধ গুণবিশিষ্ট। জল, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চতুর্ব্বিধ গুণবিশিষ্ট। পৃথিবী, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট। সৃষ্টিসময়ে পরমাত্মা যেরূপ এই একোত্তরগুণবিশিষ্ট আকাশাদি সৃষ্টি করেন, তদ্রূপ জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপদ্যমান হইয়াও শরীরারম্ভকত্ব-হেতু সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৭০ ॥

পৃথিবী প্রভৃতি কিরূপে শরীরারম্ভক হয়, তাহা কহিতেছেন ;-

যজমানগণকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত পুরোডাশাদি রসরূপ আহুতি-দ্বারা সূর্য্য পরিতৃপ্ত হয়েন ; সময়ানুসারে পরিপক্ক আজ্যাদি হবীরসদ্বারা সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় ; তাহা হইতে ব্রীহিপ্রভৃতি ওষধীরূপ অন্ন উৎপন্ন হয় ; সেই অন্ন ভুক্ত হইয়া রসরুধিরাদিক্রমে শুক্রশোণিতভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥

তাহাতে কি হয় তাহা কহিতেছেন ;-

ঋতুকালে স্ত্রীপুরুষের সংযোগে পরস্পরসংযুক্ত বিশুদ্ধ এবং স্মৃত্যন্তরোক্ত (বাত পিত্ত কফ দুষ্টগ্রন্থি পূয় ক্ষীণ-মূত্র ও পুরীষগন্ধি রেত বীজরহিত) দোষরহিত শুক্র-শোণিতে অবস্থিত হইয়া শরীরারম্ভকত্বহেতু পৃথিবী আদি

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহঙ্কার এব চ॥ ৭৩॥
প্রযত্ন আকৃতির্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈতদাত্মজং সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ॥ ৭৪॥
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতো ধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ॥ ৭৫॥

পঞ্চ ভূতকে শরীরারম্ভের কারণ অদৃষ্ট কর্ম্মযোগিত্বহেতু সমর্থ চিদ্ধাতুরূপ স্বয়ং প্রভু আত্মা ভোগায়তন রূপে স্বীকার করেন। শারীরকে উক্ত হইয়াছে;- 'স্ত্রীপুরুষের সংযোগে যোনিতে রজোমিশ্রিত শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সেই ক্ষণেই সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ এবং ভূতাত্মার সহিত গর্ভাশয়ে অবস্থিত হয়'॥ ৭২॥

আরও কহিতেছেন;-

বক্ষ্যমান জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়সাধারণ মন, পঞ্চবিধ বৃত্তিদ্বারা ভিন্ন প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান রূপ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু অর্থাৎ কাল-বিশেষাবচ্ছিন্ন জীবন, সুখ, চিত্তস্থৈর্য্য,প্রজ্ঞা ও মেধা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গণের অধিষ্ঠাতৃত্ব, উদ্বেগ, স্পৃহা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার, গৌরিমাদি বর্ণ, ষড়্জ-গান্ধারাদি স্বর, বৈর, পুত্র ও পশু আদি বিভব এবং অভব অর্থাৎ পুত্র ও পশু আদি বিভবহীনতা, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সেই শরীরধারণেচ্ছু নিত্য আত্মার প্রাগ্জন্মীয় কর্ম্মবীজ হইতে জন্মে॥ ৭৩॥ ৭৪॥

সংযুক্ত শুক্র ও শোণিতের কায়রূপ পরিণামে ক্রম কহিতেছেন;-

আকাশাল্লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকম্।
বায়োশ্চ স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষ্যমেব চ॥ ৭৬॥
পিত্তাত্তু দর্শনং পক্তিমৌষ্ণং রূপং প্রকাশিতাম্।
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্॥ ৭৭॥
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ।
আত্মা গৃহ্ণাত্যজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ॥ ৭৮॥

পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ ধাতু চেতন পৃথিব্যাদি ধাতু সকলে গোলীভূত অর্থাৎ ক্ষীর ও নীরের ন্যায় একভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রথম মাসে দ্রবরূপেই থাকে, কাঠিন্যে পরিণত হয় না; দ্বিতীয় মাসে ঈষৎ কঠিন মাংসপিণ্ডের ন্যায় হয়। ইহার এইরূপ তাৎপর্য্য ;- শুক্রসম্পর্কে দ্রবীভূত ভূত সমূহ কোষ্ঠস্থিত বায়ু ও জঠরস্থ অনল দ্বারা প্রতিদিন অল্প অল্প শুষ্ক হইয়া ত্রিংশৎ দিনে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। সুশ্রুতে কথিত আছে ;- শীত উষ্ণ ও অনিল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পচ্যমান হইয়া দ্বিতীয় মাসে ভূতসমূহ ঘন হয়।' তৃতীয় মাসে অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হয়॥ ৭৫॥

আরও কহিতেছেন ;-

সেই আত্মা আকাশ হইতে লঙ্ঘনক্রিয়ার উপযোগি লঘুত্ব, সূক্ষ্মদর্শন, শব্দাদি বিষয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, বল এবং আদিগ্রহণ হেতু শুষিরত্ব ও বিবিক্তত্ব গ্রহণ করেন। গর্ভোপনিষদে আছে যে ;- 'আকাশ হইতে শব্দ শ্রোত্র বিবিক্ততা এবং সকল প্রকার ছিদ্রসমূহ গ্রহণ করেন।' বায়ু হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, গমনাগমনাদি চেষ্টা, অঙ্গসকলের বহুবিধ প্রসারণ এবং কর্কশত্ব ও স্পর্শ লাভ

দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণঞ্চাপি তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ॥ ৭৯॥

করেন। তৈজস পিত্ত হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, ভুক্ত অন্নের পাকশক্তি, উষ্ণস্পর্শত্ব, অঙ্গ সকলের শ্যামাদি রূপ এবং প্রকাশিতা গ্রহণ করেন; উহা হইতে সন্তাপ এবং রোষও লাভ করিয়া থাকেন। গর্ভোপনিষদে এইরূপ প্রমাণ দেখা যায় যে;- 'শৌর্য্য, রোষ, তীক্ষ্ণতা, পাকশক্তি, উষ্ণস্পর্শত্ব, প্রকাশিতা, সন্তাপ, বর্ণপ্রকর্ষ, রূপ ও ইন্দ্রিয়, এই সমস্ত তৈজস।' এইরূপ রস অর্থাৎ জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, অঙ্গাদির শৈত্য, স্নিগ্ধতা এবং মৃদুত্বের সহিত আর্দ্রতা গ্রহণ করেন। ভূমি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুত্ব ও মূর্ত্তি লাভ করেন।

পরমার্থত জন্ম রহিত হইয়াও আত্মা তৃতীয় মাসে এই সমস্ত গ্রহণ করেন। তৎপরে চতুর্থমাসে বিচলিত হয়েন। শারীরকে উক্ত হইয়াছে যে;- 'চতুর্থ মাসে চলনাদির অভিপ্রায় করেন'॥ ৭৬॥ ৭৭॥ ৭৮॥

আরও কহিতেছেন;-

গর্ভের এক হৃদয় এবং গর্ভিণীর আর এক হৃদয়; এইরূপে দ্বিহৃদয়া স্ত্রীর যাহা অভিলষিত তাহাই দোহদ। তাহা না দিলে গর্ভ বিরূপতা বা মরণরূপ দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব সেই দোষ পরিহার এবং গর্ভের পুষ্টির জন্য গর্ভিণী স্ত্রীর যাহা অভিলষিত তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে;- 'দ্বিহৃদয়া নারীকে দৌহৃদিনী কহে, তাহার যাহা অভিলষিত তাহা দিবে

স্থৈর্য্যং চতুর্থে ত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমাঞ্চ সম্ভবঃ॥ ৮০॥
মনশ্চৈতন্যযুক্তোহসৌ নাড়ীস্নায়ুশিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্মাংসস্মৃতিমানপি॥ ৮১॥

তাহা হইলে সে বীর্য্যবান্ দীর্ঘজীবী পুত্র উৎপাদন করে।' গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভগ্রহণ অবধি ব্যায়াম আদি পরিত্যাগ করা উচিত। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে ;- 'গর্ভিণী তদবধি ব্যায়াম, মৈথুন, অতিতর্পণ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, ভয়, যানারোহণ, বেগ-ধারণ, কুক্কুটাসন ও রক্তমোক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।' গর্ভ-গ্রহণটি শ্রমাদি চিহ্নদ্বারা জানিতে হইবে। 'যে স্ত্রী সদ্য গর্ভ ধারণ করিয়াছে তাহার শ্রম, গ্লানি, পিপাসা; ঊরু-বেদনা, শুক্র ও শোণিতে বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য এবং যোনির স্ফুরণ হয়' ইহাও সেই সুশ্রুতেই উক্ত হই-য়াছে॥ ৭৯॥

আরও বলিতেছেন ;-

তৃতীয় মাসে প্রাদুর্ভূত অঙ্গ সকলের চতুর্থমাসে স্থৈর্য্য হয়। পঞ্চম মাসে শোণিত জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বল বর্ণ নখ ও রোম সকল উৎপন্ন হয়॥ ৮০॥

আরও কহিতেছেন ;-

পূর্ব্বোক্ত গর্ভ সপ্তম মাসে মন, চৈতন্য, বায়ুবাহিনী নাড়ী, অস্থিবন্ধন স্নায়ু এবং বার্তাপত্তশ্লেষ্মবাহিনী শিরা-বিশিষ্ট হয়। অষ্টম মাসে মাংস ও স্মৃতিযুক্ত হয়॥৮১॥

পুনর্ধাত্রীং পুনর্গর্ভমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥ ৮২ ॥
নবমে দশমে বাপি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

সেই অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজ নামক কোন গুণবিশেষ ধাত্রী ও গর্ভের প্রতি চঞ্চলভাবে অতিশীঘ্র পুনঃপুনর্ব্বার গমন করে, সুতরাং অষ্টমমাসে জাত গর্ভ প্রাণবিযোজিত হয়। ইহাদ্বারা ওজঃস্থিতিই যে জীবনের হেতু তাহা দর্শিত হইল। ওজের স্বরূপ অন্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে;- 'হৃদয়ে যে শুদ্ধ ঈষদ্রক্ত সপীত পদার্থ আছে তাহাই শরীরে ওজ নামে খ্যাত, তাহার নাশ হইলেই শরীর নষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

এইরূপ করচরণচক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া নবম অথবা দশম মাসে, কখন বা তৎপূর্ব্বে সপ্তম অষ্টম মাসেও অতিশয় আয়াসাদি দোষবিশিষ্ট সূতিহেতু প্রবল বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া স্নায়ু অস্থি ও চর্ম্মাদিদ্বারা নির্ম্মিত দেহ দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্রচ্ছিদ্রদ্বারা ধনুর্যন্ত্রদ্বারা সুধনুর্বিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতিবেগে নির্গত হয়। নির্গমনের পরেই বাহ্য বায়ুকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াই পূর্ব্বস্মৃতিবিহীন হয়। নিরু-ক্তের অষ্টাদশে কথিত আছে যে,- 'সে জন্মিয়া বায়ু-

তস্য যোগা শরীরাণি ষট্‌ত্বচো ধারয়ন্তি চ।
ষড়ঙ্গানি তথাস্থ্নাং সহ ষষ্ট্যা শতত্রয়ম্॥ ৮৪॥

দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বতন জন্ম মরণ অথবা শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করে না॥ ৮৩॥

দেহের স্বরূপ বিবৃত করিয়া কহিতেছেন ;-

রক্তাদি ছয় ধাতুর পরিপাকের হেতুভূত ছয় অগ্নিস্থানের যোগ বশত সেই আত্মার জরায়ুজ অণ্ডজ আদি শরীর প্রত্যেকে ছয় প্রকার। অন্নরস জঠরস্থিত অগ্নিদ্বারা পচ্যমান হইয়া রক্ত হয়। রক্ত স্বকোশস্থ অগ্নিদ্বারা পচ্যমান হইয়া মাংস হয়। মাংস নিজকোশস্থ অনলদ্বারা পক্ব হইয়া মেদ হয়। মেদ স্বকোশস্থ বহ্নিদ্বারা পক্ব হইয়া অস্থি হয়। অস্থি নিজকোশস্থিত হুতাশনদ্বারা পরিপক্ব হইয়া মজ্জা হয়। মজ্জাও স্বকোশস্থিত পাবক দ্বারা পরিপচ্যমান হইয়া চরমধাতুরূপে পরিণত হয়। চরম ধাতুর পরিণাম নাই, সুতরাং তাহাই আত্মার প্রথম কোশ। এইরূপ ছয়টি কোশস্থিত অগ্নির যোগ বশত শরীর ছয় প্রকার হয়। অন্নরসরূপ প্রথম ধাতুটি নিয়ত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রকারান্তর হয় না। সেই শরীর সকল ছয়টি ত্বক্ ধারণ করে। রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই ছয় ধাতু রম্ভাস্তম্ভের ত্বকের ন্যায় বাহ্যাভ্যন্তররূপে স্থিত হয়। ত্বকের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া থাকে এই নিমিত্ত তাহাদের নাম ত্বক, সেই ত্বক্ সকলই ধারণ করিয়া থাকে ; যে প্রকারে যাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন করযুগল, চরণ-

স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দ্দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ।
পাণিপাদশলাকাশ্চ তেষাং স্থানচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮৫ ॥
ষষ্ট্যঙ্গুলানাং দ্বে পার্ষ্ণ্যো গুল্‌ফেষু চ চতুষ্টয়ম্।
চত্বার্য্যরত্নিকাস্থীনি জঙ্ঘয়োস্তাবদেব তু ॥ ৮৬ ॥
দ্বে দ্বে জানুকপোলোরুফলকাংসসমুদ্ভবে।
অক্ষতালূষকশ্রোণী ফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৮৭ ॥

দ্বয়, মুখ ও গাত্র এই ছয় অঙ্গ এবং পরে ছয় শ্লোকে বক্ষ্যমাণ ষষ্ট্যধিক শতত্রয় (৩৬০) স্নায়ু ধারণ করে ॥৮৪॥

আরও কহিতেছেন ;-

দন্তমূলস্থ দ্বাত্রিংশৎ অস্থির সহিত দ্বাত্রিংশৎ দন্ত, এই চতুঃষষ্টি ; বিংশতি নখ ; হস্ত ও পাদস্থিত অর্থাৎ মণিবন্ধের উপরিবর্ত্তী অঙ্গুলিমূলস্থিত বিংশতি নালাকার অস্থি ; সেই নখ এবং শলাকাস্থিসকলের স্থান চতুষ্টয়, অর্থাৎ করদ্বয় ও চরণ দ্বয় ; এই সমুদয়ে চতুঃষষ্টি অস্থি হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

অঙ্গুলিসংখ্যা বিংশতি, তাহাদের প্রত্যেকের তিন তিন পরিমাণে অঙ্গুলি সম্বন্ধ অস্থি সমুদয়ে ষষ্টি (৬০) হইতেছে। পদ দ্বয়ের পশ্চাৎ ভাগ পার্ষ্ণি তাহাদের দুই অস্থি ; প্রত্যেক পদে দুই গুল্‌ফ থাকায় দুই পদের চারি অস্থি। বাহুদ্বয়ে অরত্নিপ্রমাণ চারি অস্থি। জঙ্ঘাযুগলেও চারি অস্থি আছে। এই সমুদয়ে চতুঃসপ্ততি অস্থি হইতেছে ॥ ৮৬ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

ভগাস্থ্যেকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
গ্রীবা পঞ্চদশাস্থিঃ স্যাজ্জত্র্বেকৈকং তথা হনুঃ ॥ ৮৮ ॥
তন্মূলে দ্বে ললাটাক্ষি গণ্ডে নাসাঘনাস্থিকা।
পার্শ্বকাঃ স্থালকৈঃ সার্দ্ধমর্ব্বুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ৮৯ ॥
দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।
উরঃসপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ ॥ ৯০ ॥

জানু অর্থাৎ জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধি, কপোল উরুফলক, অংস অর্থাৎ বাহুর উপরভাগ, অক্ষ অর্থাৎ কর্ণ ও নেত্রের মধ্যবর্ত্তী শঙ্খের অধোভাগ, কাকুদ, শ্রোণীফলক; এই সকলের এক এক স্থানে দুই দুই অস্থি জানিবে। এইরূপে সমুদয়ে চতুর্দ্দশ অস্থি হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

গুহ্যদেশে এক অস্থি। পশ্চাদ্ভাগে পঞ্চ চত্বারিংশৎ (৪৫) অস্থি। গ্রীবা পঞ্চদশ অস্থিবিশিষ্ট। প্রতিজত্রুতে এক এক অস্থি এবং প্রতিচিবুকে এক এক অস্থি আছে। এই সমুদয়ে চতুঃষষ্টি অস্থি হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

চিবুকের মূলে দুই অস্থি আছে। ললাট চক্ষু ও গণ্ড-স্থল প্রত্যেকে দুই দুই অস্থি। নাসিকাতে ঘন নামক অস্থি আছে। স্থালক (কক্ষার অধঃপ্রদেশস্থিত অস্থির আধার) এবং অর্ব্বুদের সহিত পার্শ্বক অর্থাৎ কক্ষার অধঃপ্রদেশ দ্বিসপ্ততি অস্থিবিশিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত নয় এবং এই দ্বিসপ্ততির সহিত সমুদয়ে একাশীতি অস্থি হইতেছে ॥ ৮৯ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাশ্চ বিষয়াঃ স্মৃতাঃ।
নাসিকা লোচনে জিহ্বা ত্বক্শ্রোত্রঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৯১ ॥
হস্তৌ পায়ুরুপস্থঞ্চ জিহ্বা পাদৌ চ পঞ্চ বৈ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জানীয়ান্মনশ্চোভয়াত্মকম্ ॥ ৯২ ॥

দুই শঙ্খে (জ্রযুগল ও কর্ণদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশস্থিত অস্থি-বিশেষে) দুই অস্থি, মস্তকে চারিটি কপাল এবং বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ অস্থি আছে। এই সমুদয়ে ত্রয়োবিংশতি অস্থি হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সমুদয়ের সহিত ষষ্ট্যধিক শতত্রয় (৩৬০) অস্থি আছে। এই পুরুষের অস্থিসংগ্রহ কথিত হইল ॥ ৯০ ॥

সবিষয়ক জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কহিতেছেন ;-

নাসিকা চক্ষু জিহ্বা ত্বক্ ও শ্রোত্র এইপঞ্চ ইন্দ্রিয়। গন্ধ রূপ রস স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ বন্ধনহেতু। বন্ধনার্থ ষিঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় বিষয় শব্দের এইরূপ অর্থ হইতেছে। বোধ্যস্বরূপে ব্যবস্থিত এই গন্ধাদিদ্বারা স্বস্বগোচর সম্বিৎসাধনহেতু অনুমেয় ঘ্রাণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয় ॥ ৯১ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল প্রদর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন ;- হস্তদ্বয়, পায়ু, রতিজন্যাদ্য সুখসাধন উপস্থ, জিহ্বা এবং পদদ্বয় এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকলকে যথাক্রমে আদান, নির্হার, আনন্দ, কথন ও গমনাগমনাদি কার্য্যের সাধন বলিয়া জানিবে। জ্ঞানের যুগপৎ অনুৎ-পত্তিদ্বারা গম্য মন (অন্তঃকরণ) তাহা বুদ্ধি ও কর্ম্মে-

নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকৌ তথা।
মূর্দ্ধাংসকণ্ঠহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনানি তু ॥ ৯৩ ॥
বপা বসাবহননং নাভিঃ ক্লোম যকৃৎ প্লিহা।
ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমেব চ ॥ ৯৪ ॥
আমাশয়োঽথ হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদ এব চ।
উদরঞ্চ গুদৌ কৌষ্ঠ্যৌ বিস্তারোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ৯৫ ॥

ন্দ্রিয়ের সহকারি রূপে উভয়াত্মক ॥ ৯২ ॥

প্রাণায়তন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন ;-

নাভি, ওজ, পায়ু, শুক্র, শোণিত, শঙ্খক (ললাটাস্থি-দ্বয়); মূর্দ্ধা, অংস, কণ্ঠ ও হৃদয় এই দশটি প্রাণের স্থান ॥ ৯৩ ॥

সমান নামক বায়ু সর্ব্বাঙ্গচারী হইলেও নাভিপ্রভৃতি স্থানই তাহার বিশেষ আশ্রয় এই বাক্য যুক্তির প্রাচুর্য্যা-ভিপ্রায়ে প্রাণায়তন সকল প্রপঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ;-

বপা (মেদ বা ভুঁড়ি), বসা (চর্ব্বি) নাভি, বাম-কুক্ষিগত মাংসপিণ্ডাকার আয়ুর্ব্বেদপ্রসিদ্ধফুস্ফুস ও প্লীহা, দক্ষিণকুক্ষিগত যকৃৎ ও ক্লোমনামক মাংসপিণ্ড, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃক্ককনামক হৃদয়সমীপস্থ মাংসপিণ্ডযুগল, মূত্রাশয়, পুরী-ষাশয়, আমাশয় অর্থাৎ পক্কান্নের স্থান, হৃৎপুণ্ডরীক, স্থূলান্ত্র, গুদ, উদর এবং কোষ্ঠে নাভির অধঃপ্রদেশে সম্ভূত বাহ্য গুদবলয় হইতে দুই কৌষ্ঠ্য গুদবলয়। এই প্রাণাধারের বিস্তার উক্ত হইল ; পূর্ব্বশ্লোকে সংক্ষেপে বলিয়াছে এজন্য পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত কোন কোন অবয়ব

কণীনিকে চাক্ষিকুটে শষ্কুলী কর্ণপত্রকৌ।
কর্ণৌ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে ॥ ৯৬ ॥
বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতজৌ স্তনৌ।
উপজিহ্বা স্ফিচৌ বাহূ জঙ্ঘোরুষু চ পিণ্ডিকা ॥ ৯৭ ॥
তালূদরং বস্তিশীর্ষং চিবুকে গলশুণ্ডিকে।
অবটশ্চৈবমেতানি স্থানান্যত্র শরীরকে ॥ ৯৮ ॥
অক্ষিকর্ণচতুষ্কঞ্চ পদ্হস্তহৃদয়ানি চ।
নবচ্ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু ॥ ৯৯ ॥

ইহাতে পুনরুক্ত হইয়াছে ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

পুনর্ব্বার প্রাণায়তনের প্রপঞ্চের জন্য কহিতেছেন;-

কণীনিকা দ্বয় অর্থাৎ চক্ষুর তারকাযুগল, চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণরন্ধ্র, কর্ণপত্রদ্বয়, কর্ণযুগল, শঙ্খযুগ্ম, ভ্রূযুগ, দন্তবেষ্টদ্বয়, ওষ্ঠযুগ্ম, জঘনকূপযুগল, জঘন ও উরুর সন্ধিদ্বয়, বৃষণযুগল অর্থাৎ হৃদয়সমীপস্থ মাংসপিণ্ড যুগ্ম, বৃক্ক, শ্লেষ্মসঙ্ঘাত-জাত-স্তনদ্বন্দ্ব, ঘণ্টিকা, স্ফিক্‌যুগল, বাহুযুগল, জঙ্ঘা ও উরুর পিণ্ডিকা অর্থাৎ মাংসলপ্রদেশ, তালু, উদর, বস্তি, শীর্ষ, চিবুকযুগল, গলশুণ্ডিকা অর্থাৎ হনুমূল ও গলের সন্ধিযুগ্ম, অবট অর্থাৎ শরীরের কণ্ঠমূল বা কক্ষাদি যে কোন নিম্নদেশ, (অবটু পাঠ থাকিলে কৃকাটিকা), চক্ষুর্দ্বয় ও কনীনিকাযুগলের শুক্লবর্ণ পার্শ্ব-দ্বয় এই বর্ণচতুষ্টয়, (অথবা অক্ষিপুটচতুষ্টয়), পদ হস্ত ও হৃদয়। কুৎসিত শরীরের এই সমস্ত স্থান এবং পূর্ব্বোক্ত অক্ষিযুগল, কর্ণযুগ্ম, নাসাবিবরদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নব ছিদ্র প্রাণের আয়তন ॥ ৯৬ । ৯৭ । ৯৮ । ৯৯ ॥

শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ।
ধমনীনাং শতে দ্বে তু পঞ্চপেশীশতানি চ ॥ ১০০ ॥
একোনত্রিংশল্লক্ষাণি তথা নবশতানি চ।
ষট্পঞ্চাশচ্চ জানীত শিরা ধমনিসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১০১ ॥
ত্রয়োলক্ষাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্মশ্রুকেশাঃ শরীরিণাম্।
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে চ সন্ধিশতে তথা ॥ ১০২ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

নাভিসম্বন্ধ চত্বারিংশৎসঙ্খ্য শিরা, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বাহিনীরূপে নানাশাখাবিশিষ্ট হইয়া সকল কলেবর ব্যাপন করত সপ্তশতসঙ্খ্য হইয়াছে। যাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া আছে সেই স্নায়ু নবশত। প্রাণাদি বায়ুবাহিনী চতুর্ব্বিংশতি ধমনী শাখাভেদে দ্বিশত হইয়াছে। মাংসলাকার উরুপিণ্ডিকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্বন্ধিনী ধমনীর সংখ্যা পঞ্চশত হয় ॥ ১০০ ॥

শরীরাদির শাখাপ্রাচুর্য্যহেতু এই শিরাপ্রভৃতির সংখ্যান্তর কহিতেছেন ;-

শিরা ও ধমনী সমস্ত মিলিত হইয়া শাখা ও উপশাখা-ভেদে একোনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত ষট্পঞ্চাশৎ (২৯০০৯৫৬) সংখ্য। হে সোমশ্রবপ্রমুখ মুনিগণ! তোমরা এইরূপ জানিবে ॥ ১০১ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

শরীরিগণের শ্মশ্রু ও কেশ সমুদয়ে তিন লক্ষ জানিবে। মরণকর বা ক্লেশকর স্থান সপ্তাধিক শত (১০৭) জানিতে হইবে। অস্থিসকলের সন্ধি দুই শত জানিবে। স্নায়ু-শিরাদির সন্ধি অনন্ত ॥ ১০২ ॥

রোমাং কোট্যস্তু পঞ্চাশৎকোট্যস্ত্রঃ কোট্য এব চ।
সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষাঃ সার্দ্ধাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ ॥ ১০৩ ॥
বায়বীয়ৈর্বিগণ্যন্তে বিভক্তাঃ পরমাণবঃ।
যদ্যপ্যেকোঽনুবেত্তো বাং ভাবানামেব সংস্থিতিম্ ॥ ১০৪ ॥
রসস্য নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো দশ।
সপ্তৈব তু পুরীষস্য রক্তস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৫ ॥
ষট্ শ্লেষ্মা পঞ্চ পিত্তঞ্চ চত্বারো মূত্রমেব চ।
বসা ত্রয়ো দ্বৌ তু মেদো মজ্জৈকোর্দ্ধস্তু মস্তকে ॥ ১০৬ ॥
শ্লেষ্মৌজসস্তাবদেব রেতসস্তাবদেব তু।
ইত্যেতদস্থিরং বর্ষ্ম যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ ॥ ১০৭ ॥

সমুদয় শরীরের ছিদ্রাদির সংখ্যা কহিতেছেন ;-

পূর্ব্বকথিত শিরা ও কেশাদির সহিত রোম সকলের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাগ সকল স্বেদনির্গমণের ছিদ্রনিবহের সহিত বায়বীয় পরমাণুদ্বারা পৃথক্ কৃত হইয়া পঞ্চাশৎ-কোটি সপ্তষষ্টিলক্ষ পঞ্চাশৎসহস্র (৫০৬৭৫০০০০) গুণিত হয়। এই সমস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথের অগোচর, সুতরাং শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারাই অভিহিত হইল। হে মুনিগণ! যদি তোমাদের মধ্যে কোন এক জনও এই শিরাদিভাবসংস্থান রূপ অতিগহন অর্থ অবগত হইতে পারেন তিনিও শ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধিমান্ ॥ ১০৩ । ১০৪ ॥

শারীর রসাদির পরিমাণ কহিতেছেন ;-

সর্ব্বতোভাবে পরিপক্ক আহারের সারের নাম রস তাহার পরিমাণ নয় অঞ্জলি। পার্থিব পরমাণুর সম্যক্ যোগনিমিত্ত জলের পরিমাণ দশ অঞ্জলি জানিবে। পুরী-

ষের পরিমাণ সপ্ত অঞ্জলি। রক্ত অর্থাৎ জঠরস্থিত অনল-কর্ত্তৃক পরিপাকদ্বারা যাহা লৌহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অন্নরসের পরিমাণ অষ্ট অঞ্জলি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কফ ছয় অঞ্জলি। পিত্ত পঞ্চ অঞ্জলি। মূত্র চারি অঞ্জলি। বসা তিন অঞ্জলি। মেদ অর্থাৎ মাংসরস দুই অঞ্জলি। অস্থিগত ও শুষিরগত মজ্জা এক অঞ্জলি এবং মস্তকস্থিত মজ্জা অর্দ্ধ অঞ্জলি। শ্লেষ্মসার এবং চরমধাতু রেতের পরিমাণ অর্দ্ধ অঞ্জলি। ইহা সমধাতু পুরুষাভিপ্রায়ে কথিত হইল। বিষমধাতু পুরুষে এই সকলের নিয়ম নাই। আয়ুর্ব্বেদের স্মরণ আছে যে ;- 'শরীর সকলের বৈলক্ষণ্য ও অস্থায়িত্বহেতু তাহাতে দোষ ধাতু ও মলের পরিমাণ নাই।' এইরূপে 'অস্থি স্নায়ুপ্রভৃতিদ্বারা আরব্ধ এই অশুচিনিধান শরীর অস্থির' এইরূপ যাঁহার বুদ্ধি হয়, সেই পণ্ডিতই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন ; কেননা, বৈরাগ্য এবং নিত্যানিত্যবিবেকই মোক্ষলাভের উপায়। অস্থি-মূত্র-পুরীষাদির প্রাচুর্য্য জ্ঞানই বৈরাগ্যের হেতু। সেইজন্য ব্যাস কহিয়াছেন ;- 'সর্ব্বপ্রকার অশুচির আশ্রয় কৃতঘ্ন ও বিনাশশীল এই কুৎসিত শরীরের জন্য মূঢ়গণ পাপা-চরণ করিয়া থাকে। এই দেহের যাহা অন্তর্ভূত তাহা যদি কোনরূপে বহির্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই লোকসকলকে দণ্ড লইয়া কাক ও কুক্কুর নিবা-রণ করিতে হয়।' অতএব এই কুৎসিত শরীরের আত্য-ন্তিক বিনিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাতে আর শরীর গ্রহণ না করি-

দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতাঃ ।
হিতাহিতা নাম নাড্যস্তাসাং মধ্যে শশিপ্রভং ॥ ১০৮ ॥
মণ্ডলন্তস্য মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ ।
স জ্ঞেয়স্তং বিদিত্বেহ পুনরাজায়তে ন তু ॥ ১০৯ ॥
জ্ঞেয়ঞ্চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্ ।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা ॥ ১১০ ॥

তে হয়, তজ্জন্য আত্মোপাসনায় প্রযত্নবান্ হইবে ॥ ১০৫ । ১০৬ । ১০৭ ॥

উপাসনীয় আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন ঃ-

হৃদয়প্রদেশ হইতে কদম্বকুসুমকেসরের ন্যায় সকল দিকে নির্গত হিতাহিতকারিত্বরূপে হিতাহিতসংজ্ঞ দ্বাসপ্ততি (৭২) সহস্র নাড়ী আছে। অপর তিন নাড়ীর মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী বাম ও দক্ষিণপার্শ্বস্থিত দুই নাড়ী হৃদয়ে বিপর্য্যস্তভাবে স্থিত, নাসাবিবরে সম্বদ্ধ এবং প্রাণ ও অপানের আয়তন। সুষুম্না নাম্নী তৃতীয়া নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া দণ্ডের ন্যায় মধ্যে অবস্থিত; সেই নাড়ী সকলের মধ্যে চন্দ্রপ্রভ মণ্ডল আছে। বায়ুবিহীন প্রদেশে স্থিত দীপের ন্যায় অচল আত্মা প্রকাশমান হইয়া সেই মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপে জানা উচিত। তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, আর এসংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ১০৮ । ১০৯ ॥

আরও কহিতেছেন ঃ-

বিষয়ান্তর হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা আত্মাতে

অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্।
ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ॥১১১॥
যথাবিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্।
সাবধানস্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১১২॥

স্থৈর্য্য সম্পাদনের নাম যোগ; সেই যোগপ্রাপ্তির জন্য, আমি যাহা আদিত্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সেই বৃহদারণ্যক এবং মদুক্ত যোগশাস্ত্রও জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য॥ ১১০॥

এই আত্মাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে তাহা কহিতেছেন;-

মন বুদ্ধি ও স্মরণেন্দ্রিয়কে আত্মব্যতিরিক্ত বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহরণ অর্থাৎ আত্মৈকবিষয় করিয়া, যিনি নিবাতস্থ দীপের ন্যায় দেদীপ্যমান ও নিষ্প্রকম্প হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন সেই আত্মাকে ধ্যান করিবে। চিত্তবৃত্তিকে বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মনিরত করাই তাঁহার ধ্যেয়ত্ব। শরাবসংপুটে যাহার প্রভাপটলের বিস্তার নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ দীপের ন্যায় চিত্তবৃত্তিরও একনিষ্ঠত্ব হয়॥ ১১১॥

নিরাকারের আলম্বনহেতু যাহার চিত্তবৃত্তি সমাধিতে অভিরত হয় না, তাহার শব্দব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা কহিতেছেন;-

স্বাধ্যায়াবগত মার্গ অতিক্রম না করিয়া অস্খলিতভাবে সাবধান অর্থাৎ সামধ্বনিতে অনুস্যূত আত্মৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি হইয়া সামগান পাঠ করিবে অর্থাৎ অভ্যাসবশে তাহাতে

অপরান্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীং তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥১১৩॥
ঋগ্গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।
গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১৪ ॥
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥ ১১৫ ॥

নিষ্ণাত হইলে শব্দাকার শূন্যোপাসনাদ্বারা পরব্রহ্ম লাভ করে। এইরূপ উক্ত আছে যে ;– ' যে শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত হইয়াছে সে পরব্রহ্ম লাভ করে।' সাম স্বভাবত গানাত্মক হইলেও ' সামগায় ' এই বিশেষণটি যাহা গীত নহে, এরূপ সামমন্ত্রের নিরাসের জন্য ॥ ১১২ ॥

বৈদিকগীতে যাহার চিত্ত অভিরত না হয়, তাহার লৌকিক গীতদ্বারা অনুস্যূত আত্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য ; ইহা কহিতেছেন ;–

অপরান্তক, উল্লোপ্য, মদ্রক, প্রকরী, ঔবেণক, সরোবিন্দু ও উত্তর এই কয়টি প্রকরণাখ্য সপ্ত গীত। আসারিত ও বর্দ্ধমানকাদি মহাগীত সকল ইহার অন্তর্ভূত। ঋগ্গাথা প্রভৃতি চারিটি গীতিকা। এই অপরান্তকাদি গীতসমূহ আত্মভাবসমন্বিত হইলে মোক্ষসাধনহেতু মোক্ষ সংজ্ঞিত বলিয়া অনুমত ; কারণ, সেই গানাভ্যাসের একাগ্রতা সম্পাদনদ্বারা আত্মার একত্ববোধের কারণ হয় ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

আরও কহিতেছেন ;–

যিনি ভরতাদি মুনিপ্রতিপাদিত বীণাবাদনের তত্ত্ব জা-

গীতজ্ঞো যদি যোগেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১১৬ ॥
অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্তু শরীরকম্।
আত্মনস্তু জগৎ সর্ব্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ ॥ ১১৭ ॥

নেন। যাহা শ্রুত হয় তাহাই শ্রুতি, তাহা সপ্তস্বরে দ্বাবিং-শতিবিধ; অর্থাৎ ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চম প্রত্যেকে চারি শ্রুতি, ঋষভ ও ধৈবত প্রত্যেকে তিনশ্রুতি এবং গান্ধার ও নিষাদ প্রত্যেকে দুইশ্রুতি। এই সমুদয়ে দ্বাবিংশতি শ্রুতি। ষড়্জ আদি সপ্ত শুদ্ধ জাতি এবং একাদশ সঙ্করজাতি এই সমুদয়ে অষ্টাদশবিধ জাতি। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও জাতিতে যিনি প্রবীণ। তালশব্দে গীতপ্রমাণ কথিত হয়, যিনি তাহার স্বরূপ জানেন; সেই তালে ব্রহ্মোপাসনা অনুস্যূত থাকায় এবং তালভঙ্গভয়ে চিত্তবৃত্তির সহিত আত্মার একাগ্রতাসাধন সুকর হওয়ায় অল্পায়াসেই মুক্তিপথ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১৫ ॥

চিত্তবিক্ষেপাদি অন্তরায়দ্বারা হত গীতজ্ঞের ফলান্তর কহিতেছেন ;–

গীতজ্ঞ যদি কোনরূপে যোগদ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত না হয়, তথাপি রুদ্রের সচিব হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করে ॥ ১১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন ;–

পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে ‘ অজঃ শরীরগ্রহণাৎ ’ এই স্থলে অনাদি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং তাঁহার আদি অর্থাৎ উদ্ভবের বিষয় কথিত হইয়াছে। ‘ সর্গাদৌ স যথাকাশং ’

> কথমেতদ্বিমুহ্যামঃ সদেবাসুরমানবম্।
> জগদ্ভূতভাত্মা চ কথং তস্মিন্ বদস্ব নঃ ॥ ১১৮ ॥
> মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
> সহস্রকরপান্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ ॥ ১১৯ ॥
> স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
> বিরাজঃ সোঽন্নরূপেণ যজ্ঞত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১২০ ॥

এইস্থলে পরমাত্মা হইতে পৃথিব্যাদি সকল ভুবনের উদ্ভব এবং তদুদ্ভূত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ হইতে স্থূলশরীররূপে সম্ভবও কথিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥

ইহাই প্রশ্নপূর্ব্বক বিবৃত করিতেছেন ;—

এই সুরাসুর মনুজাদিসহিত সকল জগৎ আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? আত্মাই বা সেই জগতে কিরূপে তির্য্যক্-নর-সরীসৃপাদি শরীরবিশিষ্ট হয়েন? এবিষয়ে আমরা মোহবিশিষ্ট হইতেছি ; অতএব আপনি আমাদের সেই মোহ অপনোদন করিবার জন্য বিস্তার রূপে বলুন ॥ ১১৮ ॥

মুনিগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর কহিতেছেন ;—

এই জগতে অনাত্মভূত স্থূলকলেবরাদিতে আত্মাভিমান-রূপ যে মোহজাল, তাহা পরিত্যাগ করত যে অনেক-হস্ত অনেক-চরণ অনেক-লোচন সূর্য্যবর্চ্চা অনন্তরশ্মি ও সহস্রশিরা পুরুষ দৃষ্ট হয়েন, তিনিই আত্মা যজ্ঞ ও প্রজাপতি, কেননা তিনি বিশ্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক। এই অনেকহস্তাদি অগোচর শক্তির আধাররূপে কথিত

যো দ্রব্যদেবতাত্যাগসম্ভূতো রস উত্তমঃ।
দেবান্ সন্তর্প্য স রসো যজমানং ফলেন চ॥১২১॥
সংযোজ্য বায়ুনা সোমং নীয়তে রশ্মিভিস্ততঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামসহিতং সৌরং ধামোপনীয়তে॥ ১২২॥
স্বমণ্ডলাদসৌ সূর্য্যঃ সৃজত্যমৃতমুত্তমম্।
যজ্জন্ম সর্ব্বভূতানামশনানশনাত্মনাম্॥ ১২৩॥
তস্মাদন্নাৎ পুনর্যজ্ঞঃ পুনরন্নং পুনঃ ক্রতুঃ।
এবমেতদনাদ্যন্তং চক্রং সংপরিবর্ত্ততে॥ ১২৪॥

হইল, কেননা তাঁহার সাক্ষাৎকারাদি সম্বন্ধ নাই। যদি বল, তাঁহার বৈশ্বরূপ্যই বা কিরূপে হয়? তাহাতে বলিতেছেন;— যেহেতু তিনি বিরাজ এবং পুরোডাশাদি অন্নরূপে যজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়েন; অনন্তর, সেই যজ্ঞ হইতে বৃষ্ট্যাদিরূপে প্রজাসৃষ্টি হয়, সুতরাং তিনি বিশ্বরূপ॥ ১১৯॥১২০॥

পূর্ব্বে যাহা বলিলেন তাহাই প্রপঞ্চিত করিতেছেন;— চরু পুরোডাশাদি দ্রব্যের দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ হইতে সকল জগতের জন্মবীজত্বহেতু উৎকৃষ্টতম ও আত্মপরিণতিবিশেষ রস সম্ভূত হয়, তাহাই সম্প্রদানকারকভূত দেবগণকে প্রীণিত করত অভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা যজমানকে তর্পিত করিয়া, বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হওত চন্দ্রমণ্ডলে নীত হয়। ত্রয়ী বিদ্যাই তাপ প্রদান করে, এইরূপ অভেদ অভিধান থাকায়, ঐ রস চন্দ্রমণ্ডল হইতে রশ্মিদ্বারা ঋক্ যজু ও সামময় সূর্য্যমণ্ডলে নীত হয়। তৎপরে সূর্য্য নিজ মণ্ডল হইতে, যাহা অশন ও অনশনাত্মক চরাচরগণের জন্মনিমিত্ত, সেই বৃষ্টিরূপ অমৃতরস

অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্ব্বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ ॥ ১২৫ ॥
সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যুস্তস্য বর্ণা যথাক্রমম্ ॥ ১২৬ ॥

বিসর্জ্জন করেন। প্রজাসকলের উৎপত্তির হেতু সেই বৃষ্টিসম্পাদিত ওষধিময় অন্ন হইতে পুনর্ব্বার যজ্ঞ হয়। পূর্ব্বোক্তক্রম অনুসারে যজ্ঞ হইতে পুনর্ব্বার অন্ন হয়। পুনরায় অন্ন হইতে যজ্ঞ হয়। এইরূপে এই অখিল সংসার-চক্র উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত হইয়া প্রবাহের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপেই আত্মা হইতেই অখিল জগৎ উৎপত্তি এবং তাহাতে আত্মার স্বকর্ম্মানুরূপ শরীরপরিগ্রহ হইতেছে ॥ ১২১। ১২২। ১২৩। ১২৪ ॥

যদি এইরূপে আত্মার সংসরণ আদি ও অন্ত রহিত হইল, তবে মুক্তির অভাব প্রসঙ্গ হয়, ইহাতে কহিতেছেন ;-

আত্মার অনাদিত্বহেতু যদিও শরীরব্যাপী অন্তরাত্মার জন্ম নাই তথাপি পুরুষ শরীরের সমবায়ী হয়েন, অর্থাৎ এই ভোগায়তন শরীরে সুখদুঃখাত্মক ভোগ্যজাত উপভোগ করেন। তিনি নিশ্চয়ই এই সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন। সেই সমবায় সম্বন্ধটি মোহ ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত কর্ম্মদ্বারা নির্দ্দেশ্য, কিন্তু স্বভাবত জাত নহে। তাহা যখন কার্য্য হইল, সুতরাং বিনাশ উপপন্ন হওয়ায় আর মুক্তির অভাবের প্রসঙ্গ হইতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

আত্মা হইতে জগৎ জন্মিয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন ; সম্প্রতি তাহাই প্রপঞ্চিত করিবার জন্য কহিতেছেন ;-

পৃথিবী পাদতস্তস্য শিরসো দ্যৌরজায়ত।
নস্তঃ প্রাণা দিশঃ শ্রোত্রাৎ স্পর্শাদ্বায়ুর্মুখাচ্ছিখী ॥ ১২৭ ॥
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।
জঘনাদন্তরীক্ষঞ্চ জগচ্চ সচরাচরম্ ॥ ১২৮ ॥
যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরঃ স কথং ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥ ১২৯ ॥

আমি তোমাদিগকে সকলজীবাত্মকত্ব ও প্রপঞ্চাত্মকত্ব-হেতু সহস্রাত্মা ও বহুরূপ, এবং সকল জগতের হেতুত্ব-প্রযুক্ত আদিদেবরূপ যাঁহাকে বলিয়াছি, তাঁহার মুখ ভুজ সক্থি ও চরণ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ জন্মিয়াছে। তাঁহার পদ হইতে ভূমি, মস্তক হইতে সুরলোক, ঘ্রাণহইতে প্রাণসকল, কর্ণ হইতে দিক্-নিবহ, স্পর্শ হইতে পবন, মুখ হইতে হুতবহ, মন হইতে শশাঙ্ক, চক্ষু হইতে সূর্য্য এবং জঘন হইতে গগন ও চরাচর জগৎ হইয়াছে ॥ ১২৬। ১২৭। ১২৮ ॥

ইহাতে প্রশ্ন কহিতেছেন ;-

হেব্রহ্মন্ যোগীশ্বর! যদি আত্মাই জীবাদিভাব প্রাপ্ত হয়েন, তবে তিনি কিরূপে মৃগবিহগাদি পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন? যদি বলেন যে, মোহ রাগ ও দ্বেষাদি দোষদ্বারা দুষ্ট হওয়ায় সেই সেই জন্ম হয়, তাহাও হইতে পারে না ; কেননা, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি কিরূপে অনিষ্ট মোহরাগাদি ভাব সকলের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন? ॥ ১২৯ ॥

করণেনান্বিতস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানং কথঞ্চ ন।
বেত্তি সর্ব্বগতাং কস্মাৎ সর্ব্বগোঽপি ন বেদনাম্॥ ১৩০॥
অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রয়াতি জীবোঽয়ন্তবং যোনিশতেষু চ॥ ১৩১॥

আরও কহিতেছেন ;-

ইহাতে এই একটি দোষও হয় ;- মনঃপ্রভৃতি জ্ঞানোপায়ের সহিত আত্মার কিজন্য পূর্ব্বজন্মানুভূতবিষয় জ্ঞান না হয়? কিজন্যই বা স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদেহগত হইয়াও সর্ব্বপ্রাণিগত সুখদুঃখাদিরূপ বেদনা জানিতে পারেন না? সুতরাং, ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাই জীবাদিভাব ভোগ করেন, ইহা অযুক্ত হইতেছে॥ ১৩০॥

পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ;-

ঈশ্বর যদিও স্বরূপত সত্যজ্ঞানানন্দলক্ষণ, তথাপি অবিদ্যার সমাবেশ বশত মোহরাগাদি ভাবসমূহদ্বারা অভিভূত হওত বহুবিধ হীনযোনিতে জননের কারণভূত মানসাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম আচরণ করেন এবং তদ্দ্বারাই অন্ত্যাদি হীনযোনি প্রাপ্ত হয়েন। এই জীব মন,বাক্য ও দেহদ্বারা আরব্ধ কর্ম্মদোষদ্বারা সহস্রজন্মে যথাক্রমে অন্ত্য (চাণ্ডালাদি) পক্ষি (কাকাদি) ও স্থাবর (বৃক্ষাদি) ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মানসারব্ধ কর্ম্মের দোষ বশত চাণ্ডালাদি অন্ত্যত্ব, বাক্যারব্ধ কর্ম্মের দোষবশত কাকাদি পক্ষিত্ব এবং দেহারব্ধ কর্ম্মের দোষবশত বৃক্ষাদি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ১৩১॥

অনন্তাশ্চ যথা ভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাম্ ।
রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্ব্বযোনিষু দেহিনাম্ ॥ ১৩২ ॥
বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে ।
ইহ চামুত্র বৈ কেষাং ভাবস্তত্র প্রয়োজনম্ ॥১৩৩॥
পরদ্রব্যাণ্যভিধ্যায়ংস্তথানিষ্টানি চিন্তয়ন্ ।
বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেঽন্ত্যাসু যোনিষু ॥১৩৪॥

আরও বলিতেছেন ;-

সত্ত্বাদি গুণোদ্রেকের তারতম্য বশত জীবগণের শরীরে অভিপ্রায় বিশেষ সকল যেরূপ অনন্ত ; সেইরূপ দেহি-গণের সকল যোনিতেই উল্লিখিত অভিপ্রায় বিশেষের কুব্জবামনত্বাদি কার্য্যজাতও হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

যদি উল্লিখিত কুব্জত্বাদি কর্ম্মজন্য হয়,তবে তাহাদেরত কর্ম্মের অনন্তরই হওয়া উচিত ? এই আশঙ্কায় কহিতে-ছেন ;-

জ্যোতিষ্টোমাদি কোন কোন কর্ম্মের ফল দেহান্তরে হয়। কারের্য্যাদি কোন কোন কর্ম্মের ফল বৃষ্ট্যাদি এই লোকেই হইয়া থাকে। চিত্রাদি কোন কোন কার্য্যের ফল পশুপ্রভৃতি ইহ লোক অথবা দেহান্তরেও হয়। ফলত কর্ম্মের ফল অনিয়ত ; কর্ম্ম করিবার পরই যে তা-হার ফল হইবে, এরূপ শাস্ত্রার্থ নহে। কর্ম্ম সকলের শুভাশুভ ফলজনকত্বের সত্ত্বাদি ভাবই প্রয়োজকভূত এবং ফলের তারতম্যও তাহারই অধীন ॥ ১৩৩ ॥

মানসিক বাচিক ও দৈহিক কর্ম্মজন্যই অন্ত্যাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিয়াছেন ; অধুনা তাহাই প্রপঞ্চিত করিবার জন্য কহিতেছেন ;-

পুরুষোঽনৃতবাদী চ পিশুনঃ পরুষস্তথা।
অনিবদ্ধপ্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে॥১৩৫॥
অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।
হিংসকশ্চাবিধানেন স্থাবরেষ্বভিজায়তে॥ ১৩৬
আত্মজ্ঞঃ শৌচবান্ দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মকৃদ্বেদবিদ্যাবিৎ সাত্ত্বিকো দেবযোনিতাম্॥ ১৩৭॥

যে ব্যক্তি, কিরূপে পরধন হরণ করিব, এইরূপ অভি-মুখ্যে ধ্যান; ব্রহ্মহত্যাদি হিংসাত্মক কার্য্য করিব, এই-রূপ অনিষ্টচিন্তা; এবং অসত্যভূত বস্তুতে অভিনিবেশ অর্থাৎ পুনঃপুন সঙ্কল্প করে, সে চাণ্ডালাদি অন্ত্যযো-নিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১৩৪॥

আরও কহিতেছেন ;-

যে পুরুষ অসত্য বাক্য কহে, যে পিশুন, যে ব্যক্তি অন্যের উদ্বেগকর বাক্য বলে, এবং যে অসঙ্গতার্থ বাক্য বলে, তাহারা সকলে বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক রূপ তারতম্য বশত হীন অথবা উৎকৃষ্ট মৃগপক্ষিগণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১৩৫॥

আরও বলিতেছেন ;-

যে ব্যক্তি অদত্ত পরধন হরণে প্রসক্ত, যে পরদারনি-রত, এবং যে ব্যক্তি অবিহিত উপায়ে প্রাণিবধ করে, তাহারা দোষের গুরুলঘুভাবের তারতম্য বশত তরুলতা-প্রতানাদি স্থাবরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে॥ ১৩৬॥

সত্ত্বাদি গুণের পরিপাক কহিতেছেন ;-

অসৎকার্য্যরতোঽধীর আরম্ভী বিষয়ী চ যঃ।
স রাজসো মনুষ্যেষু মৃতো জন্মাধিগচ্ছতি ॥১৩৮॥
নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা।
প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তো ভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ ॥ ১৩৯ ॥

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ অর্থাৎ বিদ্যা ধন ও আভিজাত্যাদির অভিমান রহিত, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচবিশিষ্ট, উপশমান্বিত, কৃচ্ছ্রাদি তপোযুক্ত, জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে অপ্রসক্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত এবং বেদার্থাভিজ্ঞ, তাহাকেই সাত্ত্বিক বলে। সেই সাত্ত্বিক ব্যক্তি সত্ত্বোদ্রেকের তারতম্যবশত উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্টতর দেবযোনিত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৭ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

যে ব্যক্তি তূর্য্য-বাদিত্র-নৃত্যাদি অসৎকার্য্যে অভিরত, ব্যগ্রচিত্ত, সর্ব্বদা কার্য্যাকুল এবং বিষয়ে অতিপ্রসক্ত, সেই রজোগুণযুক্ত। সে সেই রজোগুণের তারতম্য বশত মরণের পর হীন অথবা উৎকৃষ্ট মনুষ্যজাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৩৮ ॥

আর :-

যে ব্যক্তি নিদ্রাশীল, প্রাণিপীড়াকর, লোভযুক্ত, ধর্ম্মাদির নিন্দক, যাচনশীল, কার্য্যাকার্য্যবিবেকরহিত অথবা বিরুদ্ধাচার, সে তমোগুণযুক্ত। ঐ তামস ব্যক্তি তমোগুণের তারতম্য বশত হীনতর পশুপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥

রজসা তমসা চৈব সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪০ ॥
মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাবিপক্বকরণ আত্মা জ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ ॥ ১৪১ ॥
কটুর্ব্বারৌ যথাপক্বে মধুরঃ সন্ রসোঽপি ন।
প্রাপ্যতে হ্যাত্মনি তথা নাপক্বকরণে জ্ঞতা ॥ ১৪২ ॥

পূর্ব্বে যাহা বলিলেন তাহার উপসংহার করিতেছেন;—
এইরূপে অবিদ্যাদ্বারা সমাচ্ছন্ন এই আত্মা রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা আবিষ্ট হইয়া এই সংসারে পর্য্যটন করত নানাবিধ দুঃখপ্রদ ভাবসমূহদ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃপুনর্ব্বার সংসারে দেহগ্রহণ করেন। অতএব '(১২৯ শ্লোকে উক্ত) ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি কিরূপে অনিষ্ট মোহ-রাগাদি ভাবসকলের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন?' এরূপ প্রশ্নের আর অবকাশ হইতে পারে না। ১৪০ ॥

মনঃপ্রভৃতি জ্ঞানোপায়ের সহিত আত্মার কিজন্য পূর্ব্বজন্মানুভূতবিষয় জ্ঞান না হয়? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ;-

আত্মা যদিও অন্তঃকরণাদি সাধনসম্পন্ন, তথাপি জন্মান্তরে অনুভূত অর্থসকলের সম্যক্ জ্ঞানে সমর্থ নহেন। মলচ্ছন্ন দর্পণ যেমন রূপজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয় না, রাগাদিরূপ মলদ্বারা আক্রান্ত চিত্তও তদ্রূপ জন্মান্তরানুভূত অর্থজ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ ॥ ১৪১ ॥

জন্মান্তরীণজ্ঞানের আত্মপ্রকাশত্ব এবং তাহারও স্বতঃ-সিদ্ধত্বহেতু উপলব্ধি না হওয়া যুক্ত নহে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ;-

সর্ব্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিন্দতি বেদনাম্ ।
যোগী মুক্তশ্চ সর্ব্বাসাং যোগমাপ্নোতি বেদনাম্ ॥ ১৪৩॥
আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেম্বিবাংশুমান্ ॥ ১৪৪ ॥

তিক্ত কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলে যে মধুরতা আছে, তাহা যেমন অপক্বদশায় উপলব্ধ হয় না, তদ্রূপ যে আত্মার মংঃ প্রভৃতি জ্ঞানোপায় পরিপক্ব হয় নাই, তাহাতে বিদ্যমান জন্মান্তরীণ বস্তুগোচর জ্ঞানও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ১৪২ ॥

১৩০ শ্লোকে ' কিজন্যই বা স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদেহগত হইয়াও সর্ব্বপ্রাণিগত সুখদুঃখাদিরূপ বেদনা জানিতে পারেন না ?' এইরূপ যাহা বলিয়াছেন ; তাহার উত্তর কহিতেছেন ;-

যে দেহাভিমানযুক্ত সে স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত দেহেই সর্ব্বাশ্রয় আধ্যাত্মিকাদিরূপ বেদনা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু, ভোগায়তনের আরম্ভক অদৃষ্টের বৈলক্ষণ্য বশত দেহান্তরগত বেদনা জানিতে পারে না। পরন্তু, যিনি যোগী এবং অহঙ্কারাদি বিরহিত, তিনি সকল ক্ষেত্রগত সুখদুঃখাদি জ্ঞানের অভিজ্ঞ হয়েন; কারণ, তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল পরিপক্ব হইয়া থাকে ॥ ১৪৩ ॥

এক আত্মাতেই সুরনরাদি দেহে ভেদপ্রত্যয় ঘটিতে পারে না ; এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ;-

যেমন এক গগন কুপকুম্ভাদি উপাধিভেদে নানারূপে অনুভূত হয় ; অথবা যেমন এক সূর্য্যই করক মণিক ও

ব্রহ্মখানিলতেজাংসি জলং ভূশ্চেতি ধাতবঃ।
ইমে লোকা এষ চাত্মা তস্মাচ্চ সচরাচরম্ ॥ ১৪৫ ॥
মৃদ্দণ্ডচক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটং।
করোতি তৃণমৃৎকাষ্ঠৈর্গৃহং বা গৃহকারকঃ ॥ ১৪৬ ॥
হেমমাত্রমুপাদায় রূপ্যং বা হেমকারকঃ।
নিজলালাসমাযোগাৎ কোশং বা কোশকারকঃ ॥ ১৪৭ ॥
কারণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ ॥ ১৪৮ ॥

মল্লিকাদি পাত্রভেদে নানারূপে অনুভূত হয়েন; সেইরূপ আত্মা এক হইয়াও অন্তঃকরণোপাধির ভেদ বশত নানারূপে প্রতীত হয়েন। আত্মভেদ যে পারমার্থিক নহে, ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অবলম্বিত হইয়াছে ॥ ১৪৪ ॥

'শরীরারম্ভের কারণ অদৃষ্ট কর্ম্মযোগিত্বহেতু সমর্থ চিদ্ধাতুরূপ স্বয়ং প্রভু আত্মা পঞ্চভুতকে ভোগায়তনরূপে স্বীকার করেন' ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহার উপসংহার করত কহিতেছেন;-

আত্মা, গগন, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, ইহাদের মধ্যে বায়ুপ্রভৃতি শরীরকে ব্যাপিয়া ধারণ করিয়া থাকায় ধাতু বলিয়া অভিহিত হয়। লোকিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় এজন্য গগনাদি পাঁচটি ধাতু লোক অর্থাৎ জড় এবং এই আত্মা চিদ্ধাতু। এই জড়সমুদয় হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয় ॥ ১৪৫ ॥

এই আত্মা কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা কহিতেছেন;-

মহাভূতানি নিত্যানি যথাত্মাপি তথৈব হি।
কোঽন্যথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্যেন পশ্যতি ॥ ১৪৯ ॥

যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা চক্র ও চীবরাদি করণজাত লইয়া করক-শরাবাদি নানাবিধ কার্য্যজাত নির্ম্মাণ করে, অথবা বর্দ্ধকি যেমন পরস্পরসাপেক্ষ মৃত্তিকা তৃণ ও কাষ্ঠদ্বারা গৃহ নামক এক কার্য্য নির্ম্মাণ করে, কিম্বা হেমকার যেমন একমাত্র সুবর্ণ লইয়াই তদনুগত কটক মুকুট বা কুণ্ডলাদি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য উৎপাদন করে, অথবা যেমন কোশকার কীট নিজ লালাদ্বারা আরব্ধ আপনার বন্ধনভূত কোশ নামক কার্য্য আরম্ভ করে, সেই রূপ আত্মাও পরস্পরসাপেক্ষ পৃথিব্যাদি সাধন এবং শ্রোত্রাদি করণসমূহ লইয়া এই সংসারে সেই সেই সুর-অসুরাদি যোনিতে আপনিই আপনাকে নিজকর্ম্মবন্ধ-বদ্ধ শরীরিরূপে সৃজন করিয়া থাকেন ॥ ১৪৬ । ১৪৭ । ১৪৮ ॥

বৈষয়িক জ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্মার সদ্ভাবে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ;-

প্রমাণগম্যত্বহেতু পৃথিব্যাদি মহাভূতসকল যেমন সত্য, সেইরূপ আত্মাও সত্য। যদি বুদ্ধীন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত কোন নিশ্চিত জ্ঞাতা না থাকে, তবে এক চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা দৃষ্ট বস্তু অপর স্পর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা, আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম তাহাকেই স্পর্শ করিতেছি, কে এইরূপে জানিয়া থাকে? ॥ ১৪৯ ॥

বাচং বা কো বিজানাতি পুনঃসংশ্রুত্য সংশ্রুতাং
অতীতার্থস্মৃতিঃ কস্য কো বা স্বপ্নস্য কারকঃ ॥ ১৫০ ॥
জাতিরূপবয়োবৃত্তিবিদ্যাদিভিরহঙ্কৃতঃ।
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১৫১ ॥

সেইরূপ ;—

পূর্ব্বে কোন পুরুষের বাক্য শ্রবণ করত, পুনর্ব্বার তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ' ইহা তাহারই বাক্য ' কে এরূপ জানিতে পারে? সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত কোন ধ্রুব জ্ঞাতা আছে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

আর ;- যদি ধ্রুব আত্মা না থাকে তবে পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিল, তজ্জন্য সংস্কারের উদ্বোধ নিবন্ধনা স্মৃতি কাহার হয় ? যে বস্তু অন্যে দেখিয়াছে তাহাতে অপরের স্মৃতি উপপন্ন হইতে পারে না? অপিচ, স্বপ্ন-জ্ঞানেরই বা কারক কে? স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ উপরত-ব্যাপার হওয়ায় তাহারা স্বপ্নজ্ঞানের কারক হয় না। সেইরূপ, আমিই জাতি-রূপ-বয়ঃ-বৃত্তি ও বিদ্যাদিসম্পন্ন, স্থিরাত্মব্যতিরিক্ত এতাদৃশ অনুসন্ধানপ্রত্যয় কাহার হইতে পারে? কেই বা মন বাক্য ও শরীরদ্বারা শব্দস্প-র্শাদি বিষয় সকলের উপভোগ সিদ্ধির উদ্যোগ করিয়া থাকে? সুতরাং বুদ্ধীন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত যে আত্মা আছে, ইহা নিশ্চিত হইল॥ ১৫০। ১৫১ ॥

উপাসনাবিশেষের বিধির জন্য সংসারের স্বরূপ বিবৃত করত কহিতেছেন ;—

স সন্দিগ্ধমতিঃ কর্ম্মফলমস্তি নবেতি বা।
বিপ্লুতঃ সিদ্ধমাত্মানমসিদ্ধোঽপি হি মন্যতে ॥ ১৫২ ॥
মম দারাঃ সুতামাত্যা অহমেষামিতি স্থিতিঃ।
হিতাহিতেষু ভাবেষু বিপরীতমতিঃ সদা ॥ ১৫৩ ॥
জ্ঞেয়জ্ঞে প্রকৃতৌ চৈব বিকারে বাবিশেষবান্।
অনাশকানলাপাতজলপ্রপতনোদ্যমী ॥ ১৫৪ ॥
এবং বৃত্তোঽবিনীতাত্মা বিতথাভিনিবেশবান্।
কর্ম্মণা দ্বেষমোহাভ্যামিচ্ছয়া চৈব বধ্যতে ॥ ১৫৫ ॥

পূর্ব্বে যে অহঙ্কারদুষিত আত্মার কথা বলা হইল, সে সকল কর্ম্মেই ফল আছে অথবা নাই, এইরূপ সন্দিগ্ধমতি হয় এবং অকৃতার্থ হইয়াও আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করে ॥ ১৫২ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

সেই বিপ্লুতমতি আত্মার ' আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-সকল, আমার প্রেষ্যগণ ' এবং ' আমি ইহাদের ' এই-রূপ অতীব মমতাকুল বিশ্বাস হয়। আর, সেই আত্মা হিত অথবা অহিতকর কার্য্য নিকরে সর্ব্বদাই বিপরীত-বুদ্ধি হয় ; অর্থাৎ হিতে অহিত এবং অহিতে হিতবুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৫৩ ॥

আর ;-

জ্ঞেয়জ্ঞ আত্মা, আত্মার গুণসাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি এবং অহঙ্কারাদি বিকার বিষয়ক বিবেকের অনভিজ্ঞ হয়। বিপ্লব বশত অনশন, হুতাশনাবলম্বন, জীবন-প্রবেশন ও বিষাশনাদি বিষয়ে কৃতপ্রযত্ন হয়। এইরূপে

আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ ॥ ১৫৬ ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্ ॥ ১৫৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্ ॥ ১৫৮ ॥
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযোগ্যমৃতী ভবেৎ ॥ ১৫৯ ॥

নানাপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংযতাত্মা এবং অকার্য্যে অভিনিবেশ যুক্ত হইয়া তৎকৃত কর্ম্মজাত সহকারে রাগ দ্বেষ ও মোহকর্তৃক শরীরগ্রহণ দ্বারা আবদ্ধ হয় ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

কিরূপে তাহার শান্তি হয় তাহা কহিতেছেন ;-

বিদ্যার নিমিত্ত আচার্য্যসেবা, বেদান্তার্থ এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রার্থে বিবেকিত্ব, ঐসকল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত ধ্যানাদি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান, সৎপুরুষগণের সঙ্গ, প্রিয় অথচ হিতবাক্য কথন, ললনাগণের দর্শন ও আলম্ভন পরিত্যাগ, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন, পুত্রক্ষেত্রাদি পরিগ্রহসকলের ত্যাগ, জীর্ণকাষায় ধারণ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিনিরোধ; নিদ্রানুসারিণী তন্দ্রা এবং অনুৎসাহ এই উভয়ের বিশেষ রূপ ত্যাগ, এই কুৎসিত শরীরের অস্থিরত্ব ও অশুচিত্বাদি দোষানুসন্ধান, গমনাদি সকল প্রকার প্রবৃত্তিতে সূক্ষ্মপ্রাণিবধাদি দোষের পরামর্শ, রজস্তমোবিহীনতা, প্রাণা-

তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্ম্মণাং সন্নিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৬০ ॥
শরীরসংক্ষয়ে যস্য মনঃ সত্ত্বস্থমীশ্বরম্।
অবিপ্লুতমতেঃ সম্যগ্‌জাতিসংস্মরতামিয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

য়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, বিষয় সমূহে অনভিলাষ, বাহ্য-বৃত্তি ও অন্তঃকরণের সংযম। এই আচার্য্যোপাসনাদি উপায়সমূহ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হইয়া কেবল সত্ত্ব-যুক্ত হওত ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা মুক্ত হয় ॥ ১৫৬।১৫৭।১৫৮। ।১৫৯ ॥

কিরূপে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা কহিতেছেন ;-

আত্মতত্ত্বস্মৃতির আত্মায় নিশ্চলরূপে অবস্থানহেতু কে-বল সত্ত্ব গুণের যোগবশত কর্ম্মবীজসকলের সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় হওয়ায় এবং সৎপুরুষগণের সম্বন্ধবশত আত্মযোগ প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ১৬০ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

যে অবিপ্লুতমতি যোগীর সত্ত্বযুক্ত মন শরীরনাশসময়ে সম্যক্ একাগ্ররূপে ঈশ্বরে ব্যাপৃত হয়, সে যদি উপাসনা প্রয়োগের অপ্রাবীণ্যহেতু আত্মাকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে বিশিষ্টসংস্কারের পটুতা বশত কৃমিকীটাদি নানাবিধ জন্মান্তরে অনুভূত গর্ভাদিসমুদ্ভূত দুঃখস্মরত্ব-রূপ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাদৃশী স্মৃতিদ্বারা জাতো-দ্বেগ হওত সেই সমস্ত দুঃখনাশের হেতুভূত মোক্ষে প্রব-র্ত্তিত হয় ॥ ১৬১ ॥

যথা হি ভরতো বর্ণৈর্ব্বর্ণয়ত্যাত্মনস্তনুং।
নানারূপাণি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মজাস্তনূঃ ॥ ১৬২ ॥
কালকর্ম্মাত্মবীজানাং দোষৈর্মাতুস্তথৈব চ।
গর্ভস্য বৈকৃতং দৃষ্টমঙ্গহীনাদিজন্মতঃ ॥ ১৬৩ ॥
অহঙ্কারেণ মনসা গত্যা কর্ম্মফলেন চ।
শরীরেণ চ নাত্মায়ং মুক্তপূর্ব্বঃ কথঞ্চন ॥ ১৬৪ ॥

যে সংস্কারের অপটুত্বহেতু পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারে না, তাহার কি গতি হয়, তাহা কহিতেছেন ;-

নট যেমন রামরাবণাদি নানা রূপ ধারণ করত সিত অসিত পীতাদিবর্ণসকলদ্বারা স্বীয়দেহ রচনা করে, সেইরূপ আত্মাও সেই সেই কর্ম্মফল উপভোগ করিবার নিমিত্ত তত্তৎকর্ম্মজন্য কুব্জবামনাদি নানারূপ কলেবর ধারণ করে ॥১৬২॥

আরও বলিতেছেন ;-

কেবল কর্ম্মই কুব্জবামনত্বাদির কারণ নহে ; কাল, কর্ম্ম স্বপিতৃকারণ বীজের দোষ এবং মাতৃদোষ, এই সমস্তই সহকারি কারণ। এই দৃষ্ট ও অদৃষ্টস্বরূপ কারণকলাপদ্বারাই জন্মাবধি নিয়তকাল গর্ভের অঙ্গহীনত্বাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥

প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময় কারণকলাপের বিনাশ বশত কর্ম্মের নাশ হওয়ায়, কিরূপে প্রথম দেহ ধারণ করে ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ;-

মন, অহঙ্কার, গতি অর্থাৎ সংসারের হেতুভূত দোষরাশি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়াত্মক কর্ম্মফল এবং লিঙ্গা-

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১৬৫॥
অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্যঃ স্থিতো হৃদি।
সিতাসিতাঃ কর্ব্বুনীলাঃ কপিলা নীললোহিতাঃ॥ ১৬৬॥
ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিং॥ ১৬৭॥

ত্মক শরীর, এই সমস্ত আত্মার যে পর্য্যন্ত মোক্ষ না হয় তাবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে না॥ ১৬৪॥

প্রতিনিয়তকর্ম্ম জীবগণের বিনাশও প্রতিনিয়ত হওয়াই যুক্ত; সংগ্রামাদিতে এককালে অকালে প্রাণনাশ হওয়া যুক্ত নহে; এই আশঙ্কায় কহিতেছেন;-

যেরূপ অনেক তৈলক্লিন্ন বর্ত্তি যাহাদের জীবন, তাদৃশ নানাদীপশিখা এককালে বর্ত্তমান থাকে; এবং পটুতর দোধূয়মান পবনের আঘাতরূপ বিপত্তিহেতুর উপনিপাতের এককালীনত্ববশত যেমন সেই বর্ত্তমান শিখাসকলের এককালেই অন্তর্দ্ধান হয়; সেইরূপ রথী সারথি বাজি ও কুঞ্জরাদি জীবগণের যুদ্ধরূপ মৃত্যুহেতুর সমকালীনত্ববশত অকালে প্রাণনাশও অনুপপন্ন নহে। এইরূপ উক্ত হইতেছে;- বিরুদ্ধকার্য্যকর দৃষ্টহেতুর উপনিপাতদ্বারা প্রতিনিয়ত কালে বিনাশের হেতুভূত অদৃষ্টের প্রতিবন্ধ হয়॥ ১৬৫॥

মোক্ষমার্গ কহিতেছেন;-

হৃদয়ে যে দীপসদৃশ জীব আছেন, তাঁহার সুখদুঃখহেতুভূত যে অনন্ত নাড়ী আছে, তাহা 'দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি'

যদস্যান্যদ্রশ্মিশতমূর্দ্ধ্বমেব ব্যবস্থিতম্।
তেন দেবশরীরাণি তৈজসানি প্রপদ্যতে ॥ ১৬৮ ॥
যেনৈকরূপাশ্চাধস্তাদ্রশ্ময়শ্চ মৃদুপ্রভাঃ।
ইহ কর্ম্মোপভোগায় তৈঃ সংসরতি সোঽবশঃ ॥ ১৬৯ ॥
বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ সবিজ্ঞানৈর্জ্জন্মনা মরণেন চ।
আর্ত্ত্যা গত্যা তথাগত্যা সত্যেন হ্যনৃতেন চ ॥ ১৭০ ॥
শ্রেয়সা সুখদুঃখাভ্যাং কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
নিমিত্তশাকুনজ্ঞানগ্রহসংযোগজৈঃ ফলৈঃ ॥ ১৭১ ॥

ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। শুক্ল কৃষ্ণ ও কর্ব্বুরাদি-রূপ সেই সমস্ত নাড়ী সকল দিকেই আছে। ঐ নাড়ী সকলের মধ্যে একটী ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত। তাহা সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ করতঃ হিরণ্যগর্ভনিলয় অতিক্রম করিয়া আছে। জীব তদ্দ্বারা অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ উৎকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

স্বর্গমার্গ কহিতেছেন ;-

মোক্ষমার্গ হইতে ভিন্ন এই আত্মার অপর যে একশত ঊর্দ্ধাকার রশ্মি আছে, তদ্দ্বারা সুরশরীর এবং তৈজস অর্থাৎ ধাম ও কনক-রজত-রত্নরচিত সুরপুরের সহিত কেবল সুখভোগের অধিকরণ সকল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৮ ॥

সংসরণ মার্গ কহিতেছেন ;-

সেই আত্মার অধোদিকে যে সমস্ত মৃদুপ্রভাবিশিষ্ট রশ্মি আছে, তদ্দ্বারা স্বকৃত কর্ম্মের বশীভূত হইয়া ফলোপভো-গের নিমিত্ত এই সংসারে আগমন করিয়া থাকে ॥ ১৬৯ ॥

ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষ পরিহার করিবার ইচ্ছায় কহি-তেছেন ;-

তারানক্ষত্রসঞ্চারৈর্জাগরৈঃ স্বপ্নজৈরপি।
আকাশপবনজ্যোতির্জলভূতিমিরৈস্তথা॥ ১৭২॥
মন্বন্তরৈর্যুগপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রৌষধিফলৈরপি।
বিত্তাত্মানং বেদ্যমানং কারণং জগতস্তথা॥ ১৭৩॥

"সেই এই আত্মা, ইহা নহে ইহা নহে, অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অপাণি অপাদ" ইত্যাদি বেদ, মীমাংসা আন্বীক্ষিকী আদি শাস্ত্র, আমার এই শরীর ইত্যাদি দেহব্যতিরিক্ত আত্মানুভবরূপ বিজ্ঞান এবং জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মনিবন্ধন নিয়ত জন্ম-মরণদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুমান হয়। জন্মান্তরগত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃনিয়তত্বহেতু এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্ন ও আধারদ্বারা নিয়ত গমন ও আগমনদ্বারা ভৌতিক দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুমান হয়। দেহের চৈতন্যাদি সম্ভব হয় না; যেহেতু কারণ-গুণপ্রক্রমদ্বারা কার্য্যদ্রব্যে বৈশেষিক গুণারম্ভ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কারণগুণদ্বারাই কার্য্যগুণের আরম্ভ হয়। কার্য্য-দ্রব্যের কারণভূত পার্থিব পরমাণুপ্রভৃতিতেও চৈতন্যাদি-সমবায় সম্ভব হয় না, কারণ পরমাণুদ্বারা সমারব্ধ স্তম্ভ-কুম্ভাদি ভৌতিকদ্রব্যে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মদশক্তিবিশিষ্ট জলাদি দ্রব্যান্তরের সংযোগে চৈতন্য জন্মে, এরূপও বলিতে পার না, কেননা শক্তি সাধারণগুণবিশিষ্ট। অতএব ভৌতিকদেহাতিরিক্ত চৈ-তন্যসমবায়ী আত্মা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। সত্য, অনৃত, শ্রেয় অর্থাৎ হিতপ্রাপ্তি, আমুষ্মিক সুখ ও দুঃখ, এবং শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অশুভকর্ম্মের পরি-

অহঙ্কারঃ স্মৃতির্ম্মেধাদ্বেষো বুদ্ধিঃ সুখং ধৃতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার ইচ্ছা ধারণজীবিতে ॥ ১৭৪ ॥
স্বর্গঃ স্বপ্নশ্চ ভাবানাং প্রেরণং মনসো গতিঃ।
নিমেষশ্চেতনা যত্ন আদানং পাঞ্চভৌতিকং ॥ ১৭৫ ॥
যত এতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।
তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্ব্বগ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭৬ ॥

ত্যাগ, জ্ঞাননিয়ত এই সকল কার্য্যদ্বারাও দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুমান হয়। হে মুনিগণ! ভূকম্পাদিনিমিত্ত, শাকুনজ্ঞান অর্থাৎ পিঙ্গলাদি পক্ষির গত্যাদিলিঙ্গক জ্ঞান, সূর্য্যাদিগ্রহের সংযোগজন্য ফলসমূহ, তারা অর্থাৎ অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্রব্যতিরিক্ত জ্যোতিঃপদার্থ, এবং অশ্বিনীপ্রভৃতিনক্ষত্র, এইসকলের সঞ্চার অর্থাৎ শুভাশুভ ফলদ্যোতনদ্বারা; জাগরণ এবং জাগরাবস্থা-জন্য সচ্ছিদ্র আদিত্যাদি দর্শন, স্বপ্নজন্য খরবরাহাদি-যুক্ত রথে আরোহণাদি জ্ঞান এবং জীবোপভোগের জন্য সৃষ্ট আকাশাদি দ্বারা; মন্বন্তর ও যুগান্তরপ্রা-প্তিতে দেহে উপপন্ন না হওয়ায়, এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় দেহে অনুপপন্ন মন্ত্রৌষধিফল অর্থাৎ প্রেক্ষা-পূর্ব্বক ক্ষুদ্রকর্ম্মাদিদ্বারা বেদ্যমান আত্মাকে জানিবে ॥ ১৭০। ১৭১। ১৭২। ১৭৩ ॥

আরও বলিতেছেন;-

অহঙ্কার, পূর্ব্বজন্মের অনুভবদ্বারা ভাবিত সংস্কারের উদ্বোধনিবন্ধনা স্তন্যপানাদিগোচরা স্মৃতি, দ্বেষ, বুদ্ধি, ঐহিক সুখ, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ান্তরদ্বারা দৃষ্ট বিষয়ে অপর

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি ॥ ১৭৭ ॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতস্থঃ সন্নসন্ সদসচ্চ যঃ ॥ ১৭৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের সঞ্চার অর্থাৎ 'যাহা আমি দেখিয়াছিলাম তা-হাই স্পর্শ করিতেছি' এতাদৃশ অনুসন্ধানরূপ ইন্দ্রিয়া-ন্তরসঞ্চার, ইচ্ছা (এস্থলে ইচ্ছাশব্দে প্রযত্ন ও চৈত-ন্যের স্বরূপলিঙ্গত্ব, পূর্ব্বশ্লোকে গমন ও সত্যবচনাদি হেতুবশত আংশিক লিঙ্গত্ব, সুতরাং পুনরুক্তি হইল না), শরীরধারণ, প্রাণধারণ, স্বর্গ অর্থাৎ দেহান্তরে নিয়ত উপভোগ্য সুখবিশেষ, স্বপ্ন (পূর্ব্বশ্লোকে স্বপ্নের শুভফলদ্যোতনের জন্য লিঙ্গত্ব এবং এই শ্লোকে স্বরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, পুনরুক্তি হইল না), ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণ, মনের চেতনাধিষ্ঠানব্যাপ্তা গতি, নিষেধ, যত্ন এবং পঞ্চভুতের উপাদান; যেহেতু এই সমস্ত লিঙ্গ ভুত-সমূহে উপপন্ন হয় না এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় আ-ত্মার দ্যোতকরূপে দৃষ্ট হয়, সুতরাং দেহাতিরিক্ত সর্ব্বগ আত্মা ঈশ্বর আছেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে॥ ১৭৪ ।। ১৭৫ । ১৭৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কহিতেছেন ;-

শব্দাদিবিষয় সকলের সহিত শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়, মন, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং প্রকৃতি, এই সমস্ত ইহার ক্ষেত্র; সেই ঈশ্বর সর্ব্বগত অতএব প্রমাণান্তরের অগ্রাহ্যত্বহেতু তদ্রূপ;

বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাৎ ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ ॥ ১৭৯॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে ॥ ১৮০ ॥

স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়েন না এজন্য অসদ্রূপ; সদ্রূপ ও অসদ্রূপ ঈশ্বর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়েন ॥১৭৭ ১৭৮॥

বুদ্ধিপ্রভৃতির উৎপত্তি কহিতেছেন ;-

সত্ত্বাদি গুণসাম্যের নাম অব্যক্ত। সেই অব্যক্ত হইতে সত্ত্বরজস্তমোময়ী বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে। বুদ্ধি হইতে বৈকারিক তৈজস ভূতাদি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে তামস ভূতাদি-সংজ্ঞক অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র সকল এবং (আদি গ্রহণ থাকায়) একাধিক গুণবিশিষ্ট আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে। (চশব্দ থাকায়) বৈকারিক ও তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১৭৯ ॥

গুণের স্বরূপ কহিতেছেন ;-

সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের একোত্তর বৃদ্ধি অনুসারে শব্দাদি পঞ্চ গুণ জানিবে। অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ গুণের মধ্যে আকাশের গুণ, শব্দ; বায়ুর গুণ, শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ, শব্দ স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস; ক্ষিতির গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। এই বুদ্ধিপ্রভৃতি বিকার সকলের মধ্যে যে যে প্রকৃতি-আদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকাত্রিপ্রকারাণাং কর্ম্মণামীশ্বরোঽপি সন্॥ ১৮১॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ভ্রাম্যতে হ্যসৌ॥ ১৮২॥
অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপঃ সবিকার উদাহৃতঃ॥ ১৮৩॥
পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্য চান্তরম্।
তেনাগ্নিহোত্রিণো যান্তি স্বর্গকামা দিবং প্রতি॥ ১৮৪॥

সে প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে তাহাতেই লীন হয়॥ ১৮০॥

প্রকরণপ্রতিপাদিত অর্থের উপসংহার করত কহিতেতেছেন;-

আত্মা ঈশ্বর হইয়াও মানসাদি তিন প্রকার কর্ম্মের বিপাক বশত যেরূপে আপনাকে সৃজন করেন তাহা আপনাদের নিকট কীর্ত্তিত হইল। সত্ত্বাদি যে সেই অবিদ্যাবিষ্ট আত্মারই গুণ তাহাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা আবিষ্ট হইয়া তিনিই যে এই সংসারে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করেন তাহাও বলিয়াছি। তিনিই পরম পুরুষ, অনাদি হইয়াও শরীর গ্রহণদ্বারা আদিবিশিষ্ট এবং কুব্জত্ব ও বামনত্বাদি বিকার যুক্ত। তিনিই স্থূলাকারে পরিণত হইয়া লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা গ্রাহ্যস্বরূপ বলিয়া উদাহৃত হয়েন॥১৮১।১৮২।।১৮৩॥

স্বর্গিমার্গ কহিতেছেন;-

অজবীথী অর্থাৎ সুরপথ এবং অগস্ত্যের যে মধ্য-

যে চ দানপরাঃ সম্যগষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ১৮৫ ॥
তত্রাষ্টাশীতি সাহস্রা মুনয়ো গৃহমেধিনঃ।
পুনরাবর্ত্তিনো বীজভূতা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১৮৬ ॥

স্থল, তাহাই পিতৃযান। স্বর্গকামী অগ্নিহোত্রী পিতৃগণ সেই পথে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

যাহারা দানাদি স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বতোভাবে দম্ভরহিত, গৌতমাদিকথিত দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধগুণযুক্ত, এবং সত্যবাক্যনিরত তাঁহারাও সেই পিতৃযানদ্বারা সুরসদন প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮৫ ॥

নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর সকল অধ্যাপকের বিনাশ হওয়ায়, তাহার পরবর্ত্তী বেদানভিজ্ঞ জনগণ কিরূপে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবে? কিরূপেই বা কর্ম্ম না করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিবে? এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন :-

সেই পিতৃযানে যে অষ্টাশীতিসহস্রসংখ্য গৃহস্থাশ্রমী মুনি আছেন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সৃষ্টির প্রথমে বেদের উপদেশকরূপে সেই মুনিগণই ধর্ম্মতরুপ্রাদুর্ভাবের বীজস্বরূপ হইয়া অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভব হইতেছে না ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তর্ষিনাগবীথ্যন্তর্দ্দেবলোকং সমাশ্রিতাঃ।
তাবন্ত এব মুনয়ঃ সর্ব্বারম্ভবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৮৭ ॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সঙ্গত্যাগেন মেধয়া।
তত্র গত্বাবতিষ্ঠন্তে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ১৮৮ ॥
যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চ কিঞ্চন বাঙ্‌ময়ম্ ॥ ১৮৯ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ এবং নাগবীথি অর্থাৎ ঐরাবতপথ, এই উভয়ের মধ্যে কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ তপোনিরত ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত অষ্টাশীতিসহস্র (৮৮০০০) সংখ্য মুনিগণ প্রাকৃতপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছেন॥ তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই সৃষ্টির প্রথমে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসকলের প্রবর্ত্তক হইবেন॥ ১৮৭। ১৮৮॥

সেই মুনিরা কিরূপ, তাহা কহিতেছেন ;-

সেই দ্বিবিধ মুনিসমূহ হইতেই নিত্যভূত চারিবেদ, পুরাণ, অঙ্গবিদ্যা এবং উপনিষৎসকল অধ্যেতৃপরম্পরায় সমাগত হইয়াথাকে। ইতিহাসাত্মক শ্লোকসকল, শব্দ, অনুশাশন ও মীমাংসাগোচর সূত্রসমূহ, সূত্রব্যাখ্যানুরূপ ভাষ্য সকল, এবং আয়ুর্ব্বিদ্যাদি বাঙ্‌ময় যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত সেই মুনিগণ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই মুনিরা এইরূপেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয়েন। এইরূপ হইলে আর বেদের অনিত্যতা প্রসঙ্গ হইল না॥ ১৮৯॥

বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৯০ ॥
সহ্যাশ্রমৈর্ব্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেবমেব তু।
দ্রষ্টব্যস্ত্বথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৯১ ॥
য এনমেবম্বিন্দন্তি যে চারণ্যকমাশ্রিতাঃ।
উপাসতে দ্বিজাঃ সত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ১৯২ ॥

তাহাতেই বা কি হইল? ইহাতে কহিতেছেন ;-

বেদের নিত্যত্ব হইলেই প্রামাণ্যবলে বেদানুবচন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ও স্বাতন্ত্র্য, এই সমস্ত যে সত্ত্বশুদ্ধি উৎপাদনদ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু হয়, ইহাই উপপন্ন হইতেছে ॥ ১৯০ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

যখন নিত্যত্বহেতু বেদ আত্মার প্রমাণস্বরূপ হইল, তখন সকল আশ্রমিরই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। তাহারই প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন ;- দ্বিজাতিগণের দর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহার উপায় দেখাইতেছেন ;- শ্রবণ করা এবং মনন করা উচিত। অর্থাৎ প্রথমত বেদান্ত শ্রবণদ্বারা নির্ণয় করা এবং তৎপরে যুক্তিদ্বারা বিচার করা কর্ত্তব্য ; তদনন্তর ধ্যানদ্বারা সেই আত্মা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। যে দ্বিজাতিগণ নির্জ্জনপ্রদেশ আশ্রয় করত অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এইরূপে সেই পরমার্থভূত আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯১। ১৯২ ॥

ক্রমাত্তে সম্ভবন্ত্যর্চ্চিরহঃ শুক্লস্তথোত্তরম্।
অয়নং দেবলোকঞ্চ সবিতারং সবৈদ্যুতম্॥১৯৩॥
ততস্তান্ পুরুষোঽভ্যেত্য মানসো ব্রহ্মলৌকিকান্।
করোতি পুনরাবৃত্তিস্তেষামিহ ন বিদ্যতে॥ ১৯৪॥
যজ্ঞেন তপসা দানৈর্যে হি স্বর্গজিতো নরাঃ।
ধূমং নিশাং কৃষ্ণপক্ষং দক্ষিণায়নমেব চ॥ ১৯৫॥
পিতৃলোকং চন্দ্রমসং বায়ুং বৃষ্টিং জলং মহীং।
ক্রমাত্তে সম্ভবন্তীহ পুনরেব ব্রজন্তি চ॥ ১৯৬॥
এতদ্যো ন বিজানাতি মার্গদ্বিতয়মাত্মবান্।
দন্দশূকঃ পতঙ্গো বা ভবেৎ কীটোঽথবা কৃমিঃ॥ ১৯৭॥

প্রাপ্তিমার্গ দেবযান কহিতেছেন ;-

সেই বিদিতাত্মগণ ক্রমে অগ্ন্যাদি অভিমানী দেবতা-গণের মুক্তিমার্গভূত স্থানসকলে বিশ্রাম করত সেই দেব-গণকর্ত্তৃক প্রস্থাপিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। অর্চ্চি অর্থাৎ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সুরলোক, সূর্য্য এবং বৈদ্যুত তেজ। ক্রমে এই অগ্ন্যাদি স্থানগত সেই বিদিতাত্মগণের নিকট মানস পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকভাগী করেন। তাঁহাদিগকে আর এসংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। তাঁহারা প্রাকৃত প্রলয়ের সময় লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করত পরমাত্মার সহিত এক হইয়া থাকেন॥ ১৯৩। ১৯৪॥

পূর্ব্বোক্ত পিতৃযান কহিতেছেন ;-

যাহারা বিহিত যজ্ঞ দান ও তপস্যাদ্বারা স্বর্গফলভোগী হয়, তাহারা ক্রমে ধূম নিশা কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়ন পিতৃ-

উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে ন্যস্যোত্তরং করং।
উত্তানং কিঞ্চিদুন্নাম্য মুখং বিষ্টভ্য চোরসা ॥ ১৯৮ ॥
নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্।
তালুস্থাচলজিহ্বশ্চ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ ॥ ১৯৯ ॥
সংনিরুদ্ধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং নাতিনীচোচ্ছ্রিতাসনঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ ॥ ২০০

লোক এবং চন্দ্রের অভিমানী দেবগণকে প্রাপ্ত হওত পুনর্ব্বার বায়ু বৃষ্টি জল ও ভূমি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ব্রীহি প্রভৃতি অন্নরূপে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসারিগণের যোনিতে গমন করে। যে অপ্রমত্তভাবে এই মার্গদ্বয় না জানে এবং এই মার্গদ্বয়ের উপায়ভূত ধর্ম্মানুষ্ঠান না করে, সে ভুজঙ্গ পতঙ্গ কীট অথবা ক্বমি হইয়া থাকে ॥ । ১৯৫ । ১৯৬ । ১৯৭ ॥

উপাসনাপ্রকার কহিতেছেন ;-

উত্তান চরণযুগল উরুতে অবস্থাপিত করত অর্থাৎ বদ্ধপদ্মাসন হইয়া, উত্তান বাম হস্তের উপর উত্তান দক্ষিণ হস্ত বিন্যস্ত করিয়া, মুখ কিঞ্চিৎ উন্নামিত ও উরঃস্থলদ্বারা বিষ্টম্ভিত করত, নিমীলিতলোচন এবং কাম-ক্রোধাদিরহিত হইয়া, দন্তের দ্বারা দন্ত স্পর্শ না করিয়া, জিহ্বাকে স্থিরভাবে তালুতে অবস্থাপিত করত, আনন আচ্ছাদিত করিয়া, প্রকম্পরহিত হইয়া, ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়সমূহ হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাহরণ করিয়া, অতি-

ততো ধ্যেয়ঃ স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ।
ধারয়েত্তত্র চাত্মানং ধারণাং ধারয়ন্ বুধঃ ॥ ২০১ ॥

শয় উচ্চ অথবা অতিমাত্র নিম্ন না হয় এতাদৃশ আসনে আসীন হইয়া অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত বিক্ষেপ না হয় এরূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ প্রাণায়াম অভ্যাস উপক্রম করিবে। যোগী এইরূপে বায়ুকে বশীভূত করত হৃদয়ে যে দীপের ন্যায় নিষ্প্রকম্প প্রভু আছেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতে থাকিবেন। সেই হৃদয়ে মনোগোচররূপে আত্মাকে ধারণ করিবেন। তৎকালে ধারণাও করিবেন। ধারণার স্বরূপ এইরূপ ;- জানুর অগ্রভাগ ভ্রমণে অর্থাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে ছোটিকা দিতে যে সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে। তাদৃশ পঞ্চদশ মাত্রায় অধম প্রাণায়াম হয়, ত্রিংশৎ মাত্রায় মধ্যম, এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ মাত্রায় উত্তম প্রাণায়াম হইয়া থাকে। এইরূপ তিন প্রাণায়ামে এক ধারণা হয়। তাদৃশ তিন ধারণা এক যোগ শব্দের বাচ্য। তাদৃশী ধারণা সকল ধারণ করিবে। অন্যত্র উক্ত আছে ;- 'করাগ্রকে জানুমণ্ডলে ভ্রামিত করত ছোটিকা দিবে ; তাদৃশ পঞ্চ দশ মাত্রায় এক অধম প্রাণায়াম, দ্বিগুণ অর্থাৎ ত্রিংশৎ মাত্রায় এক মধ্যম প্রাণায়াম, এবং ত্রিগুণ অর্থাৎ পঞ্চচত্বারিংশৎ মাত্রায় এক শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম হয়। তাদৃশী তিন তিন ধারণায় এক এক যোগ হইয়া থাকে'॥ ১৯৮। ।১৯৯।২০০।২০১॥

অন্তর্দ্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা।
নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ২০২ ॥
অর্থানাং ছন্দতঃ সৃষ্টির্যোগসিদ্ধেহি লক্ষণম্।
সিদ্ধে যোগে ত্যজন্ দেহমমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২০৩ ॥
অথবাপ্যভ্যসন্ বেদং ন্যস্তকর্ম্মা বনে বসন্।
অযাচিতাশী মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০৪ ॥

ধারণাত্মক যোগাভ্যাসে প্রয়োজন কহিতেছেন ;-

অণিমপ্রাপ্তিদ্বারা অপরের অদৃশ্যত্ব রূপ অন্তর্ধান, অতীন্দ্রিয় অর্থসমূহেও মনুপ্রভৃতির ন্যায় স্মরণরূপ স্মৃতি, কমনীয়তা, অতীত ও অনাগত অর্থসমূহে দৃষ্টি, কোন শব্দ অতিদূরবর্ত্তিদেশে উচ্চারিত হওয়ায় শ্রুতিপথে সমাগত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও তাদৃশ শব্দের জ্ঞাতৃত্ব, নিজশরীর পরিত্যাগ করত পরশরীরে প্রবেশ, এবং কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াই আপন ইচ্ছানুসারে অর্থ-সকলের সৃষ্টি ; এই সমস্ত যোগের সিদ্ধির চিহ্ন বটে, কিন্তু এতাবন্মাত্রই তাহার প্রয়োজন নহে। পরন্তু, যোগ সিদ্ধ হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্বের জন্য কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবারও যোগ্য হয়েন ॥ ২০২ / ২০৩ ॥

যজ্ঞ ও দানাদির অভাবে সত্ত্বশুদ্ধির উপায়ান্তর কহি-তেছেন ;-

অথবা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করত নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করিয়া বেদসকলের অন্যতম অভ্যাস করত একান্ত শীল-সম্পন্ন হইয়া অযাচিত পরিমিত আহারদ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি

ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে ॥ ২০৫ ॥
মহাপাতকজান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য দারুণান্।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ ॥ ২০৬ ॥

সমাধান করত আত্মোপাসনাদ্বারা মুক্তিলক্ষণা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২০৪ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

যখন, সৎপ্রতিগ্রহাদিদ্বারা ন্যায়মতে ধন উপার্জ্জন করিয়া অতিথিপূজাপরায়ণ, নিত্য-নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত ও সত্যভাষণশীল হওত আত্মতত্ত্বধ্যানে নিরত হইয়া গৃহস্থও মুক্তি লাভ করে, তখন কেবল ঐহিক পারিব্রজ্য পরিগ্রহই মুক্তির কারণ নহে ॥ ২০৫ ॥

অধ্যাত্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥

প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ আরম্ভ ॥

কর্ম্মবিপাক প্রকরণ।

'বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মসকল আমাদিগকে অশেষরূপে বলুন' এইস্থলে প্রতিপাদ্যরূপে প্রতিজ্ঞাত ষড়্বিধ ধর্ম্মের মধ্যে পঞ্চ প্রকার ধর্ম্ম বলিয়া অধুনা প্রায়শ্চিত্ত নামক অবশিষ্ট ধর্ম্মসমূহ কথন আরম্ভ করিবার অভিলাষী হইয়া, তদীয় প্ররোচনা এবং অধিকারিবিশেষ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথমে অর্থবাদরূপ কর্ম্মবিপাক কহিতেছেন ;-

'ব্রহ্মহা মদ্যপঃ' এইস্থলে ব্রহ্মহত্যাদি পাঁচটির মহাপাতক সংজ্ঞা বলিবেন। যাহারা তদ্বিশিষ্ট তাহারা

মৃগশ্বশূকরোষ্ট্রাণাং ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।
খরপুক্কসবেনানাং সুরাপো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০৭ ॥
কৃমিকীটপতঙ্গত্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নুয়াৎ।
তৃণগুল্মলতাত্বঞ্চ ক্রমশো গুরুতল্পগঃ ॥ ২০৮ ॥

মহাপাতকী। সেই মহাপাতকিরা নিজ দুষ্কৃতানুরূপ, মহাপাতকজনিত, অতিতীব্র বেদনাদায়করূপে অতিভয়ঙ্কর, এবং একমাত্র দুঃখসকলের ভোগস্থান তামিস্রাদি নরক প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্মজন্য নরকদুঃখ ভোগের পর কর্ম্মশেষ বশত পুনর্ব্বার এই সংসারে দুঃখবহুল কুক্কুর-শৃগালাদি তির্য্যক্-যোনিতে বারম্বার জন্ম গ্রহণ করে। মহাপাতকি গ্রহণটি ইতর উপপাতকি প্রভৃতিরও উপলক্ষক; কারণ উপপাতকিরা যে তির্য্যগাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা পরে বলিবেন ॥ ২০৬ ॥

মহাপাতকি গণের সংসারপ্রাপ্তি কহিয়া তাহার বিশেষ কথনের জন্য বলিতেছেন ;-

মৃগ অর্থাৎ হরিণাদি ; শ্বা শূকর ও উষ্ট্র প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মহা আপনার কর্ম্মশেষে উল্লিখিত মৃগাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। খর গর্দ্দভ; পুক্কস অর্থাৎ নিষাদ হইতে শূদ্রার গর্ভে প্রতিলোমক্রমে জাত; বেন অর্থাৎ বৈদেহক হইতে অম্বষ্ঠজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত; যে সুরাপায়ী সে পূর্ব্বোক্ত খরাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা মাংস বিষ্ঠা বা কৃমি হইতে জন্মে এবং স্বজাতীয় সম্ভোগনিরপেক্ষ, তাহারা কৃমি; কৃমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর এবং পক্ষ ও অস্থিরহিত পিপীলিকাদি কীট; পতঙ্গ,

ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
হেমহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥ ২০৯॥

অর্থাৎ শলভ; যে ব্রাহ্মণের স্বর্ণ হরণ করে সে এই কৃমি প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হয়। কাশাদি তৃণ, গুল্ম ও ও লতা, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; গুরুতল্পগামী ক্রমে তৃণাদিজাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত অকামকৃত বিষয়ে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত হইলে অপর দুঃখবহুল যোনিতেও জন্ম গ্রহণ করে। মনু বলিয়াছেন;- 'যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী সে কুক্কুর শূকর গর্দ্দভ উষ্ট্র ছাগ মেষ মৃগ পক্ষী চণ্ডাল অথবা পুক্কসগণের যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী সে কৃমি কীট পতঙ্গ শূকর পক্ষী এবং হিংস্র জন্তুগণের যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। যে বিপ্র স্বর্ণাপহারী সে সহস্র সহস্র বার ঊর্ণনাভ সর্প কৃকলাস পক্ষী জলচর এবং হিংস্র পিশাচগণের যোনি প্রাপ্ত হয়। যে গুরুতল্পগামী সে শত শতবার তৃণ গুল্ম লতা ক্রব্যাদ্ দংষ্ট্রী এবং ক্রূরকর্ম্মগণের যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ২০৭। ২০৮॥

এইরূপে তির্য্যক্ত্বাদি হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হয়, এই মনুষ্যলোকেও তাহাদের মহাপাতকাদি চিহ্ন সকল হইয়া থাকে, ইহা কহিতেছেন;-

এইরূপে রৌরবাদি নরকে এবং শ্ব-শূকর-খরাদি যোনি সকলেও দারুণ দুঃখ অনুভব করিবার পর দুরিতশেষে জন্মকালেই ক্ষয়রোগাদি লক্ষণযুক্ত হওত অস্থির মানুষশরীরে জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে, ব্রহ্মহত্যাকারী

যো যেন সম্বসত্যেষাং স তল্লিঙ্গোঽভিজায়তে।
অন্নহর্ত্তাময়াবী স্যান্মূকো বাগপহারকঃ॥ ২১০॥
ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ।
তৈলহৃৎতৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ॥ ২১১॥

রাজযক্ষ্মারোগবিশিষ্ট হয়। নিষিদ্ধসুরাপানকারী স্বভাবত কৃষ্ণবর্ণ দন্তযুক্ত হয়। ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণের হর্ত্তা কুৎসিতনখযুক্ত হইয়া থাকে। গুরুদারগামী দুশ্চর্ম্মা অর্থাৎ কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট হয়। এই ব্রহ্মহত্যাকারি প্রভৃতির মধ্যে যে পুরুষ যে পতিতের সহিত একত্র বাসাদি করিবে, সে সেই পাতকচিহ্নবিশিষ্ট হইবে।

আরও কহিতেছেন;-

অন্নাপহারী অজীর্ণান্ন হয়। বাগপহারী অর্থাৎ যে অনুজ্ঞাত না হইয়া অধ্যয়ন করে অথবা পুস্তক অপহরণ করে সে মূক অর্থাৎ বিকলবাগিন্দ্রিয় হইবে। ধান্যমিশ্র অর্থাৎ কুৎসিত দ্রব্যের সহিত ধান্যাদির মিশ্রণকর্ত্তা ষড়ঙ্গুলাদি অতিরিক্তাঙ্গ হয়। পরের কোন দোষ থাকিলে যে তাহা খ্যাপন করে, সেই পিশুন দুর্গন্ধনাসিকাযুক্ত হয়। যে তৈল অপহরণ করে সে তৈলপায়ী (আর্শলা) নামক কীট হইয়া থাকে। পরের কোন দোষ না থাকিলেও যে তাহা কীর্ত্তন করে সেই সূচক দুর্গন্ধবদনবিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত তির্য্যগাদিযোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যশরীর ধারণের সময় জানিতে হইবে। মনুর স্মরণ আছে;- 'মনুষ্য পরের যে কোন দ্রব্য অপহরণ অথবা অহুত হবি ভোজন করিলে অবশ্যই তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে'॥ ২০৯। ২১০। ২১১॥

পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ।
অরণ্যে নির্জ্জলে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ২১২ ॥
হীনজাতৌ প্রজায়েত পররত্নাপহারকঃ।
পত্রশাকং শিখী হৃত্বা গন্ধান্ ছুচ্ছুন্দরী শুভান্ ॥ ২১৩ ॥
মূষকো ধান্যহারী স্যাদ্যানমুষ্ট্রঃ কপিঃ ফলম্।
জলং প্লবঃ পয়ঃ কাকো গৃহকারী হ্যুপস্করম্ ॥ ২১৪ ॥
মধু দংশঃ পলং গৃধ্রো গাং গোধাগ্নিং বকস্তথা।
শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসন্তু চিরী লবণহারকঃ ॥ ২১৫ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

যে পরদার হরণ এবং সুবর্ণব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সে অরণ্যে নির্জ্জল প্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মে ॥ ২১২ ॥

পুনরপি ;-

পররত্নাদি অপহর্ত্তা হেমকার নামক পক্ষিজাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। মনু বলিয়াছেন ;- 'মনুষ্য লোভবশত মণি মুক্তা প্রবাল এবং অপর বিবিধ রত্ন হরণ করিলে হেমকারগণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।' পত্রাত্মক শাক অপহরণ করিলে ময়ূর হয়। শোভন গন্ধ সকল অপরহণ করিলে ছুচ্ছুন্দরী অর্থাৎ রাজদুহিতা নাম্নী (ছুঁছা) মুষিকা হইয়া জন্মে ॥ ২১৩ ॥

আর ;-

ধান্য হরণ করিলে মূষিক, যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে প্লব অর্থাৎ

প্রদর্শনার্থমেতত্তু ময়োক্তং স্তেয়কর্ম্মণি।
দ্রব্যপ্রকারা হি যথা তথৈব প্রাণিজাতয়ঃ ॥ ২১৬ ॥

শকটবিল (পানিকৌড়ি) নামক পক্ষী, ক্ষীরহরণে কাক, গৃহোপস্কর মুষলাদি হরণ করিলে গৃহকারী অর্থাৎ বরট (বোলতা) নামক কীট, মধু হরণে দংশ (ডাঁশ) নামক কীট, মাংসহরণে গৃধ্র নামক পক্ষী, গো হরণ করিলে গোধা (গোসাপ) নামক প্রাণিবিশেষ, অগ্নিহরণে বক, বস্ত্র হরণ করিলে শ্বেতকুষ্ঠ রোগবিশিষ্ট, ইক্ষুপ্রভৃতির রস হরণে কুকুর, এবং লবণ হরণ করিলে চিরী (ঝিঝীপোকা) নামক উচ্চস্বরবিশিষ্ট কীট হইয়া জন্মে ॥ ২১৪ । ২১৫ ॥

প্রদর্শনের জন্য এইরূপ কিছু বলিয়া, পৃষ্টাকোটিন্যায়ে প্রতিদ্রব্যের বিষয় বলা অশক্য ; সুতরাং একোপাধিদ্বারা কর্ম্মবিপাকপ্রদর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন;-

অপহ্রিয়মাণ দ্রব্য যে প্রকার, স্তেয়কর্ম্মে অপহর্ত্তা তাদৃশী প্রাণিজাতি হইয়া থাকে ; যেমন, যে ব্যক্তি কাংস্য হরণ করে সে হংস হয়। অথবা যে দ্রব্য অপহৃত হয়, সেই দ্রব্যদ্বারা যে ফল সাধিত হইত, অপহর্ত্তা সেই সাধনবিহীন হইয়া থাকে ; যেমন, অশ্ব গমনরূপ ফলের সাধন, সুতরাং যে অশ্ব অপহরণ করে সে পঙ্গুতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গমনরূপ সাধনবিহীন হইয়া থাকে। শঙ্খ কোথাও বিশেষ দেখাইয়াছেন ;- 'ব্রহ্মহত্যাকারী কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট, তৈজস দ্রব্যের অপহর্ত্তা মণ্ডলী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের আক্রোশকর্ত্তা ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) রোগবিশিষ্ট, বিষ-

দাতা ও অগ্নিদাতা উন্মত্ত, গুরুপ্রতিহন্তা অপস্মাররোগী, ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রবৃত্ত ব্যক্তি শব্দ-বেধী প্রাণিবিশেষ, কুণ্ডাশী (কোটনা) ভগভক্ষ, দেবস্ব ও ব্রাহ্মণস্বের অপহর্ত্তা পাণ্ডুরোগী, ন্যাসাপহারী কাণ, স্ত্রীপণ্যই যাহার উপজীব্য সে ষণ্ড, কৌমারদারত্যাগী দুর্ভাগা, একাকী মৃষ্টভোজী বাতগুল্মরোগী, অভক্ষ্য-ভক্ষণকারী গণ্ডমালারোগবিশিষ্ট, ব্রাহ্মণীগামী বীজ-রহিত, ক্রূরকর্ম্মা বামন, বস্ত্রাপহারী পতঙ্গ, শয্যাপহারী ক্ষপণক (শাক্যভিক্ষুকবিশেষ), শঙ্খ ও শুক্তি অপহারী কপালী (শৈব ভিক্ষুবিশেষ), দীপাপহারী কৌশিক (পেঁচা), মিত্রদ্রোহী ক্ষয়রোগী, এবং মাতা ও পিতার আক্রোশকারী খঞ্জ, হইয়া থাকে।'

গৌতমও কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিয়াছেন ;- 'মিথ্যাবাদী রোমশ, মুহুর্ম্মুহু সংলগ্নবাক্য জলোদরী, দারত্যাগী ও কূটসাক্ষী ইহারা উভয়ে শ্লীপদী ও উচ্ছিন্নজঙ্ঘচরণ, যে বিবাহে বিঘ্ন উৎপাদন করে সে ছিন্নৌষ্ঠ, অবগূরণী অর্থাৎ যে মারিবার জন্য দণ্ডাদি উদ্যত করে সে ছিন্নহস্ত, মাতৃ-হন্তা অন্ধ, স্নুষাগামী বাতবৃষণ, চতুষ্পথে বিন্মুত্রবিসর্জ্জন-কারী মূত্রকৃচ্ছ্রী, কন্যাদূষক ক্লীব, ঈর্ষালু মশক, মাতা ও পিতার সহিত বিবাদকারী অপস্মাররোগবিশিষ্ট, ন্যাসা-পহারী অনপত্য, রত্নাপহারী অত্যন্তদরিদ্র, বিজ্ঞাবিক্রয়ী পুরুষমৃগ, বেদবিক্রয়ী দ্বীপী অর্থাৎ চিত্রব্যাঘ্র, বহুযাজক অর্থাৎ যে অনেকের যাজ্যক্রিয়া করে সে প্লব (জলকাক), অযাজ্যযাজক বরাহ, যে নিমন্ত্রিত না হইয়া ভোজন করে

সে বানর, একাকী মিষ্টভোজী বানর, যে ব্যক্তি কথা তথা ভোজন করে সে মার্জ্জার, কক্ষবনদহনকর্ত্তা খদ্যোত, দারকাচার্য্য মুখবিগন্ধি, পর্য্যুষিতভোজী কৃমি, যে অদত্ত গ্রহণ করে সে বলীবর্দ্দ, মৎসরী ভ্রমর, অগ্ন্যুৎসাদী মণ্ডলকুষ্ঠী, শূদ্রাচার্য্য শ্বপাক, গোহর্ত্তা সর্প, স্নেহাপহারী ক্ষয়রোগযুক্ত, অন্নাপহারী অজীর্ণরোগবিশিষ্ট, জ্ঞানাপহারী মূক, চাণ্ডালীগামী ও পুক্কসীগামী অজগর, প্রব্রজিতাগামী মরুপিশাচ, শূদ্রাগামী দীর্ঘকীট, সবর্ণাভিগামী দরিদ্র, জলহারী মৎস্য, ক্ষীরহারী বলাক, বার্দ্ধুষিক অঙ্গহীন, অবিক্রেয়বিক্রয়ী গৃধ্র, রাজমহিষীগামী নপুংসক, রাজাক্রোশকারী গর্দ্দভ, গোগামী মণ্ডুক, যে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করে সে শৃগাল, পরদ্রব্যাপহারী পরপ্রেষ্য এবং মৎস্যঘাতী গর্ভবাসী হইয়া থাকে, ইহারা সকলে তমোর্দ্ধগামী।” স্ত্রীগণও পূর্ব্বোক্ত কারণ বশত পূর্ব্বোক্ত জাতিনিবহে স্ত্রীহইয়া ফল অনুভব করে। মনু বলিয়াছেন:—“ স্ত্রীগণও এই কল্প অনুসারে হরণ করিলে দোষযুক্তা হয় এবং এই সকল জন্তুরই ভার্য্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।”

এই কয়িত্বাদি লক্ষণ কথন প্রায়শ্চিত্তে উন্মুখীভূত ব্রহ্মহাপ্রভৃতির উদ্বেগ জননের নিমিত্ত ; কয়িত্বাদি লক্ষণযুক্তগণের দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রতপ্রাপ্তি অথবা সংসর্গ নিবৃত্তির জন্য নহে। প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয়ের জন্য ; যে পাপের ফল আরম্ভ হইয়াছে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা তাদৃশ পাপের অপূর্ব্ববিনাশে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

যথাকর্ম্মফলং প্রাপ্য তির্য্যক্ত্বং কালপর্য্যয়াৎ।
জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ২১৭ ॥

কার্ম্মুকবিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্যবেধবিষয়ে বেধকর্ত্তা অথবা সেই ব্যাপারের সত্ত্বান্তরকে অপেক্ষা করে না। আরব্ধ ফল নাশের জন্য পাপাপূর্ব্বনাশও অন্বেষণীয় নহে। নিমিত্তকারণীভূত চক্রচীবরাদি বিনষ্ট হইলে তদারব্ধ করকাদি ত বিনষ্ট হয় না। স্বাভাবিক যে কুনখিত্বাদি তাহা কিছুতে অপনয়ন করিতে পারা যায় না। আরও, কৌনখ্যাদি বিকার অনুভূত নরকতির্য্যগ্‌যোনিপ্রভৃতি দুঃখপরম্পরার চরম ফল। তাহা উৎপন্নমাত্রেই তদীয় কারণের অপূর্ব্ব নাশ হয়। যেমন মন্থনজনিত অগ্নি উৎপন্ন হইলেই, তৎকারণ অরণির ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব, ব্রতচর্য্যা পাপবিনাশ অথবা সংব্যবহারের নিমিত্ত নহে। শিষ্টেরা ত কুনখিপ্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ পরিহার করেন না। প্রাচীনমতেও পাপনাশের সহিতই ব্যবহার্য্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ব্রত চর্য্যার আবশ্যক নাই। আর, বশিষ্ঠ যে বলিয়াছেন ;- 'কুনখী ও শ্যাবদন্ত দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে' তাহাও ক্ষামবতীপ্রভৃতির ন্যায় নৈমিত্তিক, পাপক্ষয় অথবা সম্যক্ ব্যবহার্য্যত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নহে, এইরূপ বলিতে হইবে ॥ ২১৬ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

নিজ দুষ্কৃতের অতিরিক্ত না হয় অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুরূপ নরকাদি-ফল ও তির্য্যক্ত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে কর্ম্ম

ততো নিরুত্তনরীভূতাঃ কুলে মহতি ভোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥ ২১৮ ॥
বিহিতস্যানমুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ২১৯ ॥
তস্মাত্তেনেহ কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥ ২২০ ॥

ক্ষীণ হইলে দুষ্টলক্ষণ দরিদ্র এবং পুরুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২১৭ ॥

আর ;-

সেই দুর্লক্ষণ মনুষ্যজন্মের পর, নরকাদি উপভোগদ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতশেষদ্বারা বিদ্যা ধন ও ধান্য সমন্বিত এবং ভোগসম্পন্ন হইয়া মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২১৮ ॥

এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত সমূহে প্ররোচনার জন্য কর্ম্ম-বিপাক বলিয়া, অধুনা সেইরূপ অধিকারী নিরূপণ করিবার নিমিত্ত কহিতেছেন ;-

সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্রাদি যাহা কিছু নিত্য-কর্ম্ম এবং অশুচিস্পর্শাদিতে নৈমিত্তিকরূপে কথিত স্নানাদি কর্ম্ম, এই উভয়ই বিহিত বলিয়া কথিত হয়; সেই বিহিত কর্ম্মের অকরণ ; নিষিদ্ধ সুরাপানাদি কর্ম্মের আচরণ ; এবং ইন্দ্রিয় গণের অনিগ্রহ বশত মনুষ্য পতিত হয় অর্থাৎ প্রত্যবায়ী হইয়া থাকে।

'সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়ে ইচ্ছানুসারে প্রসক্ত হইবে না' এই বচন অনুসারে ইন্দ্রিয়প্রসক্তি নিষিদ্ধ থাকায়

এবং ‘ নিন্দিত ’ শব্দ গ্রহণদ্বারাই ঐ অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায়, কি নিমিত্ত পৃথকরূপে ‘ অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং ’ এইবাক্য বলিলেন ? ইহাতে কথিত হইতেছে :- ইন্দ্রিয়প্রসক্তি নিষেধের একান্ত প্রতিষেধতা নাই ; কেননা, স্নাতকব্রত-মধ্যে ইহার পাঠ আছে, এবং তথায় ‘ এই সকল ব্রত ধারণ করিবে ’ এই ব্রত শব্দাধিকার ও নঞ শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়প্রসক্তি প্রতিষেধ বিষয়ক সংকল্প বিহিত হই-য়াছে। সেই প্রতিষেধ উভয়রূপ, সুতরাং পৃথক্ গ্রহণ করিয়াছেন।

‘ বিহিতের অকরণে প্রত্যবায়ী হয় ’ একথা কিরূপে বলেন ? পুরুষপ্রবর্ত্তনাত্মক অগ্নিহোত্রাদি বিধান ত অনু-ষ্ঠানের প্রত্যবায়হেতুতা উৎপাদন করে না ? ঐ অগ্নি-হোত্রাদি বিধান বিষয়ানুষ্ঠানের পুরুষার্থত্বমাত্র বোধ করাইয়া দেয়; তাবন্মাত্রেই প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় ; কিন্তু অকরণের প্রত্যবায়হেতুত্বের কথা বলে না ; কেমনা, পরিণামে ক্ষীণশক্তিত্বহেতু তাহার উপপত্তি হয় না। আর, যদ্যপি তদনুপপত্তির উপশমে প্রবৃত্তিসিদ্ধির জন্য অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহা হইলেও নিষিধ্যমান প্রত্যবায় পরীহারের নিমিত্ত তদ্দ্বারাই তদ্বর্জ্জনের পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ফলান্তর কল্পিত হয়। ইহা কাহারও সম্মত নহে, যেরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলে অর্থবাদ দ্বারা অবগত প্রত্যবায় পরীহারের জন্যই পুরুষার্থত্ব কল্পিত হয়, সেইরূপ বিহিত কর্ম্মকলাপেও অর্থবাদদ্বারা

অবগত অকরণজন্য প্রত্যবায়পরীহারার্থতা কেন না হয়? এরূপ বলিতে পার না; অগ্নিহোত্রাদি সর্ব্বত্র তাদৃশ অর্থবাদ নাই। যদি বল 'বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য পতিত হয়' এই স্মৃতিই বাক্যশেষস্থানীয় হউক, তাহা হইলেই সকল সামঞ্জস্য হইল? তাহাও নহে; কারণ, বাক্যান্তরপ্রমিত কার্য্যে বাক্যান্তরদ্বারা অর্থবাদ সম্ভব হয় না। যদিই বা কোনরূপে একবাক্যত্ব-দ্বারা অর্থবাদ হয়, তাহা হইলেও, অভাবরূপ বিহিতা-করণ কার্য্যান্তর জন্মাইতে সমর্থ হয় না। ভাল, 'জ্বরে ও অতিসারে লঙ্ঘন পরম ঔষধ' এই আয়ুর্ব্বেদীয় বচন অনুসারে যেমন ভোজনাভাবরূপ লঙ্ঘন জ্বরশান্তির জনক হয়; এস্থলেও সেইরূপে হউক? এরূপ বলিও না; কারণ, সে স্থলেও লঙ্ঘনদ্বারা জ্বরশান্তি হয় না। তবে কি হয়? জ্বরনাশপ্রতিবন্ধক ভোজনাভাব হইলেই জঠরানলের পরিপাকজনিত ধাতুসাম্য হইলেই জ্বরশান্তি হয়, এইরূপ বোধ করিতে হইবে। সুতরাং 'বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য পতিত হয়' কি রূপে এই স্মৃতির গতি হয়? ইহাতে বলিতেছেন;- 'অগ্নিহো-ত্রাদি বিষয়ের অধিকারে অশিষ্টরূপে প্রত্যবায়ের অভি-প্রায়ে ঐরূপ বলিয়াছেন; এরূপ বলিলে আর কোনদোষ রহিল না। ভাল, তাহা হইলে 'ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ব্রাহ্মণ বান্তভোজী উল্কামুখ নামক প্রেতবিশেষ হয়। স্বধর্ম্মবিচ্যুত ক্ষত্রিয় পুরীষশবভোজী কটপূতন

নামক প্রেতবিশেষ হইয়া থাকে। ভ্রষ্টকর্ম্মা বৈশ্য মৈত্রাক্ষজ্যোতিক অর্থাৎ পায়ুদেশে জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট প্রেতবিশেষ হয়। এবং স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত শূদ্র চৈলাশক নামক প্রেতবিশেষ হইয়া থাকে।” বিহিতের অকরণে প্রত্যবায়বিষয়ক এই সমস্ত মনুবচন কিরূপে সংলগ্ন হয়? তাহাতে বলিতেছেন; যে বান্ত ভোজন করিতেছে অথবা যাহার মুখ উল্কাদ্বারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ যে পুরুষ বিহিত কর্ম্ম না করে তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধি না হওয়ায়, অকরণের নিন্দা এবং অনুষ্ঠানের প্ররোচনার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন; এইরূপ বলিলে আর কোন বিরোধ রহিল না। অথবা, বান্তাশী উল্কামুখ প্রেতত্ব পূর্ব্বজন্মের নিষিদ্ধাচরণদ্বারা উৎপাদিত এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানবিরোধী রাগ ও আলস্যাদিজন্য; এইরূপ বলিলে আর কোথাও অভাবের কারণতা রহিল না জানিতে হইবে। ভাল, পুংশ্চলী বানর-খর-দৃষ্ট ও মিথ্যাভিশস্ত প্রভৃতিতে বিহিতের অকরণাদি নিমিত্ত সকলের অন্যতমের অভাবেও কিরূপে প্রত্যবায়িত্ব হয়? প্রত্যবায়িতা না থাকিলে কেনই বা প্রায়শ্চিত্ত বিধান হয়? ইহাতে কহিতেছেন;- এই পাপক্ষয়নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তবিধান হইতেই জন্মান্তরে আচরিত নিষিদ্ধসেবাদিজন্য পাপাপূর্ব্ব সমাক্ষিপ্ত হইতেছে। মিথ্যাভিশাপাদি তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা অপনেয়, ইহাদ্বারা তাহাই অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই কল্পিত হইতেছে; কেননা পুরুষপ্রযত্নের অপেক্ষা না করিয়াই

কার্য্যরূপ পাপ উৎপন্ন হয় ইহা অনুপপন্ন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ই কর্ত্তৃসমবায়ী, এইরূপ নিয়ম থাকায়, পুংশ্চলী প্রভৃতিকৃত প্রযত্নদ্বারা পুরুষান্তরে পাপোৎপত্তি হয়, অতএব প্রায়শ্চিত্তে তিনটি নিমিত্ত গণনা করাই যুক্ত হইতেছে। মনু কহিয়াছেন ;- 'বিহিত কর্ম্ম না করিলে, নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রসক্ত হইলে নরেরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।' এস্থলে যে নরশব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিলোমজাত গণেরও প্রায়শ্চিত্তাধিকারের জন্য। কেননা, তাহাদেরও অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম সম্ভবিতে পারে। যখন এইরূপে নিষিদ্ধাচরণাদি দ্বারা প্রত্যবায়ী হয়, তখন যে পুরুষ নিষিদ্ধাচরণাদি করিয়াছে, তাহার ইহলোক এবং পরলোকেও বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। এই প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি পাপক্ষয়জনক নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষে রূঢ়। আরও প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপকর্ত্তার অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হয় এবং লোকসকলও তাহার সহিত সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার করিবার জন্য প্রসন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ বলায় প্রায়শ্চিত্তাধিকারে যে নৈমিত্তিক তাহা প্রদর্শিত হইল। তাহাতে জাতেষ্টি ন্যায়ে অর্থবাদগত দুরিতক্ষয়ও স্বীকার করা হইল। 'দুরিতক্ষয়াভিলাষিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়,' এরূপ বলায় প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যটি কাম্য বলিয়া শঙ্কা করিবে না ; কারণ ;- 'যেহেতু অকৃতপ্রায়শ্চিত্তগণ পরলোকে উপভুক্ত দুষ্কৃতশেষদ্বারা কুনখিত্বাদি নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অতএব পাপনির্হরণের জন্য প্রায়-

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্॥ ২২১॥
তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহানিরয়শাল্মলী।
রৌরবং কুড্মলং পুতিমৃত্তিকং কালসূত্রকং॥ ২২২॥
সঙ্ঘাতং লোহিতোদঞ্চ সবিষং সম্প্রপাতনং।
মহানরককাকোলং সঞ্জীবনমহাপথং॥ ২২৩॥
অবীচিমন্ধতামিস্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকং॥ ২২৪॥
মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা।
অন্বিতা যান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ॥ ২২৫॥

শ্চিত্ত নিয়ত কর্ত্তব্য।' এই বচনে অকরণে দোষ শ্রুতি থাকায় প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা অবগতি হইতেছে॥২১৯। ।২২০॥

প্রায়শ্চিত্তের অকরণে দোষ কহিতেছেন ;—

শাস্ত্রার্থব্যতিক্রমজনিত পাপসমূহে প্রসক্ত পুরুষগণ 'আমি দুষ্কর্ম করিয়াছি' এইরূপ উদ্বেগরহিত হইলে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, দুঃসহ নরকে গমন করে॥২২১॥

নরকের স্বরূপ প্রকাশার্থ কহিতেছেন ;—

তামিস্র, লোহশঙ্কু, মহানিরয়, শাল্মলি, রৌরব, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, লোহিতোদ, সবিষ, সম্প্রপাতন, মহানরক, কাকোল, সঞ্জীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন ও তাপন এই একবিংশতি নরক ; ইহারা সকলেই অন্বর্থনাম। মহাপাতক ও উপপাতকজনিত ভয়ঙ্কর দুরিতবিশিষ্ট অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পুরুষাধমগণ দ্যোতিত ও স্থানান্তরভেদে

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে॥ ২২৬ ॥

এই সমস্ত নরকে গমন করে। ইহাদ্বারা উপাত্ত দুরিত নাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইল॥ ২২২॥ । ২২৩ । ২২৪ । ২২৫ ॥

তাহাতে বিশেষ কহিতেছেন ;—

অজ্ঞানবশত যে পাপ কৃত হয়, তাহা বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্ত-সকলদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। কাম অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপকৃত হয় তাহা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাতে প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক বচনবলে ইহলোকে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। এস্থলে 'অজ্ঞানবশত যে পাপ কৃত হয় তাহা বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্তসকলদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে' এইরূপ উপক্রম থাকায় প্রতিযোগিতাপ্রযুক্ত 'অজ্ঞান পূর্ব্বক' এইরূপ বক্তব্য হইলেও যে 'কাম পূর্ব্বক' এইরূপ বলি-লেন তাহা 'জ্ঞান ও কাম' শব্দের তুল্যত্ব প্রদর্শনের জন্য। তথাহি 'অকামগণের যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, কামবশত তাহার দ্বিগুণ হয়' 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যে অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত'। এবং 'যদি শূদ্রা অজ্ঞানবশত কোনরূপে ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক অধিগতা হয়, তাহা হইলে তিন কৃচ্ছ্র করিবে, কিন্তু জ্ঞান-পূর্ব্বক হইলে দ্বিগুণ হইবে।' এই সকল অপূর্ব্ববচনদ্বারা 'জ্ঞান ও কামের' তুল্য প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হওয়ার উভয়ের তুল্যফলভাই হইতেছে। আর, স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তি বিষয় জ্ঞান ও কামনা এই উভয়নিয়ত ; কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলেই আর ঐ স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তি হয় না। এই-

জন্যই 'কামত' এইরূপ বলিয়াছেন। 'জ্ঞানত ও অজ্ঞানত' এরূপ বলিলেও তাহাতে 'কাম' প্রাপ্ত হওয়া যাইত; কারণ, উভয়ের পৃথগ্ভাব নাই। চৌরাদি কর্ত্তৃক বলসহকারে পাপে প্রবর্ত্ত্যমান পুরুষের বিষয়জ্ঞান সত্ত্বেও কামনাভাব না থাকায় অপৃথগ্ভাবও নাই, এরূপ বলিতে পার না; কারণ, তাহাতে বিদ্যমান যে জ্ঞান তাহার প্রবৃত্তিহেতুত্ব না থাকায় তাহাকে অবিদ্যমান বলিয়াই ধরিতে হইবে। যেমন, শুষ্কে পতনেচ্ছু ব্যক্তির ভ্রমবশত কর্দ্দমে পতন হইলে, তাহাতে বাস্তবজ্ঞান না থাকায় তদ্বিষয়িণী কামনারও অভাব থাকে, এখানেও সেইরূপ অজ্ঞান ও অকামনা উভয়ের অব্যভিচার। ভাল, 'প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ নষ্ট হয়' ইহা অযুক্ত; কারণ, কর্ম্ম ফল-বিনাশ্য অর্থাৎ ফল হইলেই কর্ম্মের বিনাশ হইয়া থাকে? এরূপ বলিও না; যেমন পাপের উৎপত্তি শাস্ত্রগম্য, তাহার পরিক্ষয়ও তদ্রূপ শাস্ত্রগম্য, সুতরাং ইহাতে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। এই জন্যই গৌতমও পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষভঙ্গী ক্রমে এই অর্থ দেখাইয়াছেন; তাহাতে 'প্রায়শ্চিত্ত করিবে; প্রায়শ্চিত্ত করিবে না' এইরূপ মীমাংসা করেন। কেহ বলেন, করিবে না, কেননা কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অপরে বলেন, করিবে। পুনর্ব্বার স্তোমদ্বারা যজ্ঞ করিয়া পুনর্ব্বার সবন সম্পাদন করে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি দ্বিজাতিকর্ম্মে যোগ্য হয়, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়; যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সে

ভ্রূণহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হয়॥ এটি অর্থবাদমাত্র, এরূপ বলিও না; যেস্থলে অধিকারী বিশেষরূপে আকাঙ্ক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই রাত্রিসত্রন্যায়ে আর্থবাদিক ফলকল্পনা ন্যায্য অতএব প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ নষ্ট হয়, ইহা যুক্তই হইতেছে। ভাল, কামকৃতবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত না থাকায় কিরূপে ব্যবহার্য্যত্ব হইতে পারে? কারণ 'কোন অভিসন্ধি না করিয়া যে পাপ কৃত হয়, তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।' এই বশিষ্ঠবচন, এবং 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবধে এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল; কিন্তু, কামকৃত ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই।' এই মনুবচনে উল্লিখিত কামকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্তাভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে? এরূপ বলিও না; কারণ 'যে মনুষ্য কোনরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক মহাপাপ করে, ভৃগুপ্রপতন (উচ্চহইতে পতন) অথবা অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন তাহার নিষ্কৃতি নাই।' এবং 'অকামকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, কামকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ হয়।' এই দুই বচনে কামকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত দেখা যাইতেছে। বশিষ্ঠের যে বচন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, অকামকৃত অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিকর; কিন্তু, কামকৃত অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের অভাবের জন্য নহে। 'ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা' ইত্যাদি যে মনুবচন আছে, তাহাতে 'ইয়ং' এই সর্ব্বনাম দ্বারা পরামৃষ্ট যে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতচর্য্যা; 'কামকৃত ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতি নাই' এই বচনদ্বারা তাহারই প্রতিষেধ হইতেছে; কিন্তু, প্রায়শ্চিত্তমাত্রের প্রতিষেধ নহে;

কেননা, তাহাতে মরণান্তিকাদি প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হই-য়াছে। ভাল, যখন কামকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তখন অবিশেষবশত পাপক্ষয়ও কেনই বা না হইবে? যদি পাপক্ষয় না হয়, তবে ব্যবহার্য্যতাই বা কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে কহিতেছেন ;- উভয় প্রায়শ্চিত্তের অবিশেষ হইলে যে ফলবিশেষ আছে, তাহা শাস্ত্রানুসারে জানা যাইতেছে। অজ্ঞানকৃত পাপে সর্ব্বত্রই প্রায়-শ্চিত্তদ্বারা পাপক্ষয় হইবে। যথায় 'ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী, মাতৃপিতৃযোনিসম্বন্ধাগামী, স্তেন, নাস্তিক, নিন্দিতকর্ম্মাভ্যাসী, অপতিতত্যাগী, পতিত এবং পাতক-সংযোজন' এই গৌতমোক্ত মহাপাতকাদিতে ব্যবহা-র্য্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই পতনীয় কর্ম্ম কামকৃত হইলে ব্যবহার্য্যত্বমাত্র হইবে, পাপক্ষয় হইবে না। পাপ-ক্ষয় না হইলেও ব্যবহার্য্যত্ব অনুপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, পাপের দুই শক্তি, নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহার-নিরোধিকা ; তাহাতে নরকোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ না হইলেও ব্যবহার নিরোধিকা শক্তির বিনাশ অনুপ-পন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং পাপ না যাইলেও ব্যবহা-র্য্যত্ব উপপন্ন হইতেছে। মনুর যে বচন আছে 'পণ্ডি-তেরা অকামকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন ; কোন কোন আচার্য্য (ইন্দ্রের যতিহননাদি বিষয়ক) শ্রুতি-নিদর্শন বশত কামকৃত পাপেও প্রায়শ্চিত্ত হয়, বলিয়া-ছেন।' তাহাও কামকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্তির জন্য; পাপক্ষয় প্রতিপাদনের জন্য নহে। যে পাপে পতিত

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনস্তথৈব গুরুতল্পগঃ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ২২৭ ॥

না হয়, এরূপ পাপ কামকৃত হইলেও, তাহা প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা নিশ্চয়ই ক্ষয় হয়। মনু বলিয়াছেন;- 'অকামকৃত পাপ বেদাভ্যাসদ্বারা নষ্ট হয়; মোহবশত ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিলে তাহা (বিদ্যা-ধন-তপস্যাদি) পৃথগ্বিধ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। পতনীয় পাপ কামকৃত হইলেও মরণান্তিকাদি প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই পাপ-ক্ষয় হইবে। কেননা, ঐ মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তে ব্যব-হার্য্যত্বাদি ফলান্তর নাই। আপস্তম্বের স্মরণ আছে;- 'এই মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের ইহলোকে কোন ফল-লাভের প্রত্যাশা নাই; পরন্তু, ইহাদ্বারা পাপ নষ্ট হই-বেই' ॥২২৬॥

নিষিদ্ধাচরণাদি প্রায়শ্চিত্তে নিমিত্ত, এইরূপ যে বলি-য়াছেন, তাহাই প্রপঞ্চিত করিবার জন্য কহিতেছেন;-

হন্ ধাতুটি প্রাণবিয়োগকর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। যে ব্যাপারের অনতিপরক্ষণে অথবা কালান্তরে কারণা-ন্তর নিরপেক্ষ প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাই হন্ ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ। যে ব্রাহ্মণকে হনন করিয়াছে, সেই ব্রহ্মহা। যে নিষিদ্ধ সুরাপান করে, সেই মদ্যপ। যে ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণের হর্ত্তা, সেই স্তেন। আপস্তম্বের স্মরণ আছে যে 'ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহরণ মহাপাতক।' গুরুতল্পগ অর্থাৎ গুরুভার্য্যাগামী। তল্প শব্দটি শয্যাবাচী হইলেও সাহচর্য্য বশত ভার্য্যাই লক্ষিত হইতেছে। এই ব্রহ্মহা-

প্রভৃতি মহাপাতকী। যাহারা পাতিত করে, তাহারাই পাতক; ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি ঐ পাতকশব্দের অভিধেয়। মহৎ শব্দদ্বারা ঐ পাতকশব্দের গুরুত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। যাহারা তদ্বিশিষ্ট তাহারাই মহাপাতকী। এইরূপ সংজ্ঞা-করণ লাঘবের জন্য। যে সেই ব্রহ্মঘাতিপ্রভৃতি প্রত্যে-কের সহিত সহবাস করে, সেও ‘ইহাদের সহিত যে এক বৎসর বাস করিবে, সে তাহাদের সদৃশ’ এই বক্ষ্য-মাণ ন্যায় অনুসারে মহাপাতকী। তথা শব্দটি প্রকার বাচক; ইহা অনুগ্রাহক ও প্রয়োজকাদি কর্ত্তৃসংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পলায়মান অমিত্রকে উপ-রোধ করত পর হইতে হন্তাকে রক্ষা করিয়া হন্তার দৃঢ়তা জন্মাইয়া উপকার করে, সেই অনুগ্রাহক। এই জন্য মনু অনুগ্রাহকের হিংসাফলসম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। যথা ‘এককার্য্যে প্রবৃত্ত বহু শস্ত্রধারীর মধ্যে, যদি একজন হনন করে তবে সকলেই ঘাতক বলিয়া স্মৃত হয়।’ আপস্তম্ব প্রয়োজকপ্রভৃতিরও ফলসম্বন্ধ বলিয়াছেন;– ‘যে কর্ম্মের ফল স্বর্গ ও নরক, প্রযোজয়িতা অনুমন্তা ও কর্ত্তা ইহারা সকলেই সেই ফলের ভাগী; তন্মধ্যে যে সেই কর্ম্মে সম-ধিক যত্নবান্, সে বিশেষ ফল ভোগ করে।’

অপ্রবৃত্তের যে প্রবর্ত্তক তাহাকে প্রয়োজক বলে। সেই প্রয়োজক তিন প্রকার;– আজ্ঞাকর্ত্তা, প্রার্থনাকারী ও উপদেষ্টা। যে উচ্চব্যক্তি নিজ অধীনস্থ ভৃত্যবর্গকে ‘আমার শত্রুকে বধ কর’ এইরূপে নিয়োগ করে, সে আজ্ঞাকর্ত্তা। যে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া ‘আমার শত্রুকে

হনন;করুন’ এইরূপ প্রার্থনাদ্বারা উক্তকে প্রবর্ত্তিত করে সে প্রার্থনাকারী। এই উভয়ের প্রযোক্তৃত্ব কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই। ‘তুমি শত্রুকে এইরূপে হনন কর’ এতাদৃশ মর্ম্মোদ্‌ঘাটনাদি উপদেশপুরঃসর যে নিযোজিত করে, তাহাকেই উপদেষ্টা কহে। ইহার ফল প্রযোজ্য-গত। এই ইহাদের ভেদ প্রদর্শিত হইল।

যে প্রবৃত্তের প্রবর্ত্তক সেই অনুমন্তা। সেই অনুমন্তা দুই প্রকার;- কেহ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করে; এবং কেহ পরের জন্য অনুজ্ঞা দেয়। ভাল, অনুমতি প্রদানটি কিরূপে হিংসার হেতু হইতে পারে? প্রাণবিয়োগের উৎপাদন দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃব্যা-পার অন্যত্র আছে বলিয়া, প্রয়োজকের ন্যায় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কর্ত্তার প্রবৃত্তির উৎপাদনদ্বারা প্রবৃত্তের প্রবর্ত্তক বলিয়া, অথবা ‘উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছ’ এইরূপে প্রবৃত্তকে অনুজ্ঞা দেয় বলিয়া, অনুমন্তার হিংসাহেতুত্ব শঙ্কা করিতে পার না; কেননা, তাদৃশ অনুমননের হিং-সার প্রতি হেতুতা নাই এবং তাহা ব্যর্থ। ইহাতে উত্তর কহিতেছেন;- যথায় স্বয়ং মনে মনে প্রবৃত্ত হইয়াও রাজা-দি পারতন্ত্র্য বশত প্রবৃত্তির বিচ্ছেদভয়ে অথবা আগামি দণ্ডের ভয়ে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া রাজাদির অনুমতির অপেক্ষা করে, তথায় অনুমতি হন্তার প্রবৃত্তিকে দৃঢ় করিয়া হিংসাজন্য ফলের হেতু হইয়া থাকে।’ সেইরূপ, যে ভর্ৎসন তাড়ন বা ধনাপহরণাদিদ্বারা পরকে কোপিত করে, সেও মরণহেতুভূত ক্রোধের উৎপাদনদ্বারা অবশ্যই

হিংসার হেতু হয়। এই জন্যই বিষ্ণু বলিয়াছেন, ‘ক্রো-
ক্রুষ্টতাড়িত অথবা ধনবিয়োজিত হইয়া, যাহাকে উদ্দেশ
করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেও ব্রহ্মঘাতক বলিয়া
থাকে।’ আর ‘জ্ঞাতি মিত্র কলত্র সুহৃৎ বা ক্ষেত্রের
জন্য যাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহা-
কেও ব্রহ্মঘাতক বলিয়া থাকে।’ উপক্রোশাদি করিলেও
কোন ব্যক্তির ক্রোধ উৎপত্তি হয় না; তদ্দর্শনে উপ-
ক্রোশ যে ক্রোধোৎপত্তির কারণ নহে, এরূপ আশঙ্কা
করিও না। কেননা, পুরুষের স্বভাব বিচিত্র; বিশে-
ষতঃ, যাহারা অল্প কারণেই রোষাবিষ্ট হয়, সেই সকলে
ইহার ব্যভিচার নাই, সুতরাং অকারণতা হইতেছে না।
এই অনুগ্রাহক ও প্রয়োজকপ্রভৃতির মধ্যে প্রত্যাসত্তি ও
ব্যবধান বশতঃ এবং ব্যাপারগত গুরুত্ব ও লঘুত্বের
জন্য ফলগত গুরুত্ব ও লঘুত্বহেতু প্রায়শ্চিত্তের গৌরব ও
লাঘব জানিতে হইবে। বচন আছে যে ‘যে সবিশেষ
যত্নবান্, সে বিশেষ ফল ভোগ করে।’ স্বয়ং হিংসায়
প্রবৃত্ত হওয়ায় স্বাধীনকর্তৃত্ব হইলেও অনুগ্রাহকের সাক্ষাৎ
প্রাণবিয়োগসাধক খড়্গপ্রহারাদি ব্যাপারযোগিত্ব না
থাকায়, সাক্ষাৎকর্ত্তার ন্যায় সমধিক হিংসারম্ভকত্বের
অভাব বশতঃ তদপেক্ষা অল্প ফল ও অল্প প্রায়শ্চিত্ত
হইবে। প্রয়োজকের স্বতন্ত্ররূপে কর্ত্তার প্রবৃত্তিজনকত্ব-
হেতু ব্যবধান থাকায় তাহা অপেক্ষা অল্পফল। প্রয়ো-
জকপ্রভৃতির মধ্যে পরের জন্য প্রবৃত্ত হওয়ায় উপদেষ্টার
অল্পফলত্ব। তাল, প্রয়োজকহস্তস্থানীয়ত্ব হেতু প্রয়ো

জ্যের ফলসম্বন্ধ যুক্ত নহে; কারণ, যদি অপরের নিয়োগ অনুসারে প্রবর্ত্তমান পুরুষের ফলসম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে মূল্যদ্বারা প্রবর্ত্তমান স্থপতি ও তড়াগখনক প্রভৃতিরও স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে? ইহাতে কহিতে-ছেন;- 'শাস্ত্রফল প্রয়োজককে গমন করে' এই ন্যায় অনুসারে দেব কূপ ও তড়াগনির্ম্মাণাদি, অধিকারী যে কর্ত্তা সেই ফলজনক। স্থপতি ও তড়াগখনিতৃপ্রভৃতি দেব কূপ ও তড়াগপ্রভৃতি করণাদিতে অধিকারী নহে; কারণ, তাহাতে তাহাদের স্বর্গকামনা নাই। পরন্তু, এস্থলে পরের নিয়োগ অনুসারে প্রবর্ত্তমান হইয়া অহিং-সায় অধিকারিত্ব হেতু ব্যতিক্রম নিবন্ধন দোষ অবশ্যই হইবে। প্রয়োজকের কার্য্য হইতে অনুমননের বহির-ঙ্গত্ব ও লঘুত্বহেতু প্রযোজক হইতে অনুমন্তার অল্প-ফলত্ব। প্রবৃত্তির হেতুভূত রোষজনকত্বরূপে ব্যবধান থাকায় এবং মরণানুসন্ধান ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হওয়ায় আক্রোশকাদি নিমিত্তকর্ত্তার ফল অনুমন্তার ফল অপে-ক্ষা অল্প। ভাল, যদি ব্যবহিতেরও কারণত্ব হয়, তবে হননকারিপুরুষোৎপাদনদ্বারা মাতাপিতারও হননকর্তৃত্ব প্রসঙ্গ হইতে পারে? ইহাতে কহিতেছেন;- পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব থাকিলেই কারণত্ব হয় না; কেননা, তাহা হইলে কার্য্যের যে কারণ তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব হইতে পারে। যাহা স্বরূপাতিরিক্ত কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারযোগি তাহাই কারণ; যদি রথন্তরসামবর মন্ত্রের পাঠবশত সোমযাগপ্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ইহার প্রথমাহুতিত্ব

সোমেরই হয়। 'ঐন্দ্রবায়বাগ্র গ্রহণগকে গ্রহণ করিবে' এই রথন্তরসামতার ন্যায় যজ্ঞের ঐন্দ্রবায়বাগ্রতাতে সোমযাগ স্বরূপত কারণ নহে; তাহা হইলে ব্যভিচার হয়। মাতাপিতার তাদৃশ কারণলক্ষণযোগিত্ব নাই, সুতরাং অতিপ্রসঙ্গ হইতেছে না। এই ন্যায় অনুসারেই ধর্ম্মাভিসন্ধিতে নির্ম্মিত কূপবাপীপ্রভৃতিতে অনবধানবশত পতিত ব্রাহ্মণাদির মরণে খনককারয়িতার দোষ নাই। তথায় আক্রোশাদির ন্যায় 'ইহাদ্বারা কূপ খানিত হইয়াছে, অতএব আমি ইহাতে আপনাকে ব্যাপাদিত করি' এইরূপ কূপখননিমিত্তক ব্যাপাদন নাই; অতএব কূপকর্ত্তারও কারণকারণত্ব আছে, হিংসাহেতুত্ব নাই; সুতরাং, তাহাদের দোষ মাতাপিতার তুল্যই। সেইরূপ কোথাও হিংসানিমিত্তযোগিত্ব থাকাতেও, পরের উপকারার্থে প্রবৃত্ত বলিয়া বচনবলে দোষের অভাব হয়। যেমন, সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন ;- 'গোর চিকিৎসানিমিত্তক বন্ধনে এবং মূঢ়গর্ভবিমোচনে, যদি যত্ন করিলেও মৃত হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে গো বা ব্রাহ্মণাদিকে ঔষধ স্নেহ বা আহার দেয়, যদি তাহার সেই ঔষধাদি প্রদানে বিপত্তি হয়, তাহা হইলেও সে পাপান্বিত হয় না। যাহারা প্রাণরক্ষার জন্য দাহ (দাগ দেওন), ছেদ (অস্ত্রাদিদ্বারা ছেদন), এবং শিরাভেদ করে, তাহাদের সেই কার্য্যজন্য বিপত্তি হইলে প্রায়শ্চিত্ত নাই।' ইহা আদান ও নিদানে নিপুণ চিকিৎসকের বিষয়ে। অপরের বিষয়ে 'মিথ্যাচারী ভিষক্ দণ্ডনীয়' এইস্থলে দোষ দর্শিত

গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্বধঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনং॥ ২২৮॥

হইয়াছে। যথায় ক্রোধনিমিত্ত আক্রোশাদি কর্মকারীর নাম গ্রহণ করিয়া উন্মাদাদি দ্বারা আপনাকে ব্যাপাদিত করে, সেস্থলেও দোষ হয় না। স্মরণ আছে;- 'যে কোন দ্বিজ অকারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সেই হননজন্য দোষ তাহারই হইবে; যাহার নাম গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার কোন দোষ হইবে না।' সেইরূপ, যেস্থলে আক্রোশাদিদ্বারা জাতক্রোধ হইয়া, খড়্গাদিদ্বারা আপনাকে প্রহার করত, মরণের পূর্ব্বে আক্রোশাদিকারিকর্ত্তৃক ধনাদিদ্বারা সন্তোষিত হওত, যদি জনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সকলকে 'ইহাতে আক্রোশকের অপরাধ নাই' এইরূপ শ্রবণ করায়, সে-স্থলেও বচনবলে অদোষ জানিতে হইবে। বিষ্ণু বলিয়াছেন;- 'আক্রোশাদিদ্বারা জাতক্রোধ হইয়া আপনাকে আঘাত করত, যদি (ধনাদিদ্বারা) তোষিত হইয়া (অপরকে ঘাতকের অদোষ) শ্রবণ করায়, তাহা হইলে দুই-জন শুনিলেই সেই ব্যক্তির মরণে (আক্রোশ কারীর) দোষ নাই।' এই প্রয়োজকপ্রভৃতির দোষের গুরুত্ব ও লঘুত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্ত বলিব॥২২৭॥

যে সকল পাপ ব্রহ্মহত্যার তুল্য, তাহা কহিতেছেন;-

গুরুগণের অধিকরূপে অধিক্ষেপ অর্থাৎ অনৃতাভি-শংসন। 'গুরুর অনৃতাভিশংসন' এইরূপ গৌতমের স্মরণ আছে। এই অনৃতাভিশংসন, লোকের অবিদিত

নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্ম্যমুৎকর্ষঞ্চ বচোঽনৃতম্ ।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু ॥ ২২৯ ॥

দোষ কথন বিষয়ে। আপস্তম্বের স্মরণ আছে ;- ' পূর্ব্বে দোষ না জানিয়া পরকে বলিবে না ; যে সেইরূপ বলিবে তাহাকে ব্যবহারে লইয়া যাইবে।' নাস্তিক্যের অভিনিবেশ দ্বারা বেদের নিন্দাকরণ। মিত্র এবং অব্রাহ্মণের বধ। অসৎশাস্ত্রে আসক্তি অথবা আলস্যাদিদ্বারা অধীত বেদের বিস্মরণ। এই সমস্ত প্রত্যেকে ব্রহ্মহত্যাতুল্য। আর ' স্বাধ্যায় অগ্নি ও সুত ত্যাগ' এস্থলে অধীত ত্যাগকে যে উপপাতকের মধ্যে গণনা করিয়াছেন, তাহা কোনরূপে কুটুম্বভরণাকুলতা অথবা অসৎ-শাস্ত্রব্যগ্রতা বশত বিস্মরণে জানিতে হইবে ॥ ২২৮ ॥

যে সকল পাপ সুরাপানতুল্য, তাহা কহিতেছেন ;- ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ লশুনাদি ভক্ষণ। মনু বলিয়াছেন;- ' মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক ছত্রাক, বিড়্বরাহ (গ্রাম্য শূকর), লশুন, গ্রামকুক্কুট, পলাণ্ডু, এবং গৃঞ্জন (গাজর) ভক্ষণ করিলে, পতিত হইবে।' অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভোজনে প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে। মনুই বলিয়াছেন যে ;- ' অজ্ঞান বশত ছত্রাকাদি ছয় দ্রব্য ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন অথবা যতিচান্দ্রায়ণ করিবে। অবশিষ্ট সকলে উপবাস করিবে।' জৈহ্ম্য (কৌটিল্য) অর্থাৎ মনের একরূপ অভিলষিত সত্ত্বে অন্যবিধ কথন এবং তদ্ভূতয় হইতে অন্যবিধ করণ। এস্থলে জৈহ্ম্য শব্দ যদিও সামান্যত উক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব বশত নিষিদ্ধেরও

অশ্বরত্নমনুষ্যস্ত্রীভূধেনুহরণং তথা।
নিক্ষেপস্য চ সর্ব্বং হি সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্॥ ২৩০॥
সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষ্বন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু সুতস্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতম্॥ ২৩১॥

গুরুবিষয় জৈষ্ঠ্যহেতু গৌরব অবগতি হইতেছে। নৈমিত্তিক পর্য্যালোচনাদ্বারা নিমিত্তের বিশেষাবগতিও আছে। যেরূপ 'যাহার উভয় অগ্নি অনুগত হয়, তথায় প্রায়শ্চিত্তি পুনরায় আধেয় অভিনির্ম্মোচিত করিবে।' এই স্থলে 'উভয়' এই পদটি নিমিত্তের বিশেষণ হওয়ায় হবির উভয়ত্বের ন্যায় অবিবক্ষিত থাকিলেও অগ্নিদ্বয়-নিষ্পাদক পুনরাধেয়রূপ নৈমিত্তিক বিধিবলে অগ্নিদ্বয়ানুগতিই নিমিত্তরূপে কল্পিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ ; সুতরাং নিমিত্তের গুরুত্ব কল্পনা যুক্তই হইতেছে। সমুৎকর্ষের নিমিত্ত রাজকুলাদিতে চতুর্ব্বেদী না হইয়াও আপনাকে চতুর্ব্বেদী বলিয়া কথন। এবং কামবশে রজস্বলার মুখাসব সেবন। এই সমস্ত সুরাপানসদৃশ ॥ ২২৯ ॥

যে সকল পাপ সুবর্ণস্তেয়ের সদৃশ, তাহা কহিতেছেন ;—

ব্রাহ্মণসম্বন্ধি অশ্ব রত্ন মনুষ্য স্ত্রী ভূমি ও ধেনু এবং সুবর্ণব্যতিরিক্ত নিক্ষেপের হরণ ; এই সমস্ত সুবর্ণস্তেয়ের সদৃশ জানিতে হইবে ॥ ২৩০ ॥

যে সকল পাপ গুরুতল্পের সদৃশ, তাহা কহিতেছেন ;—

সখা অর্থাৎ মিত্রের ভার্য্যা ; কুমারী অর্থাৎ উত্তমজাতীয় কন্যা ; এই সকলে। 'সবর্ণা অনুলোমজাতা স্ত্রীতে গমন করার দোষ না থাকার হেতু নাই ; কিন্তু,

অনুলোমজাতা স্ত্রী অকামা হইলে দণ্ডনীয় হইবে। নখক্ষতাদিদ্বারা কুমারীকে দূষিত করিলে করচ্ছেদরূপ দণ্ড হইবে। এবং সকামা অথবা অকামা উত্তমজাতীয়া স্ত্রীতে গমন করিলে বধদণ্ড হইবে।” এই বচনে উত্তম-জাতীয়া স্ত্রীবিষয়ে দণ্ডবিশেষ প্রতিপাদন করায় তাহা-তেই প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব উক্ত হইয়াছে। ভগিনী; চাণ্ডালী; সমানগোত্রা; এবং সুতস্ত্রী অর্থাৎ স্নুষা; এই সকলে গমন, প্রত্যেকেই গুরুতল্পসদৃশ। ‘ভগিনী কুমারী চাণ্ডালী মিত্রভার্য্যা ও পুত্রপত্নী, এই সকলে যে রেতঃ-সেক তাহাকে গুরুভার্য্যাগমনের সমান বলিয়া থাকেন’ ইত্যাদি মনুবচনে “রেতঃসেক” এই শব্দটি বিশেষরূপে গ্রহণ করায়, এই গমন শব্দটি রেতঃসেকের পর পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। রেতঃসেকপর্য্যন্ত না হইলে গুরুতল্পের সমান হইবে না। তাদৃশ রেতঃসেকবিহীনগমনে অল্পই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সগোত্রা শব্দ গ্রহণদ্বারা সিদ্ধ হইলেও পুনর্ব্বার যে “সুতস্ত্রী” বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শ্চিত্তের গৌরব প্রতিপাদনের জন্য। গুরুগণের অধিক্ষেপ প্রভৃ-তিকে যে ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতির সমান বলিলেন, ইহা গুর্ব্ব-ধিক্ষেপাদি পাপে ব্রহ্মহত্যাদিনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের উপ-দেশের জন্য। ভাল! বেদনিন্দাপ্রভৃতিতে দোষের অল্পত্বহেতু গুরুতর ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হইতেছে না? এরূপ বলিও না; গুরুপ্রায়শ্চিত্তের উপদেশবলে দোষেরও গুরুত্ব জানা যাইতেছে। এই বচন ব্রহ্মহত্যাদি

প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশের জন্য নহে, কিন্তু দোষের গৌ-রবপ্রতিপাদকমাত্র; এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, যদি দোষের গৌরবপ্রতিপাদকমাত্র বল, তাহা হইলে 'ইহা ব্রহ্মহত্যার সদৃশ, ইহা গুরুতল্পের সদৃশ' ইত্যাদি ভেদদ্বারা সমত্বকথনটি উপপন্ন হয় না। ফলত সমশব্দ দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ায়, ঐ প্রায়শ্চিত্তটি যে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, ইহাই উপদিষ্ট হইতেছে। যেহেতু 'মন্ত্রী রাজার সমান' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে সম শব্দের কিঞ্চিৎ-হীন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। বিশে-ষত, মহৎ পাতকের সহিত ইতর পাতকের তুল্যত্ব অযুক্ত। এরূপ হইলেও যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্রহ্মত্যাগ বেদনিন্দা ও সুহৃদ্বধপ্রভৃতিকে ব্রহ্মহত্যার সমান বলিয়া-ছেন, তাহাদিগকে মনু যে 'অনভ্যাসদ্বারা অধীতবেদের বিস্মরণ, অসৎ শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা বেদের নিন্দা করণ, সাক্ষ্যে মিথ্যাকথন, অব্রাহ্মণ ও মিত্রের বধ, গর্হিত লশুনাদি ও অখাদ্য পুরীষাদি ভোজন, এই সমস্ত সুরাপান সম' এই বচন দ্বারা সুরাপানসম বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শ্চিত্তের বিকল্পের জন্য। অপর যে সকল বচনে বিরোধ আছে, তাহাও এইরূপেই পরিহার করিতে হইবে। 'গুরুর মিথ্যা দোষ খ্যাপন করিলে, দ্বাদশরাত্র ব্রত আচরণ করত সচেল স্নান করিয়া গুরুর প্রসাদে শুদ্ধ হয়' এই বচনে কথিত যে লঘু প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, তাহা অজ্ঞান কৃত সকৃৎ অনুষ্ঠানে জানিতে হইবে॥ ২৩৭॥

পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্নুষামপি।
মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াং তথা ॥ ২৩২॥
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ।
লিঙ্গং ছিত্ত্বা বধস্তত্র সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥ ২৩৩ ॥

গুরুতল্পের অতিদেশ কহিতেছেন ;——

পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা মাতুলানী পুত্রবধূ মাতৃসপত্নী ভগিনী আচার্য্যকন্যা আচার্য্যপত্নী ও দুহিতা এই সকলে গমন করিলেও গুরুতল্পগামী হইবে। রাজা তাদৃশ ব্যক্তির লিঙ্গ ছেদন করিয়া বধরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও তাহাই হইবে। চ শব্দ থাকায় রাজ্ঞী ও প্রব্রজিতাপ্রভৃতির গ্রহণ জানিতে হইবে। নারদ বলিয়াছেন ;- 'মাতা মাতৃস্বসা শ্বশ্রূ মাতুলানী পিতৃ-স্বসা পিতৃব্যপত্নী মিত্রভার্য্যা শিষ্যস্ত্রী ভগিনী ভগিনী-সখী পুত্রবধূ দুহিতা আচার্য্যভার্য্যা সগোত্রা শরণাগতা রাজ্ঞী প্রব্রজিতা ধাত্রী সাধ্বী-স্ত্রী ও বর্ণোত্তমা-স্ত্রী, এই সকলের অন্যতমা স্ত্রীতে গমন করিলে গুরুতল্পগামী বলিয়া উক্ত হয়। তথায় উপস্থচ্ছেদন ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডই বিহিত নাই।' এস্থলে রাজ্ঞী শব্দে রাজ্যের যে কর্ত্তা, তাহারই ভার্য্যা জানিতে হইবে, সামান্যত ক্ষত্রিয়া নহে ; কারণ, ক্ষত্রিয়াগমনে অপর প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। মাতৃব্যতিরিক্ত অপর যে স্ত্রী স্তন্য-দানাদিদ্বারা পোষণ করে, ধাত্রী শব্দে তাহাকেই জানিবে। সাধ্বী অর্থাৎ ব্রতচারিণী। বর্ণোত্তমা ব্রাহ্মণী। এস্থলে মাতৃগ্রহণটি দৃষ্টান্তের জন্য। এই লিঙ্গচ্ছেদ ও

বধাত্মক দণ্ড ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তের পক্ষে। কেননা ' যে কোন পাপই হউক না কেন, ব্রাহ্মণকে কখনই বধ করিবে না ' এই বচনে তাহার বধ নিষেধ আছে। বিশেষত প্রায়শ্চিত্তই তাহার পক্ষে বধস্বরূপ ; ইহা গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে প্রদর্শিত করিব। স্নুষা ও ভগিনীকে গুরুতল্পের তুল্য বলিয়া পুনর্ব্বার যে অতিদেশস্থলে গ্রহণ করিলেন, তাহা প্রায়শ্চিত্তের বিকল্পের জন্য। যে স্থলে এই স্ত্রীগণ সকামা হইয়া এই পুরুষ সকলকে বশীকৃত করত উপভোগ করে, সেস্থলে ইহারাও পুরুষের ন্যায় বধদণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্তও হইয়া থাকে। গুর্ব্বধিক্ষেপ হইতে তনয়াগমন পর্য্যন্ত এই মহাপাতকের অতিদেশ বিষয় সকল সদ্যই পতনের হেতু, সুতরাং মহাপাতক বলিয়া উক্ত হয়। যম বলিয়াছেন,- ' মাতৃষসা মাতৃসখী দুহিতা পিতৃষসা মাতুলানী ভগিনী ও শ্বশ্রু, এই সকলে গমন করিলে মনুষ্য সদ্যই পতিত হয়।' গৌতম অপরেরও পাতকত্ব বলিয়াছেন ;- ' যে স্ত্রী মাতা অথবা পিতার সহিত যোনিসম্বন্ধবিশিষ্টা তাহাতে যে গমন করে সে, স্তেন, নাস্তিক, নিন্দিতকর্ম্মাভ্যাসী, যে পতিতকে ত্যাগ না করে অথবা অপতিতকে ত্যাগ করে, এবং যে পাতকসংযোজক, সে পতিত।' এই সকলের মহাপাতক ও উপপাতকের মধ্যে পাঠ থাকায়, মহাপাতক হইতে ন্যূনত্ব এবং উপপাতক হইতে অধিকত্ব বোধ হইতেছে। উক্ত আছে ' যে সকল পাপ মহাপাতকের তুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল

গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চানপাক্রিয়া।
অনাহিতাগ্নিতাপণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনং ॥ ২৩৪ ॥

মহাপাতক হইতে ন্যূন অনুপাতক নামক পাতক। অঙ্গিরা বলিয়াছেন ;- ' মহাপাতকী দ্বিসহস্র পাতকী সহস্র এবং উপপাতকী সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর নরকবাসী হয় '॥২৩২।২৩৩॥

এইরূপে মহাপাতক এবং তৎসদৃশ পাতকসকল গণনা করিয়া, সম্প্রতি উপপাতকসকল গণনা করিবার জন্য কহিতেছেন ;——

গোবধ অর্থাৎ গোদেহ হনন। ব্রাত্যতা অর্থাৎ যথাকালে উপনীত না হওয়া। ব্রাহ্মণের সুবর্ণ এবং তত্তুল্য ব্যতিরিক্ত পরদ্রব্যহরণরূপ স্তেয়। ঋণের অনপাকরণ অর্থাৎ অপরের নিকট ঋণরূপে সুবর্ণাদি লইয়া তাহা না দেওয়া এবং দেবতা ঋষি ও পিতৃসম্বন্ধীয় ঋণত্রয়েরও পরিশোধ না করা। অনাহিতাগ্নিতা অর্থাৎ অধিকার থাকিলেও অগ্ন্যাধান না করা। ভাল ! ' জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কামশ্রুতিসকল নিজ নিজ অঙ্গভূত অগ্নিনিষ্পত্তির জন্য আধানকে যোজিত করে ' মীমাংসকদিগের এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ; অতএব, যেরূপ যাহার ধনার্জ্জনে প্রয়োজন আছে তাহারই ব্রীহিপ্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ যাহার অগ্নিতে প্রয়োজন থাকে তাহারই আধানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; পরন্তু, যাহার অগ্নিতে প্রয়োজন নাই, তাহার আধানেও প্রবৃত্তি হয় না ; সুতরাং, অনাহিতাগ্নিতা কিরূপে দোষ হইতে পারে ? এই প্রশ্নে উত্তর করিতেছেন ;- আধানবিষয়ে এই আবশ্যক বচন

ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা।
পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া ॥ ২৩৫ ॥
স্ত্রীশূদ্রবিট্ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবনম্।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ সুতানাঞ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়মযাজ্যানাঞ্চ যাজনং।
পিতৃমাতৃসুতত্যাগস্তড়াগারামবিক্রয়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

থাকায় স্মৃতিকারগণের 'আধিকারস্থে অবিশেষহেতু নিত্য-প্রভৃতি সকলও আধানের প্রযোজিকা' এই অভিপ্রায় লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং কোন দোষ রহিল না। লবণাদি অবিক্রেয় দ্রব্যের বিক্রয়। এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকিতে কনিষ্ঠভ্রাতার অগ্ন্যাধান করণ অথবা দারগ্রহণ রূপ পরিবেদন; ॥২৩৪॥

অধ্যাপককে বেতন দিয়া তাহার নিকট অধ্যয়ন গ্রহণ। বেতন লইয়া অধ্যাপনা। গুরুদার এবং তৎসম ব্যতিরিক্ত পরদার সেবন। কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে জ্যেষ্ঠের বিবাহ রাহিত্যরূপ পারিবিত্ত্য। বার্দ্ধুষ্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃদ্ধি (সুদ) দ্বারা উপজীবন। এবং লবণ উৎপাদন; ॥২৩৫॥

ঋতুমতী ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণী এবং অপর স্ত্রীবধ। শূদ্রবধ। অদীক্ষিত বৈশ্যবধ। অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়বধ। নিন্দিত অর্থাৎ যাহা রাজকর্তৃক স্থাপিত নহে তাদৃশ অর্থদ্বারা উপজীবন। নাস্তিক্য অর্থাৎ "পরলোক নাই" ইত্যাদি অভিনিবেশ। ব্রতলোপ অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীপ্রসঙ্গ। এবং অপত্য বিক্রয় ॥২৩৬॥

ব্রীহিপ্রভৃতি ধান্য; কুপ্য অর্থাৎ অন্যান্য স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি

কন্যাসন্দূষণঞ্চৈব পরিবিন্দকযাজনম্।
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্॥ ২৩৮॥

ধাতু, এবং গোপ্রভৃতি পশু, এই সকলের অপহরণ। 'গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ং' এইস্থলে স্তেয় পদ গ্রহণ-দ্বারা সিদ্ধ হইলেও পুনর্ব্বার যে ধান্যকুপ্যাদি স্তেয়গ্রহণ করিলেন, তাহা নিন্দার জন্য; অতএব, ধান্যাদি ব্যতি-রিক্ত দ্রব্যের অপহরণে এই প্রায়শ্চিত্তই যে হইবে, তাহা নহে; তথায় ইহা অপেক্ষা অল্প প্রায়শ্চিত্তই হইবে। অ-যাজ্য যে জাতিদুষ্ট শূদ্রাদি ও কর্ম্মদুষ্ট ব্রাত্যাদি, তাহা-দিগের যাজন। পতিত নহে এরূপ পিতা মাতা ও অপ-ত্যকে পরিত্যাগ করণ অর্থাৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওন। পূর্ব্বে বান্ধবগ্রহণদ্বারা সিদ্ধ হইলেও কিজন্য যে পুনর্ব্বার পিত্রাদিত্যাগ গ্রহণ করিলেন, তাহা উল্লি-খিত স্তেয় বিষয়ক বাক্য মীমাংসাদ্বারাই ব্যাখ্যাত হই-য়াছে। এবং তড়াগ উদ্যান ও উপবনপ্রভৃতি বিক্রয়॥২৩৭॥

কন্যাদূষণ অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রভৃতিদ্বারা তাহার যোনি-বিদারণ। এস্থলে দূষণশব্দে সম্ভোগ নহে; কারণ, ঐ সম্ভোগকে 'সখিভার্য্যাকুমারীষু' এইস্থলে গুরুতল্পের সমান বলিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করিয়াছে সেই পরিবিন্দকের যাজ্যক্রিয়া-করণ। সেই পরিবিন্দকে কন্যাপ্রদান। গুরুবিষয় ব্যতি-রিক্ত কৌটিল্য; কারণ গুরুবিষয়ক কৌটিল্যকে পূর্ব্বে সুরাপানসদৃশ বলিয়াছেন। ব্রতলোপন; ইহা 'শ্রীহরির চরণ দর্শনের পূর্ব্বে তাম্বূলাদি ভক্ষণ করি না' ইত্যাদি

আত্মনোঽর্থে ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবণং।
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ ॥ ২৩৯ ॥
ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ স্ত্রীহিংসৌষধজীবনং।
হিংস্রযন্ত্রবিধানঞ্চ ব্যসনান্যাত্মবিক্রয়ঃ ॥ ২৪০ ॥

অশিষ্ট ও অপ্রতিষিদ্ধ বিষয় সকলেও ব্রতলোপ প্রাপ্তির জন্য; স্নাতকব্রত প্রাপ্তির জন্য নহে; কারণ, তথায় মনু “ স্নাতকব্রতলোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত ” এই বচন-দ্বারা স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন; ॥ ২৩৮ ॥

কেবল আপনার জন্যই পাকরূপ ক্রিয়ার আরম্ভ; কেননা ‘যে কেবল আপনার জন্যই পাক করে, সে পাপই উদরস্থ করিয়া থাকে’ এই বচনে আপনার জন্য পাকেরই নিষেধ আছে। ক্রিয়া মাত্রের বিষয় হইলে প্রতিষেধে কল্পনার গৌরব হইয়া পড়ে। মদ্যপানকারিণী ভার্য্যা-কেও উপভোগ করা। স্বাধ্যায় ত্যাগ (ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি সকলের ত্যাগ। সুতত্যাগ অর্থাৎ পুত্রপ্রভৃতির সংস্কারাদি না করা। এবং পিতৃব্য ও মাতুল প্রভৃতি বান্ধবগণের ত্যাগ অর্থাৎ বিভব থাকিলেও তাহাদিগকে রক্ষাদি না করা; ॥ ২৩৯ ॥

পাকাদি দৃষ্টপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আর্দ্র বৃক্ষচ্ছেদন; কিন্তু, আহবনীয় পরিস্তরণের জন্য হইলে দোষ হইবে না। স্ত্রী হিংসা অথবা ঔষধদ্বারা জীবন ধারণ। অথবা, ভার্য্যাকে পণ্যরূপে প্রযোজিত করত তাহাতে যাহা লাভ হয় তদ্দ্বারা অথবা স্ত্রীধনদ্বারা যে জীবনধারণ,

শূদ্রপ্রেষ্যং হীনসখ্যং হীনযোনিনিষেবণং।
তথৈবানাশ্রমে বাসঃ পরান্নপরিপুষ্টতা॥ ২৪১॥
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকম্॥ ২৪২॥

তাহাই স্ত্রীজীবন; প্রাণিবধদ্বারা যে জীবন ধারণ তাহা হিংস্রাজীবন; বশীকরণপ্রভৃতিদ্বারা যে জীবন ধারণ তাহা ঔষধজীবন। হিংস্র অর্থাৎ তিল ও ইক্ষুপ্রভৃতির পীড়াকর যন্ত্রের প্রবর্ত্তন। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রীসংভোগ, মদ্যপানজনিত মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথাভ্রমণ, এই দশটি কামজ; এবং পৈশুন্য অর্থাৎ অবিজ্ঞাত পরদোষের আবিষ্করণ, সাহস অর্থাৎ বন্ধনাদিদ্বারা সাধুর নিগ্রহ, দ্রোহ, ঈর্ষা অর্থাৎ অপরের গুণের অসহিষ্ণুতা, অসূয়া অর্থাৎ পরগুণে দোষাবিষ্করণ, অর্থদূষণ অর্থাৎ অর্থসকলের অপহরণ এবং দেয় অর্থের অপ্রদান, আক্রোশাদি বাক্‌পারুষ্য, এবং তাড়নাদি দণ্ডপারুষ্য এই আটটি ক্রোধজ; এই সমুদয়ে অষ্টাদশ ব্যসন। এবং আত্মবিক্রয় অর্থাৎ দ্রব্য-গ্রহণদ্বারা পরের দাস্য করণ; । ২৪০ ॥

শূদ্রের সেবাকরণ। হীনগণের সহিত মৈত্রীকরণ। যে সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়াছে, তাদৃশ পুরুষের কেবল হীনবর্ণ দার সম্ভোগকরণ এবং সাধারণস্ত্রীসম্ভোগ। অনাশ্রমে বাস অর্থাৎ অধিকার থাকিলেও কোন আশ্রম-গ্রহণ না করা। এবং পরপাকরতিত্ব ;।২৪১।

অসৎশাস্ত্র অর্থাৎ চার্ব্বাকাদি গ্রন্থ সকলের অধ্যয়ন।

সকল প্রকার আকর অর্থাৎ সুবর্ণাদির উৎপত্তিস্থানে রাজাজ্ঞাদ্বারা অধিকারিত্ব। ভার্য্যাবিক্রয়। চশব্দ থাকায় মনুপ্রভৃতিকর্ত্তৃক উক্ত অভিচার ও অজ্ঞানত লশুনাদি ভক্ষণপ্রভৃতির গ্রহণ জানিবে। এই গোবধ প্রভৃতি প্রত্যেকের উপপাতক সংজ্ঞা জানিবে। মনু জাতিভ্রংশকর সঙ্করীকরণ অপাত্রীকরণ ও মলিনীকরণ-প্রভৃতি অপর নিমিত্ত সকলও বলিয়াছেন। যথা;- দণ্ড অথবা হস্তাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়াকরণ, অতিশয় দুর্গন্ধ বশত অঘ্রেয় যে লশুনপুরীষাদি ও মদ্য এই সকলের ঘ্রাণ গ্রহণ করা, কুটিলতা এবং পুরুষে মৈথুনক্রিয়া, এই সমস্ত প্রত্যেকে জাতিভ্রংশকর। গর্দ্দভ তুরগ উষ্ট্র মৃগ হস্তী ছাগ মেষ মৎস্য সর্প ও মহিষ, এই সকলের প্রত্যেকে বধ সঙ্করীকরণ। যাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা যায় না, তাদৃশ নিন্দিত গণের নিকট ধন গ্রহণ করা, বাণিজ্য, শূদ্রের পরিচর্য্যা ও মিথ্যাকথন, এই সকল প্রত্যেকে অপাত্রীকরণ। কৃমিবধ, কীটহত্যা, পক্ষিহনন, যে শাকাদি মদ্যের সহিত একত্র পেটকাদিতে আনীত হইয়াছে তাদৃশ মদ্যানুগত শাকাদি ভোজন, ফলহরণ, কাষ্ঠাপহরণ, পুষ্পাপহরণ এবং অত্যন্ত বৈকল্য এই সমস্ত প্রত্যেকে মলিনীকরণ।" ইহা ভিন্ন অপর নিমিত্ত সমূহ প্রকীর্ণক নামে কথিত হয়। বৃহদ্বিষ্ণু উত্তরোত্তর লঘুপ্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম দ্বারা ভিন্নরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন;- "ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণসুবর্ণাপহরণ, গুরুদারগমন, এবং ইহাদের সহিত

সংসর্গ, এই সমস্ত মহাপাতক। মাতৃগমন, দুহিতৃগমন ও স্নুষাগমন, এই কয়টি অতিপাতক। দীক্ষিত ক্ষত্রিয়বধ, দীক্ষিত বৈশ্যবধ, রজস্বলাবধ, গর্ভবতীবধ, সগোত্রাবধ, অবিজ্ঞাত গর্ভবধ ও শরণাগত বধ এই সমস্ত ব্রহ্মহত্যার সমান। কৌটসাক্ষ্য ও সুহৃদ্বধ, এই উভয় সুরাপানসম। ব্রাহ্মণের ভূমিহরণ সুবর্ণস্তেয়ের সমান। পিতৃব্য মাতামহ মাতুল ও নৃপতি, ইহাদের ভার্য্যাতে গমন গুরুদারগমনের সমান। পিতৃষসা, মাতৃষসা, শ্রোত্রিয়ভার্য্যা, ঋত্বিক্‌পত্নী, গুরুপত্নী, উপাধ্যায়পত্নী, মিত্রজায়া, ভগিনী, তৎসখী, সগোত্রা, উত্তমবর্ণা, রজস্বলা, শরণাগতা প্রব্রজিতা, ন্যাসরূপে স্থাপিতা, এই সকলের প্রত্যেকে গমন অনুপাতক। আপনা অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তির অথবা রাজবিষয়ক মিথ্যাকথন, পৈশুন্য, গুরুর অলীকনির্ব্বন্ধ, বেদনিন্দা, অধীতত্যাগ, অগ্নিত্যাগ, পিতৃত্যাগ, মাতৃত্যাগ, সুতত্যাগ, দারত্যাগ, অভোজ্য অন্ন ভক্ষণ, পরধনাপহরণ, পরদারাভিগমন, অযাজ্য যাজন, ব্রাত্যতা, কাহারও নিকট বেতন লইয়া তাহাকে অধ্যাপনা করা, বেতনাদিদ্বারা ভৃত অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার আকর অর্থাৎ সুবর্ণাদির উৎপত্তিস্থানে রাজাজ্ঞাদ্বারা অধিকারিতা, মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন, ক্রম গুল্ম বল্লী লতা ও ঔষধী এই সকলের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন, অভিচার অর্থাৎ শ্যেনাদি যজ্ঞদ্বারা নিরপরাধের মারণ এবং মূলকর্ম্ম অর্থাৎ মন্ত্রৌষধিপ্রভৃতিদ্বারা বশীকরণে প্রবৃত্তি, দেবপিত্রাদির উদ্দেশব্যতিরেকে কেবল আপ-

নার জন্য পাকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অনাহিতাগ্নিতা, দেব-ঋণ পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ এই ঋণত্রয় পরিশোধ না করা, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্র শিক্ষণ, নাস্তিকতা, কুশীলবতা অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিনের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন, এবং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণ, এই সকল প্রত্যেকে উপপাতক। দণ্ড বা হস্তাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়াকরণ, লশুনপুরীষাদি অঘ্রেয় ও মদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণ, কুটিলতা, এবং পশু ও পুরুষে মৈথুনক্রিয়া, এই সকল জাতিভ্রংশকর। গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণের হিংসা সঙ্করী-করণ। নিন্দিত হইতে ধন গ্রহণ, বাণিজ্য কুশীদ (সুদ) দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন, অসত্যকথন, এবং শূদ্রসেবন, এই সমস্ত অপাত্রীকরণ। পক্ষী জলচর ও জলজ সক-লের ঘাতন, কৃমিবধ, কীটহত্যা, এবং মদ্যানুগত শাকা-দি ভোজন, এই সমস্ত মলাবহ। যাহা উক্ত হইল না, তাহাই প্রকীর্ণক।' যে সকল পাপ মহাপাতকের সমান এবং বিষ্ণু যাহাদিগকে উপপাতক বলিয়াছেন কাত্যায়ন সেই সকলের পাতক সংজ্ঞা দেখাইয়াছেন ;- 'মহাপাপ, অতিপাপ, পাতক, প্রাসঙ্গিক এবং উপপাতক, ইহাদের এই পাঁচটি গণ।' ভাল! উপপাতকগণের কিরূপে পাতকত্ব হইতে পারে? তাহাদের ত পতনহেতুতা নাই; যদি তাহাদের পতনহেতুতা থাকে, তাহা হইলে 'মাতৃ-পিতৃ-যোনিসম্বন্ধগামী' ইত্যাদি পরিগণনা অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তথায় এইরূপ বলিব ;- যদিও মহাপাতক বা তৎসমের ন্যায় সদ্যঃপতনহেতুতা নাই তথাপি অভ্যাস অনুসারে পাতিত্যহেতুত্ব থাকায়

শিরঃকপালী ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪৩॥

কোন বিরোধ নাই; কেননা গৌতম বলিয়াছেন যে 'নিন্দিত কর্ম্মের যে অভ্যাসী, সেও পাতক'? এরূপ বলিও না; কারণ, দুইবার করিলেই অভ্যাস হইবে অথবা শতবার করিলে অভ্যাস হইবে, ইহার নিরূপণ করা যায় না। যদি, দুই বার অথবা শতবার অভ্যাসের অবিশেষ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে, যে দিবাতে দুইবার নিদ্রা যায় এবং যে শতবার গোবধ করে, তাহাদের উভয়ের অবিশেষরূপে পাতিত্য হইয়া থাকে। ইহাতে কথিত হইতেছে;- যথায় অর্থবাদে প্রত্যবায়বিশেষ অথবা প্রায়শ্চিত্তবহুত্ব শ্রুত হয়, সেই নিন্দিত কর্ম্ম যতবার অভ্যস্ত হইলে মহাপাতকতুল্য হয়, ততবার অভ্যাসই পাতিত্যহেতু। দিবানিদ্রাপ্রভৃতি সহস্রবার অভ্যস্ত হইলেও মহাপাতকতুল্য হয় না, সুতরাং তথায় পাতিত্য নাই। অতএব, উপপাতকে অভ্যাস অনুসারে যে পতনহেতুতা হয়, তাহা যুক্তই হইতেছে॥ ২৪২॥

এইরূপে সংব্যবহারের জন্য সংজ্ঞাভেদের সহিত প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত সকলের গণনা করিয়া নৈমিত্তিকফল প্রদর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন;-

শির অর্থাৎ মস্তকের কপাল যাহার থাকে সেই শিরঃকপালী। সেই মস্তকেরই ধ্বজ অর্থাৎ চিহ্ন যাহার আছে সে ধ্বজবান্। মনুর স্মরণ আছে 'শবশিরের ধ্বজ অর্থাৎ চিহ্ন করিয়া'। এই ধ্বজশব্দদ্বারা বাচ্য দণ্ডাগ্রে সমারো-

পিত অপর শিরঃকপাল গ্রহণ করিবে। সেই কপাল, স্বয়ং যে ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণেরই গ্রাহ্য। শাতাতপের স্মরণ আছে ;- 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে হনন করিলে তাহারই শিরঃকপাল লইয়া তীর্থ সকলে ভ্রমণ করিবে।' তাহা না পাইলে অন্য ব্রাহ্মণেরই লইবে। 'খট্বাঙ্গ ও কপালপাণি হইবে' এইরূপ গৌতমের স্মরণ থাকায় এই উভয় কপাল হস্তদ্বারাই গ্রহণ করিবে। খট্বাঙ্গ শব্দে দণ্ডের উপর আরোপিত শিরঃকপালরূপ চিহ্ন ; খট্বার একদেশ নহে। এইরূপ অর্থ 'মহোক্ষ খট্বাঙ্গ পরশু' এইরূপ ব্যবহার সকলে প্রসিদ্ধ আছে। এই কপাল ধারণটি কেবল চিহ্নের জন্য, ভোজন অথবা ভিক্ষার জন্য নহে। কেননা, গৌতমের স্মরণ আছে 'হস্তে মৃণ্ময় কপাল লইয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে।' সেই ব্রহ্মঘাতী বনবাসী হইবে। মনুর স্মরণ আছে যে ;- 'ব্রহ্মহত্যাকারী বনমধ্যে কুটীর করিয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিবে।' অথবা গ্রামসমীপপ্রভৃতিতে বাস করিবে। কেননা মনু ইহাও বলিয়াছেন যে ;- 'অথবা কেশ শ্মশ্রু ও নখ সকল ছেদন করত গো ও ব্রাহ্মণগণের উপকারে রত হইয়া গ্রামসমীপ গোষ্ঠ পুণ্য-দেশ বা বৃক্ষমূলে বাস করিবে।' 'কৃতবাপনো বা নিক-লেৎ' এইস্থলে বা শব্দদ্বারা যে বিকল্প বলিয়াছেন তাহা জটাধারণের অভিপ্রায়ে। এইজন্য সম্বর্ত বলিয়া-ছেন ;- 'ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশবৎসর চীরবসন জটাধারী ও ধ্বজবিশিষ্ট হইবে।' সে ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন

করিবে। সেই ভিক্ষা রক্তবর্ণ মৃণ্ময় খণ্ডশরাবে গ্রহণ করিবে। শাতাতপের স্মরণ আছে ;- ' রক্তবর্ণ খণ্ডশরাব লইয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে।' ভিক্ষা পাইব কি পাইব না, এইরূপ সঙ্কল্পরহিত হইয়া সাত গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে। বশিষ্ঠের স্মরণ আছে ;- 'ভিক্ষার জন্য অসঙ্কল্পিত সপ্ত গৃহে বিচরণ করিবে।' সেই ভিক্ষাও সায়ংকালে গ্রহণ করিবে, কেননা বশিষ্ঠই বলিয়াছেন যে ;- ' এককালাহারী হইবে।' ' ব্রহ্মহত্যাকারী পুরুষ সংযত ও খট্বাঙ্গধারী হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের নিকট ভিক্ষাচরণ করিবে' এইরূপ সম্বর্ত্তের স্মরণ থাকায়, ঐ ভিক্ষা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের নিকটেই লইবে। দ্বারে থাকিয়া ' আমি ব্রহ্মঘাতী ' এইরূপে নিজকর্ম্ম খ্যাপন করত ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। পরাশরের স্মরণ আছে ;- ' আমি ব্রহ্মঘাতক, ভিক্ষার জন্য দ্বারে অবস্থান করিতেছি, এইরূপ বলিবে।' যদি বন্য বস্তুদ্বারা জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলেই এই ভিক্ষালব্ধভোজনের নিয়ম জানিতে হইবে। সম্বর্ত্তের স্মরণ আছে;- ' যদি বনজাত বস্তুদ্বারা জীবন ধারণ করিতে না পারে, তাহা হইলেই ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে।' সে ব্রহ্মচর্য্যাদি যুক্ত হইবে। গৌতমের স্মরণ আছে ;- 'দ্বাদশ বৎসর খট্বাঙ্গধারী কপালপাণি ও ব্রহ্মচারী হইবে। ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। তথায় আপনার দোষ খ্যাপন করিবে। আর্য্যকে দেখিলে পথ ছাড়িয়া দিবে। স্থান ও আসন ব্যতিরেকে বিচরণ করত বনে উদক-

স্পর্শী হইবে। এইরূপ করিলে শুদ্ধ হইবে ;’ ব্রহ্মচারিগ্রহণটি ব্রহ্মচারিপ্রকরণোক্ত ‘মধু মাংস গন্ধ মাল্য দিবানিদ্রা অঞ্জন অভ্যঞ্জন পাদুকা ছত্র কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ নৃত্য গীত পরিবাদন ও ভয় পরিত্যাগ করিবে’ এই অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের প্রাপ্তির জন্য। এইজন্য শঙ্খ বলিয়াছেন ;- ‘স্থান অর্থাৎ বনমধ্যস্থ কুটীরাদিতে অবস্থান, বীরাসন, মৌন, মুঞ্জ-মেখলা, দণ্ড, কমণ্ডলু, ভিক্ষাচর্য্যা, অগ্নিকার্য্য এবং কুষ্মাণ্ডীজপ, ব্রহ্মহত্যাকারীর এই সমস্ত নিত্য হওয়া আবশ্যক ;’ ‘বনে উদকস্পর্শী হইবে’ এইবাক্য দ্বারা স্নান বিহিত হওয়ায় স্নানের অঙ্গভূত মন্ত্রাদি প্রাপ্তি অবগত হওয়া যাইতেছে। আর ‘শুচি হইয়া কার্য্য করিবে’ এই বচন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে সাধারণ হওয়ায় ব্রতচর্য্যার অঙ্গভূত শৌচ নিষ্পাদনের জন্য স্নানের ন্যায় সন্ধ্যোপাসনাও কর্ত্তব্য; কেননা তাহাও শৌচ সম্পাদনদ্বারা সকল কার্য্যের শেষ। দক্ষ বলিয়াছেন ;- ‘যে ব্যক্তি সন্ধ্যাহীন সে নিয়ত অশুচি এবং সকল কর্ম্মে অনধিকারী। সে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহার ফলভাগী হয় না।’ ‘দ্বিজাতিকার্য্য হইতে বিচ্যুতিই পাতিত্য’ এইরূপ বচন থাকায়, দ্বিজাতির কর্ম্ম বলিয়া সন্ধ্যোপাসনারও অপ্রাপ্তির আশঙ্কা করিও না। কারণ, পতিতের পক্ষেই ব্রতচর্য্যা উপদিষ্ট হওয়ায়, ব্রতের অঙ্গরূপেই সন্ধ্যোপাসনাদির প্রাপ্তি হইতেছে ; সুতরাং ‘অধ্যয়ন যজ্ঞ ও দান এই সমস্ত দ্বিজাতির কার্য্য ; প্রবচন যাজন ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই কয়টি অধিক’ এই বচন প্রতি-

পালিত ব্রতচর্য্যার অন্তর্ভূত কার্য্য সকলেরই নিবৃত্তি হইতেছে; তদ্ভিন্ন কার্য্য সকলের নিবৃত্তি নহে; কারণ, এই সমস্ত কার্য্যের নিবৃত্তি হইলেই নিবৃত্তি বিষয়ক বচনের চরিতার্থতা হইল। মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এই দ্বাদশবার্ষিক ব্রত একই, ভিন্ন নহে; কারণ, সকলেই পরস্পর সাপেক্ষ ও বিরোধবিহীন। যেমন;- ভিক্ষালব্ধভোজী হইবে, আপনার কর্ম্ম খ্যাপন করিবে' এইরূপ কথিত হওয়ায়, ভিক্ষার পাত্র কিরূপ হইবে? কাহাদের গৃহে ভিক্ষা করিবে? কত গৃহেই বা ভিক্ষা করিবে? এইরূপ আকাংক্ষা অবশ্যই হয়। তাহাতে;- 'রক্তবর্ণ খণ্ডশরাবদ্বারা ভিক্ষা করিবে' ইত্যাদি আপস্তম্ব বচনদ্বারা ঐ আকাংক্ষা পূরণ করায় কোন বিরোধ হইতে পারে না। সুতরাং সকলেই এক কল্পের বিষয়ে উপদেশ দেওয়ায়, কেহ কেহ যে বলিয়াছেন;- 'মনু ও গৌতমাদি কর্ত্তৃক উক্ত ইতি কর্ত্তব্যতার পরস্পর সাপেক্ষতার বিষয়ে বিকল্প আছে।' তাহা নিরূপণ না করিয়াই বলিয়াছেন, এইরূপ বোধ করিতে হইবে।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর ব্রতচর্য্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী শুদ্ধি লাভ করে। এইরূপ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতচর্য্যাদ্বারা বিশুদ্ধি অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ বিষয়ে। মনুর স্মরণ আছে;- অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধবিষয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল; এই প্রায়শ্চিত্ত কামকৃত ব্রাহ্মণবধে নহে।

এস্থলে শঙ্কাযুক্ত বিষয়টি বিবেচনীয় হইতেছে;- দুই

তিন ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্তের তন্ত্রতা হইবে? অথবা প্রতি-ব্রাহ্মণবধে প্রতিবার দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? তাহাতে কেহ কেহ বলেন যে, "ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি" এইস্থলে ব্রহ্মপদটি এক দুই এবং বহু ব্রাহ্মণেও সাধারণ হওয়ায় এক ব্রাহ্মণবধে যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাহাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্রাহ্মণবধেরও শুদ্ধিসম্পাদক। যেরূপ আগ্নেয় প্রভৃতিতে তন্ত্রতানুসারে অনুষ্ঠিত প্রযাজাদি-দ্বারা তন্ত্রতানুসারেই অনেকোপকারলক্ষণ কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ তথায় এক ব্রাহ্মণবধ নিমিত্তক এক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে, এই ব্রাহ্মণবধনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইয়াছে এই ব্রাহ্মণবধ নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত কৃত হয় নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না; সুতরাং, প্রয়োগের অনুবন্ধভূত দেশ কাল ও পাত্রের ভেদ গ্রহণরূপ বিশেষ না থাকায় তন্ত্রানুষ্ঠান দ্বারাই পাপক্ষয়রূপ কার্য্য নিষ্পত্তি যুক্ত হইতেছে "পাপ গুরু হইলে প্রায়শ্চিত্ত গুরু এবং পাপ লঘু হইলে প্রায়শ্চিত্ত লঘু হয়" এই গৌতমবচন অনুসারে দুই তিন ব্রাহ্মণবধে পাপ গুরু হওয়ায়, আবৃত্তিরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানই যুক্ত হইতেছে; কারণ, বিলক্ষণ কার্য্যদ্বয় তন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অনুপপন্ন; এরূপ বলিও না। কারণ এই বচনটি প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তির বিধায়ক নহে; কিন্তু উপদিষ্ট গুরু-লঘুকল্প সকলের ব্যবস্থা প্রতিপাদনের জন্য। আর, প্রমাণ না থাকায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণবধে পাপের গুরুত্ব নাই। মনু ও দেবল যে বলিয়াছেন;-

'এই প্রাথমিক বিধি অনুসারে দ্বিতীয়ে দ্বিগুণ এবং তৃতীয়ে তিন গুণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, কিন্তু চতুর্থে প্রায়শ্চিত্ত নাই।' তাহাও, প্রতিনিমিত্ত নৈমিত্তিককে আবর্ত্তিত করে, এই ন্যায় অনুসারে দুই তিন ব্রাহ্মণগোচর নৈমিত্তিক শাস্ত্রের আবৃত্তির অনুবাদ দ্বারা, চতুর্থে সেই প্রায়শ্চিত্তের অভাব বিধির বিষয়ে; দ্বিতীয় ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্তেরও দ্বৈগুণ্য বিধি প্রতিপাদক নহে; কেননা, তাহাতে বাক্যভেদ প্রসঙ্গ হয়।

'ক্ষামবান্ অগ্নিতে অষ্টাকপাল পুরোডাস নির্ব্বপণ করিবে' ইত্যাদি গৃহদাহাদি নিমিত্ত সকলে, যেমন এককালে অনেক গৃহদাহাদি নিমিত্ত সকলের একবারই অনুষ্ঠান হয়, সেইরূপ দুই তিন ব্রাহ্মণবধেও একবারই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করাই যুক্ত। ইহাতে কহিতেছেন;— বচনের বিরোধ হইলে ন্যায়ের কোন ক্ষমতা থাকে না। 'বিধেঃ প্রাথমিকাৎ' ইত্যাদি বচন দুই তিন ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের আবৃত্তির বিধিবিষয়ে। যখন এরূপ হইল তখন এই বচন ন্যায় লভ্য তন্ত্রানুষ্ঠান বাধদ্বারা প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তি বিধিতে প্রবৃত্তিবিশেষ বিধায়ক হইতেছে। তাহা না হইলে, শাস্ত্র প্রাপ্ত্যনুবাদক হওয়ায় অনর্থক হইয়া পড়ে। চতুর্থাদি ব্রাহ্মণবধ পর্য্যুদাসদ্বারা অন্যত্র আবৃত্তি প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সহিত একার্থ হওয়ায় বাক্যভেদও হইতেছে না। আর;—' চতুর্থে নিষ্কৃতি নাই' এইরূপ বচন দৃষ্টে হন্যমান ব্রাহ্মণসঙ্খ্যার উৎকর্ষ বশতঃ দোষেরও গুরুত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। 'অজ্ঞান

বশতঃ যে পাপ একবারমাত্র কৃত হইয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত-গণ তাহার পক্ষেই এই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। দেবল-প্রভৃতির এই বচন হইতেও উহাই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ, বিভিন্ন গুরু ও লঘু দোষ দ্বয়ের ক্ষয় তন্ত্রতা-নুসারে নিষ্পন্ন হয় না। অতএব, এবম্বিধ বিষয় সকলে দোষের গুরুত্ব এবং কার্য্যের বৈলক্ষণ্য বশতঃ প্রতিনি-মিত্তে নৈমিত্তিকের আবৃত্তি যুক্ত হইতেছে। আম্নবতী-প্রভৃতিস্থলে কার্য্যের অবৈলক্ষণ্য বশত তন্ত্রতাই বিহিত এবিষয়ে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। আর "চতুর্থে নিষ্কৃতি নাই" এইযে বচন, ইহাও মহাপাতক বিষয়ে; কারণ, পাপের অতিগুরুত্ব বশত, তদ্দ্বারা প্রায়-শ্চিত্তাভাব প্রতিপাদন করেন নাই। সুতরাং শূদ্রান্নভো-জনাদিতে বহুবার অভ্যস্ত হইলেও তত্তদ্বিষয়োক্ত প্রায়-শ্চিত্তের আবৃত্তি করিবে; প্রায়শ্চিত্তের অভাব কিছুতেই হইবে না। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন যে,- "শকটপরিমিত অস্থিবিহীন জীব হনন করিলে, শূদ্রহত্যাব্রত করিবে।"

এই দ্বাদশবার্ষিক ব্রত সাক্ষাৎ হন্তারই হইবে; কেননা ব্রহ্মহা এই পদদ্বারা সাক্ষাৎ হন্তাকে বলিয়াছেন। দোষ অনুসারে অনুগ্রাহক ও প্রয়োজকপ্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য কল্পনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে অনুগ্রাহক যে প্রায়শ্চিত্তার্হ পুরুষকে অনুগ্রহ করিয়াছে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে সেই প্রায়শ্চিত্তকে চারিভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ বাদ দিয়া তিন ভাগ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সুতরাং যথায় হন্তার দ্বাদশবার্ষিক, তথায়

অনুগ্রাহকের নববার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। প্রয়োজক অর্দ্ধোন অর্থাৎ অর্দ্ধবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনুমন্তা সার্দ্ধপাদ অর্থাৎ সার্দ্ধচতুর্ব্বার্ষিক ব্রত করিবে। এবং নিমিত্তী ত্রিবার্ষিকরূপ একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই-জন্যই সুমন্ত বলিয়াছেন ;- 'যদি কোন নির্গুণ বিপ্র তিরস্কৃত হইয়া অথবা গৃহ ও ক্ষেত্রাদির জন্য ক্রোধপর-বশ হওত আত্মহত্যা করিয়া মৃত হয়, তাহা হইলে ত্রিবা-র্ষিক ব্রত করিবে ; অথবা সেই পাপের বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রতিলোমা সরস্বতীতে গমন করিবে। যদি কোন অত্যন্ত নির্গুণ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত নির্গুণ কর্ত্তৃক অকারণ ভর্ৎসিত হইয়া রোষবশত মৃত হয়, তবে সেই পাপের বিশুদ্ধির জন্য ত্রিবার্ষিক ব্রত করিবে।' যে স্থলে নিমিত্তী অত্যন্ত গুণবান্ এবং আত্মঘাতী অত্যন্ত নির্গুণ, তথায় একবর্ষই ব্রহ্মহত্যাব্রত হইবে। সুমন্তই বলিয়াছেন যে ;- 'ব্রাহ্মণ বনমধ্যে কেশ শ্মশ্রু ও নখ বপন করত এক বৎসর ব্রহ্ম-চর্য্য করিলেই বিশুদ্ধ হইবে।' যাহারা অনুগ্রাহক ও প্রয়ো-জক প্রভৃতির অনুগ্রাহক ও প্রয়োজক তাহাদের এইরূপ যুক্তি অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। এই কল্পনাতে 'যাহার ফল স্বর্গ ও নরক, তাদৃশ কর্ম্ম-সকলে প্রযোজয়িতা অনুমন্তা ও কর্ত্তা এই তিন জনই ফলভাগী হয় ; তন্মধ্যে যে সমধিক যত্নপরায়ণ, তাহার বিশেষ ফল হইয়া থাকে।' আপস্তম্বের এই বচনই মূল। সেইরূপ প্রোৎসাহকপ্রভৃতিরও দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত কল্প-নীয়। পৈঠীনসী বলিয়াছেন ;- 'হন্তা, অনুমন্তা, উপ-

দেষ্টা, সম্প্রতিপাদক, প্রোৎসাহক, সহায়, পথাদেশক, সেই বিকর্মিগণের আশ্রয় শস্ত্রদাতা ও অন্নদাতা, শক্তি থাকিতেও উপেক্ষক, দোষবক্তা, এবং অনুমোদক;ইহারা সকলেই অকার্য্যকারী, ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে; এবং যথাশক্তি অনুরূপ দণ্ডও কল্পনা করিবে। বালক ও বৃদ্ধপ্রভৃতি ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ কর্ত্তা হইলেও অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অঙ্গিরার স্মরণ আছে, 'যাহার বয়স অশীতি (৮০) বৎসর হইয়াছে, যে বালকের বয়ঃক্রম ষোড়শ (১৬) বৎসর অপেক্ষা কম, এবং স্ত্রীলোক ও রোগী, ইহারা সকলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য।' সুমন্তু বলিয়াছেন;- 'দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বৎসর বয়সের পরে পুরুষের অর্দ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত হইবে; ঐরূপ বয়ঃক্রমে স্ত্রীলোকের পাদ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অনুপনীত বালকের পাদ প্রায়শ্চিত্তই হইবে। বিষ্ণুর স্মরণ আছে;- 'সকল পাপেই স্ত্রীবৃদ্ধ ও রোগিদিগের অর্দ্ধ এবং বালকের পাদ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।' অতএব শঙ্খ 'যে বালকের বয়স পঞ্চ বৎসরের অধিক এবং একাদশ বৎসরের কম, তাহার কোন পাপ হইবে না, তদীয় ভ্রাতা পিতা অথবা অপর সুহৃজ্জন তৎকর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে' এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন;- 'যে বালক ইহা অপেক্ষা ন্যূন বয়স্ক তাহার অপরাধ পাতক রাজদণ্ড অথবা প্রায়শ্চিত্ত নাই।' তাহাও সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অভাব প্রতিপাদক; কিন্তু, সর্ব্বতোভাবে প্রায়শ্চিত্তের

অভাবপ্রতিপাদক নহে। ব্রাহ্মণ হন্তব্য নহে; ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্য সুরা পান করিবে না; ইত্যাদি আশ্রম-বিশেষ নিরপেক্ষ রূপে শ্রূয়মাণ বিষয় সকলে অনপেক্ষিত বয়োবিশেষেরই অধিকার আছে, অতএব তদীয় প্রায়শ্চিত্ত পিতাপ্রভৃতিরই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। 'পুত্রগণকে উৎপাদন করত সংস্কার করিয়া ও বেদ অধ্যয়ন করাইয়া বৃত্তির বিধান করিবে' বচনে পিতারই পুত্রের হিতাচরণে অধিকার আছে।

যথায় কোন ব্রাহ্মণবধে প্রয়োজক হইয়া অপর ব্রহ্মবধে সাক্ষাৎকর্ত্তা হয়, তাদৃশ গুরু ও লঘু প্রায়শ্চিত্তের সন্নিপাতে, প্রয়োজকসম্বন্ধি লঘু প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকাদিরূপ গুরুপ্রায়শ্চিত্তের অন্তঃপাতি হওয়ায়, প্রসঙ্গাধীন কার্য্যসিদ্ধি হইবে; অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিকাদি গুরু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই লঘু প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইবে। এরূপ হইলেও অবিশেষ বশত লঘু প্রায়শ্চিত্তদ্বারা গুরুপ্রায়শ্চিত্তেরও সিদ্ধি হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ গুরু প্রায়শ্চিত্তস্থলে অন্তঃপাতিত্ব রূপে অনুষ্ঠানের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় প্রসঙ্গাধীন কার্য্য সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে মহাকল্পও যে লঘু কল্পের অন্তঃপাতী এরূপ কথিত হয় নাই; সুতরাং প্রসঙ্গের আশঙ্কা কোথায়? চৈত্রবধজনিত পাপক্ষয়ের জন্য অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিষ্ণুমিত্রবধজনিত পাপ কিরূপে নষ্ট হইতে পারে? এরূপ বলিও না। কারণ, প্রায়শ্চিত্তে চৈত্রাদিরূপ উদ্দেশ্যটিই বিষয় নহে। অতএব, যেরূপ কাম্যত্যাগ

নিষ্পত্তি অথবা ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত আয়ের প্রভৃতি
দ্বারা নিত্য নিয়োগও নিষ্পন্ন হয়, সেই রূপেই লঘু প্রা-
য়শ্চিত্তেরও কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর মধ্যম
অঙ্গিরার যে বচন আছে;- ' ব্রহ্মহত্যাকারী দানের উপ-
যুক্ত পাত্রে যথাবিধি এক সহস্র গোদান করিবে, তাহা
হইলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ' ইহাও যজ্ঞদী-
ক্ষিত গুণবান্ ব্রাহ্মণের বধবিষয়ে। এই সহস্র গোদানও
' যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণে দ্বিগুণ ব্রত বিধান করিবে ' এই
বচন বিহিত দ্বিগুণ দ্বাদশ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক
ব্রতাচরণে অশক্তের পক্ষে জানিতে হইবে; কেননা, এই
প্রায়শ্চিত্ত অতিগুরু। ইহা অ[illegible]ত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত-
বিষয়ে নহে। তথায় দ্বাদশ দিনে এক একটি প্রাজাপত্য
হয়; এইরূপ গণনাতে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতে ষষ্ট্যধিক
শতত্রয় (৩৬০) প্রাজাপত্য হইয়া থাকে। যদিও প্রা-
জাপত্য ব্রতের শেষে তিনটি উপবাস অধিক আছে,
তথাপি এই দ্বাদশবার্ষিক ব্রতে বনবাস জটাধারণ ও
বন্যাহারাদিরূপ বিশেষ তপস্যা যুক্ত থাকায় উপবাস
না থাকিলেও প্রতিদ্বাদশ দিবস এক একটি প্রাজাপত্যের
তুল্য। সুতরাং ' প্রাজাপত্যক্রিয়ার অসমর্থ হইলে বিচ-
ক্ষণ ব্যক্তি এক ধেনু দান করিবেন, গোর অভাবে তাহার
মূল্য দান করিবে, ইহাতে সংশয় করিবে না ' এই
ন্যায় অনুসারে প্রতি প্রাজাপত্যে এক এক ধেনু দিতে
হওয়ায় ষষ্ট্যধিক শতত্রয় (৩৬০) ধেনুই হইতেছে;
সহস্র ধেনু হইতেছে না; অতএব পূর্ব্বে যে মীমাংসা

করা হইয়াছে, তাহাই যুক্ত হইতেছে। আর শঙ্খের যে বচন আছে ;- ‘ ব্রহ্মহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে দ্বাদশ বৎসর, ছয় বৎসর, তিন বৎসর, অথবা সার্দ্ধ এক বৎসর ব্রত আচরণ করিবে; সেই ব্রতের শেষে সহস্র, পঞ্চশত, অথবা সার্দ্ধ এক বৎসর ব্রত আচরণ করিবে ; সেই ব্রতের শেষে সহস্র, পঞ্চশত, অথবা সার্দ্ধ ত্রিশত গোদান করিবে ’ ইহা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত এবং গোসহস্র দানের সমুচ্চয় বিধি বিষয়ক হইলেও আচার্য্যাদি বধবিষয়ে জানিতে হইবে ; কারণ সেই পাপই অতিগুরু। দক্ষ বলিয়াছেন ;- ‘ অব্রাহ্মণকে যে দান, করা যায় তাহা সমফল ; ব্রাহ্মণকর্ম্মোপজীবিমাত্রে যে দান তাহা দ্বিগুণফল-জনক ; আচার্য্যে দান শত-সাহস্র ; এবং সোদর্য্যে যে দান তাহা অক্ষয়।’ যেরূপ অব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে দানে যথাক্রমে সম দ্বিগুণ সহস্র ও অনন্ত ফল বিশেষ হয় ; তাহাদের হিংসাতেও সেইরূপ পাপফল হইয়া থাকে।’ আপস্তম্বও দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বলিয়া কহিয়াছেন ;- ‘ গুরু অথবা শ্রোত্রিয়কে হনন করিয়া এই ব্রতই উত্তম ও অধিক পরিমাণে আচরণ করিবে। যাবজ্জীবন পুনঃপুনর্ব্বার এই দ্বাদশ বার্ষিকব্রত আচরণ করিয়া যদি ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ ব্রতাচরণ সম্ভাবিত হইলেও ; তাহাতে যে অসমর্থ হইবে, তাদৃশ বহুধন ব্যক্তির পক্ষে এই দান ও তপস্যার সমুচ্চয় জানিবে। সুমন্তু ও পরাশর প্রভৃতি দ্বাদশবার্ষিক ব্রত ভিন্ন যে প্রায়শ্চিত্ত সকল বলিয়াছেন, তাহার ব্যবস্থা পরে বলিব।

ভাল! দ্বাদশবার্ষিকাদি কল্প সকলের ব্যবস্থা কেন অবসিত হইল? দ্বাদশবার্ষিকাদি বিধায়ক বাক্য সকলদ্বারা হইয়াছে, এরূপ বলা যুক্ত নহে; কারণ, তাহাতে প্রতীতি হয় না। প্রমাণদ্বারা অবগত গুরু লঘু কল্প সকলের বাধ অবধারিত হয় নাই, এই জন্যই ব্যবস্থা কল্পিত হইতেছে; এরূপও বলিও না; কারণ বিকল্প সমুচ্চয় ও অঙ্গাঙ্গিভাব সকলের মধ্যে অন্যতমকে আশ্রয় করিলেইত বাধ অনায়াসে পরিহরণীয় হইতে পারে? ইহাতে কথিত হইতেছে;- সুমন্তুকর্ত্তৃক দর্শিত দ্বাদশ বার্ষিকাদি বিষম কল্প সকলের বিকল্প অবকল্পিত হইতেছে। কেননা, বিকল্প আশ্রয় করিলে গুরু কল্প সকলের অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় আনর্থক্য প্রসঙ্গ হয়। ষোড়শি গ্রহণ ও অগ্রহণের ন্যায় বিষম কল্পযুগলেরও বিকল্পের উপপত্তি হইতে পারে, এরূপ বলিও না। কারণ তথায় সম্ভব থাকিলে গ্রহণই যুক্ত; অতএব বিকল্পের কল্পনা করা উচিতই হইয়াছে। সমুচ্চয় ও হইতেছে, তাহার অতিদেশ প্রাপ্তি না হইলে, সমুচ্চয়ের সম্ভব হয় না। বিশেষত, তাহাতে উপদেশদ্বারা অবগত নিরপেক্ষ ভাবের বাধপ্রসঙ্গ হয়। অঙ্গাঙ্গিভাবও হইতেছে না; কারণ শ্রুতি লিঙ্গবাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যান, এই সকল বিনিযোজকের কেহই তথায় নাই। অতএব পরস্পর বিরোধ নিবারণের জন্য বিষম ব্যবস্থা কল্পনা করাই উচিত। সেই ব্যবস্থাও জাতি শক্তি ও গুণাদি অনুসারে কল্পনা করা কর্ত্তব্য। দেবলের স্মরণ আছে;-

ব্রাহ্মণস্য পরিত্রাণাদ্‌গবাং দ্বাদশকস্য চ।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানাদ্বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪৪॥

অনুবন্ধাদি অবগত হইয়া, একবার বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করত জাতি শক্তি ও গুণ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে॥ ২৪৩॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্তের নৈমিত্তিক সমাপ্তির সীমা কহিতেছেন ;——

যে আপন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া চৌর ও ব্যাঘ্রপ্রভৃতি কর্ত্তৃক হন্যমান এক জন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করিবে, অথবা সেইরূপে দ্বাদশ গোর প্রাণ রক্ষা করিবে, সে দ্বাদশ বার্ষিক পূর্ণ না হইতেই শুদ্ধ হইবে। যদি প্রাণত্রাণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্পাদন না করিয়াও মরে, তথাপি শুদ্ধ হইবে। এই জন্যই মনু ‘ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহার মধ্যে অগ্নি উদক বা হিংসকাদি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্রাহ্মণ অথবা গোর পরিত্রাণের জন্য যে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তাদৃশ গো ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে।’ এই বচনে ব্রাহ্মর রক্ষণ এবং তাহার জন্য মরণ, এই উভয়ই পৃথক্‌রূপে লিখিয়াছেন। আর, পরকীয় অশ্বমেধাবভৃথ-কর্ম্মের অঙ্গভূত স্নানসময়ে স্বয়ংও স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে শুদ্ধি লাভ করে। তাহাতে, প্রথমে আপনার আপনার পাপ প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ স্নান করিবে। মনু

বলিয়াছেন ;- 'অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ এবং যজমান ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে, আপন ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিবেদন করত অবভৃথস্নাত হইয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়।' ইহাও যদ্যপি সেই ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও যজমান ক্ষত্রিয়ের অনুমত হয়, তাহা হইলেই হইবে। শঙ্খের স্মরণ আছে ;- 'অশ্বমেধাবভৃথে যাইয়া তথায় অনুজ্ঞাত হইয়া স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে।' অশ্বমেধাবভৃথগ্রহণদ্বারা অগ্নিষ্টুন্মধ্য পঞ্চদশ-রাত্রাদি যজ্ঞান্তরসকলের অথবা অগ্নিষ্টুৎদ্বারা যে সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তাদৃশ সর্ব্বমেধ প্রভৃতিরও গ্রহণ জানিতে হইবে। গৌতমের স্মরণ আছে ;- অশ্বমেধাবভৃথে অথবা যাহার শেষে অগ্নিষ্টুৎ আছে, তাদৃশ যজ্ঞে যে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়াছে, সে যদি কোন রূপে ব্রাহ্মণের প্রাণত্রাণাদি করে, এই ব্রত সমাপ্তিসীমা তাহার পক্ষেই উক্ত হইল। যেমন সারস্বত যজ্ঞে প্লাক্ষ প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া উত্থান হয় ; একশত ঋষভ অথবা সহস্র গোর অভাবে সর্ব্বস্বযাজী হয় ; অথবা অন্য চিতি আহরণ করে : কিম্বা গৃহপতির মৃত্যুতে যজ্ঞ সমাপ্তি হয়; স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তর আবশ্যক করে না ; এস্থলেও সেইরূপ। শঙ্খ বলিয়াছেন :- 'ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশ বৎসরে শুদ্ধি লাভ করে ; ইহার মধ্যে যদি একজন ব্রাহ্মণের অথবা দ্বাদশ গোর প্রাণত্রাণ করে, কিম্বা অশ্বমেধাবভৃথে স্নান করে, তবে সদ্যই পবিত্র হয়।' এইজন্যই মনু ;- 'কেশশ্মশ্রু প্রভৃতি বপন করত গ্রামস-

মীপে বাস করিবে' এইরূপে দ্বাদশ বার্ষিকের গুণবিধি আরম্ভ করিয়া 'অগ্নি উদক অথবা হিংসকাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্রাহ্মণ অথবা গোর প্রাণত্রাণের জন্য নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে; অথবা ব্রাহ্মণ কিম্বা গোর পরিত্রাণে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত না হইলেও ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়' ইত্যাদি দ্বারা মধ্যে প্রাণত্রাণাদি বলিয়া 'এইরূপে দৃঢ়ব্রত নিয়ত স্ত্রীসংযোগাদিবিহীন ও সংযতমনা হইলে দ্বাদশ বৎসরের পর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়' এই বচন দ্বারা দ্বাদশ বার্ষিকেরই উপসংহার করিয়াছেন।

ভাল! ব্রহ্মহত্যা হইতে শুদ্ধিলাভ করে' এইরূপ বলায় ব্রাহ্মণত্রাণাদির দ্বাদশবার্ষিকের সহিত একফলতা অবগতি হওয়ায়, এই সকলের অঙ্গত্ব না হইয়া স্বাতন্ত্র্যই যুক্ত হইতেছে। আর, প্রধান বিরোধী বলিয়াও অঙ্গত্ব হইতে পারে না; কারণ, যাহা প্রধানের অনুগ্রাহক তাহাই অঙ্গ। এই বিধান প্রারব্ধ দ্বাদশ বার্ষিকেরও নহে যদ্দ্বারা তৎকার্য্যে বিধান হইতে পারে। যেমন 'যজ্ঞের জন্য, অবগূরণ করত বিশ্বজিৎদ্বারা যজ্ঞ করিবে এই স্থলে যেরূপ যজ্ঞ প্রয়োগে প্রবৃত্তের পক্ষে তৎপরিসমাপনে অসামর্থ্য বিষয়ে বিশ্বজিৎ বিহিত হইয়াছে, এস্থলেও অগ্নিপ্রবেশ ও লক্ষ্যাভাবাদির ন্যায় সেই রূপেই অঙ্গত্ব যুক্ত হইতেছে। দ্বাদশ বার্ষিকের উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে পঠিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদেরও অঙ্গত্ব আশঙ্কা করিবে না। কারণ, মধ্যে পঠিত হইলেও প্রয়ো-

জন না জানিলে প্রয়োজনাকাঙক্ষার অভাবহেতু পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্ত নহে। যেমন সামিধেনী প্রকরণ মধ্যবর্ত্তি অগ্নিবিৎ সকলের অগ্নিসমিন্ধন ও প্রকাশনত্ব রূপে সামিধেনীর সহিত এককার্য্য হওয়ায় সামিধেনীর অঙ্গত্ব হইতেছে, ইহাও সেইরূপ। আর, অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতির দ্বাদশবার্ষিক মধ্যে একান্ত পাঠ নাই; কারণ, বশিষ্ঠ ও গৌতম প্রভৃতি দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত আরম্ভের পূর্ব্বেই এই সমস্ত বলিয়াছেন। ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য মনুও 'অথবা শস্ত্রধারি গণের লক্ষ্য হইবে' 'কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে' ইত্যাদি প্রতিবাক্যেই বা শব্দ দিয়াছেন। এবং, প্রতিপ্রায়শ্চিত্ত এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন যে;- 'বিপ্র সংযতমনা হইয়া এই প্রায়শ্চিত্ত সকলের অন্যতম আচরণ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়।' সুতরাং অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যই যুক্ত হইতেছে। এবং ব্রাহ্মণত্রাণপ্রভৃতিরও এককালত্ব হেতু অঙ্গত্ব হইতেছে না।'

ইহাতে কহিতেছেন;- 'দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ করিয়া' ইত্যাদি শঙ্খ বচনদ্বারা অঙ্গত্ব অবগতি হওয়াতেই ইহা পরিহার করা হইয়াছে। বিদ্যমান যে অঙ্গ তাহারই প্রধানদ্বারা ফলসম্বন্ধ আছে, তাহা প্রধানের বিরোধী নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণত্রাণপর্য্যন্ত যে ব্রতানুষ্ঠান তাহারই ফলসাধনত্ব বিহিত হইয়াছে। এইরূপ বলিলেই আর কোন বিরোধ রহিল না॥ ২৪৪॥

দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তং ব্রাহ্মণং গামথাপি বা।
দৃষ্ট্বা পথি নিরাতঙ্কং কৃত্বা তু ব্রহ্মহা শুচিঃ ॥ ২৪৫ ॥
আনীয় বিপ্রসর্ব্বস্বং হৃতং ঘাতিত এব বা।
তন্নিমিত্তং ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৬ ॥

আরও কহিতেছেন ;——

পথমধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসহ কুষ্ঠাদি ব্যাধিকর্ত্তৃক পীড়িত ব্রাহ্মণ অথবা তাদৃশী গোকে দর্শন করত তাহাকে সেই রোগ হইতে মুক্ত করিলে ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধ হয়। ভাল! 'ব্রাহ্মণস্য পরিত্রাণাৎ' এইস্থলে ব্রাহ্মণের রক্ষণ যাহা বলিয়াছেন, কিজন্য 'ব্রাহ্মণং গামথাপি বা' এই বাক্যদ্বারা তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন? ঐরূপ বলা সঙ্গত বটে ; কিন্তু, অধস্তন বাক্যে আত্মপ্রাণ পরিত্যাগদ্বারা ব্রাহ্মণরক্ষণ উক্ত হইয়াছে ; অধুনা ঔষধ দানাদিদ্বারা বলিলেন ; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ। এই অভিপ্রায়েই মনু বলিয়াছেন ;- 'কোন বিপ্র তাহা হইতে প্রাণ লাভ করিলেও মুক্ত হয়' ॥ ২৪৫ ॥

আরও বলিতেছেন ;-

চৌরপ্রভৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহরণ হেতু অবসন্ন হইতেছে এতাদৃশ ব্রাহ্মণের ভূহিরণ্যাদি দ্রব্য সকল চৌরাদি হইতে প্রত্যানয়ন করত যে রক্ষা করে, সেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়। যদি তাদৃশ দ্রব্য আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং চৌরগণকর্ত্তৃক ঘাতিত হয়, অথবা সেই ব্রাহ্মণ ধন সকলের আনয়নের জন্য তথায় যুধ্যমান হইয়া শস্ত্র সকল দ্বারা ক্ষত হওত মৃতকল্প হইয়া জীবিত থাকে

লোমভ্যঃ স্বাহেত্যেবং হি লোমপ্রভৃতি বৈ তনুং।
মজ্জান্তাং জুহুয়াদ্বাপি মন্ত্রৈরেভির্যথাক্রমং ॥ ২৪৭ ॥

তাহা হইলেও বিশুদ্ধ হয়। শস্ত্রশব্দে যে বহুবচন দিয়াছেন, তাহা ক্ষতের বহুত্ব প্রাপ্তির জন্য। এই জন্যই মনু 'চোরাদিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে থাকিলে তাহার আনয়নের জন্য যত্ন করত তিন অথবা তদধিক বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাদৃশ ধন আনয়নে অসমর্থ হইলেও ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইবে; অথবা যদি প্রথম বারেই অপহৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব জয় করিয়া অধিকারী ব্রাহ্মণকে দেয়, তাহা হইলেও মুক্ত হইবে।' ত্র্যবর শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই শ্লোকে উক্ত পাঁচটি কল্পের ব্রাহ্মণ রক্ষণত্বরূপে 'ব্রতমধ্যে ব্রাহ্মণকে ত্রাণ করিয়া' এই শঙ্খবচনের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রত সমাপ্তির সীমারূপে নিয়োগ করায় স্বাতন্ত্র্য হইল না ॥ ২৪৬ ॥

অপর প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;-

'লোমভ্যঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রসকলদ্বারা লোম হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত দেহকে হোম করিবে। এস্থলে ইতি শব্দটি করণ নির্দ্দেশের জন্য। এবং শব্দটি প্রকার সূচনের নিমিত্ত। হি শব্দটি প্রভৃতি শব্দদ্বারা আক্ষিপ্যমাণ অপর স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ত্বক্ আদির দ্যোতনের জন্য। সেই জন্য লোমপ্রভৃতি হোমদ্রব্য সকল চতুর্থী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ঐ লোমপ্রভৃতির পর স্বাহাকার পাঠ করত তত্তৎ মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে। লোম ত্বক্ লোহিত মাংস মেদ স্নায়ু অস্থি ও মজ্জা এই হূয়মান

দ্রব্য সকল অষ্ট সংখ্যক হওয়ায় তাহাদের মন্ত্রও অষ্ট-সংখ্যক হইয়াছে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন ;- ‘ব্রহ্মহত্যাকারী অগ্নিস্থাপন করত হোম করিবে।

তাহাতে প্রথম মন্ত্র ;-

লোমানি মৃত্যোর্জুহোমি লোমভির্মৃত্যুং বাশয়ে। ১।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশ করিয়া লোম সকলকে হবন করিতেছি; অথবা লোম সকল দ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ১।

দ্বিতীয় আহুতির মন্ত্র ;——

ত্বচং মৃত্যোর্জুহোমি ত্বচা মৃত্যুং বাশয়ে। ২।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে ত্বক্‌কে হবন করিতেছি; অথবা ত্বক্‌দ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ২।

তৃতীয় আহুতির মন্ত্র ;-

লোহিতং মৃত্যোর্জুহোমি লোহিতেন মৃত্যুং বাশয়ে। ৩।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে রক্তকে হবন করিতেছি; অথবা রক্তদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৩।

চতুর্থ আহুতির মন্ত্র ;——

মাংসানি মৃত্যোর্জুহোমি মাংসৈর্মৃত্যুং বাশয়ে। ৪।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে মাংস সকল হবন করিতেছি; অথবা, মাংস সকলদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৪।

পঞ্চম আহুতির মন্ত্র ;-

মেদো মৃত্যোর্জুহোমি মেদসা মৃত্যুং বাশয়ে। ৫।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে মেদকে হবন করিতেছি; অথবা, মেদোদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৫।

ষষ্ঠ আহুতির মন্ত্র ;—

স্নাযূনি মৃত্যোর্জুহোমি স্নায়ুভির্মৃত্যুং বাশয়ে। ৬।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে স্নায়ু সকল হবন করিতেছি ; অথবা, স্নায়ু সকলদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৬।

সপ্তম আহুতির মন্ত্র ;-

অস্থীনি মৃত্যোর্জুহোমি অস্থিভির্মৃত্যুং বাশয়ে। ৭।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে অস্থি সকল হবন করিতেছি; অথবা, অস্থিসকলদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৭।

অষ্টম আহুতির মন্ত্র ;-

মজ্জাং মৃত্যোর্জুহোমি মজ্জাভির্মৃত্যুং বাশয়ে। ৮।

আমি মৃত্যুর উদ্দেশে মজ্জাকে হবন করিতেছি ; অথবা মজ্জাসকল-দ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি। ৮। '

এস্থলে ' লোমপ্রভৃতি দেহকে হবন করিবে ' ইহাদ্বারা লোমাদির হোমদ্রব্যত্ব প্রাপ্তি হওয়ায়, ' লোমভ্যঃ স্বাহা ' ইহাতে চতুর্থী নির্দ্দেশ থাকিলেও লোমাদির দেবতাত্ব কল্পিত হইতেছে না ; কারণ, দ্রব্য প্রকাশত্ব-রূপেই মন্ত্র সকলের হোমসাধনত্ব উপপন্ন হইতেছে। পরন্তু ' লোমসকলদ্বারা মৃত্যুকে কামনা করিতেছি এই বশিষ্ঠোক্ত মন্ত্র পর্য্যালোচনাদ্বারা হবিঃসম্বন্ধ বশত মৃত্যু-রই দেবতাত্ব কল্পিত হইতেছে। ইহাদ্বারা এইরূপ অব-গত হওয়া যাইতেছে যে, সামর্থ্য অনুসারে ক্ষুরদ্বারা লোমপ্রভৃতি ছেদন করত আটটি হোম করিয়া শেষে দেহকে প্রক্ষেপ করিবে। কেহ যে বলিয়াছেন ' দ্রব্যের নিরূপণ না থাকায় আজ্যরূপ হবির্দ্বারা হোম করিবে ;

তাহা নিরূপণ না করিয়াই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং উপে-
ক্ষণীয়। 'হবন করিবে' এইরূপ বলাতেই অগ্নির প্রাপ্তি
হইলেও পুনর্ব্বার যে 'ভ্রূণহত্যাকারী অগ্ন্যাধান করিয়া'
এইবাক্যে অগ্নির গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা লৌকিকাগ্নির
প্রাপ্তির জন্য। পতিতাগ্নিসকলের প্রতিপত্তির বিধান
থাকায় ইহা যুক্তই বটে। প্রতিপত্তি বিষয়ে উশনার
স্মরণ আছে;- 'যদি কোন আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ মহাপাতক
বিশিষ্ট হয় এবং সে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ হইতে না পারে
তবে তাহার অগ্নি সকলের কি গতি হইবে? পণ্ডিত
ব্যক্তি তাহার বৈতান অগ্নিকে জলে প্রক্ষেপ করিবে
এবং শালাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে।' কাত্যায়নেরও স্মরণ
আছে;- 'যদি কোন সাগ্নিক বিপ্র দৈববশত মহাপাতক
সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত সে নিষ্পাপ না হয়
তাবৎ তাহার পুত্রাদি নিয়ম বিশিষ্ট হইয়া তদীয় অগ্নি-
সকল রক্ষা করিবে। যদি কেহ প্রায়শ্চিত্ত না করে,
অথবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মৃত হয়, তবে তদীয় গৃহ্য
অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে এবং শ্রৌত অগ্নিকে পরিচ্ছদের
সহিত জলে নিক্ষেপ করিবে।' অগ্নিতে দেহপ্রক্ষেপও
তিনবার উঠিয়া উঠিয়া অধোমুখে কর্ত্তব্য। মনু বলিয়া-
ছেন;- 'অথবা অধোমুখ হইয়া তিনবার অগ্নিতে স্বীয়
শরীর নিক্ষেপ করিবে।' এবিষয়ে গৌতমও বিশেষ দে-
খাইয়াছেন;- 'যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, অনশনদ্বারা
কর্শিত কলেবরে তিনবার অগ্নিতে পতনই তাহার প্রায়-
শ্চিত্ত।' কাঠকশ্রুতিতে আছে;— 'অনশনদ্বারা কৃশ

সংগ্রামে বা হৈতো লক্ষ্যভূতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
মৃতকল্পঃ প্রহারার্ত্তো জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৮ ॥

হইয়া অগ্নিতে আরোহণ করিবে।’ এই মরণান্তক প্রায়শ্চিত্ত কামকৃতবিষয়ে। মধ্যমাঙ্গিরা বলিয়াছেন ;- ‘পণ্ডিতেরা যে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, তাহা কামকৃত বিষয়ে জানিতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।’ আরও কথিত আছে ;- ‘যে মনুষ্য কোনরূপে জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাপ করিবে, উচ্চস্থান হইতে পতন অথবা অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন তাহার বিশুদ্ধি নাই।’ এই প্রায়শ্চিত্তটি স্বতন্ত্র ; ইহা ব্রাহ্মণত্রাণাদির ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অন্তর্ভূত নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ২৪৭ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

অথবা যুদ্ধভূমিতে উভয় দল কর্ত্তৃক প্রেরিত শরসম্পাতের মধ্যে লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া মরিলেও শুদ্ধি লাভ করে। যদি গাঢ় মর্ম্মপ্রহারদ্বারা তীব্র বেদনা যুক্ত হওত মৃতকল্প বা মূর্চ্ছিত হইয়া জীবিতও থাকে তাহা হইলেও বিশুদ্ধ হয়। ঐ লক্ষ্যভাবটি ধনুর্ব্বিদ্যায় অভিজ্ঞগণের সংগ্রামের মধ্যস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইয়া ‘আমি প্রায়শ্চিত্তার্থী’ এইরূপ খ্যাপন করত হওয়া চাই। কিন্তু, রাজা বলপূর্ব্বক ঐরূপ লক্ষ্যভাব করাইবেন না। মনু বলিয়াছেন ;- ‘অথবা আপন ইচ্ছানুসারে ধনুর্ব্বিদ্যাভিজ্ঞ শস্ত্রধারিগণের লক্ষ্য হইবে। এই প্রায়শ্চিত্ত মরণান্তিকত্বহেতু সাক্ষাৎকর্ত্তা ক্ষত্রিয়াদির কামকৃত বিষয়ে। বচনে যে অপি শব্দ আছে তদ্দ্বারা ‘অশ্বমেধপ্রভৃতিদ্বারাও শুদ্ধ হয়’ এইরূপ জা-

নিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, ‘অথবা অশ্বমেধ, স্বর্জ্জিত, গোসব, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, ত্রিবৃৎ কিম্বা অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ করিবে।’ ‘মহীপতি যে ক্ষত্রিয় তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন’ এইরূপ পরাশরের স্মরণ থাকায়, এবং যিনি সার্ব্বভৌম নহেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন না’ এইরূপ নিষেধ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানটি সার্ব্ব-ভৌম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানটি সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানকৃতবিষয়ে মরণান্তিক প্রায়-শ্চিত্তের স্থলে জানিতে হইবে। কেননা যম ‘ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতক করিলে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া অথবা মহাক্রতু অশ্বমেধের অনু-ষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হয়’ এই বচনে মরণকালে অগ্নিপ্রবে-শের তুল্যরূপে মহাক্রতু অশ্বমেধকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বর্জ্জিতপ্রভৃতি যজ্ঞ সকল, যাহারা প্রথম যজ্ঞ করিয়াছে’ তাদৃশ ত্রৈবর্ণিক আহিতাগ্নির দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের সহিত বিকল্পিত হইয়া থাকে। স্বর্জ্জিতাদির জন্য আধান অথবা প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যে পতিত তাহার দ্বিজাতিকর্ম্মে অধিকার নাই। সন্ধ্যোপাসনার ন্যায় অবিরোধ, এরূপ বলাও যুক্ত নহে; কারণ, আধা-নাদি উত্তরক্রতুর শেষ নহে। ঐ স্বর্জ্জিতাদি দক্ষিণার ন্যূনাধিক্য আশ্রয় দ্বারা সাক্ষাৎ বধকর্ত্তৃস্থলে দ্বাদশবার্ষিক ষড়্বার্ষিক ও ত্রৈবার্ষিকাদি বিষয়ে ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে॥ ২৪৮॥

অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা ত্রিবৈর্বেদস্য সংহিতাং ।
শুধ্যেত বা মিতাশীত্বাপ্রতিস্রোতঃসরস্বতীং ॥ ২৪৯ ॥
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
অদাতুশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থমিষ্টির্বৈশ্বানরী স্মৃতা ॥ ২৫০ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

‘নিয়তাহার হইয়া জপ করিবে’ এইরূপ মনুর স্মরণ থাকায় নিয়তাহার হইয়া অরণ্যে নির্জ্জনপ্রদেশে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদসংহিতা জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সংহিতা গ্রহণটি পদ ও ক্রমের ব্যুদাসের জন্য। অথবা পরিমিতাহার হইয়া প্লাক্ষপ্রস্রবণ হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতীর প্রতিস্রোতে গমন করত শুদ্ধ হইবে। তৎকালে হবিষ্যাশী হইবে। মনুর স্মরণ আছে যে ;- ‘হবিষ্যভোজী হইয়া সরস্বতীর প্রতিস্রোতে বিচরণ করিবে।’ যথায় হন্তা বিদ্বান্‌ ও অত্যন্ত গুণবান্‌ অথচ নির্দ্ধন, তাহার প্রমাদকৃত নির্গুণহননবিষয়ে জানিতে হইবে। স্বরস্বতীগমনও তাদৃশ হননে বিদ্যাবিহীনের বিষয়ে। নিমিত্তির পক্ষেও এই প্রায়শ্চিত্ত। এবিষয়ে পূর্ব্বে ‘যদি কোন ব্রাহ্মণ তিরস্কৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে’ এই সুমন্তু বচনে দর্শিত হইয়াছে। আর, মনুর যে বচন আছে ‘অন্যতম বেদ জপ করিয়া শতযোজন গমন করিবে’ তাহাও ‘অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা’ ইহারই বিষয়ে পথভ্রমণে সমর্থের পক্ষে জানিবে ॥ ২৪৯ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

‘কেবল বিদ্যাদ্বারা নহে’ ইত্যাদিস্থলে যে লক্ষণ উক্ত

হইয়াছে, তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট পাত্রে জীবন যাপনোপ-যোগী গোভূ-হিরণ্যাদি ধন দান করত শুদ্ধি লাভ করে। যে সেই ধন প্রতিগ্রহ করে, তাহার আপনার শুদ্ধির জন্য বৈশ্বানর দৈবতাক যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ইহা আহিতাগ্নির বিষয়ে। অনাহিতাগ্নির পক্ষে তদ্দৈবতাক চরু হইবে। গৃহ্যকারের বচন আছে যে;- 'যাহা আহিতাগ্নির ধর্ম্ম, ঔপাসনিকেরও তাহাই।' বচনে যে বা শব্দ আছে তদ্দ্বারা এইরূপ কথিত হইতেছে যে;- অথবা, আপনার সমস্ত ধন ও উপকরণের সহিত গৃহই প্রদান করিবে। মনু বলিয়াছেন;- অথবা কোন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে; কিম্বা জীবনযাপনোপযোগী ধন দিবে; অথবা উপকরণের সহিত গৃহ প্রদান করিবে। যথায় নির্গুণ অথচ ধনবান্ ব্যক্তি নির্গুণকে বধ করিয়াছে, এই পাত্রে ধনদান সেই স্থলেই জানিতে হইবে। ইহাতে, যাহার বংশ নাই তাহার সর্ব্বস্বদান এবং এবং যাহার বংশ আছে তাহার সোপকরণ গৃহদান, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরাশর যে বলিয়াছেন;- 'চাতুর্ব্বিদ্যো-পপন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মঘাতক হইলে, সমুদ্রসেতুগমন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সে ছত্র ও উপানহ বিরহিত হইয়া সেতুবন্ধপথে বিকর্ম্মস্থ ভিন্ন অপর চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। ভিক্ষা গ্রহণ কালে 'আমি দুষ্কৃতকর্ম্মা মহাপাতক ব্রহ্ম-ঘাতক, ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহদ্বারে অবস্থান করিতেছি' এইরূপ বলিবে। এইরূপে গোকুল গোষ্ঠ গ্রাম নগর তপোবন তীর্থ নদী ও প্রস্রবণ সকলে নিজ পাপ খ্যাপন

করত পুণ্য সাগরে যাইয়া তথায় স্নানকরত ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর, পবিত্র হইয়া গৃহে গমন করত ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং বস্ত্র ও পবিত্র দান করত পূতাত্মা হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণকে শত গো দক্ষিণা দিবে। এইরূপে চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।' ইহাও 'পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং' এই বচনেরই সমান-বিষয়। আর, সুমন্তুর যে বচন আছে;- 'ব্রহ্মহত্যাকারী সম্বৎসর কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে, অধঃশায়ী ত্রিষবণস্নায়ী হইবে, আপনার কর্ম্ম খ্যাপন করিবে, ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ আহার করিবে, দিব্য-নদীপুলিনসঙ্গম আশ্রম গোষ্ঠ পর্ব্বত ও উপবন সকলে বিচরণ করিবে, এবং স্থান ও বীরাসনবিশিষ্ট হইবে। সম্বৎর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্য মণি গো ধান্য তিল ভূমি ও ঘৃত দান করত পবিত্র হইবে' তাহাও মূর্খ অথচ ধনবান্ হন্তার ব্রাহ্মণজাতি মাত্র হননে জানিতে হইবে। আর, বশিষ্ঠের যে বচন আছে 'দ্বাদশ রাত্র অব্ভক্ষ ও দ্বাদশরাত্র উপবাসী হইবে' তাহা যে ব্যক্তি মনোমধ্যে ব্রহ্মবধের অধ্যবসায় করিয়া আপনা হইতেই জিঘাংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে জানিবে। আর ষট্‌ত্রিংশৎ ব্রাহ্মণের যে বচন আছে;- 'ষণ্ড ব্রাহ্মণকে হনন করিলে শূদ্রহত্যাব্রত, চান্দ্রায়ণ, ও পরাকদ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে' ইহাও, যাহার আর পুংস্ত্ব হইবার সম্ভব নাই তাদৃশ ক্লীব ব্রাহ্মণের জ্ঞানপূর্ব্বক বধে জানিতে হইবে। এতাদৃশ অজ্ঞানকৃত

বধে বৃহস্পতি বলিয়াছেন ;- ‘ অরুণা সরস্বতীর লোক-বিশ্রুত সঙ্গমে ত্রিষবণস্নায়ী হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বিজ শুদ্ধ হইবে।’ এইরূপ অপর স্মৃতিবাক্য সকল অন্বেষণ করত বিষম বচন সকলের ব্যবস্থা করিবে ; সম বচন সকলের বিকল্প জানিবে। দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত হইতে ধনদান পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তই ব্রাহ্মণের পক্ষে। ক্ষত্রিয়প্রভৃতির দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন ;— ‘যাহা ব্রাহ্মণগণের পর্ষৎ, ক্ষত্রিয়গণের তাহার দ্বিগুণ এবং বৈশ্যদিগের তাহার ত্রিগুণ ; ব্রতও পর্ষদের ন্যায় স্মৃত হয়।’ এইরূপে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হন্তা ও হন্যমানের যে যে গুণবিশেষ বশত যাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; তদ্গুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়াদিতে সেই প্রায়শ্চিত্তই দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হইবে। এই যুক্তি অনুসারেই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যপ্রভৃতিতে হীনকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট বধে দোষের গৌরব অনুসারে প্রায়শ্চিত্তেরও দ্বৈগুণ্যাদি কল্পনা করিতে হইবে। দোষের গৌরবটি দণ্ডের গৌরবদ্বারা অবগত হওয়া যায় উক্ত আছে ;— ‘ প্রতিলোম অপবাদ সকলে বর্ণসকলের দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দণ্ড হইবে ; অনুলোম অপবাদে সুতরাং দণ্ডের অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি হইবে।’ আর চতুর্ব্বিংশতিতে যে বচন আছে ; ‘ মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণের যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, অশেষ পাপ সকলে ক্ষত্রিয় তাহার পাদোন অর্থাৎ ত্রিপাদ, বৈশ্য অর্দ্ধেক, এবং শূদ্র একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।’ ইহাও প্রতিলোমে অনুষ্ঠিত

চতুর্ব্বিধ সাহস-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে। মূর্দ্ধাবষিক্ত প্রভৃতির অনুলোমোৎপন্ন পাপ অনুসারে দণ্ডের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। দণ্ডের তারতম্যও দর্শিত হইয়াছে ;- 'বর্ণ ও জাতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে দণ্ড প্রণয়ন করিবে।' সুতরাং, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণবধে ব্রাহ্মণ হইতে অতিরিক্ত এবং ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন অর্দ্ধাধিক দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই যুক্তি অনুসারেই প্রতিলোমোৎপন্ন গণেরও প্রায়শ্চিত্তের গৌরব ব্যবস্থাপিত করিবে। আশ্রমিগণের পক্ষে অঙ্গিরা বিশেষ দেখাইয়াছেন ;—— 'আশ্রমবাসিগণ যদি গৃহস্থ প্রকরণোক্ত পাপ কার্য্য সকল করে, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিদর্শনের পূর্ব্বে শৌচের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।' শৌচের ন্যায় যাহা বলিয়াছেন ;- তাহা 'গৃহস্থগণের পক্ষে এই যে শৌচ উক্ত হইল, ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে ইহার দ্বিগুণ ; বানপ্রস্থ গণের ত্রিগুণ এবং যতিগণের চতুর্গুণ।' এই বচন অনুসারে ব্রহ্মচারিপ্রভৃতির শৌচ যেমন দ্বিগুণাদিক্রমে বর্দ্ধিত হয়, প্রায়শ্চিত্তও সেইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর যে প্রায়শ্চিত্তদ্বৈগুণ্য তাহা ষোড়শ বৎসরের পরে জানিতে হইবে ; কারণ 'ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে' এই বচনে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, চতুর্গুণ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিতে হইলে তন্মধ্যে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকায় সমাপ্তি না হওয়ার সম্ভব ; সুতরাং, তাহাতে প্রবৃত্তি না হইতে পারে? এরূপ

যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতী চরেদ্ব্রহ্মহনি ব্রতং।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিসূদকঃ ॥ ২৫১॥

আশঙ্কা করিও না ; কারণ যে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছে, তাহার তন্মধ্যে মৃত্যু হইলেও, অবশ্যই পাপক্ষয় হইবে। হারীত বলিয়াছেন ;—— 'প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া যদি কর্ত্তা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই দিনেই ইহ লোক এবং পরলোকেও পবিত্র হইবে।' ব্যাসও বলিয়াছেন ;- 'যদি ধর্ম্মের নিমিত্ত যত্ন করিয়া তাহা সমাধান করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলেও তাহার পুণ্য অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই'॥ ২৫০ ॥

অধুনা নিমিত্তান্তরে ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ কহিতেছেন ;-

দীক্ষণীয়াদি উদবসানীয় পর্য্যন্ত সোমযাগ প্রকরণে বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যে বধ করে, সে, ব্রহ্মহত্যাকারি পুরুষে যে ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্রত করিবে। যদিও সামান্যত যাগশব্দ বলিয়াছেন, তথাপি ইহাদ্বারা সোমযাগই অভিহিত হইতেছে। কারণ 'সবনগত রাজন্য ও বৈশ্য' এই বচনে বশিষ্ঠ সবনত্রয় সম্পাদ্য সোম যাগেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতিশক্তি ও গুণ অনুসারে পূর্ব্বে যে গুরুলঘুভূত দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রহ্মহত্যাব্রত সকল বলিয়াছেন ; এস্থলেও সেই ব্যবস্থাই জানিবে। গর্ভবধাদিতেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বচনে ব্রত শব্দ গ্রহণ করায় এস্থলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তটি অতিদিষ্ট হইতেছে না। সুতরাং জ্ঞানকৃত যাগস্থ

ক্ষত্রিয়াদি বধে ব্রতেরই দ্বৈগুণ্য হইবে। সেই ব্রত সম্পূর্ণই করিবে; কারণ 'পূর্ব্বোক্ত বর্ণদ্বয়ের বেদাধ্যায়ীকে হনন করিলে' এইরূপে আরম্ভ করিয়া আপস্তম্ব দ্বাদশবার্ষিক ব্রতই বলিয়াছেন। বিবাহিতা স্ত্রীতে সম্ভূত যে গর্ব্ভ তাহা হনন করিলে, যে জাতীয় পুরুষবধে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, সেই জাতীয় গর্ব্ভবধে সেই প্রায়শ্চিত্তই করিবে। ইহাও যে পর্য্যন্ত গর্ব্ভের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব অথবা ক্লীবত্ব প্রকটিত না হইয়াছে, তদ্বিষয়েই জানিতে হইবে। কেননা মনুবচনে 'অবিজ্ঞাত গর্ব্ভ হনন করিয়া' এইরূপ বিশেষ দেখা যায়। এস্থলে যদি চ ব্রাহ্মণগর্ব্ভের ব্রাহ্মণত্বহেতুই ব্রাহ্মণবধনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত পাওয়া যাইতেছে; তথাপি, গর্ব্ভের স্ত্রীত্ব হইবার সম্ভব থাকায় 'স্ত্রী শূদ্র ও বৈশ্যবধ' ইত্যাদি বচনদ্বারা উপপাতক প্রায়শ্চিত্তের প্রাপ্তি হইতে পারে; সুতরাং, স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব অথবা ক্লীবত্ব রূপে বিজ্ঞাত না হইলেও ব্রাহ্মণগর্ব্ভমাত্রহননে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে, ইহার জন্যই এই সার্থক অতিদিষ্ট বচন। স্ত্রী-পুরুষাদির প্রকাশক বিশেষ লক্ষণ জন্মিলে যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই হইবে। যে আত্রেয়ীকে হনন করে সেও সেইরূপ ব্রত আচরণ করিবে, অর্থাৎ হন্যমানা আত্রেয়ী যে বর্ণের, সেই বর্ণের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আত্রেয়ী শব্দে ঋতুমতী কথিত হয়। বশিষ্ঠের স্মরণ আছে;- 'রজস্বলা ঋতুমতীকে আত্রেয়ী কহে; ইহাতে ভবিষ্যৎ অপত্য হয়। আত্রেয়ী শব্দে অত্রিগোত্রসম্ভবাকেও কহে। বিষ্ণুর স্মরণ আছে;-'অথবা

অত্রিগোত্রসম্ভবা নারীকে।” (অর্থাৎ হনন করিয়া)। ইহাদ্বারা এইরূপ কথিত হইতেছে যে :- ব্রাহ্মণগর্ব্ভবধ এবং ব্রাহ্মণী আত্রেয়ী বধে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে; ক্ষত্রিয় গর্ব্ভবধ এবং ক্ষত্রিয়া আত্রেয়ী বধে ক্ষত্রিয়হত্যা ব্রত করিবে ; অন্যান্য স্থলেও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। চ শব্দদ্বারা সাক্ষিস্থলে অসত্য কথন প্রভৃতিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মনু বলিয়াছেন ;- সাক্ষ্যে অসত্য বলিয়া, গুরুর প্রতিরম্ভ উৎপাদন করিয়া, নিক্ষেপ অপ-হরণ করিয়া, এবং স্ত্রীবধ ও মিত্র বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। যে স্থলে সাক্ষ্যে অসত্য বলিলে বর্ণিগণের বধ দণ্ড হয়, এই অসত্য কথনটি সেই বিষয়েই জানিতে হইবে ; কারণ, প্রায়শ্চিত্তটি অতিগুরু। প্রতিরম্ভ শব্দের অর্থ ক্রোধাবেশ। নিক্ষেপটি ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয়। স্ত্রীপদে আহিতাগ্নির ভার্য্যা, পাতিব্রত্যাদি গুণযুক্তা, অথবা যজ্ঞদীক্ষিতা জানিতে হইবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন ;- ‘ আহিতাগ্নি দ্বিজশ্রেষ্ঠের অনিন্দিতা পত্নীকে এবং আ-ত্রেয়ীকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে।’ পরাশরের স্মরণ আছে ;- ‘ যজ্ঞদীক্ষিতা স্ত্রীকে হনন করিয়া ব্রহ্ম-হত্যাব্রত করিবে।’ এইরূপে যজ্ঞদীক্ষিতা, অগ্নিহোত্রি-পত্নী ও আত্রেয়ীবধে ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ করায়, তদতিরিক্ত স্ত্রীবধের ‘ স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-বধ’ এই বচনের মধ্যে পাঠ থাকায়, উপপাতকত্বই হইতেছে।

ভাল ! “ব্রাহ্মণ হন্তব্য নহে ” এইস্থলে নিষেধে অনু-

চরেদ্ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থং চেৎ সমাগতঃ।
দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ ॥ ২৫২ ॥

পাদেয়গতত্বহেতু লিঙ্গ বচনের বিবক্ষা না থাকায় এবং ব্রাহ্মণজাতিগত স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্বের কোন বিশেষ না থাকায় তদতিক্রমনিমিত্তক " ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি " এই প্রায়শ্চিত্ত বিধির উভয়ত্র প্রাপ্তি হইলেও কি নিমিত্ত ' আত্রেয়ীনিসূদক' এই অতিদেশ বচন বলিলেন? ইহাতে বলিতেছেন ;- ব্রাহ্মণত্ব থাকিলেও অনাত্রেয়ীবধে মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তের নিরাকরণের জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং, আত্রেয়ীপ্রভৃতি ভিন্ন অপর স্ত্রীর বধ উপপাতক প্রায়শ্চিত্তই হইবে। অতিদেশস্থলে প্রায়শ্চিত্তেরই অতিদেশ হইবে, পাতিত্যের অতিদেশ নহে; সুতরাং, ইহাতে পতিতত্যাগাদি কার্য্য হইবে না ॥ ২৫১ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

পূর্ব্বে যে ' যথাবর্ণ ' বলিয়াছে এবচনেও তাহার অনুবৃত্তি হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি হননে কৃতনিশ্চয় হওত তাহাকে হনন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়া শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিলে প্রতিঘাতাদি প্রতিবন্ধ বশত যদি সে না মরে, তবে তাদৃশ ব্রাহ্মণকে হনন না করিয়াও ব্রহ্মহত্যাদি ব্রত করিবে। গৌতম বলিয়াছেন ;—— ' ব্রাহ্মণবধের জন্য শস্ত্রাদি সৃষ্ট হইলে, সেই ব্রাহ্মণকে হনন না করিয়াও।' (অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করিবে)। ভাল ! হনন এবং হননাভাব এই উভয়েই এবম্বিধ প্রায়শ্চিত্ত ত যুক্ত নহে ? ইহা সত্য বটে ; এই জন্যই ঔপদে-

সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥ ২৫৩ ॥

শিক অপেক্ষা কম বলিয়া আতিদেশিকে পাদোন দ্বাদশ বার্ষিকাদি ব্রহ্মহত্যা ব্রতই হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বে প্রপঞ্চিত করিয়াছি।

আর ;- যে ব্যক্তি সবনসম্পাদ্য সোমযাগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে হনন করে, তাহাকে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত করিতে উপদেশ দিবে। সবনস্থত্বের বিশেষ না থাকিলেও সেই গুরু লঘুভূতব্রত সকলের জাতি শক্তি ও গুণ অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা জানিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যার সদৃশ যে গুর্ব্বধিক্ষেপাদি সেই সকল আতিদেশিক অপেক্ষাও ন্যূন, অতএব সেই সকলে অর্দ্ধোন দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাই কথিত হইল ॥ ২৫২ ॥

ব্রহ্মহত্যা প্রকরণ সমাপ্ত।

ক্রমপ্রাপ্ত সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ কহিতে আরম্ভ করিতেছেন ;——

নিষিদ্ধ সুরাপানকারী সুরা জল ঘৃত গোমূত্র ও দুগ্ধ এই সকলের মধ্যে যে কোন দ্রব্যকে ক্বাথ বা অগ্নির ন্যায় স্পর্শ ও দাহ শক্তিবিশিষ্ট করত পান করিয়া মরিলে শুদ্ধি লাভ করে। গোমূত্রের সাহচর্য্য বশত ঘৃত ও দুগ্ধ গব্যই গ্রাহ্য। ঘৃত ও দুগ্ধের সাহচর্য্য বশত গোমূত্র স্ত্রীগোরই গ্রাহ্য। এইরূপ সুরাদি পান আর্দ্র বস্ত্র পরিধান

করিয়া করিবে। পৈঠীনসির স্মরণ আছে ;- 'সুরাপান-কারী আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী হইয়া অগ্নিবর্ণা সুরা পান করিবে।' সেই সুরা লৌহপাত্রে পান করিবে। প্রচেতার স্মরণ আছে ;- 'সুরাপানকারী লৌহপাত্রে অগ্নি-বর্ণা সুরা পান করিবে।' একাকার মাত্র নিষিদ্ধ সুরা পান করিলেই এই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অঙ্গিরার স্মরণ আছে ;- 'একবারমাত্র সুরাপান করিয়াও অগ্নিবর্ণা সুরা পান করিবে।' বশিষ্ঠের যে বচন আছে ;- 'সুরাপান অভ্যস্ত হইলে অগ্নিবর্ণা সুরা পান করিবে।' ইহা সুরা-ব্যতিরিক্ত মদ্যপানবিষয়ে। এই প্রায়শ্চিত্তও কামকৃত বিষয়ে। কেননা বৃহস্পতির স্মরণ আছে ;- 'ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিলে মুখমধ্যে অগ্নিবর্ণা সুরা নিক্ষেপ করিবে; সেই জ্বলন্তী সুরাদ্বারা মুখ দগ্ধ হইয়া মৃত হইলেই সুরা-পানকারী শুদ্ধি লাভ করে।' আর 'দ্বিজ মোহবশত সুরা পান করিলে অগ্নিবর্ণা সুরা পান করিবে' এই বচনে মনু যে মোহপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রার্থের অপরিজ্ঞানের অভিপ্রায়ে।

এস্থলে এই বিষয়টি চিন্তনীয় হইতেছে ;- সুরা শব্দটি কি মদ্যমাত্রেই প্রসিদ্ধ, অথবা গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিনে প্রসিদ্ধ, কিম্বা কেবল পৈষ্টীতেই রূঢ় ? ইহাতে কেহ কেহ বলে সুরা শব্দটি মদ্যমাত্রেই রূঢ়; কারণ, 'সুরাপান অভ্যস্ত হইলে' এই বশিষ্ঠ বচনে পৈষ্ট্যাদি তিন ব্যতিরিক্ত মদ্যমাত্রেও সুরা শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ইহা গৌণপ্রয়োগ এরূপ শঙ্কা করিতে

পারে না ; কারণ, মদজননশক্তিবিশিষ্ট উপাধি এবং সর্ব্বত্রই মুখ্যত্ব থাকায় গৌণত্ব কল্পনা অন্যায্য ? ইহাও অযুক্ত ; কারণ “পনসসম্ভূত, দ্রাক্ষাসম্ভব, মধূক-প্রসূত, খর্জ্জুরজাত, তালসাধিত, ইক্ষুপ্রভব, মধূত্থ, সির (পিপ্পলী) সম্ভূত, আরিষ্ট, মৈরেয়, ও নারিকেলজ, এই একাদশকেই সমান মদ্য জানিবে। সুরা ইহাদিগের দ্বাদশ মদ্য।” এই বচনে পুলস্ত্য সুরাকে মদ্যবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন। সুতরাং মদ্য অর্থে যে সুরাশব্দের প্রয়োগ তাহা গৌণ। অপর অনেকে সুরাকে পৈষ্টীপ্রভৃতি তিনেই রূঢ় কহেন। ফলত, যদিও অনেক স্থলে সুরা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তথাপি তাহার অনাদি প্রয়োগ কোথায় ? এই সন্দেহে “গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধা সুরা জানিবে” এই মনুবচন অনুসারে গুড় মধু ও পিষ্ট এই তিনের বিকারেই সুরা-শব্দের অনাদিত্ব নির্দ্ধারণ হওয়ায়, তাহাতেই মুখ্যত্ব হওয়া যুক্ত। ইহাতে অনেকশক্তি কল্পনা দোষও হইতে পারে না ; কেননা মদশক্তির উপাধিত্ব আশ্রয়দ্বারাই তাহা অনায়াসে পরিহার করা যায়। তালাদি রসে উপাধি বিদ্যমান থাকিলেও, পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় যোগরূঢত্ব আশ্রয়দ্বারা অতিপ্রসঙ্গও হয় না। অতএব “এক সুরা যেমন দোষাবহ, সকল সুরাই তদ্রূপ ; দ্বিজোত্তমগণ তাহা পান করিবেন না।” এই বচনটি ত্রিবিধ সুরারই সমান দোষত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে, গৌড়ী ও মাধ্বীর পৈষ্টীসুরাতুল্যত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে নহে।

দ্বিজোত্তম গ্রহণটি দ্বিজাতিমাত্রের উপলক্ষণ।

উপরে যাহা বলিলেন তাহাও অযুক্ত হইতেছে ; কারণ ‘ সুরা ইহাদিগের দ্বাদশ মন্ত্র, ইহা সকলের অধম বলিয়া স্মৃত হয়, এই পুলস্ত্যবচনে গৌড়ী এবং মাধ্বী হইতেও সুরার ব্যতিরেক দেখা যাইতেছে। আর ‘ সুরা অন্ন সকলের মল, এবং মল পাপ বলিয়া উক্ত হয়” এই বচনে অন্নবিকারেরই সুরাত্ব নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এবং অন্নদ্বারা ব্যঞ্জন ’ ইত্যাদিতে ব্রীহি প্রভৃতির বিকারেই অন্নশব্দের প্রয়োগ দর্শনে ; গুণ ও মধুর রসরূপত্বহেতু ; এবং সৌত্রামণীগ্রহেও অন্নবিকারেই সুরা শব্দ শ্রুত হওয়ায়, পৈষ্টীই মুখ্য সুরা বলিয়া উক্ত হয় ; অপর দুইটি অর্থাৎ গৌড়ী ও মাধ্বীতে সুরা শব্দের প্রয়োগ গৌণ আর “ গৌড়ী মাধ্বী ” ইত্যাদি মনুবচনে তিনেই যে সুরার ঔৎপাতিকত্ব নির্দ্ধারণ কহিয়াছেন, তাহাও অযুক্ত ; কারণ, ইহা শব্দানুশাসনের ন্যায় শব্দার্থসম্বন্ধের অনাদিত্ব প্রতিপাদনপর নহে ; কেবল কার্য্যমাত্রপ্রতিপাদনপর। অতএব গুরুপ্রায়শ্চিত্তনিমিত্তহেতু গৌড়ী ও মাধ্বীতে সুরা শব্দের গৌণপ্রয়োগ। এইরূপ বলায় আর অনেক শক্তিকল্পনা দোষ হইল না এবং উপাধিও আশ্রয় করিতে হইল না। আর, দ্বিজোত্তম গ্রহণেরও উপলক্ষণত্ব হইল না। অতএব ‘ সুরা অন্ন সকলের মল, পাপই মল বলিয়া উক্ত হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্য ইহারা সুরা পান করিবে না।’ এই বচনে পৈষ্টী সুরারই বর্ণত্রয়সম্বন্ধে নিষেধ হইতেছে ; গৌড়ীপ্রভৃতি

মদ্য সকলের ব্রাহ্মণের পক্ষেই নিষেধ, ক্ষত্রিয় ও বৈ-শ্যের পক্ষে নিষেধ নহে। কারণ মনু ' যাহারা দেবতা-দের হবি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের মদ্য মাংস সুরা ও আসব অদনীয় নহে ; তাহা কেবল যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণেরই অদনীয় ' এই বচনে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মণে-রই বলিয়াছেন। বৃহদ্বিষ্ণুও ব্রাহ্মণেরই মদ্য প্রতিষেধ দেখাইয়াছেন ;- ' মাধূক, ঐক্ষব, মৈর, তালজ, খার্জ্জুর, পনসসম্ভব, মধূত্থ, মাধ্বীক, মৈরেয় ও নারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে অমেধ্য।' বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দোষাভাব দেখাইয়াছেন ;- 'ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কোনরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরা-মদ্য পান করি-লেও দোষ প্রাপ্ত হয় না।' ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাধ্বীক পান বিষয়ে ব্যাসও অনুজ্ঞা দিয়াছেন ;- ' আমি কেশব ও অর্জ্জুন উভয়কেই মাধ্বীকপানে মত্ত, চন্দনদ্বারা চর্চ্চিত এবং এক পর্য্যঙ্কে অবস্থিত দেখিয়াছি।' এইরূপে ব্রাহ্ম-ণের সম্বন্ধে মদ্যমাত্রের নিষেধ হইলেও ' গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিন প্রকার সুরা, ইহার এক অর্থাৎ পৈষ্টীর ন্যায় গৌড়ী এবং মাধ্বীও দ্বিজোত্তমগণের পানীয় নহে।' এই বচনে যে গৌড়ী ও মাধ্বীর পৃথক্ নিষেধ বলিয়াছেন, তাহা দোষের গুরুত্ব বশত সুরাপান তুল্যত্ব প্রতিপাদ-নের জন্য। এই সুরাপান নিষেধ অনুপনীত এবং অনূঢ়া কন্যারও হইবে। কারণ ' ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্য সুরা পান করিবে না ' এই বচনে জাতিমাত্রাবচ্ছেদে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং 'দ্বিজ মোহবশত সুরা পান করিয়া'

এই বাক্যে মনু যে দ্বিজ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণ-ত্রয়ের উপলক্ষণের জন্য। কেননা নিমিত্তকৃত নিষেধ সাপেক্ষত্ব হেতু নৈমিত্তিক বিধির নিষেধে বর্ণমাত্রের অব-চ্ছেদকত্ব আছে। যেমন 'হবি যাহার নিকট তাহার সম্মুখে যত্র অভ্যুদিত হয়েন' এই নিমিত্ত বাক্যে হবির্মাত্র অভ্যুদয়ের নিমিত্ত হওয়ায়, তাহার সাপেক্ষ্য নৈমিত্তিক বাক্যে শ্রেয়মাণ 'তণ্ডুল সকল তিন প্রকারে ভাগ করিবে' এই বাক্যে তণ্ডুল গ্রহণটি তণ্ডুলাদিস্বরূপ হবির্মাত্রের উপলক্ষণ।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে;- 'বালকের পাদ প্রায়-শ্চিত্ত করিবে' 'সকল পাপেই এই বিধি' এই বচন অনু-সারে কামকৃত বিষয়েও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; কিন্তু পাদেরই দ্বিগুণ অর্দ্ধ্বাধিক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কারণ, অঙ্গিরার স্মরণ আছে যে;- 'অকামকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, কামকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ হয়।' বৃদ্ধ ও আতুরপ্রভৃতিতেও এইরূপ যোজনা করিবে। আর;- 'যাহারা দেবগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হবি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণেরা মদ্যপান করিবেন না" এই বচনে ব্রাহ্মণজাতিমাত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ থাকায়, অনুপনীতও মদ্য পান করিবে না" এই বচনে ব্রাহ্মণজাতিমাত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ থাকায়, অনুপনীতও মদ্য পান করিবে না। আর। 'উপনয়নের পূর্ব্বে কামচার অর্থাৎ ইচ্ছানু-রূপ আচার কিঞ্চিৎ, কামবাদ অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ বচন-কিঞ্চিৎ, এবং কামভক্ষ অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ ভোজন হইবে

এইরূপ গৌতমের বচন থাকায় অনুপনীতের কি প্রকারে দোষ হইতে পারে? বিশেষত "পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্বে মদ্য মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণে পিতা মাতা সুহৃৎ অথবা গুরুর কোন দোষ নাই; পঞ্চম বৎসরের পর দোষ হয়।" এই কুমার বচনেও দোষাভাব জানা যাইতেছে। ইহাতে কথিত হইতেছে;- সুরা ও মদ্যের নিষেধবাক্যে জাতি মাত্রের অবচ্ছেদকত্ব শ্রবণ থাকায় নিষেধবিষয়ে প্রবৃত্তিটি অপ্রতিহতই জানিতে হইবে। অতএব 'সুরাপান নিষেধটি জাতিমাত্রে" স্মৃত্যন্তরে এইরূপ নিষেধ বচন আছে। সুতরাং 'বালককে পাদপ্রায়শ্চিত্ত করাইবে, সকল পাপেই এই বিধি" এই বচনে "সকল পাপ" এই বচনটি সুরাপানাদি বিষয়েও বর্ত্তমান থাকায়, সুরাপানে বালকের পাদ প্রায়শ্চিত্তই হইবে। জাতূকর্ণ মদ্যপানেও বালকের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন;- 'যদি কোন অনুপনীত বালক অজ্ঞানবশত মদ্যপান করে, তবে তাহার মাতা ভ্রাতা অথবা পিতা কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" অতএব গৌতমের বচন সুরাদিব্যতিরিক্ত শুক্ত ও পর্য্যুষিতাদি বিষয়ক এবং কুমার বচনটি অল্প দোষ খ্যাপন পর। এই জন্য মনু "গর্ব্ভহোম, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও মৌঞ্জী-বন্ধন, এই সকলদ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজসম্ভূত ও গর্ব্ভ-সম্ভূত পাপ নষ্ট হয়।" এই বচনে উপনয়নের পূর্ব্বে কৃত দোষে বালকের উপনয়নই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। এস্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে;- ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জন্মাবধি পৈষ্টী সুরা পান নিষেধ।

বালবাসা জটী বাপি ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ।
পিণ্যাকং বা কণান্ বাপি ভক্ষয়েৎ ত্রিসমা নিশি ॥ ২৫৪ ॥

ব্রাহ্মণের জন্মাবধিই মদ্যমাত্রও নিষিদ্ধ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৌড়ীপ্রভৃতি সুরাপান নিষেধ নাই। শূদ্রের পক্ষে সুরা অথবা মদ্য কিছুই নিষিদ্ধ নহে ॥ ২৫৩ ॥

প্রায়শ্চিত্তান্তর কহিতেছেন ;—

অথবা বালবাসা ও জটাধারী হইয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে। এস্থলে বালবাসা শব্দের অর্থ গো অথবা অজাদির লোমদ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। বাল বাসের গ্রহণটি চীর ও বল্কলের উপলক্ষণের জন্য। প্রচেতার স্মরণ আছে;— 'সুরাপায়ী ও গুরুতল্পগ, স্ত্রী চীর ও বল্কল পরিধায়ী হইয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে।' জটাগ্রহণটি মুণ্ডত্ব নিরাকরণের জন্য। 'ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে' এইরূপ বলিলে সিদ্ধ হইলেও যে বালবসনাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র সম্ভব থাকিলেও স্বয়ং মারিত শিরঃকপালাদি নিবৃত্তির জন্য। এই প্রায়শ্চিত্তটি, যে অজ্ঞানবশত জল মনে করিয়া সুরা পান করিয়াছে, তাহার বিষয়। কারণ 'অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল' এই বচনে অকামত্ব উপাধিবিশিষ্ট যে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত তাহারই এস্থলে অতিদেশ হইয়াছে। এস্থলে সুরাপানের মহাপাতকত্ব বশত আতিদেশিক হইলেও সম্পূর্ণ দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তই করিবে, পাদোন নহে। এইজন্যই হারীত বলিয়াছেন ;- 'মহাপাতকিগণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণদ্বারা পূত হয়।'

অথবা তিন বৎসর রাত্রিতে পিণ্যাকপিণ্ড (তিলকল্ক) ভক্ষণ করিবে। কিম্বা পূর্ব্বের ন্যায় তিন বৎসর রাত্রিতে তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিবে। এই পিণ্যাক বা কণা ভক্ষণ এক একবার করিবে। মনুর স্মরণ আছে ;- অথবা এক বৎসর কাল রাত্রিতে এক এক বার পিণ্যাক বা তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিবে।" এই পিণ্যাকাদি ভক্ষণটি ভোজন কার্য্যে বিহিত, সুতরাং ইহাদ্বারা ভোজনান্তরের পরিত্যাগ হইতেছে। যে জলভ্রমে সুরা পান করত তাহা বমন করিয়াছে, এই প্রায়শ্চিত্তটি তাহারই পক্ষে জানিতে হইবে। কারণ ব্যাসের বচন আছে যে ;- ' মদ্যপানকারী যদি পীত মদ্য বমন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই এই প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; এবং শরীরশোধনের নিমিত্ত প্রত্যহ পঞ্চগব্য প্রাশন, তাহার পক্ষে বিহিত।" এই বচনকে যাহাতে সুরা সংসৃষ্ট হইয়াছে এতাদৃশ দ্রব্য ভক্ষণ অথবা যাহাতে সুরার গন্ধের উপলব্ধি হইতেছে এতাদৃশ রস বা উদক পান বিষয়ে বলা সুন্দর নহে, কারণ, সংসর্গেও সুরাত্ব নষ্ট হয় না। যেমন ন্যায়বিদ্‌গণ পৃষদাজ্যস্থলে পৃষদাজ্যপা না করিয়া আজ্যপা শব্দেই আজ্যত্বের নিগম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ। আর আপস্তম্বের যে বচন আছে ;- ' ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহরণ সুরাপান, গুরুদারগমন ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া চতুর্থকালে পরিমিতভোজী হওত যে স্নান ও আসনদ্বারা বিচরণ করত যজ্ঞদীক্ষিতের ন্যায় অবস্থান করিবে, সে তিন বৎসরের পর পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অঙ্গিরার যে বচন

আছে;- ‘যাহারা মহাপাতক সংযুক্ত তাহারা তিন বৎসরে শুদ্ধিলাভ করে।’ এই উভয়ই “পিণ্যাকং বা কণান্ বাশ্নি” এই বচনের সহিত এক বিষয়। যম যে দ্বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন;- ‘ সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসব যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সমত্ব প্রাপ্ত হয়; ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। ১। যে দ্বিজোত্তম সুরাপান করত ভূমি-প্রদান করে এবং পুনর্ব্বার সুরাপান না করে, সে সংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ২।” এতদুভয়ও পূর্ব্বের সহিত এক বিষয়। অথবা অতিরিক্ত দক্ষিণাকল্পের আশ্রয় বশত দ্বাদশ বার্ষিকেরই বৈকল্পিক। এস্থলেও বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে সার্দ্ধ এক বৎসর, এবং অনুপনীতগণের নবম মাস কল্পনা করিতে হইবে মনুর যে বচন আছে;- ‘অথবা সুরাপান জনিত পাপ নাশের জন্য গোরোমাদিকৃত বসন, জটা ও সুরাভাজন চিহ্ন ধারণ করত সম্বৎসরকাল তণ্ডুল-কণা বা পিণ্যাক ভক্ষণ করিবে’ ইহাও অজ্ঞানপূর্ব্বক পানে তালুমাত্র সংযোগমাত্রই পান নহে; দ্রবদ্রব্যের যে অভ্যবহার অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোনয়ন তাহাই পান; তবে কিরূপে এস্থলে পাননিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? ইহাতে এইরূপ বলিব যে;- যে তালুপ্রভৃতির সংযোগব্যতি-রেকে পানক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, সেই তালুপ্রভৃতির সংযোগও পানক্রিয়ার প্রতিষেধ রূপে প্রতিষিদ্ধ। অত-এব, যদিও মুখ্য পানের অভাব বশত মহাপাতকত্ব না হউক, তথাপি তাহার প্রতিষেধ দ্বারা তদঙ্গভূত অব্যভি-চারি যে তালুপ্রভৃতির সংযোগ তাহাও প্রতিষিদ্ধরূপে

দোষ হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত হইবেই। ‘ব্রাহ্মণাদি হননে কৃতনিশ্চয় হওত তাহাকে হনন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়া শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিলে প্রতিঘাতাদি প্রতিবন্ধ বশত যদি সে না মরে, তবে তাদৃশ ব্রাহ্মণকে হনন না করিয়াও ব্রহ্মহত্যাদি ব্রত করিবে’ এই স্থলে যেমন হনন প্রতিষেধদ্বারা তাহার অঙ্গভূত অধ্যবসায়াদিও প্রতিবিদ্ধ হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। আর ‘জ্ঞানত সুরাপানে বার্ষিক ব্রতের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিবে’ এইযে ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক বৌধায়ন বচন আছে; ‘সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহরণ এবং পতিতগণের সহিত সহবাস করিলে, ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে’ এই যে যমের বচন আছে; এবং ‘ব্রাহ্মণ গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী সুরা পান করিয়া যথাক্রমে তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে’ এই যে বৃহস্পতির বচন আছে; এই তিন প্রায়শ্চিত্তই, যাহা অন্য ঔষধ দ্বারা উপশান্ত হয় না এতাদৃশ ব্যাধির উপশমের জন্য পানে জানিতে হইবে: কেননা, প্রায়শ্চিত্ত অতি অল্প। যদি সুরাসংসৃষ্ট শুষ্ক অন্ন ভক্ষণ করে, তবে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন ;- ‘দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অজ্ঞানত বিষ্ঠা মুত্র বা সুরাসংসৃষ্ট ভোজন করিলে পুনঃ সংস্কারের যোগ্য হয়।’ যদি শুষ্ক সুরাভাণ্ডস্থিত উদক পান করে, তবে শাতাতপ যাহা বলিয়াছেন, সেই

প্রায়শ্চিত্ত করিবে ;- ' সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে তাহা বমন ঘৃতপ্রাশন এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে।' বৌধায়নের যে বচন আছে ;- ' যে সুরাপানের ভাণ্ডে পর্য্যুষিত জল পান করিয়াছে, সে ত্রিরাত্র শঙ্খপুষ্পীর (ডানকুনীর) সহিত পাককরা দুগ্ধ পান করিবে।' ইহা পর্য্যুষিত প্রযুক্ত অধিক বিষয়ে। অজ্ঞানত অভ্যাসবিষয়ে মনু বলিয়াছেন ;- ' সুরাভাজন অথবা মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে, পঞ্চরাত্র শঙ্খপুষ্পীর সহিত পক্ব দুগ্ধ পান করিবে, বিষ্ণু যে বলিয়াছেন ;- ' সুরাভাজনস্থিত জল পান করিলে, সপ্তরাত্র শঙ্খপুষ্পীর সহিত পক্ব দুগ্ধ পান করিবে ' ইহা জ্ঞানপূর্ব্বক পানে। জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাসে বৃদ্ধ যম বলিয়াছেন ;- ' যদি কোন দ্বিজ সুরাভাণ্ডস্থিত জল পান করে, সে দ্বাদশাহ দুগ্ধের সহিত পক্ব সুবর্চ্চলা ব্রাহ্মণী (বামনহাটী পিড়িংশাক) পান করিবে।' সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণে মনু বলিয়াছেন :- ' সোমযাগকারী সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ করিলে, জলমধ্যে তিনবার প্রাণায়াম ও ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুদ্ধ হইবে।' ইহা সোমযাজীর অজ্ঞানত আঘ্রাণবিষয়ে। জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে ইহার দ্বিগুণ হইবে। যে সোমযাজী নহে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। সাক্ষাৎ সুরাগন্ধ আঘ্রাণের বিষয়ে অঘ্রেয় ও মদ্যের আঘ্রাণ' এই বচনে জাতিভ্রংশকর বলায় ' এই জাতিভ্রংশকর কর্ম্ম সকলের অন্যতম কর্ম্ম জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন এবং অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে" এই মনূক্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিতে হইবে॥ ২৫৪ ॥

অজ্ঞানাৎ তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

মুখ্য সুরাপানে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মদ্যপান প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশত জল বিবেচনা করিয়া মদ্যপান করে আর যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য রেত বিষ্ঠা মূত্র প্রাশন করে তাহারা সকলেই তপ্তকৃচ্ছ্র পূর্ব্বক পুনরায় উপনয়ন প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হয়, এস্থলে মদ্য পান বিষয়ে যে পুনঃসংস্কার তাহা কেবল ব্রাহ্মণেরই যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে তদ্বিষয়ক অনুজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত অতিলঘু হেতু এস্থলে সুরাশব্দে মদ্য মাত্র জানিতে হইবে, অজ্ঞানত মুখ্য সুরাপানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বিহিত হইয়াছে অতএব গৌতম এস্থলে মদ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অজ্ঞান বশত মদ্যপান করিলে তিন দিন উত্তপ্ত দুগ্ধ ঘৃত অথবা জল পান করিবে তাহাই তপ্তকৃচ্ছ্র, তদনন্তর তাহার সংস্কার করিতে হইবে, মূত্র পুরীষ শবদেহ এবং রেত ভক্ষণেও এই প্রায়শ্চিত্ত, এই বিষয়ে মনু কহিয়াছেন যে, অজ্ঞানবশত বারুণী পান করিলে সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে, গৌতমের বাক্যের অনুরোধহেতু তাহাও তপ্তকৃচ্ছ্র পূর্ব্বক, পুনঃ সংস্কার শব্দের অর্থ পুনর্ব্বার উপনয়ন, তাহা আশ্বলায়ন প্রভৃতির উক্তিক্রমে কর্ত্তব্য ; উক্ত আছে যে, উপনয়নের পূর্ব্বে কৃতাকৃত কেশবপন মেধাজনন অনিরুক্ত পরিদান কাল এবং তৎসবিতুর্ব্বরণীমহে এই সাবিত্রী ইত্যাদি জ্ঞান-

পূর্ব্বক মদ্যপানে বশিষ্ঠের বচন দ্রষ্টব্য, জ্ঞানপূর্ব্বক মদ্য পানে অসুরা বা সুরার অজ্ঞানবশত পানে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ঘৃতপ্রাশন পুনঃ সংস্কার, শঙ্খ কহিয়াছেন চান্দ্রায়ণ, অসুরা-মদ্যপায়ী চান্দ্রায়ণ করিবে, মুখমাত্রে মদ্য প্রবেশ করিলে আপস্তম্বের উক্ত ষড়্রাত্র ব্রত আচরণ করিবে, অভক্ষ্য অপেয় অলেহ্য এবং রেত মূত্র পুরীষ ভক্ষণে কি প্রকার প্রায়-শ্চিত্ত হইবে? পদ্ম উডুম্বর বিল্ব পলাশ ও কুশ এই সকলের জল পান করিলে ছয় রাত্রে শুদ্ধ হইবে। ইহা তাল প্রভৃতি মদ্যের বিষয়। গৌড়ী ও মাধ্বী সুরা অজ্ঞান-পূর্ব্বক পান করিলে বশিষ্ঠোক্ত কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র সহিত পুনঃ সংস্কার ও ঘৃত প্রাশন ইত্যাদি বাক্য দর্শন করিবে। অসুরা বা সুরা জ্ঞান পূর্ব্বক পান করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পিণ্যাক ফল বা কণা ভক্ষণ করিবে। ইচ্ছা-পূর্ব্বক বারম্বার তাহা পান করিলে বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, অগ্নিবর্ণা সুরা অভ্যাস বশত পান করিলে মরণের পর পবিত্র হয় এই মরণান্তিক বশিষ্ঠ বচন দ্রষ্টব্য, এস্থলে সুরাশব্দ পৈষ্টি অভিপ্রায়ে নহে, যেহেতু তাহা একবার পান করিলেও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত দর্শিত হইয়াছে।

অজ্ঞানত মদ্য গন্ধযুক্ত শুষ্ক ভাণ্ডের জল পান বিষয়ে বৃহৎযম কহিয়াছেন যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল পান করে তবে সে কুশমূলের সহিত পরিপক্ক দুগ্ধ পান করিয়া তিন দিন জীবন ধারণ করিবে, অজ্ঞানত বারম্বার পান বিষয়ে বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তবে পদ্ম উডুম্বর

পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তে॥২৫৬॥

বিল্ব পলাশ ও কুশ এই সকলের জল পান করিয়া ত্রিরাত্র মধ্যে শুদ্ধ হয়। জ্ঞান পূর্ব্বক পানবিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছেন, মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিয়া পাঁচদিন শঙ্খপুষ্পীর সহিত পরিপক্ক দুগ্ধ পান করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক বারম্বার পান বিষয়ে শঙ্খ কহিয়াছেন- মদ্য ভাণ্ড স্থিত জল পান করিয়া সপ্ত রাত্র পবিত্র গোমূত্র পান করিবে, অত্যন্ত অভ্যাস বিষয়ে হারীত কহিয়াছেন- যদি কোন ব্রাহ্মণ মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করে তবে দ্বাদশ দিন দুগ্ধের সহিত ব্রাহ্মণী সুবর্চ্চলা পান করিবে, এই সকল বচনে যে দ্বিজ এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ অভিপ্রায়ে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিষয়ে প্রতিষেধ নাই ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রায়শ্চিত্তের গৌরব বশত ইহা গৌড়ী ও মাধ্বী মধ্যে ভাণ্ডস্থ জল পানের বিষয় জানিতে হইবে; তাল প্রভৃতি মদ্য ভাণ্ডস্থ জল পানেও কল্পনা করিতে হইবে॥ ২৫৫ ॥

দ্বিজাতি ভার্য্যার পক্ষে কহিতেছেন;——

যে দ্বিজাতিপত্নী সুরাপান করিবে সে পুণ্যকারিণী হইলেও পতিলোকে গমন করিতে পারিবে না, কিন্তু ইহলোকে ক্রমশ কুক্কুর গৃধ্র শূকর প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণী বলায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনবর্ণই আনুপূর্ব্বিক ন্যায়ে যে দ্বিজাতির যত ভার্য্যা তাহাদিগকে জানিতে হইবে, অতএব মনু কহিয়াছেন, ‘যাহার

ব্রাহ্মণস্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুষলমর্পয়েৎ।
স্বকর্ম্মখ্যাপয়ংস্তেন হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ॥ ২৫৭॥

ভার্য্যা সুরাপান করে তাহার শরীরের অর্দ্ধভাগ পতিত হয়, যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয় তাহার নিষ্কৃতি বিহিত হয় না, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে সহাধিকার নিবন্ধন দম্পতীর এক শরীরত্ব সিদ্ধই আছে, অতএব যে দ্বিজাতির ভার্য্যা সুরাপান করে তাহার ভার্য্যারূপ অর্দ্ধশরীর পতিত হয় পতিত ভার্য্যারূপ অর্দ্ধশরীরের নিষ্কৃতি বিহিত নহে। অতএব দ্বিজাতি ভার্য্যা ব্রাহ্মণী প্রভৃতির সুরাপান করা উচিত নহে সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবেনা এই নিষেধ বিধি বিষয়ে কারণের অবিবক্ষিতত্ব প্রযুক্ত বর্ণত্রয় ভার্য্যারই প্রতিষেধ সিদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার বলায় দ্বিজাতিভার্য্যা শূদ্রারও সুরাপান প্রতিষেধ জানিতে হইবে। অতএব দ্বিজাতি ভার্য্যা গণের সুরাপান প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শূদ্রভার্য্যা ও শূদ্রার শূদ্রের ন্যায় প্রতিষেধ নাই, সুরাপান সম নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণাদি বিষয়ে সুরাপান প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত॥ ২৫৬॥

সম্প্রতি ক্রমপ্রাপ্ত সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত বিষয় কহিতেছেন;——

যে ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণ অপহরণ করে সে ‘আমি সুবর্ণ অপহরণ করিয়াছি’ এইরূপ নিজকর্ম্ম খ্যাপন করত

রাজার নিকট মুষল সমর্পণ করিবে, মুষল সমর্পণের প্রয়োজন থাকায় রাজা সেই মুষলদ্বারা তাহাকে হনন করিবেন, সেই মুষল দ্বারা রাজাকর্ত্তৃক সে হত অথবা মুক্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। অপহরণ শব্দে সমক্ষে বা পরোক্ষে বলপূর্ব্বক চৌর্য্যদ্বারা ক্রয়াদিস্বত্বহেতু ব্যতিরেকে গ্রহণ কথিত হয়, যদ্যপি সামান্যত মুষল সমর্পণ করিবে ইহা কহিয়াছেন, তথাপি তাহা দ্বারা হনন হইতে পারে এরূপ লৌহময় মুষল গ্রহণ করিবে, অতএব মনু কহিয়াছেন 'স্কন্ধে মুষল বা খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত যষ্টি কিম্বা উভয় ভাগে তীক্ষ্ণ অসি অথবা লৌহ দণ্ড গ্রহণ করিয়া যাইবে। শঙ্খ এবিষয়ে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন 'সুবর্ণ চৌর আলুলায়িতকেশে আর্দ্রবসনে আয়সমুষল গ্রহণ করত রাজার নিকট উপস্থিত হইবে, উপস্থিত হইয়া বলিবে 'আমি এই পাপ করিয়াছি এই মুষলদ্বারা আমাকে আঘাত করুন, 'এই কথা বলিয়া সে রাজাকর্ত্তৃক শাসিত হইলে পবিত্র হইবে, হননের পুনঃ পুন বিধি না থাকায় একবার মাত্র আঘাত করা কর্ত্তব্য, অতএব মনু কহিয়াছেন 'অনন্তর মুষল গ্রহণপূর্বক রাজা স্বয়ং তাহাকে একবার আঘাত করিবেন, এইরূপে একবার তাড়নদ্বারা সে আহত বা মৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে, অথবা মরণ হইতে মুক্ত হইয়া জীবিত থাকিলেও শুদ্ধিলাভ করিবে। তদ্বিষয়ে সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন 'অনন্তর, রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া চোরকে একবার মাত্র আঘাত করিবেন, সেই তাড়নেও যদি সে জীবিত থাকে, তবে স্বর্ণ হরণ অপরাধ হইতে বিশুদ্ধ হইবে।

কথিত আছে ব্রাহ্মণবধে প্রহার পীড়িত হইয়া মৃতকল্প-ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে শুদ্ধ হয়। ভাল তাড়িত না হইয়া রাজা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্বর্ণাপহারী শুদ্ধ হয় এই অর্থ ইষ্ট না হয় কেন? তাহাতে কহিতেছেন;- ‘ রাজা আঘাত না করিলে পাপী হয়েন ’ গৌতম অতাড়নে রাজার দোষ হয় ইহা কহিয়াছেন, ভাল, রাজার দোষ হউক, তথাপি যদি রাজা নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্নেহাদি বশত স্বর্ণাপহারীকে পরিত্যাগ করেন তবে সে কেন শুদ্ধ না হইবে? যদি কেহ এরূপ কহে তদ্বিষয়ে বলিতেছেন, এরূপ হইলে অকারণ শুদ্ধি সঙ্ঘটনা হয়, অতএব কহিতেছেন, মোক্ষের পর দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধি স্বীকার হেতু অকারণ শুদ্ধি সঙ্ঘটন হয় না, ইহাও প্রশস্ত নহে, মুক্ত হইলেই শুদ্ধ হয়, ইহাতে মোক্ষেরই শুদ্ধি হেতুত্ব কথিত হইতেছে, অতএব মরণ হইতে মুক্ত হইয়া জীবিত থাকিলে শুদ্ধ হইবে এই প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই প্রশস্ত, এই মরণান্তিক ব্যবস্থা স্বর্ণাপহারী সকল বর্ণের পক্ষেই জানিতে হইবে, কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে, ব্রাহ্মণ স্বর্ণহারী এই নৈমিত্তিক বাক্যে বিশেষ কথন না থাকায় এবং ক্ষত্রিয়প্রভৃতির মহাপাতকে বিশেষ না থাকায় প্রায়শ্চিত্তান্তরের কথন না থাকায় বিবেচনা করিতে হইবে, মনুবচনে যে ‘ সুবর্ণাপহারী বিপ্র এই শব্দ কহিয়াছে তাহাতে মনুষ্য মাত্রকেই বুঝিতে হইবে, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান সুবর্ণাপহরণ ও গুরুপত্নীগমন এই নিমিত্ত বাক্যেও বিশেষ

কথন নাই অতএব তৎসাপেক্ষ নৈমিত্তিক বাক্যে সুবর্ণ-হরণকারী বিপ্র এস্থলে শ্রূয়মাণ উপলক্ষণই যুক্তিযুক্ত, যেমন অভ্যুদিত যজ্ঞে হবি এই শব্দদ্বারা হবনীয় বস্তুমাত্রে বোধে তণ্ডুল গ্রহণ হইয়া থাকে তদ্রূপ এস্থলে রাজার ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য বর্ণকে হনন বুঝিতে হইবে, যেহেতু সকল প্রকার পাপ করিলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ হনন করিবে না, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ব্রাহ্মণবধে নিষেধ আছে। যদি কোন প্রকার নিষেধ অতিক্রম করিয়া রাজা হনন করেন, তাহা হইলেও শুদ্ধ হইবে; সুবর্ণাপহারী ব্রাহ্মণ হনন অথবা তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই বচনে ব্রাহ্মণেরও হননদ্বারা শুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ভাল, তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হইবে, এইবাক্যে নিশ্চয়বাচক এব শব্দদ্বারা হননের নিষেধ হউক, এরূপ বলা উচিত নহে, ব্রাহ্মণের কেবল তপস্যা দ্বারা শুদ্ধি কথন হইতে পারে, যদি হনন নিষিদ্ধ হয়, তবে অথবা তপস্যাদ্বারা এই বিকল্প বিধান যুক্তি-যুক্ত হয় না, দণ্ড অভিপ্রায়েও বিকল্প কথন নহে, যে হেতু তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু একার্থ বিষয়েই বিকল্প হইয়া থাকে, এই ন্যায় অনুসারে ধান্য ও যবের ন্যায় একার্থ বস্তুমাত্রেরই বিকল্প হয় কিন্তু, দণ্ড ও তপস্যা একার্থ নহে, দণ্ড শব্দের অর্থ দমন, তপস্যার অর্থ পাপক্ষয় হেতু। ভাল, সুবর্ণাপহারী হননদ্বারা শুদ্ধ হয়, এই সামান্য বিষয় হননের সহিত অথবা ব্রাহ্মণ তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হয়, এই বিশিষ্ট তপস্যার বিকল্প হইতে পারে না এরূপ-নহে, ব্রাহ্মণগণকে দধি দান কর অথবা কৌণ্ডিন্যকে

তক্র দেও, এইরূপ বিরুদ্ধ কল্প অতএব এই দুইটীই সা-মান্য বিষয়। অথবা ক্ষত্রিয়েরও নিষেধ নহে, মনু সুবর্ণাপহরণকারী বিপ্র এই কথা বলিয়া রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া তাহাকে একবার হনন করিবেন। তাহাকে এই সর্ব্বনাম শব্দ দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণপরামর্শ দ্বারাই হননের বিধান করিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণকে কদাচ হনন করিবে না' এই বাক্যের প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরিক্ত দণ্ড রূপ হননের বিষয় উপপত্তি হয়, ইহাও বুদ্ধিপূর্ব্বক সুবর্ণহরণ বিষয়ক মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত; মনীষিগণ যে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কহিয়াছেন, তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত পাপবিষয়ে জানিবে, এবিষয়ে সংশয় নাই, মধ্যমাঙ্গিরসের এই রূপস্মরণ আছে। এস্থলে সুবর্ণশব্দ পরিমাণবিশিষ্ট হেম বাচক, সুবর্ণ জাতিমাত্র বাচক নহে। গবাক্ষ দ্বারে সূর্য্যকিরণ মধ্যস্থ যে সূক্ষ্ম রজ দৃষ্ট হয়, তাহাকে ত্রসরেণু কহে, সেই আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা হয়, তিন লিক্ষাকে এক রাজসর্ষপ কহে, তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ হয়, ছয় গৌরসর্ষপে এক যব হয়, তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাচ কৃষ্ণলে একমাস, ষোড়শ মাসে এক সুবর্ণ হয়, এই ষোড়শ মাস পরিমিত হেম সুবর্ণশব্দে পরিভাষিত হইয়াছে, অত-এব ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ মহাপাতক ইত্যাদি প্রয়োগে কৃত পরিমাণ সুবর্ণের গ্রহণই যুক্তি সঙ্গত, পরিমাণ করণের প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরিমাণস্মরণ অদৃষ্টার্থ নহে এবং লোকে ব্যবহারের নিমিত্ত নহে, স্মৃতিকারগণের প্রবৃত্তির তৎপরতা নাই। অতএব ন্যায়বিজ্ঞগণ কহিয়া-

ছেন, কার্য্যকালে সংজ্ঞা ও পরিভাষার উপস্থিতি করা কর্ত্তব্য, গুণ ও মান অনুসারে নামও সার্থক হয়, ইহা উক্ত আছে, পঞ্চদশ আস্থ এস্থলে দণ্ডমাত্রের পরিমাণ স্মরণই যুক্তিসিদ্ধ, তাবৎমাত্র প্রয়োজনে কোনপ্রমাণ নাই, অতএব বিশেষ রূপে সর্ব্বশেষই যুক্ত। আরও কহিতেছেন, দণ্ডের অর্থ দমন, পরিমাণবিশেষে ব্যক্তিকে দমন হয় না অতএব পরিমাণ স্মরণ উপযুক্তই হইতেছে। একশব্দদ্বারা প্রাপ্য হওয়ায় মহাপাতকপ্রভৃতি বিষয়ে একান্তত স্মরণই উচিত, অতএব ষোড়শ মাসাত্মক সুবর্ণপরিমিত হেমহরণই মহাপাতক, তন্নিমিত্ত মরণান্তিকাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান, দুই তিন মাষাত্মক হেমহরণ ক্ষত্রিয়াদি সুবর্ণহরণের ন্যায় উপপাতক ইহাই যুক্তি সঙ্গত। আরও কহিতেছেন, সুবর্ণ অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ হেমহরণে অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় তৎপরিমাণ হেমহরণে মরণান্তিকাদি প্রায়শ্চিত্তই যুক্তি সিদ্ধ। ষট্‌ত্রিংশৎমতে কথিত হইয়াছে যে, কেশাগ্রমাত্র পরিমাণ স্বর্ণ অপহরণ করিলে প্রাণায়াম আচরণ করিবে, লিক্ষামাত্র স্বর্ণ অপহরণে বিদ্বান্ ব্যক্তি তিনবার প্রাণায়াম করিবে, রাজসর্ষপ মাত্র স্বর্ণাপহরণে চারিবার প্রাণায়াম ও পাপ হইতে শুদ্ধি নিমিত্ত অষ্ট-সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, গৌরসর্ষপ মাত্র স্বর্ণাপহরণে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করিবে, যবমাত্র সুবর্ণ হরণ করিলে দুইদিন গায়ত্রী জপ করিবে, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণল পরি-মিত সুবর্ণ হরণ করিলে সেই পাপাপনোদনের নিমিত্ত কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, ব্রাহ্মণ মাষমাত্র পরি-

মাণ সুবর্ণ হরণ করিলে তিন মাস কাল গোমূত্র ও যাবক আহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুবর্ণ অপহরণকারী সম্বৎসর কাল যাবক আহারী হইবে, ইহার ঊর্দ্ধ প্রাণান্তিক অথবা ব্রহ্মহত্যাব্রত জানিতে হইবে, এই সম্বৎসর কাল যাবক আহার কিঞ্চিৎ ন্যূন সুবর্ণাপহরণবিষয়ক। সুবর্ণের অপহরণবিষয়ে মনুপ্রভৃতি মহাস্মৃতিসমুদয়ে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বিহিত আছে। নরাধমেরা বলপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া ধন গ্রহণ করে, যাহারা বলপূর্ব্বক হরণ করে তাহাদিগের প্রাণান্তিক এস্থলে কথিত হইতেছে, ইহা সুবর্ণপরিমাণের পূর্ব্বে অভিপ্রেত অপহৃত ধন ধনস্বামিকে দিয়া এই সুবর্ণহরণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্মস্ব স্বরূপ সুবর্ণাদি অপহরণ করিলে হরণকর্ত্তা ধনস্বামীকে সেই অপহৃত সুবর্ণ দান করিবে ইহা স্মরণ আছে।

আর হৃত ধন প্রত্যর্পণ করিয়া আত্ম শুদ্ধির নিমিত্ত কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে, ইহা মনুর স্মরণ আছে, দণ্ড প্রকরণেও কথিত আছে, শেষে অপহৃত ধনের একাদশ গুণ প্রদান করাইবে, তাহার সেই ধন, যখন রাজা অশক্তি প্রযুক্ত হনন করিতে অসমর্থ হইবেন তৎকালে বশিষ্ঠের বচন দ্রষ্টব্য, সুবর্ণাপহারী প্রকীর্ণকেশে রাজার নিকটে যাচ্ঞা করিবে, অনন্তর, রাজা তাহাকে ঔডুম্বর শস্ত্র প্রদান করিবেন, সে তদ্দ্বারা আপনাকে আঘাত করিবে মরণহেতু পবিত্র হইবে ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে, ঔডুম্বর তাম্রময়, আরও তিনিই যে দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, যাহার কেশ ও শ্মশ্রু নির্গত হইয়াছে, সে আত্ম-শরীর

অনিবেদ্য নৃপে শুধ্যেৎ সুরাপব্রতমাচরন্।
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দদ্যাদ্বা বিপ্রতুষ্টিকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥

গব্যঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া গোময়াগ্নি দ্বারা পাদ প্রভৃতি আপনাকে দাহ করিয়া মরণহেতু পবিত্র হয়, ইহাও বিজ্ঞাত হইতেছে, তাহাও গুরু শ্রোত্রিয় যাগস্থ প্রভৃতি বিপ্রদ্রব্যের অপহরণ বিষয় অথবা ক্ষত্রিয়াদি অপহর্ত্তৃ বিষয়। আর, প্রচেতা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা মরণান্তিক কহিয়াছেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অথবা গোসব যজ্ঞদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে, ইহা বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদি অপহর্ত্তৃ বিষয় ॥ ২৫৭ ॥

অন্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

স্বীয় সুবর্ণাপহরণ রাজার নিকট নিবেদন না করিয়া দ্বাদশবর্ষ সম্পাদ্য সুরাপব্রত আচরণ করত শুদ্ধ হইবে, শব শিরোধ্বজ এবং শবকপাল ধারণ নিরাকরণ নিমিত্ত সুরাপব্রত কথিত হইয়াছে, অকামত সুবর্ণাপহরণে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অতিদেশ হেতু ইহা অনিচ্ছাকৃত বিষয়। অকামত ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ভাল, অকামত অপহরণই সম্ভব হয় না; অতএব তদ্বিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কেন? ইহাতে কহিতেতেছেন, যৎকালে অন্যকর্ত্তৃক বসনাঞ্চলে গ্রথিত সুবর্ণপ্রভৃতি অজ্ঞান বশত অপহরণ করে অথবা রজতাদিদ্রব্যান্তর বোধে হরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ব্যক্তিকে দান করে বা নষ্ট করে ধন স্বামিকে যদি প্রত্যর্পণ না করে তখন অবশ্যই অকামত অপহরণ সম্ভব হয়। আর তাম্রপ্রভৃতি

ধাতুতে পারদাদি দ্বারা উৎপাদিত কৃত্রিম সুবর্ণ অপহরণে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, যেহেতু তাহা মুখ্যজাতীয় সুবর্ণ নহে, মুখ্য সাদৃশ্য মাত্র গৌণে মুখ্য ধর্ম্ম হয় না, যদি এইরূপে যাহা সুবর্ণ নহে তাহা সুবর্ণ প্রাপ্তি বশত অপহরণ করে তথাপি এই প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, যেহেতু সে সুবর্ণাপহারী নহে। আর মনে মনে এই পাপ স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্যাহৃতি সকল জপ করিবে, ব্যাহৃতির সহিত তিনবার প্রাণায়াম আচরণ করিবে, প্রকৃত পক্ষে কৃচ্ছ্রু চান্দ্রায়ণ দ্বাদশ রাত্র আচরণ করিবে, তাহাও সংম্যক্ অর্থ প্রবৃত্তিবিষয়, অতএব ঈদৃশ অজ্ঞাত স্বর্ণাপহরণ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত নহে। কিন্তু রজতাদি· বোধে পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণাপহরণ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত। এই বিষয়ে যদি অপহরণকর্ত্তা অতিশয় ধনাঢ্য না হয় তবে আত্মতুল্য সুবর্ণদান করিবে। অথবা যদি তত ধন না থাকে এবং তপস্যা আচরণ করিতে অশক্ত হয় তবে ব্রাহ্মণের সন্তোষকর হইয়া যাবজ্জীবন ব্রাহ্মণের কুটুম্বভরণের উপযুক্ত ধন প্রদান করিবে। যখন নির্গুণ স্বামীর দ্রব্য অপহরণ করিবে তখন সুবর্ণাপহারী এই ব্রত পাদন্যূন আচরণ করিবে ইহা ব্যাস কহিয়াছেন, তাহাতে নব বার্ষিক ব্রত দেখা উচিত। যখন ক্ষুধায় কাতর কুটুম্ব গণের রক্ষণের নিমিত্ত এইরূপ অপহরণ করিবে তখন অত্রি প্রতিপাদিত ষড়্‌বার্ষিক অথবা স্বর্জ্জিদাদি যজ্ঞ করিবে কিম্বা ছয় বৎসর তীর্থ যাত্রা করিবে বা কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে অথবা যজ্ঞ করিবে কিম্বা তীর্থে ভ্রমণ করত স্বর্ণা-

পহরণ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যখন অপহরণের অব্য-বহিত পরেই ' আমি মহাকষ্ট করিয়াছি ' এইরূপ অনু-তাপ যুক্ত হইয়া প্রত্যর্পণ করে বা ত্যাগ করে, তখন আ-পস্তম্বের চতুর্থ কাল মিতাশন দ্বারা তিন বৎসর অবস্থিতি অথবা অঙ্গিরার বজ্রনামক ত্রৈবার্ষিক ব্রত দেখিতে হইবে। ভাল, প্রত্যর্পণ বা ত্যাগ করিলে অপহরণ ধাতুর অর্থ নিষ্পন্ন না হওয়ায় কিজন্য অল্প প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? যদি নিষ্পন্ন নাই হইল তবে প্রায়শ্চিত্তই নাই হউক আর অল্প প্রায়শ্চিত্তই কেন হইবে? এরূপ বলিও না, উপভোগ করি-লেই অপহরণ সিদ্ধ হয়, উপভোগের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণ অপহরণ অর্থের অভাব প্রযুক্ত অল্প প্রায়শ্চিত্তই যুক্ত হইতেছে, অপেয় দ্রব্য পান করিয়া বমন করিলে যেরূপ হয়, ইহাও তদনুরূপ ; ভাল, এরূপ হইলে চৌরের হস্ত হইতে অপহৃত দ্রব্য বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেও তাহার উপভোগরূপ ফলের অভাব নিবন্ধন অল্প প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ? এরূপ বলিও না, যেহেতু তাহার ত্যাগ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তি হয় নাই, অপহরণে ফল ভোগ পর্য্যন্ত স্বতঃপ্রবৃত্তি ছিল। আর যে রজততাম্রাদি সংসৃষ্ট সুবর্ণাপহরণ তাহাতে এরূপ লঘু প্রায়শ্চিত্ত নহে, যেহেতু পৃষদাজ্যে আজ্যত্বের ন্যায় সংসর্গেও সুবর্ণত্ব যায় না, অতএব সেস্থলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতই যুক্ত আর যদি স্বর্ণসদৃশ অন্যকোন দ্রব্য হয়, তবে লঘু প্রায়শ্চিত্ত হইবে ; কিন্তু, তাহাতে সুবর্ণ না হওয়ায় ত্রৈবার্ষিক প্রভৃতি লঘু প্রায়শ্চিত্তের বিষয় হেতু উপপাতক প্রায়শ্চিত্তই হইবে

আর এবিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন 'সুবর্ণ হরণ ও সুরা- পান করিয়া সম্বৎসর কাল কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, তাহা সুবর্ণ পরিমাণের পূর্ব্বে মাষ হইতে অধিকপরিমাণের বিষয় জানিতে হইবে। সুমন্তু কহিয়াছেন যে, সুবর্ণাপহারী একমাস কাল প্রত্যহ সাবিত্রী মন্ত্র দ্বারা অষ্ট সহস্র আজ্যাহুতি হোম করিবে এবং ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বারা পবিত্র হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মাষ পরিমাণ সুবর্ণাপহরণ প্রায়শ্চিত্তের সহিত বিরুদ্ধ কল্পবিষয়ে আর ও তিনি কহিয়াছেন, সুবর্ণহারী দ্বাদশরাত্র বায়ু ভক্ষণ করিলে পবিত্র হয়, তাহা মনে মনে অপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনিই অপজিহীর্ষা হইতে উপরত ব্যক্তির বিষয়ে জানিতে হইবে। এস্থলেও স্ত্রীলোক বালক ও বৃদ্ধপ্রভৃ- তির অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিতে হইবে, আর অশ্ব রত্ন মনুষ্য স্ত্রী ভূমি ও ধেনুহরণও তদ্রূপ, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সুবর্ণ- হরণের তুল্য রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতেও অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর চতুর্ব্বিংশতি মতের বচন আছে যে, ব্রাহ্মণ মোহবশত রৌপ্য হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে, দশগুঞ্জান পরিমাণের অধিকশত গুঞ্জা পরিমাণ পর্য্যন্ত রূপ্য হরণ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সহস্র পর্য্যন্ত তিনগুণ তাহার অধিক হইলে স্বর্ণাপহরণের বিধি স্মরণ করিবে। সমস্ত ধাতু ও লৌ- হের অপহরণে পরাক ব্রত আচরণ করিবে। ধান্য হরণে কৃচ্ছ্র ব্রত, তিলহরণে ঐন্দব ব্রত, রত্ন হরণে ব্রাহ্মণ চান্দ্রা- য়ণ ব্রত আচরণ করিবে। তাহাও সহস্রসংখ্যক গদ্যান

তপ্তেঽয়ঃশয়নে সার্দ্ধমায়স্যা যোষিতা স্বপেৎ।
গৃহীত্বোৎকৃত্য বৃষণৌ নৈঋর্ত্যাং চোৎসৃজেৎ তনুং ॥ ২৫৯ ॥

পরিমাণের অধিক রজত হরণে সুবর্ণ হরণের সমান প্রায়শ্চিত্ত প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত নহে, আর যে রত্নাপহরণে চান্দ্রায়ণ কহিয়াছেন তাহাও সহস্র গদ্যান পরিমাণের হীনমূল্য রত্নাপহরণ বিষয়ে জানিতে হইবে, তাহার অধিক পরিমাণের হরণে সুবর্ণ হরণের সমান জানিবে ॥ ২৫৮ ॥

ইতি সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত।

উদ্দেশক্রমে প্রাপ্ত গুরুতল্প গমনের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন, 'সমা বা গুরুতল্পগঃ' এই বক্ষ্যমাণ শ্লোকগত গুরুতল্পগ পদমাত্রের সম্বন্ধ হইতেছে, তপ্ত লৌহশয্যায় যে প্রকারে মরণক্ষম হয়, সেই রূপ অগ্নিবর্ণ কৃষ্ণলৌহশয়নে তপ্তলৌহময়ী স্ত্রীর প্রতিকৃতির সহিত গুরুতল্পগামী শয়ন করিবে। এইরূপে সুপ্ত শরীর পরিত্যাগ [illegible] অর্থাৎ মরিবে। 'আমি গুরুপত্নী গমন করিয়াছি[illegible]' এইরূপে বিখ্যাপন করিয়া শয়ন করিবে। গুরুতল্পগামী 'আপনার পাপ প্রকাশ করিয়া' এইরূপ মনুর স্মরণ আছে এবং স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া গুরুপত্নীগামী মৃণ্ময়ী বা লৌহময়ী অগ্নিবর্ণা স্ত্রীর প্রতিকৃতি আলিঙ্গন করিয়া উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ লৌহশয়নে শয়ন করিয়া পবিত্র হয়, ইহা বৃদ্ধ হারীতের স্মরণ আছে।

আর কেশ লোম মুণ্ডন পূর্ব্বক তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত

করিবে, ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া উত্তপ্তা মৃণ্ময়ী স্ত্রীকে আলি-ঙ্গন করিয়া মরিলে পবিত্র হইবে জানিবে, ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ আছে, গুরুতল্পগামী আপন পাপ প্রকাশ করিয়া অয়োময় তপ্ত শয্যায় অথবা জ্বলন্তী স্ত্রীপ্রতিকৃতি আলি-ঙ্গন করিয়া শয়ন করত মৃত হইলে শুদ্ধ হইবে, এই মনু-বচনের অবিরোধে তপ্তলৌহ শয্যায় শয়ন ও তপ্তলৌহ-ময়ী স্ত্রীকে আলিঙ্গন এই নিরপেক্ষ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা আ-শঙ্কা করিবে না, আয়সীযোষিতের সহিত শয়ন করিবে কোন স্থলে এই আকাঙক্ষা হইলে তপ্ত অয়ঃশয়নে এই পরস্পর সাপেক্ষত্ব অবগত হওয়ায় এক কালই যুক্ত হই-তেছে। অথবা লিঙ্গের সহিত বৃষণ যুগল স্বয়ং ছেদন করিয়া অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করত নৈঋর্ত কোনে যাবৎ দেহ পাত না হয় তাবৎ অকুটিল গতিতে গমন করত শরীর পরিত্যাগ করিবে, যথা মনু কহিয়াছেন, স্বয়ং শিশ্ন ও বৃষণ ছেদন করিয়া অঞ্জলিমধ্যে স্থাপন করত যাবৎ শরীর পাত না হয় তাবৎ কাল অকুটিল গতিতে নৈঋর্ত কোনে গমন করিবে, পশ্চাৎ ভাগ দর্শন না করিয়া গমন করিবে, ক্ষুর দ্বারা শিশ্ন ও বৃষণ ছেদন করিয়া পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি না করিয়া গমন করিবে, ইহা শঙ্খ লিখিতের স্মরণ আছে, এইরূপে গমন করত যেস্থানে কুড্য প্রভৃতিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইবে সেই স্থলেই মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। বৃষণের সহিত শিশ্ন ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলি মধ্যে স্থাপন করত দক্ষিণ মুখে গমন করিবে, গমন করিতে করিতে যেখানে প্রতিঘাত প্রাপ্ত

হইবে সেই স্থলে মরণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবে, ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে। নারদ কহেন যে, এই গুরুপত্নী সকলের মধ্যে যাহাতে হউক গমন করিলে গুরুতল্প গামী বলিয়া উক্ত হয়, তাহার শিশ্নচ্ছেদন ভিন্ন অন্য দণ্ডবিহিত হয় না, এই দণ্ডের জন্য লিঙ্গচ্ছেদন পাপক্ষয়ের নিমিত্ত হইয়া থাকে। মনু ইহাকেই মরণান্তিক দণ্ড অভিপ্রায় করিয়া কহিয়াছেন। মানবগণ পাপ করিয়া রাজাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে নিষ্পাপ হইয়া সুকৃতিশালি সাধুগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। ইহা ধন দণ্ড দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে রাজা তাহাদিগের ললাটে চিহ্ন করিয়া দিবেন না, উত্তম সাহস দণ্ড করিবেন। ইহা তিনিই কহিয়াছেন। এই মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত দ্বয়ের অন্যতরের অনুষ্ঠান দ্বারা গুরুতল্পগামী শুদ্ধ হয়। এস্থলে গুরুশব্দ মুখ্য অর্থদ্বারা পিতাকেই বুঝাইতেছে, যিনি যথাবিধি নিষেকাদি কর্ম্ম সকল করেন এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করিয়া থাকেন সেই ব্রাহ্মণকে গুরু বলা যায়, ইহা মনু গুরুত্বপ্রতিপাদক বাক্যে নিষেকাদি কর্ত্তা জনককেই গুরু বলিয়াছেন, যোগীশ্বরও নিষেকাদি কর্ম্মের অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন, যিনি নিষেকাদি ক্রিয়া করিয়া বেদ শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই গুরু। ভাল, গুরু শব্দের অন্যস্থলেও প্রয়োগ দেখা যায়, 'গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া' ইত্যাদি স্থলে গুরুশব্দে আচার্য্য প্রযুক্ত হইতেছে, আর অল্পই হউক, অথবা অধিকই হউক, যিনি শাস্ত্রোপদেশবিষয়ে শিষ্যের

উপকার করেন তাঁহাকেও এস্থলে গুরু জানিবে, ইত্যাদি বাক্যে ব্যাস কর্ত্তৃক অন্যত্র গুরুশব্দের প্রয়োগ দর্শিত হইয়াছে, অতএব মাতা পিতা পতি আচার্য্য বিদ্যাদাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঋত্বিক্ ভয়ত্রাতা এবং অন্নদাতা ইহাঁরা সকলেই গুরু। ভাল, অনেক অর্থ কল্পনা করা দোষাবহ নহে, যেহেতু গুরুশব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্তভূত পূজ্যাযোগ্যতা সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে।

ইহাঁরা সকলে যথাক্রমে মান্য কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা মাতা গরীয়সী, মান্য এই শব্দে উপক্রম করিয়া গরীয়সী এই-পদে উপসংহার করত যোগীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার প্রবৃত্তি নিমিত্তত্ব দর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য দশগুণ শ্রেষ্ঠ এবং আচার্য্য সকল অপেক্ষা পিতা শতগুণ শ্রেষ্ঠ, এস্থলে উপাধ্যায় অপেক্ষা অধিক আচার্য্য হইতে পিতার আধিক্য বলায় পিতাই মুখ্য গুরু এরূপ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আচার্য্যেও আধিক্যের বিশেষ নাই। উৎপাদক ও ব্রহ্মদাতা (গায়ত্রী উপদেশে আচার্য্য) এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই গরীয়ান্। গৌতমও কহিয়াছেন আচার্য্য গুরুসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, যদি আধিক্য মাত্রে মুখ্যত্ব বলা যায়, তবে সহস্র এই বচন বশত মাতারই গুরুত্ব হয়, অতএব সকলেই গুরু তাঁহাদিগের পত্নীতে গমন করিলে গুর্ব্বঙ্গনাগমন ইহা যুক্তি যুক্ত উক্তি। নিষেকাদি এই মনু বচন নিষেকাদি কর্ত্তা জনকের গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য, যেহেতু তাহা অন্য পর নহে। ব্যাস ও গৌতমের বচন যে, তাঁহার

পরিচর্য্যা ও পূজাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গত্বহেতু অন্য পর নহে, অতএব গুরুত্ব প্রতিপাদন পর নিষেকাদি মনুবচন বশত পিতাই প্রধান গুরু ইহা নিশ্চয় হইল। অতএব বশিষ্ঠ আচার্য্যভার্য্যা পুত্রবধূ ও শিষ্যপত্নীতেও এইরূপ বলায় আচার্য্যভার্য্যাতে আতিদেশিক গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, তদ্রূপ জাতুকর্ণিপ্রভৃতিও বলিয়াছেন যে, আচার্য্য প্রভৃতির ভার্য্যাতে গমন করিলে গুরুতল্প ব্রত আচরণ করিবে ইত্যাদি। আচার্য্য প্রভৃতিই মুখ্য গুরু যেহেতু গুরূপদেশ বশত ব্রত করিতে হইতেছে অতএব অতিদেশ অনর্থক হয়। আর সম্বর্ত্ত স্পষ্টরূপে পিতৃদার গ্রহণ করিয়াছেন, যে নরাধম মাতাভিন্ন পিতৃভার্য্যাতে আরোহণ করে, আরও ষট্‌ত্রিংশৎ মতে, যে সবর্ণা পিতৃ-ভার্য্যাকে জানিয়া তাহাতে গমন করে, এই সকল বচন বশত নিষেকাদি কর্ত্তা পিতাই মুখ্য গুরু, সেই গুরুত্ব বর্ণ চতুষ্টয়ে বিশেষ নাই, যেহেতু নিষেকাদি কর্ত্তৃত্ব আছে, সেই বিপ্র গুরু উক্ত হয়েন, এই বিপ্রশব্দটি উপলক্ষণমাত্র। অতএব পিতৃপত্নীগমনই মহাপাতক, গমনও চরমধাতু-পরিত্যাগ পর্য্যন্ত কথিত হয়, অতএব তাহার পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে মহাপাতক হইবে না তাহাতে এই তপ্তায়ঃশয়নে আয়সী মূর্ত্তির সহিত ইত্যাদি বচনোক্ত মরণান্তিক দুইটি প্রায়শ্চিত্ত। জননীতে অনিচ্ছাকৃত সবর্ণা অথবা অসবর্ণা তৎসপত্নীতে কৃত হইলে জানিতে হইবে, যে ব্যক্তি সবর্ণা পিতৃভার্য্যকে জানিয়া তাহাতে অধিগত হয় অথবা জন-নীকে না জানিয়া গমন করে, সে মৃত না হইলে শুদ্ধ হয়

না, ইহা ষট্‌ত্রিংশৎ মতে কথিত আছে। জননীতে ইচ্ছা-পূর্ব্বক কৃত হইলে বশিষ্ঠের বচন এই যে নিঃকালক ঘৃতা-ভ্যক্ত হইয়া গোময়াগ্নিদ্বারা আপাদমস্তক পর্য্যন্ত আপ-নাকে দাহ করাইবে, অনিচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার করিলেও এইরূপ বিধি।

ভাল, মাতার সপত্নী ভগিনী আচার্য্যতনয়া আচার্য্য-পত্নী ও নিজ কন্যা গমন করিলে গুরুতল্পগামী হইবে। এস্থলে অতিদেশ কথনহেতু মাতৃসপত্নী গমনে ঔপদেশিক প্রায়শ্চিত্ত অযুক্ত, অতএব কহিতেছেন, পিতার সবর্ণা ভার্য্যা এই বাক্যে সবর্ণাগ্রহণহেতু এই অতিদেশ হীনবর্ণ-সপত্নীবিষয়, অতএব বিরোধ নাই। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রকৃত পুত্রের পক্ষে, অপর পুত্র গণের কেবল পুত্র কার্য্য-করত্বমাত্র পুত্রত্ব নাই। মনু কহিয়াছেন, ক্ষেত্রজপ্রভৃতি যথোক্ত একাদশবিধ পুত্রসকলকে ক্রিয়ালোপহেতু মনী-ষিগণ পুত্রপ্রতিনিধি কহিয়াছেন, উভয়ের ইচ্ছাতে প্রবৃত্তি হইলে তপ্তলৌহশয্যায় প্রথম প্রায়শ্চিত্ত। আর নিজ উৎসাহ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক গমনে বৃষণ যুগল ছেদন পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত। অনুবন্ধের অতিশয়ে প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব কথিত আছে। প্রোৎসাহিতের পক্ষে মনুবচন এইযে, তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন ও জ্বলন্ত লৌহীমূর্ত্তি আলিঙ্গন এই উভয়ের অন্তর দেখিতে হইবে। শঙ্খ যে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত কহিয়াছেন, অধঃশায়ী জটাধারী হইয়া পত্র মূল ফল একবার মাত্র ভোজন করিবে, দ্বাদশবর্ষ গত হইলে, স্বর্ণা পহারী সুরাপায়ী ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুতল্পগামী এই

প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমা বা গুরুতল্পগঃ।
চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্ মাসান্ অভ্যসেদ্বেদসংহিতাম্ ॥২৬০॥

সকল মহাপাতকীরা এই ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হয়, তাহা অকামত সবর্ণা বা অসবর্ণা পিতৃভার্য্যা গমন করিলে জানিতে হইবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তের রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে ষড়্বার্ষিক ব্রত। অনিচ্ছাপূর্ব্বক কৃত হইলে ত্রিবার্ষিক ব্রত। জননীতে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তের রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে দ্বাদশ বার্ষিক, অকামতঃ প্রবৃত্ত ব্যক্তির ষড়্বার্ষিক, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, সম্বর্ত্ত 'মাতাভিন্ন পিতৃপত্নীতে যে নরাধম আরোহণ করে' ইত্যাদি বচন দ্বারা যে আরোহণমাত্রে তপ্ত কৃচ্ছ্র বলিয়াছেন তাহা হীনবর্ণ গুরুদারে রেতঃসেকের পূর্ব্বে জানিতে হইবে॥ ২৫৯ ॥

অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন :—

অথবা বক্ষ্যমাণ লক্ষণ কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত তিন বৎসর কাল ব্যাপিয়া আচরণ করিবে, ইহা ব্রাহ্মণীপুত্রের জ্ঞান পূর্ব্বক শূদ্র-জাতীয় গুরুভার্য্যাগমনে জানিতে হইবে। যদি সবর্ণা ব্যভিচারিণী গুরুপত্নীতে অজ্ঞান পূর্ব্বক গমন করে তবে, বেদসংহিতা জপ সহিত চান্দ্রায়ণত্রয় করিবে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হইলে উশনার বচন এই যে, গুরুপত্নীগামী সম্বৎসরকাল ব্রহ্মহত্যাব্রত অথবা ছয়মাস কাল তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াগমনে যাজ্ঞবল্ক্যবচন, মাতার সপত্নী ভগিনী এবং আচার্য্যকন্যা ইত্যাদি স্থলে গুরুতল্প ব্রতের অতিদেশ

হেতু নববার্ষিক ব্রত এই আতিদেশিক সবর্ণ গুরুভার্য্যা-গমন বিষয়ক হইবে না; তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মরণান্তিক অনিচ্ছা বশত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বিহিত হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ই যুক্তি সিদ্ধ। তাহাও ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনঃ পুন কৃত হইলে মরণান্তিক, ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যা গুরু পত্নীগমন করিলে অণ্ডকোষদ্বয় রহিত লিঙ্গ-চ্ছেদন করিয়া মরিলে শুদ্ধ হয়, ইহা কণ্বের স্মরণ আছে।

এই বিষয়ে যখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা না করে তখন তাহার লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া বধ, সকামা স্ত্রীরও বধ-দণ্ড ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে দেখিতে হইবে। বৈশ্যা গুরুপত্নী গমনে ষড়্‌বার্ষিক ব্রত, অতএব অন্য স্মৃতিতে ব্রাহ্মণী পুত্রের ক্ষত্রিয়া মাতৃগমনে পাদোন দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, এইরূপ বৈশ্যাদি অন্যবর্ণা বিষযে জানিতে হইবে; ইহার এই প্রকার অর্থ যে ব্রাহ্মণী পুত্রের ক্ষত্রিয়া মাতৃসপত্নীগমনে পাদন্যূন দ্বাদশবার্ষিক অর্থাৎ নববার্ষিক ব্রত, তাহার সেইরূপ বৈশ্যামাতৃসপত্নীগমনে ষড়্‌বার্ষিক ব্রত, শূদ্রাবিষয়ে ত্রিবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপ ক্ষত্রিয়াপুত্রের বৈশ্যা মাতাতে নব বার্ষিক, শূদ্রাতে ষড়্‌-বার্ষিক। বৈশ্যাপুত্রেরও এইরূপ বৈশ্যাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার গমনে দ্বাদশবার্ষিক, গুরুপত্নী বৈশ্যাতে যে পুনঃ পুন গমন করে, তাহার লিঙ্গের অগ্রভাগছেদন করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহা লৌগাক্ষির স্মরণ আছে;— শূদ্রাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার গমনে দ্বাদশবার্ষিক। গুরুর শূদ্রাভার্য্যাতে ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ অদুষ্টচিত্ত সমাহিত ব্রাহ্মণ

ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনঃ পুন গমন করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত আচরণ করিবে, ইহা উপমন্যুর স্মরণ আছে। ক্ষত্রিয়া গুরুপত্নীতে অজ্ঞান পূর্ব্বক গমনে যমোক্ত ত্রিবার্ষিক ব্রত এবং অষ্টম কালে ভোজন দেখিতে হইবে। ব্রহ্মচারীও সতত ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অষ্টমসময়ে ভোজন করিবে, তিন দিন জলমাত্র পান পূর্ব্বক যথা স্থানে আসনের সহিত বিচরণ করত অধঃশায়ী হইয়া থাকিলে তিন বৎসরে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, এবিষয় বারম্বার হইলে জাতূকর্ণ কহিয়াছেন। গুরুর ক্ষত্রিয়সুতা ভার্য্যাতে অকামত গমন করিলে অণ্ডকোষমাত্র ছেদন করিয়া জীবিত থাকিলে অথবা মৃত হইলে শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যাতে অকামত গমনে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত ইহা যাজ্ঞবল্ক্যবচন জানিবে।

আর বৃদ্ধ মনু কহিয়াছেন, গুরু-পত্নী তথা পিতৃভার্য্যাতে অকামত গমন বিষয়ে তিন বৎসর কাল নিয়ত কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। তদ্বিষয় পুনঃ পুন ঘটিলে হারীতের বচন এই যে, অজ্ঞানমোহিত ব্রাহ্মণ গুরুর বৈশ্যা ভার্য্যাতে বারম্বার গমন করিলে মরণান্তিক ব্রহ্মচর্য্য এবং যতকাল জীবিত থাকিবে তাবৎ কাল ষড়ঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিবে। শূদ্রা গুরুভার্য্যাতে অজ্ঞানত গমনে মানববচন এইযে, খট্বাঙ্গী বা চীরবাসা ও শ্মশ্রুল হইয়া নির্জ্জন বনমধ্যে একবৎসরকাল সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। অথবা গুরুদারাভিগামী সম্বৎসর কাল কণ্টকিনী শাখা আলিঙ্গন করিয়া অধঃশায়ী হইয়া তিন বার স্নান করত ভিক্ষান্ন

ভোজন করিলে পবিত্র হইবে। এই সুমন্তুর বাক্য পালন করিবে। তদ্বিষয় বারম্বার ঘটিলে মনু কহিয়াছেন, পুনঃ পুন হইলে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া তিন মাস চান্দ্রায়ণ করিবে। ক্ষত্রিযাতে কামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে ব্যাঘ্র বচন দেখিবে। ব্রাহ্মণ গুরুর ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাগমন করিলে তিন মাস কাল কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে।

এবিষয়ে ব্যবস্থা এই, ক্ষত্রিয়া গুরুপত্নীকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত ব্যক্তির ত্রৈমাসিক প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ, উভয়ের ইচ্ছাবশত প্রবৃত্ত ব্যক্তির অতিকৃচ্ছ্র আচরণ আর নিজ প্রোৎসাহিতা ক্ষত্রিয়া গুরুভার্য্যা-গমনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে কামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্বে কণ্বের বচন দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশত ক্ষত্রিয়া গুরু-ভার্য্যাতে একবার মাত্র গমন করিলে চান্দ্রায়ণ তপ্তকৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়া কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত জনের অতিকৃচ্ছ্র। উভয়ের ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তপ্তকৃচ্ছ্র এবং নিজ প্রোৎসাহিতা ক্ষত্রিয়া গুরুভার্য্যা গমনে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। বৈশ্যাতে কামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে কণ্বের বচন দেখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশত ক্ষত্রিয়া গুরুভার্য্যাগমন করিলে চান্দ্রায়ণ তপ্তকৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষত্রিয়া কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত ব্যক্তির অতিকৃচ্ছ্র উভয়ের ইচ্ছাবশত প্রবৃত্ত ব্যক্তির তপ্তকৃচ্ছ্র নিজপ্রোৎসাহিতাতে

চান্দ্রায়ণ, বৈশ্যাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসে-
কের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে কণ্ৰোক্ত বচন দেখিবে। ব্রাহ্মণ
জ্ঞান পূর্ব্বক বৈশ্যা গুরুভার্য্যাতে একবার মাত্র গমন
করিলে একমাস কাল তপ্তকৃচ্ছ্র পরাক ও সান্তপন ব্রত
আচরণ করিবে। এস্থলে উভয়ের ইচ্ছাহেতু প্রবৃত্তি হইলে
তপ্তকৃচ্ছ্র, নিজপ্রোৎসাহিতাতে পরাক, তৎকর্ত্তৃক প্রোৎ-
সাহিত ব্যক্তির সান্তপন। এবিষয়ে অকামত প্রবৃত্তের পক্ষে
প্রজাপতি কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশত বৈশ্যা গুরু-
ভার্য্যাতে একবারমাত্র গমনে পঞ্চরাত্র সপ্তরাত্র এবং
অষ্টরাত্র ভোজন করিবে না। তৎকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত
ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চরাত্র, উভয়ের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলে
সপ্তরাত্র, নিজ প্রোৎসাহিতার পক্ষে অষ্টরাত্র, শূদ্রাতে
কামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে
জাবালি বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ জ্ঞান পূর্ব্বক একবার মাত্র
গুরুর শূদ্রা ভার্য্যাগমন করিলে অতিকৃচ্ছ্র তপ্তকৃচ্ছ্র ও
পরাক ব্রত আচরণ করিবে। তৎকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত
ব্যক্তির অতিকৃচ্ছ্র, উভয়ের ইচ্ছাবশত প্রবৃত্তি হইলে তপ্ত-
কৃচ্ছ্র, নিজপ্রোৎসাহিতাতে গমনে পরাক ব্রত। এইবিষয়ে
অকামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘতমার বচন দেখিতে
হইবে যে, ব্রাহ্মণ গুরুর শূদ্রাভার্য্যাতে একবারমাত্র গ-
মনে সমাহিত হইয়া প্রাজাপত্য সান্তপন ও সপ্তরাত্র
উপবাস করিবে, তৎকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিতের পক্ষে প্রাজা-
পত্য, উভয়ের ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত হইলে সান্তপন, নিজ-
প্রোৎসাহিতাতে গমনে সপ্তরাত্র উপবাস বিহিত।

এইরূপে অন্যান্য স্মৃতি বচন সকলের বিষয়ভেদে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের মহাপাতকিত্বে বিশেষ নাই, অতএব কাত্যায়ন কহিয়াছেন, পতিত গণের এই রূপ দোষ এবং এই প্রকার শুদ্ধি কথিত হইল। স্ত্রীসকল এইপাপে প্রসক্ত হইলে তাহাদিগের পক্ষেও এইরূপ বিধি স্মৃত হইয়াছে, অতএব স্ত্রীলোকেরও ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হইলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তে বিশেষ নাই। সুতরাং পুরুষের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত কহিয়া যোগীশ্বর স্ত্রীলোকেরও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সকামা স্ত্রীরও লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া বধ বিধান হইয়াছে। অকামত হইলে মনু কহিয়াছেন, পতিতা স্ত্রী গণেরও এই সকল ব্রত কর্ত্তব্য। দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতকে অর্দ্ধ কল্পনা করিবে, আর ভার্য্যা কুমারী স্বযোনি অন্ত্যজা সগোত্রা ও সুতপত্নী ইহারা গুরুতল্প তুল্য রূপে স্মৃত হইয়াছে, এবং যে যে অতিদেশ বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, পিতুঃস্বসা মাতুঃস্বসা মাতুলানী পুত্রবধূ মাতার সপত্নী ভগিনী আচার্য্যকন্যা আচার্য্যপত্নী ও নিজকন্যা গমনে গুরুতল্পগামী হইবে, আর একরাত্রের অধিক ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার গমনে যথাক্রমে ষড়্‌বার্ষিক ও নববার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত জানিবে, এই বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত অভ্যাস হইলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, অতএব বৃহৎযম বলিয়াছেন, কুমারী স্বযোনি অন্ত্যজা সপিণ্ডা ও পুত্রবধূতে রেতঃসেক করিলে প্রাণত্যাগ বিহিত হয়, এস্থলে অন্ত্যজা শব্দে চাণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সুত, বৈদে-

হিক, মাগধ ও অয়োগব, মধ্যম অঙ্গিকার দর্শিত এই সাৎ জাতি জানিতে হইবে, রজক ও চর্ম্মকার ইত্যাদি বচন দ্বারা প্রতিপাদিত জাতি নহে, যেহেতু তাহাতে লঘু প্রায়-শ্চিত্তের উক্তি আছে। আর ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশত চাণ্ডাল ও অন্ত্যজ স্ত্রীগমন এবং তাহাদিগের অন্নভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে পতিত হয় আর জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে তজ্জাতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, চাণ্ডালাদির তুল্যত্ব প্রতিপা-দক মনু কহিয়াছেন, কামত অত্যন্তাভাসে মরণান্তিক দর্শিত হইয়াছে, সুতরাং অজ্ঞানত বারম্বার চাণ্ডালী গমনে পতিত হইলে পতিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার চাণ্ডালী গমনে চাণ্ডালের তুল্য হইবে অতএব, দ্বাদশ বার্ষিকের অধিক মরণান্তিক ব্রত করিবে, ইহা বহুকাল অভ্যাসের বিষয়। একরাত্রে বারম্বার ঘটিলে বর্ষত্রয় ব্রত করিবে। মনু কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ একরাত্র বৃষলী সেবন করে, সে ভিক্ষান্ন ভোজন ও নিয়ত জপ করত তিন বৎসরে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। এস্থলে বৃষলী শব্দে চাণ্ডালী কথিত হয়। অন্য স্মৃতিতে বৃষলী শব্দে চাণ্ডালী বন্ধকী বেশ্যা রজস্বলা কন্যা এবং পরিণীতা সগোত্রা কন্যা এই পাঁচটীর প্রয়োগ দেখা যায়। বন্ধকী স্বৈরিণী, ইহাতে কি প্রকারে অভ্যাসের অবগতি হয়? তদ্বিষয়ে কহিতেছেন, ‘ যৎ করোত্যেকরাত্রেণ ’ এক রাত্রে যে পাপ করে, এস্থলে একরাত্র পদে তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় অত্যন্ত সংযোগ দেখা যায়, অভ্যাস ভিন্ন গমনে অত্যন্ত সংযোগ যুক্তি

সঙ্গত হয় না, অতএব বারম্বার গমন অবগত হইতেছে, সুতরাং একরাত্রহেতুক বহুকালের অভ্যাস বিষয় পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বর্ষাদি গুরুতল্প ব্রতের আতিদেশিক মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিতে হইবে। যৎকালে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত চাণ্ডালী প্রভৃতিতে বারম্বার গমন আর চাণ্ডাল পুক্কশ প্রভৃতির পত্নীতে গমন ও তাহাদিগের অন্ন ভোজন জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে এক বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। অজ্ঞান বশত ঘটিলে দুইটী চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা যম প্রভৃতির বচন আছে। সম্বৎসর কালে কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান অজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বয় যথাক্রমে দেখিতে হইবে। স্বযোনি ও অন্ত্যজাতে একবাক্য সমভিব্যবহার বশত ভগিনী প্রভৃতিতেও এই ব্যবস্থা জানিতে হইবে, এস্থলে মরণান্তিক শব্দে অগ্নিপ্রবেশ। জননী ভগিনী কন্যা ও পুত্রবধূগমন অতিপাতক জানিবে। এই অতিপাতকিগণ হুতাশনে প্রবেশ করিবে, ইহা কাত্যায়নের স্মরণ আছে, জননীতে একবার গমনে এবং ভগিনীপ্রভৃতিতে বারম্বার গমনে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হইবে ইহাই দ্রষ্টব্য। জননী গমন রূপ মহাপাতক এবং তাহার অতিদেশ বিষয়ীভূত ভগিনীগমনাদি অতিপাতক তুল্য হইতে পারে না। বৃহৎ যম কহিয়াছেন যে, চাণ্ডালী পুক্কসী ম্লেচ্ছী পুত্রবধূ ভগিনী সখা ও মাতাপিতার ভগিনী নিক্ষিপ্তা শরণাগতা মাতুলানী সন্ন্যাসিনী স্বগোত্রা রাজপত্নী শিষ্যভার্য্যা ও গুরুপত্নীগমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে, অঙ্গিরার বাক্য এইযে, পতিতা ও অন্ত্য-

শুভিস্তু সংবসেৎ যো বৈ
বৎসরং সোঽপি তৎ সমঃ ॥ ২৬০ ॥ ০ ॥

জাতীয়া স্ত্রীগমন করিলে এবং তাহাদিগের অন্ন ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে একমাস উপবাস অথবা চান্দ্রায়ণ করিবে, এই দুই গুরুতল্পের অতিদেশ বিষয় কামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে দেখিতে হইবে। সম্বর্ত্তের বচন এই যে,—— মাতার আপ্তভগিনী ও অন্যমাতৃজা ভগিনীতে মোহ বশত গমন করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। তাহা অনন্তরোক্ত বিষয়ে অকামত প্রবৃত্ত ব্যক্তির রেতঃসেকের পূর্ব্ব নিবৃত্তি হইলে দেখিতে হইবে। যদি ইহারা অতিশয় ব্যভিচারিণী হয় এবং এই সকলে গমন করে তবে এই চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র স্বরূপ উভয় প্রায়শ্চিত্তই কামত বা অকামত প্রবৃত্তিবিষয়ে দ্রষ্টব্য। সাধারণস্ত্রীগণ যদি গুরু কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় তবে তাহাতে গমনে গুরুতল্প দোষ নাই, জাত্যুক্ত পারদার্য্য ও কন্যাদূষণ এবং গুরুতল্পগমন জন্য দোষ সাধারণ স্ত্রীর হইতে পারে না, ইহা ব্যাঘ্রের স্মরণ আছে। এইরূপ নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত প্রতিপাদন পরায়ণ অন্যান্য স্মৃতিবচন অন্বেষণ করিয়া বিষয়বিশেষে ব্যবস্থা করিতে হইবে, গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহা লিখিত হইল না ॥ ২৬০ ॥

ইতি গুরুতল্পপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

এইরূপে ব্রহ্মহাদি মহাপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়া অবসর প্রাপ্ত তৎ সংসর্গীর প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;-

এই সমস্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহা প্রভৃতির সহিত সম্বৎসর কাল যে অত্যন্ত সহবাস করে বা,সহ আচরণ করে, সে ব্যক্তিও তাহাদের সমান, যে যাহার সহিত আচরণ করে সে তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তদীয় প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশের নিমিত্ত তৎশব্দের গ্রহণ হইয়াছে, পাতকের অতিদেশের নিমিত্ত নহে, তাহার পক্ষে যে ' ইহাদের সহবাস করে, এই উপ-দেশ বশতই সিদ্ধ আছে। ইহাতে অতিদেশ থাকিলেও সম্পূর্ণ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতই কর্ত্তব্য, যেহেতু সংসর্গী সাক্ষাৎ মহাপাতকী, অপি শব্দে কেবল মহাপাতকে সংযোগী তৎ সমান নহে কিন্তু, অতিপাতকী পাতকী ও উপপাতকী প্রভৃতির মধ্যে যে যাহার সহিত সংসর্গ করে সে তাহার সমান, অতএব তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা দেখাইতে-ছেন, সুতরাং মাননীয় মনু উপপাতকাদি পাপিমাত্র সংসর্গে তৎ প্রায়শ্চিত্তভাগিতা দেখাইয়াছেন। যে পাপাত্মার সহিত যে সংসর্গ করিবে সে তাহারই ব্রত করিবে, অতএব মনু সামান্যত পাপিমাত্রের প্রতিবেধ করিয়াছেন, অকৃত প্রায়শ্চিত্ত পাপিদের সহিত কোন বিষয় আচরণ করিবে না আর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সাধুগণের সহিত সংসর্গ করিবে না। ইহা দ্বাদশ বার্ষিক প্রভৃতি পতিত প্রায়শ্চিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক সংসর্গ বিষয়। মানব জ্ঞান পূর্ব্বক সম্বৎসরকাল পতিতের সহবাস করিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক বৎসরের পর স্বয়ং পতিত হয়, ইহা দেবলের স্মরণ আছে। অজ্ঞানত সংসর্গ হইলে পর বশিষ্ঠের বচন বিজ্ঞাত হইতেছে যে, পতিত সহবাসে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন

যৌন সম্বন্ধ বা যজ্ঞসম্বন্ধীয় কার্য্য দ্বারা যাহা তাহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবে তাহাদিগের সহিত সহবাস করিবে না। উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক অনশন অবলম্বন করত সংহিতা অধ্যয়ন করিলে পবিত্র হইবে। আর ব্রহ্মহা মদ্যপায়ী সুবর্ণাপহারী ও গুরুতল্পগামী ইহারা মহাপাতকী এবং যে ইহাদিগের সহিত অতিশয় সহবাস করে, সে ব্যক্তিও মহাপাতকী, এইত সমুদয় বিস্পষ্ট হইল।

পরামৃষ্ট প্রকৃত ব্রহ্মহাদি চতুষ্টয়ের সংসর্গীরই মহাপাতকিত্ব কথনহেতু তাহার সংসর্গকারী মহাপাতকী হইতে পারে না। ভাল, মহাপাতকীর সংসর্গই মহাপাপের কারণহেতু ব্রহ্মহাপ্রভৃতি সর্ব্ব জ্ঞানপরামৃষ্ট প্রকৃত ব্রহ্ম-হাদি বিশেষ সংসর্গের ব্যভিচার আছে, অতএব ব্রহ্মহা-প্রভৃতির সংসর্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিরও মহাপাতকি সংসর্গ রহিয়াছে, এইজন্য তাহারও মহাপাতকিত্ব হয়, তাহাতে নিষেধ নাই; ইহাতে কহিতেছেন, যদি এরূপ হয় যে, মহা-পাতকিত্ব যদি কোন প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, কেবল শব্দ দ্বারা জানিতে হইলে তাহাতে এরূপ হইতে পারে, "তৈঃ" এই প্রকৃত বিশেষ পরামর্শি সর্ব্বনামদ্বারা ব্রহ্মহাদি বিশেষ সংসর্গের মহাপাতকিত্বের কারণ অবগত হইতেছে, আরও প্রতিষেধের অভাব ও প্রাপ্তির অভাব বশত হেতু হইতে পারে না, অতএব সংসর্গির সংসর্গিগণের দ্বিজাতি-কর্ম্ম সমুদয় হইতে হানি হয় না কিন্তু, প্রায়শ্চিত্ত হবেই, ভাল, সংসর্গিসংসর্গীর পাতিত্য না হওয়ায় কেন প্রায়-

শ্চিত্ত হইবে? ইহা বলিও না, পাপিগণ কর্ত্তৃক অনির্ণিক্ত ব্যক্তি গণের সহিত কোন বিষয় আচরণ করিবে না- এই সামান্য বচন দ্বারা পাপিমাত্র প্রতিষেধহেতু মহাপাতকি সংসর্গেরও প্রতিষিদ্ধত্ব প্রযুক্ত পাতিত্যাভাবেও পাদহীন প্রায়শ্চিত্ত উচিত, 'যে যাহার সহিত সম্বৎসর কাল বাস করে, সে তাহার সমান হয়, ব্রাহ্মণ তাহার পাদ-হীন ব্রত আচরণ করিবে, এই ব্যাসোক্ত বচন দর্শন করিবে। এইরূপ চতুর্থ পঞ্চম অকামত সংসর্গীর অর্দ্ধহীন ও ত্রিপাদোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিবে, অতএব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-হত্যাদি কারীর সংসর্গবিশিষ্ট ব্যক্তিরই তদীয় প্রায়শ্চিত্তে অধিকার তৎ সংসর্গকারীর নহে ইহা সিদ্ধ হইল। এস্থলে ব্রহ্মহা প্রভৃতির যদ্যপি কামত মরণান্তিক উপদিষ্ট হই-য়াছে, তথাপি সংসর্গীর পক্ষে তাহা অতিদেশ হইতে পারে না, 'সে তাহারই ব্রত করিবে, এই বচনে ব্রতেরই অতিদেশ আছে, মরণ কখন ব্রত শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, অতএব এস্থলে কামকৃত সংসর্গে দ্বাদশ বার্ষিক, অকা-মত তাহার অর্দ্ধ, সংসর্গও সনিবন্ধন কর্ম্মভেদে অনেকবিধ রূপে বিভিন্ন, বৃহদ্বৃহস্পতি যেরূপ কহিয়াছেন, একশয্যায় উপবেশন পংক্তি ও পাত্র প্রভৃতি মিশ্রণ যাজন অধ্যাপন যোনি সম্বন্ধ (বিবাহাদি) ও সহভোজন এই কয়েক প্রকার সঙ্কর কথিত হয়, অধম গণের সহিত এই সকল সঙ্কর করিবে না, দেবলও বলিয়াছেন, সংলাপ স্পর্শ নিশ্বাস একত্র পান উপবেশন ও ভোজন, যাজন অধ্যয়ন এবং যৌন সম্বন্ধ নিবন্ধন মানব গণের পাপ সংক্রমণ করে। এক শয্যায় উপবেশন অর্থাৎ একখট্টাতে অব-

স্থিতি এক পংক্তিতে ভোজন একপাত্রে পক্ক অন্নের সহিত মিশ্রণ অর্থাৎ তদীয় অন্ন ভোজন, পতিতের যাজন অথবা পতিত দ্বারা নিজের যাজন, পতিতকে অধ্যাপনা করা অথবা তৎ কর্ত্তৃক নিজের অধ্যয়ন, যৌন শব্দে পতিত ব্যক্তিকে কন্যাদান অথবা তাহার নিকট হইতে কন্যা প্রতিগ্রহ, সহভোজন একান্ন ভোজন, সংলাপ সম্ভাষণ স্পর্শ গাত্রসংমর্দ্দ নিশ্বাস পতিতের বায়ুসম্পর্ক, সহযান এক অশ্বপ্রভৃতিতে আরোহণ এই সকলের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কত কালে পাতিত্য হয় ইহা অপেক্ষা হওয়ায় বৃহৎবিষ্ণু কহিয়াছেন, সম্বৎসর কাল পতিত ব্যক্তির সহিত আচরণ করিলে একযানে আরোহণ একত্র ভোজন একত্র উপবেশন ও শয়ন এবং যৌন স্তৌব ও মুখ্য সম্বন্ধ নিবন্ধন সদ্যই পতিত হয়, এস্থলে একভোজন শব্দে একপংক্তিতে ভোজন একান্নভক্ষণে সদ্য পাতিত্য, পতিতব্যক্তির সহিত যাজন, যোনিসম্বন্ধ, স্বাধ্যায় ও সহভোজন করিলে সদ্য পতিত হয় সংশয় নাই ইহা দেবলের স্মরণ আছে। স্তৌব শব্দে যাজন অভিহিত হয় মুখ শব্দে মুখদ্বারা হয় অধ্যয়ন, যৌন স্তৌব মুখ্য এস্থলে দ্বন্দ্ব সমাস হইলেও তাহারা প্রত্যেকেই পতনের হেতু, যে পতিত ব্যক্তির সহিত কন্যা আদান প্রদান যাজন ও অধ্যয়নের অন্যতম সম্বন্ধ করে, তাহারও এই প্রায়শ্চিত্ত ইহা সুমন্তুর স্মরণ আছে। এক যানে আরোহণ প্রভৃতি চারিটী বিষয়ের সমুদয়ই পতনের হেতু, একযান ভোজন উপবেশন ও শয়নের পরস্পর যোগের নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যেকের অনুষ্ঠানে পতনের

কারণতা না থাকিলেও দোষের কারণতা আছেই। একত্র উপবেশন শয়ন যান সংভাষণ ও এক পংক্তিতে ভোজন নিবন্ধন জল মধ্যে তৈল বিন্দুর ন্যায় পাপসমুদয় সংক্রমণ করে, পরাশরের এই বচনানুসারে নিরপেক্ষ ব্যক্তি গণেরও পাপহেতুত্ব অবগত হইতেছে। পরস্পর আলাপ স্পর্শ ও নিঃশ্বাস প্রভৃতির যানাদি চতুষ্টয়ের আনুষঙ্গিকত্ব প্রযুক্ত সকলেই পতনের প্রতি হেতু পৃথক্ পৃথক্ নহে, অল্প বলিয়া তাহাদিগের পাপ হেতুতা আছেই। সংলাপ স্পর্শ নিঃশ্বাস ইত্যাদি দেবল বচনে দর্শিত হইয়াছে, অতএব সংলাপাদি রহিত সহযানাদি চতুষ্টয় কৃত হইলে পঞ্চম ভাগহীন দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর সংলাপাদি সহিত সহ যানাদি করিলে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, এইরূপ হইলে ইহাদিগের সহিত যে সম্বৎসর কাল বাস করে সে তাহাদিগের সমান এই যোগীশ্বরের বচন ও সহয়ানাদি চতুষ্টয়নিষ্ঠ ইহাই যুক্ত হইতেছে, অতএব সংলাপ প্রভৃতির পৃথক্ পাতিত্য হেতুতা নাই, সুতরাং মনু কহিয়াছেন পতিতের সহিত একযানে আরোহণ একত্র উপবেশন এবং এক পংক্তিতে ভোজনহেতু সম্বৎসরের মধ্যে পতিত হয়, আর যাজন অধ্যয়ন ও যৌন সম্বন্ধ নিবন্ধন তৎ ক্ষণাৎ পতিত হইয়া থাকে, অতএব যানাদি চতুষ্টয়ের সম্বৎসর মধ্যে পাতিত্যহেতু বলিয়াছেন এবচনে আসন শব্দ দ্বারা শয়নকে উপলক্ষ করিতে হইবে, এবচনে পতিতের সহিত যান আসন ও ভোজন আচরণ করিলে সম্বৎসর মধ্যে পতিত হয়

এই ব্যবহিতের সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বে বিষ্ণু বচনানুসারে হেতু দর্শিত হইয়াছে, আর পতিতের সহিত সর্ব্বদা ভোজন উপবেশন ও শয়নাদি আচরণ করিলে সম্বৎসরের মধ্যে পতিত হয়, এই বচন হেতু অন্বয় দোষ হয় না। যান উপবেশন ও ভোজনাদি হেতু আচরণ করত এই ভেদ বলিতে ইচ্ছাবশত সম্বন্ধ সঙ্গত হইতেছে, অথবা 'আচরন্' এই শতৃ প্রত্যয়েরও হেতু অর্থ প্রযুক্ত যানাসনাদি শব্দে দ্বিতীয়ার্থে পঞ্চমী, যাজন অধ্যয়ন ও যৌন সম্বন্ধ নিবন্ধন সম্বৎসর মধ্যে পতিত হয় না কিন্তু, প্রাচীন বচননিচয়ের অনুরোধ বশত সদ্যই পতিত হয়। অতএব যৌনাদি চতুষ্টয়ে সদ্য পতিত হয়, যানাদি চতুষ্টয়ে সম্বৎসর কাল অত্যন্ত অভ্যাস বশত পতিত হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত। 'সেই তাহার সমান' এস্থলে অত্যন্ত সংযোগ বাচি দ্বিতীয়ার দর্শন হেতু অন্তরিত দিবস গণনা করিতে হইবে, যে প্রকারে সংসর্গের ষষ্ট্যধিকত্রিশতদিবস (৩৬০) ব্যাপিত্ব হয় তাহার ন্যন হইলে পতিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না কিন্তু, অন্য প্রায়শ্চিত্ত হইবে। পরাশর কহেন, ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাবশত পতিত প্রভৃতির সংসর্গ করিলে পঞ্চাহ দশাহ দ্বাদশ দিবস অর্দ্ধমাস বা একবৎসর অথবা তাহার অধিককাল আচরণ করিলে তাহার সমান হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্র ব্রত, দ্বিতীয়ে কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ, চতুর্থে দশরাত্র, পঞ্চমে পরাক, ষষ্ঠে চান্দ্রায়ণ করিবে, সপ্তমে চান্দ্রায়ণদ্বয়, অষ্টম পক্ষে ছয়মাস কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসর্গ করিলে তাহার

বিশেষ সুমন্তু কহিয়াছেন, পঞ্চাহে কৃচ্ছ্র, দশাহে তপ্তকৃচ্ছ্র, অর্দ্ধমাসে পরাক এবং একমাসে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, মাসত্রয়ে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণান্তর করিবে, ছয়মাস সংসর্গ হইলে অর্দ্ধ বৎসর কাল কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে এবং এক বৎসর কাল সংসর্গ হইলে মানব সম্বৎসর কাল চান্দ্রায়ণ করিবে। এস্থলে বার্ষিক সংসর্গ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে দেখিতে হইবে, বৎসর পূর্ণ হইলে মনু প্রভৃতি দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বিধান করিয়াছেন। বৃহস্পতির বচন এই যে, যাজন অধ্যয়নাদি হেতু ছয় মাস সংসর্গ হইলে এবং একত্র উপবেশন ও শয়নাদি দ্বারা উক্ত সংসর্গ হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। যাজন অধ্যাপন যৌন একপাত্রে ভোজন নিবন্ধন ছয়মাস মধ্যে পতিত হইতে হয়। ইহা অকামত অত্যন্ত আপদ্ কালে পঞ্চ মহাযজ্ঞাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে। যাজনে অঙ্গাধ্যাপনে এবং দুহিতা ও ভগিনী ব্যতিরিক্ত যোনি সম্বন্ধে দেখিতে হইবে। যেহেতু প্রকৃষ্ট যাজনাদি দ্বারা সদ্যঃ পাতিত্য উক্ত হইয়াছে। এই পথ অবলম্বন দ্বারা কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ গামি অতিপাতকির সংসর্গি ব্যক্তিগণের কামত নববার্ষিক অকামত সার্দ্ধ চতুর্ব্বার্ষিক কল্পনা করিতে হইবে। সখা পিতৃব্য পত্নী প্রভৃতিগামী পাতকি সংসর্গি গণের কামত ষড়্বার্ষিক অকামত ত্রৈবার্ষিক। এবং উপপাতকাদি সংসর্গি গণের কামত তদীয় ত্রৈমাসিক, অকামত অর্দ্ধ ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণের ও মহাপাতকি প্রভৃতির সংসর্গ নিবন্ধন পাতিত্য বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। শৌনক

কন্যাং সমুদ্বহেদেষাং সোপবাসামকিঞ্চনাম্ ॥ ২৬১ ॥

কহেন, পুরুষের যে সমুদয় পতনের কারণ স্ত্রীগণেরও তাহাই। ব্রাহ্মণী হীনবর্ণের সেবা করিলে অধিক পতিত হয় অতএব সেই সমস্ত মহাপাতকি প্রভৃতির মধ্যে যাহার সহিত সংসর্গ হইবে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত অর্দ্ধ কল্পনা করিয়া যোজনা করিবে। এইরূপ বালক বৃদ্ধ ও আতুর গণের কামত অর্দ্ধ, অকামত পাদ প্রায়শ্চিত্ত। আর অনুপনীত বালকের কামত পাদ, অকামত তাহার অর্দ্ধেক ইহাই ব্যবস্থা।

পতিত সংসর্গ প্রতিষেধ দ্বারা প্রতিষিদ্ধ যৌন সম্বন্ধের কোন স্থলে প্রতিপ্রসব কহিতেছেন ;-

এই পতিত সকলের পতিত অবস্থায় উৎপন্না কন্যা যে তৎ সংসর্গ কালোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে এবং পিতৃ-দত্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি ও ধন গ্রহণ করে নাই তাহাকে যে বিবাহ করে। কন্যাকে বিবাহ করে এই কথা বলায় যে পতিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাকে যে স্বয়ং বিবাহ করে, কিন্তু পতিত হস্ত হইতে প্রতিগ্রহ করে ইহা বুঝাইবে না তাহাই দেখাইতেছেন। এরূপ হইলে পতিত যৌন সংসর্গ প্রতিষেধ বিরোধও পরিহৃত হয়। এই বিষয় বৃদ্ধ হারীত কর্ত্তৃক বিস্পষ্ট রূপে লিখিত হইয়াছে। পতিতের বিবসনা কুমারী অহোরাত্র উপবাস করিয়া থাকিলে প্রাতঃ কালে পবিত্র নূতন বসন দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিতা করিলে সে "আমি ইহাদের নহি,

চান্দ্রায়ণং চরেৎ সর্ব্বানবকৃষ্টান্নিহত্য তু।
শূদ্রোধিকারহীনোপি কালেনানেন শুধ্যতি ॥ ২৬২ ॥

ইহারাও আমার নহে, তিন বার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলে তীর্থস্থলে অথবা নিজগৃহে তাহাকে বিবাহ করিবে আর ইহাদিগের কন্যাকে বিবাহ করিবে এই বচন বশত স্ত্রী ব্যতিরিক্ত তদীয় সন্তানের সংসর্গের অযোগ্যতা দেখাইতেছেন, অতএব বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, পতিত কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রও পতিত হয়, কন্যা পতিত হয় না, যেহেতু সে পরগামিনী, ধনাধিকারিণী নহে, অতএব তাহাকে বিবাহ করিবে ইতি ॥ ২৬১ ॥

সংসর্গিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণসমাপ্ত ॥

নিষিদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ বশত নিষিদ্ধ সংসর্গোৎপন্ন প্রতিলোমবধে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;-

অবকৃষ্ট সূত মাগধ প্রভৃতি প্রতিলোমোৎপন্ন জাতি সকল তাহাদিগের প্রত্যেকের হননে চান্দ্রায়ণ করিবে; শঙ্খ কহেন, সমস্ত অবকৃষ্ট গণের বধে প্রত্যেকে চান্দ্রায়ণ, অথবা অঙ্গিরা কহিয়াছেন, সমস্ত অন্ত্যজজাতি গমনে ভোজনে সম্প্রদানে পরাকদ্বারা বিশুদ্ধি হয়, ইহা অঙ্গিরার বাক্য অতএব পরাক ব্রত করিবে। তন্মধ্যে কামত সূতাদি বধে চান্দ্রায়ণ, অকামত সূতাদি বধে পরাক, বৈদেহিক বধে পাদোন, চণ্ডালবধে দ্বিপাদ, মাগধে পাদোন পরাক, ক্ষত্তা বধে দ্বিপাদ, এবং আয়োগবে পাদ দ্বয় এইরূপে চান্দ্রায়ণের তারতম্য জানিবে। ব্রহ্মগর্ভের

বচন যে, প্রতিলোমপ্রসূতা স্ত্রীগণে মাসাবধি; অন্তর-প্রভব সূত প্রভৃতির চারি দুই ছয়, তাহা আবৃত্তি বিষয়। তন্মধ্যে সূতবধে ছয় মাস, বৈদেহিক বধে চারিমাস; চণ্ডাল বধে দুই মাস এইরূপ যোজনা করিয়া অন্বয় হইবে। আর মাগধ বধে চারিমাস, ক্ষত্তৃবধে দুই মাস আয়োগব বধেও দুই মাস ব্রত করিবে এইরূপ ব্যবস্থা। নৈমিত্তিক ব্রত সকল জপাদিসাধ্য এজন্য বিদ্যাবিহীন শূদ্রপ্রভৃতির অন্ধগণের আজ্য অবেক্ষণের ন্যায় তাহা হইতে পারে না অতএব অনধিকার আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন যদ্যপি শূদ্র জপাদি বিষয়ে অধিকারহীন তথাপি এই দ্বাদশ বার্ষিক প্রভৃতি কালসম্পাদ্য ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হয়। শূদ্রগ্রহণ দ্বারা প্রতিলোমজাতা স্ত্রীগণের উপলক্ষণ জানিবে। যদ্যপি তাহার গায়ত্রী প্রভৃতি জপে সংভাবনা নাই তথাপি নমস্কার ও মন্ত্র জপ হয়! অতএব অন্য স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, শূদ্রের ভোজন উচ্ছিষ্ট এবং নমস্কার মন্ত্ররূপে অনুজ্ঞাত হইয়াছে; অথবা বচন বলে জপাদি বর্জ্জিত ব্রত করিবে, অতএব সতত ধর্ম্ম পথোপস্থিত শূদ্রকে জপহোম বিবর্জ্জিত প্রায়শ্চিত্ত প্রদান কর্ত্তব্য ইহা অঙ্গিরার স্মরণ আছে, তিনি আরও কহিয়াছেন ‘ গো-ব্রাহ্মণ হিতে রত দীন শূদ্র উপবাস অথবা দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা কালে শুদ্ধ হয়। মনু কহিয়াছেন, শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ করিবে না এবং ব্রত করিতে আদেশ দিবে না, ইহা শূদ্রের পক্ষে ব্রতোপদেশ নিষেধপর বচন অনুপপন্ন শূদ্রের অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে; অন্য স্মৃতি বচন আছে

পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥২৬৩॥
কৃচ্ছ্রং চৈবাতিকৃচ্ছ্রঞ্চ চরেৎ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ ॥ ২৬৪ ॥

যে, এই সমস্ত কৃচ্ছ্রব্রত সতত বর্ণত্রয়ের কর্ত্তব্য, এই সকল কৃচ্ছ্র ব্রতে শূদ্রের অধিকার বিহিত হয় নাই, ইহা কাম্য-কৃচ্ছ্রাভিপ্রায়ে কথিত, অতএব স্ত্রী ও শূদ্রের এবং প্রতি-লোম জাত সকলের ত্রৈবর্ণিকবৎ ব্রতাধিকার ইহা সিদ্ধ হইল। গোতমের বচন যে, প্রতিলোমজাতগণ ধর্ম্মহীন তাহা উপনয়ন প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্ম্মের অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে ইতি ॥ ২৬২ ॥

মহাপাতকি প্রকরণ সমাপ্ত ॥

মহাপাতক প্রভৃতি পঞ্চকের মধ্যে মহাপাতক অতি-পাতক ও অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করত পাঠ ক্রমে প্রাপ্ত গো-বধ প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;—

যে গোহনন করে সে গোঘ্ন, গোহননকারী এক মাস কাল সমাহিত থাকিবে, গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত এই পঞ্চগব্য যথাবিধি মিশ্রিত করিয়া পান করত অন্য আহার পরিহার পূর্ব্বক পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিবে, যেহেতু ভোজন কার্য্যে পঞ্চগব্যেরই বিধান আছে, এবং গোহনন-কারী গোষ্ঠে শয়ন করিবে, প্রাপ্ত শয়নের অনুবাদ বশতঃ

গোষ্ঠে শয়ন বিধান হেতু দিবসে শয়ন নিষিদ্ধ এজন্য রাত্রিকালে গোশালা মধ্যে শয়ান থাকিবে এবং গোর অনুগমন করিবে ইহাই তাহার ব্রত, অতএব যে গোসকলের গোষ্ঠে শয়ন করিবে সন্নিধান বশত তাহারা প্রাতঃকালে বনে বিচরণ করিতে গমন করিলে তাহাদিগেরই অনুগমন করিবে, অনুগমন করিবে, এই বচন বশত যখন তাহারা গমন করিবে তখনই স্বয়ং তাহাদের অনুগমন করিবে, যখন তাহারা দণ্ডায়মান থাকিবে বা উপবেশন করিবে তখন পশ্চাৎ গমন সম্ভাবনা না থাকায় স্বয়ংও দণ্ডায়মান থাকিবে অথবা উপবিষ্ট হইবে ইহাই বুঝাইতেছে। অনুগমন বিধান বশত তাহারা সায়ংকালে গোষ্ঠাভিমুখে আগমন করিলে তাহাদিগের সহিত গোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশও অর্থত সিদ্ধ হইতেছে।এইরূপ ব্রত আচরণ করত মাসান্তে একটী গোদান করিলে শাস্ত্রানুসারে গোহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে, এই এক প্রকার ব্রত।

একমাস কাল গোষ্ঠে শয়ন এবং গোর অনুগমন করিতে হইবে কৃচ্ছ্রব্রত বিধান হেতু পঞ্চগব্য আহার করিতে হইবে না অতএব একমাস কাল নিরন্তর সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে, ইহা অপর ব্রত, অতএব জাবালি একমাস কাল প্রাজাপত্যের পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন যে, গোহন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি গোহত্যা করিয়াছে ইহা জানে তবে একমাস প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে, গোসকলের হিত সাধনে নিরত থাকিয়া তাহাদিগের অনুগমন করিবে এবং গোপ্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এইরূপ অতিকচ্ছ্র

আচরণ করিবে ইহা অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্ত। কৃচ্ছ্র এবং অতিকৃচ্ছ্রের লক্ষণ পরে বলিব। অথবা ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। ইহা চারিপ্রকার ব্রত। তন্মধ্যে অকামকৃত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ স্বামিক গোমাত্রবধে উপবাস করিয়া এক বৃষভের সহিত দশ গোদান এবং ত্রিরাত্র উপবাস ইহা ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। বিশিষ্ট স্বামিকা ও বিশিষ্ট গুণবতী গোবধে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত পশ্চাৎ বলিবেন। ক্ষত্রিয়ের তাদৃশ গোবধে একমাস পঞ্চগব্য ভোজন প্রথম প্রায়শ্চিত্ত, এস্থলে একমাস কাল পঞ্চগব্য প্রাশনের স্বল্পত্ব প্রযুক্ত একমাস উপবাসের তুল্য, তাহা হইলে ছয় ছয় উপবাস দ্বারা এক এক প্রাজাপত্য কল্পনা হেতু পঞ্চ কৃচ্ছ্রের কথন প্রযুক্ত পঞ্চধেনু এবং মাসান্তরে দীয়-মানা একগো, সমুদয়ে ছয় ধেনু হইতেছে ইহা এক বৃষ-ভের সহিত দশ গোদান সহিত ত্রিরাত্র ব্রত হইতে লঘু হইতেছে, তবে ব্রাহ্মণ জাতি সকলের গুরুত্ব কি প্রকারে হয়? দেব ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগের দ্রব্য উৎকৃষ্ট হয় জানিবে ইহা নারদ কর্তৃক সেই সেই দ্রব্যের উৎকর্ষত্ব কথিত হওয়ায় এবং গোসকলে ব্রাহ্মণ সংস্থাস্থিতি দণ্ডের বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

বৈশ্য সম্বন্ধীয় তাদৃশ ব্যাপাদনে একমাস কাল অতিকৃচ্ছ্র করিবে, অতিকৃচ্ছ্রে প্রথম ত্রিরাত্র ক্রমে পাণিপূর্ণ অন্ন ভোজন উক্ত হইয়াছে, শেষ ত্রিরাত্রে অনশন কথিত আছে, অতএব অতিকৃচ্ছ্র ধর্ম্মানুসারে একমাস ব্রত করিতে করিতে ছয় রাত্রি উপবাস হয়, আর চতুর্ব্বিংশতি দিবস

পাণিপূর্ণ অন্ন ভোজন মাত্র, অতএব কৃচ্ছ্র প্রভৃতি আম্নায় কল্পনা হেতু কিঞ্চিৎ ন্যূন পঞ্চ ধেনু হয় এই জন্য পূর্ব্ব-ব্রত দ্বয়াপেক্ষা লঘুত্ব প্রযুক্ত বৈশ্য স্বামিক গোবধ বিষয়ত্ব যুক্ত হইতেছে। তাদৃশ বিষয়ে শূদ্রস্বামিক গোহত্যায় একমাস কাল প্রাজাপত্য ব্রত দ্বিতীয় তাহাতে সার্দ্ধপ্রাজা-পত্য দ্বয়াত্মক প্রত্যাম্নায় বশত কিঞ্চিৎ অধিক ধেনুদ্বয় হয় এইজন্য পূর্ব্বব্রত সমুদয় হইতে লঘুতমত্ব প্রযুক্ত শূদ্রবিষ-য়ত্ব উচিত। অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত চতুষ্টয় সাক্ষাৎকর্ত্তা অনুগ্রাহক প্রয়োজক অনুমন্তা প্রভৃতির গুরুত্ব লঘুত্ব তার-তম্য অপেক্ষা বশত পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই যোজনা করিতে হইবে। বৈষ্ণব ব্রতত্রয় যে 'গোহত্যাকারীর একমাস পলত্রয় পরিমাণ প্রত্যহ পঞ্চগব্য প্রাশন, পরাক অথবা চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থা। কশ্যপের বচন যে, 'গোহন্তা গোচর্ম্ম দ্বারা প্রাবৃত হইয়া একমাস কাল গোষ্ঠমধ্যে শয়ন করত ত্রিষবণ স্নান পূর্ব্বক নিত্য পঞ্চগব্য আহার করিবে'। শাতাতপের বচন যে, 'একমাস কাল পঞ্চ গব্য আহার করিবে, সেই পঞ্চকই যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চগব্য আহারের সমান বিষয়। শঙ্খ ও প্রচেতা কহিয়াছেন যে, 'গো-হত্যাকারী পঞ্চগব্য আহার করত পঞ্চবিংশতি রাত্র উপ-বাস করিবে, সশিখ স্নান করিয়া গোচর্ম্ম দ্বারা প্রাবৃত হইয়া গোর অনুগমন করত গোষ্ঠে শয়ন ও গোদান করিবে'। ইহাও যাজ্ঞবল্ক্যের মাসাতিকৃচ্ছ্র ব্রতের সমান বিষয়। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া গোদান করিবে এই বিষয় অতিশয় গুণবান্ হন্তার বিষয়ে বিদিত হইতে

হইবে। এই বিষয়ে পঞ্চগব্য প্রাশনে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় কাশ্যপীয় বচন জানিতে হইবে। একমাস কাল পঞ্চগব্য প্রাশন ইহা প্রতিপাদন করিয়া ষষ্ঠে কালে পয়োভক্ষ্য হইয়া গমন কারিণী গোর অনুগমন করিবে, তাহারা সুখে উপবিষ্টা হইলে উপবেশন করিবে, অতিবেগে গমন করিবে না, অতিবিষম প্রদেশে অবতারণ করিবে না, অল্প উদকে পান করাইবে না, অবশেষে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তিলধেনু দান করিবে ইহাই দ্রষ্টব্য। ইহাতেও অশক্তের পক্ষে পৈঠীনসী যাহা কহিয়াছেন যে, গোহত্যাকারী একমাস কাল প্রস্থ পরিমাণ তণ্ডুলের সহিত পক্ক যবাগূ ভোজন পূর্ব্বক গোসকলের হিত সাধন করত শুদ্ধ হইবে। ইহা জানিতে হইবে। সুমন্তুর বচন এই যে, গোহত্যা করিয়া গোপ্রদান গোষ্ঠে শয়ন দ্বাদশ রাত্র পঞ্চগব্য ভক্ষণ এবং গোসকলের অনুগমনই প্রায়-শ্চিত্ত। সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন যে, গোহন্তা অর্দ্ধমাসকাল অতিশয় সমাহিত হইয়া শক্তুযাবক ও ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ন দুগ্ধ দধি ঘৃত গোময় গোমূত্র এই সকল ক্রমশ ভক্ষণ করিবে, পরে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া আত্ম শুদ্ধির নিমিত্ত গোদান করিবে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, দ্বাদশ রাত্র পঞ্চগব্য আহার করিবে, এই ত্রিতয় যাজ্ঞবল্কীয় মাস প্রাজাপত্যের সমান বিষয় অথবা মৃতকল্প গোহত্যার বিষয়। কিম্বা বিষম প্রদেশে অশন জনিত ব্যাধি হেতু মরণের বিষয় জানিতে হইবে। এই সমুদয় পূর্ব্বোক্ত অকাম বিষয়। যদি এই প্রকার অবিশিষ্ট বিপ্রস্বামিকা

অবিশিষ্টা গোকে কামত হনন করে, তবে মনু কহিয়াছেন যে, একমাস যবাগূ পান দুই মাস চতুর্থ কালে হবিষ্যান্ন ভোজন তিন মাসে এক বৃষভের সহিত দশ গোদান যুক্ত শাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ এই ব্রত ত্রয় করিবে। যথা, উপপাতক সংযুক্ত গোঘ্ন একমাস যব পান করিবে, কেশ বপন করত আর্দ্র গোচর্ম্ম দ্বারা প্রাবৃত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে বাস করিবে। চতুর্থ কালে অক্ষার লক্ষণান্বিত ভোজন করিবে। দুইমাস নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে, দিবসে গোসকলের অনুগমন করিবে, দণ্ডায়মান থাকিয়া উর্দ্ধ রজঃপান করিবে, গোসকলের শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া রাত্রিকালে বীরাসনে উপবেশন করিবে। গোসকল দণ্ডায়মান হইলে তাহাদের পশ্চাৎ অবস্থিত হইবে, গমন করিবে না, তাহারা উপবিষ্ট হইলে উপবেশন করিবে, নিয়ত মৎসরবিহীন হইবে, অন্তরা চৌর ও ব্যাঘ্রাদি ভয়ে অভিভূতা পতিতা ও পঙ্কমগ্না গোকে সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক বিমুক্ত করিবে। উষ্ণ বর্ষণ এবং অতিশয় শীতল সমীরণ অনুক্ষণ বহন করিতে থাকিলে শক্তি অনুসারে গোর পরিত্রাণ না করিয়া আত্মরক্ষা করিবে না। আপনার অথবা অন্যের গৃহে ক্ষেত্রে অথবা জলে ভক্ষণ করিতে থাকিলে কিম্বা বৎস দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিবারণ করিবে না। যে গোহত্যাকারী এই বিধি অনুসারে গোসকলের অনুগমন করে সে তিন মাসে গোহত্যাজনিত পাপ পরিহার করিয়া থাকে, সে সুন্দর রূপে ব্রতাচরণ করিয়া এক বৃষ-

ভের সহিত দশ গোদান করিবে। বৃষভের সহিত দশটী গো বিদ্যমান না থাকিলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবে। এই ত্রিতয় যাজ্ঞবল্ক্যের মাস প্রাজাপত্য মাস পঞ্চ গব্য প্রাশন বৃষভৈকাদশ গোদান যুক্ত ত্রিরাত্র উপবাস রূপ ব্রত ত্রয়ের বিষয় যথোক্ত ক্রমে দেখিতে হইবে। অঙ্গিরা মানবেতিকর্ত্তব্যতাযুক্ত ত্রৈমাসিক কহিয়া অধিক বলিয়াছেন যে; ষষ্ঠে কালে অক্ষার লবণ রুক্ষ দ্রব্য ভোজন করিবে, গোমতীবিদ্যা ওঁকার এবং বেদমন্ত্র জপ করিবে, ব্রতের ন্যায় দণ্ড ও সমন্ত্র মেখলা ধারণ করিবে তাহাও মানববিষয় পুষ্টিতারুণ্য প্রভৃতি কিঞ্চিৎ গুণাতিশয়যোগিনী গোবিষয়ে দ্রষ্টব্য। ব্রাহ্মণ অতিবালা অতিকৃশা অতিবৃদ্ধা এবং রোগিণী গো হনন করিলে পূর্ব্ববিধান অনুসারে অর্দ্ধব্রত আচরণ করিবে যেহেতু পুষ্টিতারুণ্য প্রভৃতি রহিত গোবিষয়ে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়। যৎকালে যাজ্ঞবল্ক্যের মাসাতিকৃচ্ছ্র ব্রত নিমিত্তভূতা অবিশিষ্ট স্বামিকা জাতিমাত্র যোগিনী গোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনাশ করিবে তদানীং ' অকামের পক্ষে যাহা বিহিত কামত কৃত হইলে তাহার দ্বিগুণ আচরণ করিবে, এই ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বোক্ত অকাম বিহিত মাসাতিকৃচ্ছ্রব্রত দ্বিগুণ করিতে হইবে।

হারীত কহিয়াছেন যে, গোহত্যাকারী গোচর্ম্ম ও তাহার ঊর্দ্ধ বাস পরিধান করিবে, ইত্যাদিবাক্য দ্বারা মানবী ইতিকর্ত্তব্যতা কহিয়াছেন, বৃষভের সহিত একাদশ গোদান করিয়া ত্রয়োদশ মাসে পবিত্র হইবে, ইহা সেই সবনস্থ

শ্রোত্রিয়ের অকামকৃত গোবধ বিষয়ে দেখিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, যদি গোহত্যা করে তবে তাহার আর্দ্র চর্ম্মদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ছয়মাস কাল কৃচ্ছ্র ও তপ্তকৃচ্ছ্র এই ব্রত দ্বয় অনুষ্ঠান করিবে এবং বৃষভের সহিত গোযুগল দান করিবে, ইহা ষাণ্মাসিক কৃচ্ছ্র ও তপ্ত কৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। দেবল বলেন যে, গোঘাতী ছয়মাস কাল গোচর্ম্মপরিবৃত হইয়া গোগ্রাসে আহার করত গোষ্ঠ নিবাসী হইয়া গোসকলের সহিত বিচরণ করত মুক্ত হয়। এই দুইটীই হারীতের সহিত সমান বিষয়। সেই বিষয়ে কামকৃত হইলে কাত্যা- য়নীয় ত্রৈবার্ষিক। গোঘাতী তচ্চর্ম্মপরিবৃত হইয়া গোষ্ঠে বাস করিবে অথবা সতত বীরাসনাদি দ্বারা মৌন ব্রত অবলম্বন করত গোসকলের অনুগমন করিবে। বর্ষা শীত আতপ ক্লেশ বহ্নি পঙ্কে এবং ভয়াতুরা গোসকলকে সর্ব্ব প্রযত্নে মোচন করিবে, এইরূপ করিলে তিন বৎসরে পবিত্র হইবে ইহা দেখা উচিত। শঙ্খ ও ত্রিবার্ষিক কহিয়াছেন। শূদ্রহত্যা রজস্বলাগমন গোবধ এবং পরস্ত্রীগমনে পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহাও কাত্যায়নের উক্ত ব্রতের সমান বিষয়। যম অঙ্গিরার ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়া "সুন্দর রূপে ব্রতাচরণ পূর্ব্বক গোসহস্র অথবা গোশত দান করিবে উহার অবিদ্যমানে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বর্গকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবে ইহা গোসহস্র যুক্ত ও গোশতযুক্তে ত্রৈমা- সিক ব্রত দ্বয়ের অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন। তন্মধ্যে যদি সবনস্থ শ্রোত্রিয় প্রভৃতি দুর্গত বহু কুটুম্ব সমন্বিত ব্রাহ্মণ-

সম্বন্ধিনী কপিলা কর্ম্মাঙ্গভূতা গর্ভিণী বহুক্ষীর তরুণিমাদি গুণশালিনী গোকে নির্গুণ ধনবান্ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক খড়্গ প্রভৃতি দ্বারা বিনাশ করে তবে গোসহস্রযুক্ত দ্বৈমাসিক ব্রত করিবে, গর্ভিণী কপিলা দোহনশীলা সুব্রতা হোমধেনুকে খড়্গাদি দ্বারা হনন করিলে দ্বিগুণ ব্রত আচরণ করিবে যেহেতু বিশিষ্ট গোবিষয়ে বৃহস্পতিবচনে বিশেষ দেখা যায়। অতএব প্রচেতা ‘স্ত্রী গর্ভিণী গো গর্ভিণী ও বালবৃদ্ধবধে ভ্রূণহত্যাকারী হয়’ এই প্রকার গোবধ সন্ধান করিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রতের অতিদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যম বচন গোশত দানযুক্ত দ্বৈমাসিক ব্রত কাত্যায়নের ব্রত বিষয়ে ধনবানের পক্ষে দেখিতে হইবে। গৌতম কর্ত্তৃক যে, বৃষভের সহিত শত গোদান সমুচ্চিত ত্রৈবার্ষিক প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য বৈশ্যবধে অভিহিত হইয়া গোবধে অতিদিষ্ট হইয়াছে, ‘গোহত্যা করিয়া বৈশ্যাসহ ইতি ইহাও ত্রিবার্ষিক ব্রত প্রত্যাম্নায়ভুত নবতি ধেনুর সহিত বৃষভ সহ শত গো নবন্যূন দ্বিশত হয় এই নিমিত্ত গোসহস্রযুক্ত দ্বৈমাসিক ব্রত অপেক্ষা ন্যূনতা প্রযুক্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ বিষয়েই জানিতে হইবে। অথবা, সেই বিষয়ে গর্ভ রহিতার কামত বধে দেখিতে হইবে। তাদৃগ্বিধা গর্ভ রহিতার অকামত হননেও কাত্যায়ন সম্বন্ধীয় ত্রৈবার্ষিক কল্পনীয়। যম কহিয়াছেন যে, যদি গোসকল কাষ্ঠ, লোষ্ট, পাষাণ ও শস্ত্র দ্বারা নিহত হয় তবে তাহার পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা হননে শান্তপন, লোষ্ট আঘাতে প্রাজাপত্য, পাষাণ

হননে তপ্তকৃচ্ছ্র, এবং শস্ত্রাঘাতে অতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, এবং ব্রাহ্মণগণকে ত্রিংশৎগো ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত গোশত সহস্রাদি দান রূপ ত্রৈবার্ষিক প্রভৃতি ব্রত বিষয়েই কাষ্ঠাদি সাধন বিশেষ জনিত বধ নিমিত্ত সান্তপনাদি পূর্ব্বকত্ব প্রতিপাদন পর ব্রতের লঘুত্ব প্রযুক্ত নিরপেক্ষ নহে। আর, বয়োবিশেষ বশত প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অতিবৃদ্ধা অতিকৃশা অতিবালা এবং রোগযুক্তা গোকে পূর্ব্ব বিধান অনুসারে হনন করিলে অর্দ্ধ ব্রত আচরণ করিবে এবং শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে আর হেমযুক্ত তিলদান করিবে। নীরোগাদি বিষয়ে যাহা বিহিত হইয়াছে তাহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বৃহৎ প্রচেতাও এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন। একবর্ষ বয়ঃক্রম যুক্ত বৎস পুরুষের অবুদ্ধি পূর্ব্বক হত হইলে কৃচ্ছ্র পাদ বিহিত হয়। দুই বৎসরের বৎস হত হইলে দ্বিপাদ, তিন বৎসরের বৎস হত হইলে ত্রিপাদ অতঃপর প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। আর গর্ভিণীর বধে যদি গর্ভও নিহত হয় তবে 'প্রতিনিমিত্ত নৈমিত্তিকে আবর্ত্তিত হয়' এই ন্যায় অনুসারে বিশেষ না থাকায় দ্বিগুণ ব্রত প্রাপ্তি হওয়ায় ষড়্বিংশ মতে বিশেষ কথিত হইয়াছে ' উৎপন্ন মাত্রে পাদ প্রায়শ্চিত্ত, দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে দ্বিপাদ, আর অচেতন গর্ভ হনন করিলে পাদোন ব্রত বিহিত হইয়াছে। গর্ভ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ও চেতনসমন্বিত হইলে দ্বিগুণ গোবধ ব্রত করিবে, গোহত্যাকারীর ইহা-

তেই নিষ্কৃতি হয়। বহু কর্ত্তৃক হনন বিষয়ে সম্বর্ত্ত ও আপস্তম্ব বিশেষ কহিয়াছেন। একটী গো যদি কোন স্থলে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৈব বশত বিনষ্ট হয় তবে সেই ঘাতকেরা পৃথক পৃথক রূপে গোহত্যার পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে প্রকার গোহত্যার যে ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে বচন অনুসারে প্রত্যেকে তাহারই পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এক গো ইটী উপলক্ষণ। অতএব বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক দুই কিম্বা বহু গো বিনষ্ট হইলে প্রতিপুরুষের পাদদ্বয় বা পাদোন প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। দৈবাৎ এই বিশেষণ থাকায় ইহা অকামত বধে দেখিতে হইবে। অনেকের ইচ্ছাপ্রযুক্ত হইলেও প্রত্যেকের সমস্ত দোষ সম্বন্ধ নিবন্ধন সমুদায় ব্রত সম্বন্ধে যুক্তি সঙ্গত যেহেতু সত্র দীক্ষিতের ন্যায় প্রতি পুরুষে সমস্ত ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে এবং একটী গোকে অনেকে হনন করিলে যথোক্ত হইতে দ্বিগুণ দণ্ড অতএব প্রত্যেকের দণ্ড দ্বৈগুণ্য দেখা যাইতেছে। যদি এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রোধ প্রভৃতি ব্যাপার বশত বহু গো ব্যাপাদিত হয় তদ্বিষয়ে সম্বর্ত্ত ও আপস্তম্ব বিশেষ কহিয়াছেন। রোধ বন্ধন ও মিথ্যা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যদি এক জন কর্ত্তৃক বহু গোধন বিপন্ন হয় তবে সে দ্বিগুণ গোবধ ব্রত আচরণ করিবে। অনেকে বিপন্ন হইলে ‘ প্রতি নিমিত্ত নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠান করে না তন্ত্রতানুসারেও হইতে পারে না কিন্তু, বচন বলে দ্বিগুণই করিতে হয়। আর চিকিৎসকও বিরুদ্ধ ঔষধ দান দ্বারা একটী গোর অকামত বিনাশ

করিলে দ্বিগুণ গোব্রত করিবে, চিকিৎসক ব্যতিরিক্ত কেবল উপকারার্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির অকামত প্রতিকূল ঔষধ দান বিষয়ে ব্যাস বলিয়াছেন যে, ঔষধ লবণ ও পুণ্যার্থ ভোজন অতিরিক্তদান করিবে না, উপযুক্ত কালে অল্পমাত্র দান করিবে। অতিরিক্ত দানে যদি বিপত্তি হয় তবে কৃচ্ছ্রপাদ বিহিত হইবে। আপস্তম্ব কহিয়াছেন যে, রোধে একপাদ মাত্র আচরণ করিবে, বন্ধনে দ্বিপাদ আচরণ করিবে, যোজনে পাদহীন এবং নিপাতনে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। তাহা ব্যবহিত ব্যাপার বিশিষ্ট নিমিত্ত কর্ত্তার বিষয়ে জানিতে হইবে সাক্ষাৎ কর্ত্তার পক্ষে নহে, যেহেতু সাক্ষাৎ কর্ত্তৃ নিমিত্ত বিশিষ্টের ভেদ তিনিই অর্থাৎ আপস্তম্বই দেখাইয়াছেন যে, যাহারা বলপূর্ব্বক প্রস্তর লগুড় বা অন্য শস্ত্র দ্বারা গোসকলের নিপাত করে তাহারা নিশ্চয়ই কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। বাহু জঙ্ঘা উরু পার্শ্ব দ্বয় ও গ্রীবা ভঙ্গাদি বিষয়েও সেইরূপ জানিতে হইবে। ইহা উক্ত হইতেছে যে, পাষাণ খড়্গাদি দ্বারা গ্রীবা প্রভৃতি ভঙ্গবশত যাহারা গোবধ করে তাহারা সাক্ষাৎ হন্তা, তাহাদিগের পক্ষেই কৃৎস্ন প্রায়শ্চিত্ত। আর যাহারা ব্যবহিত রোধ বন্ধনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট তাহারা নিমিত্তী তাহাদিগের কৃৎস্ন প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধ নাই কিন্তু, কৃৎস্ন ব্রতের অবয়ব একপাদ দ্বিপাদ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবরোধাদির ব্যবহিত ব্যাপারত্বের বিশেষ না থাকিলে বচন বলে কোন স্থলে একপাদ কোথায় বা দ্বিপাদ কুচিৎ পাদোন ইহাই যুক্তি সঙ্গত। এবিষয়ে

পরাশর কহেন যে, ‘গো সকলের রন্ধন যোজনাদি নিবন্ধন অকামত মৃত্যু হইলে অকামকৃত পাপের প্রাজা-পত্য ব্রত বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিবে। অনন্তর প্রায়-শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং ব্রাহ্মণ একটী বৃষের সহিত গো দক্ষিণা দিবে। এই প্রাজাপত্য যদি রোধাদি করিয়া তজ্জন্য প্রমাদ পরিহা-রেচ্ছা বশত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তবেই দ্রষ্টব্য, যেহেতু অকামকৃত পাপের এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যদি প্রমাদ সম্যক্ রক্ষা না করে, রোধে একপাদ আচরণ করিবে, বন্ধনে দ্বিপাদ অনুষ্ঠান করিবে, যোজনে পাদহীন এবং নিপাতনে সমস্ত ব্রত আচরণ করিবে, এই অঙ্গিরার দৃষ্ট ত্রৈমাসিক পাদ কিঞ্চিদধিক দ্বাবিংশতি দিবস গোবধ ব্রত করিবে। আপস্তম্বও বিশেষ কহিয়াছেন, যে, অতিদাহ অতিশয় বহন ও নাসিকা ছেদন দ্বারা এবং পর্ব্বত ও নদীতে সম্যক রোধহেতু মৃত হইলে পাদোন ব্রত আচরণ করিবে। চিহ্নমাত্রের উপযুক্ত দাহে দোষ নাই যেহেতু পরাশরের স্মরণ আছে যে, অঙ্কন ও লক্ষণ ব্যতিরিক্ত বাহন ও মোচন বিষয়ে ও সায়ং সময়ে রক্ষার নিমিত্ত রোধ এবং বন্ধনে দোষ নাই। অঙ্কন শব্দের অর্থ স্থির চিহ্ন করণ। লক্ষণ সাম্প্রতোপলক্ষণ। বাহনে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টপথে। রক্ষণার্থ নারীকেলাদি রজ্জুদ্বারা বন্ধনে অবশ্যই দোষ হয় যেহেতু ব্যাসের স্মরণ আছে যে, নারী-কেল রজ্জু শোণ তাল মৌঞ্জ ও শৃঙ্খল দ্বারা গোবন্ধন করিবে না, যদি বন্ধন করে তবে পরশু গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়

স্নান থাকিবে। দোষ বিবর্জ্জিত স্থানে কুশ ও কাশ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে। আর তিনিই অন্যবিধ বিশেষ বলিয়াছেন, যেস্থলে ঘণ্টা আভরণ ধারণ দোষ জন্য যদি গোর বিপত্তি হয় সে স্থলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে যেহেতু ঘণ্টা ভূষণার্থই স্মৃত হইয়াছে। অতিদাহে অতিদমনে সজ্যাতে এবং যোজনে আর শৃঙ্খল পাশ দ্বারা বন্ধনে মৃত হইলে পাদোন ব্রত আচরণ করিবে। পালন না করিয়া উপেক্ষা করিলে কোন স্থলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত তিনিই কহিয়াছেন, জলসমূহসম্পন্ন পল্বলে মগ্ন হইয়া মরিলে মেঘ ও বিদ্যুৎ দ্বারা হত হইলে অকস্মাৎ গর্ত্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে কিম্বা শ্বাপদজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে গোস্বামী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য উত্তম ব্রত আচরণ করিবে। শীত ভীতদ্বারা যদি গোহত হয় অথবা উদ্বন্ধনে মৃত হয় এবং শূন্য গৃহে উপেক্ষা হেতু যদি মরে তবে বিশেষ রূপে প্রাজাপত্য ব্রত নির্দ্দেশ করিবে। ইহা কার্য্যান্তর বিরহে উপেক্ষা করিলে বুঝিতে হইবে, কার্য্যান্তরে ব্যগ্রতা বশত যদি উপেক্ষা হয় তবে অর্দ্ধব্রত। পল্বল জলে মগ্ন বা মৃগ ব্যাঘ্র শ্বাপদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিপাতিত অকস্মাৎ গর্ত্তমধ্যে পতন কিম্বা সর্পাদি দংশন জন্য মৃত হইলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ আচরণ করিবে। শূন্য গৃহে উপপ্লব নিবন্ধন অপালন প্রযুক্ত মরিলে কৃচ্ছ্র হইবে ইহা বিষ্ণুর স্মরণ আছে। কোন সময়ে উপকারার্থ প্রবৃত্ত হইলে যদি ব্যাপাদন হয় তবে বচন বলে দোষ হয় না। সম্বর্ত্ত কহেন যে, গোচিকিৎসার্থ মন্ত্রণে গূঢ়গর্ভ বিমোচনে যত্ন

করিলেও যদি বিপত্তি হয় তবে সেই যত্নকারী ব্যক্তি পাপ লিপ্ত হয় না। এস্থলে মন্ত্রণ শব্দে ব্যাধি নির্ঘাতনার্থ সন্দংশ ও অঙ্কুশাদি প্রবেশ করান বুঝাইবে। আর দ্বিজ গোব্রাহ্মণে ঔষধ স্নেহ আহার দান করিতে করিতে যদি বিপত্তি হয় তবে সে পাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে না। অপিচ গোহিতার্থ দাহ ছেদ শিরাভেদ প্রয়োগ সমুদয় দ্বারা উপকারকারি দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এবিষয়ে পরাশরও কহেন, শরসমুহ দ্বারা গ্রাম বিনষ্ট হইলে গৃহ ভগ্ন হওয়ায় নিপতিত হইলে এবং অতিবৃষ্টিহেতু হত হইলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। আর কূপে খাতে ধর্ম্মার্থে গৃহ-দাহে এবং ঘোরতর গ্রামদাহে যে গো মৃত হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহা বন্ধন রহিত পশুর কোন প্রকারে গৃহাদি দাহে মরণ বিষয়। ইতরত্র আপস্তম্বোক্ত জানিতে হইবে, অতিদুর্গমপথে দুর্গমস্থানে গৃহদাহে এবং খলে যদি বিপত্তি হয় তবে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর অস্থি প্রভৃতি ভঙ্গে মরণাভাবেও কোন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। গোসকলের অস্থি ভঙ্গ লাঙ্গূলচ্ছেদন দন্ত ও শৃঙ্গ সকলের উৎপাটন করিলে অর্দ্ধমাস কাল যব ভক্ষণ করিবে। অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে শৃঙ্গভঙ্গে অথবা অস্থি-ভঙ্গে কিম্বা চর্ম্ম নির্ম্মোচনে যদি গো স্বস্থাও থাকে তথাপি দশরাত্র বজ্র ভক্ষণ করিবে। বজ্র শব্দের বাচ্য ক্ষীরাদি পান দ্বারা বর্ত্তন অর্থাৎ জীবন ধারণ কথিত হইয়াছে তাহা অশক্তের পক্ষে। গোস্বামীকে বিপন্ন গো সদৃশ গোদান করিয়া এই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। পরাশর

কহিয়াছেন যে প্রাণিগণের প্রমাপণে তাহার প্রতিরূপ প্রদান করিবে। অথবা তাহার অনুরূপ মূল্য দান করিবে ইহা যম কহিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্ব্বক যে যাহার দ্রব্য হিংসা করিবে, সে তাহার সন্তোষ সম্পাদন করত রাজাকে তাহার সমান ধন দান করিবে। এই সমুদয় ও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সকল ব্রাহ্মণ হন্তার বিষয়ে জানিতে হইবে। ক্ষত্রিয়াদি হন্তার পক্ষে বৃহদ্বিষ্ণু বিশেষ বলিয়াছেন, বিপ্রপক্ষে সমুদয় দেয়, ক্ষত্রিয় বিষয়ে পাদোন স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্যের পক্ষে অর্দ্ধপাদ, শূদ্রজাতি বিষয়ে একপাদ প্রশস্ত হয়। অঙ্গিরার বচন আছে যে, ব্রাহ্মণগণের যাহা পর্ষৎ ক্ষত্রিয়গণের তাহার দ্বিগুণ বৈশ্যগণের ত্রিগুণ উক্ত আছে, পর্ষতের ন্যায় ব্রত স্মৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রতিলোম ক্রমে বাগ্দণ্ড পারুষ্য প্রভৃতির বিষয়। স্ত্রীবালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অর্দ্ধ। অনুপনীতের পাদ ইহা প্রাগুক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পরাশর বিশেষ কহিয়াছেন যে, স্ত্রীসকলের বপন ব্রজ্যা জপাদি করিবার নিয়ম নাই গোষ্ঠে শয়ন করিতে হয় না এবং গোচর্ম্ম পরিধান করিবারও নিয়ম নাই, সমুদয় কেশ উদ্ধার করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ছেদন করিবে। সর্ব্বত্রই নারীগণের উক্ত কেশ কর্ত্তন মস্তক মুণ্ডন রূপে স্মৃত হইয়াছে। পুরুষের বিষয়ে সম্বর্ত্ত বিশেষ দেখাইয়াছেন, পাদ প্রায়শ্চিত্তে অঙ্গরোম বপন, দ্বিপাদে শ্মশ্রু মুণ্ডন, ত্রিপাদে শিখা বর্জ্জন পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন, নিপাতনে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্তে শিখার সহিত সর্ব্ব

উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথ বা পুনঃ॥ ২৬৫॥

মুণ্ডন বিহিত। পাদপ্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির কণ্ঠের অধঃস্থিত অঙ্গরোম সকলেরই বপন করিতে হইবে, অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত ব্যক্তির শ্মশ্রু মুণ্ডন কর্ত্তব্য, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য জনের শিখা বর্জ্জিত মস্তক স্থিত কেশ সমুদয় মুণ্ডন করিতে হইবে, পাদ চতুষ্টয় প্রায়শ্চিত্ত যোগ্যের শিখার সহিত সকল কেশ বপন বিহিত হইয়াছে। এইরূপ পথ অবলম্বন দ্বারা অন্যান্য স্মৃতি বচনের নিরূপণ করিতে হইবে॥ ২৬৩। ২৬৪॥

ইতি গোবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত॥

সংপ্রতি অন্য উপপাতক সকলের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন;—

এইরূপে উক্ত গোবধ ব্রত ও পঞ্চগব্য প্রাশনাদি দ্বারা অন্যান্য ব্রাত্যতাদি উপপাতক সকলের শুদ্ধি হয়। বক্ষ্যমাণলক্ষণ চান্দ্রায়ণ পয়োব্রত বা পরাকদ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে অতিদেশ সামর্থ্য বশত গোচর্ম্ম বসন গোপরিচর্য্যা প্রভৃতি কতিপয় গোবধ সাধারণ নিয়মাপেক্ষা ন্যূনত্ব অবগত হইতেছে। এই ব্রত চতুষ্টয় অনিচ্ছাকৃত শক্তি অপেক্ষা করিয়া বিকল্পিতরূপে দেখিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত হইলে উপপাতক বিশিষ্ট দ্বিজগণ এইব্রতই করিবেন। অথবা অবকীর্ণিকে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ করিবে, এই মনু কথিত ত্রৈমাসিক দেখিতে হইবে। অতএব বচনবলে এই প্রায়-

শ্চিত্তের অতিদেশ সমস্ত উপপাতকগণপঠিত অবকীর্ণি-বর্জ্জিত উক্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং অনুক্ত প্রায়শ্চিত্ত সকলের অবিশেষে জানিতে হইবে। অবকীর্ণির প্রতিপাদ্যোক্তই জানিবে। ভাল, অতিদেশের অনুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়-তাই যুক্তি সঙ্গত অন্যথা প্রতিপাদ্যোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বাধ-সাপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ হয় এরূপ হইতে পারে না, তাহা হইলে যাহাদিগের নিষ্কৃতি হয় নাই তাহাদিগের উপপাতকগণ মধ্যে গণনা অনর্থক হয়। যদি কেবল উপপাতক মধ্যে সামান্যত পঠিত বিষয়ের অন্যত্র বিশেষ রূপে অন্য প্রায়-শ্চিত্ত উক্ত হয় যেমন অযাজ্য সকলের যাজন, ব্রাত্যযা-জক অভিচার করত কৃচ্ছ্র ত্রয় আচরণ করিবে, সেই বিষ-য়েই কেবল পরিহার হইতেছে, নতুবা বিশেষরূপে পঠিত বিষয়ের অন্যত্র অবিশেষ রূপে যেস্থলে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইতেছে সেও যাজন, কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষচ্ছেদন, বৃক্ষ গুল্ম লতা বীরুৎ ছেদনে শত ঋক্‌মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অতএব ব্রাত্যতাদি বিষয়ে এই শাস্ত্রে অথবা শাস্ত্রান্তরে দৃষ্ট প্রায়শ্চিত্তের সহিত উপপাতক শুদ্ধি হয় ইত্যাদিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত ব্রত চতুষ্টয়ের সম বিষমতা কল্পনা দ্বারা বিকল্প অথবা বিষয় বিভাগ আশ্রয় করা বিধেয়। সেই সমুদয় স্মৃত্যন্তর দৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সকলকে পাঠক্রমানু-সারে ব্রাত্যতা প্রভৃতিতে যোজনা করিবে। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে মনু ইহা কহিয়াছেন যে, যে সমস্ত দ্বিজ-গণের বিষয়ে যথাবিধি উক্ত হয় নাই তাহাদিগকে কৃচ্ছ্রত্রয় আচরণ করাইয়া বিধি অনুসারে উপনয়ন করাইবে। যম

কহিযাছেন যে, যাহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হইয়াছে সে শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, এক বিংশতিরাত্র প্রভৃতি পরিমাণ যাবক পান করিবে। দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে ঘৃত দ্বারা ভোজন করাইবে অনন্তর, সে যাবক পান দ্বারা শুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন স্মৃত হয়। তদুভয়ও যাজ্ঞবল্কীয় মাস পয়োব্রত বিষয়। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে, দুই মাস যাবক দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, এক মাস দুগ্ধ পান দ্বারা একপক্ষ আমিক্ষাদ্বারা অষ্টরাত্র ঘৃত দ্বারা ছয়রাত্র অযাচিত দ্বারা জীবিত থাকিবে ত্রিরাত্র জল মাত্র পান করিয়া রহিবে অহোরাত্র উপবাস করিবে অশ্বমেধাবভৃথে গমন করিবে অথবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে। এবিষয়ে এই ব্যবস্থা ; যাহার উপনয়নে আপদ্ প্রযুক্ত কাল অতীত হইয়াছে তাহার যাজ্ঞবল্কের ব্রত সকলের মধ্যে যে কোন ব্রত শক্তি অনুসারে হইতে পারে, অনাপদ ব্যতিক্রমে মনুপ্রোক্ত ত্রৈমাসিক ব্রত আচরণ করিতে হইবে। সেই বিষয়ে পঞ্চদশ বর্ষের ঊর্দ্ধ কিয়ৎ কাল অতিক্রম হইলে উদ্দালক ব্রত অথবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে। যাহাদিগের পিতাপ্রভৃতি অনুপনীত তাহাদিগের বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন, যাহার পিতাপিতামহ অনুপনীত থাকিবে তাহার সম্বৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য। যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতির উপনয়ন স্মরণ হয় না, তাহার দ্বাদশ বৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য।

আর স্তেয় অর্থাৎ সুবর্ণাপহরণ বিষয়েও উপপাতক সাধারণ প্রাপ্ত ব্রত চতুষ্টয়ের অপবাদক প্রায়শ্চিত্ত মনু কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। দ্বিজোত্তম ইচ্ছাপূর্ব্বক সজাতীয় গৃহ হইতে ধান্য অন্ন ধন অপহরণ করিলে কৃচ্ছ্রাব্দদ্বারা বিশুদ্ধ হয়, দ্বিজোত্তম শব্দে সজাতীয় ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছে, অতএব বিপ্রপরিগ্রহে ব্রাহ্মণ হরণ কর্তারই এই প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির স্বল্প কল্পনা করিতে হইবে। আর অষ্টপাদ স্তেয় পাপ শূদ্রের দ্বিগুণোত্তর ইতর সকলের প্রতিবর্ণে বিদ্বানের অতিক্রমে দণ্ড বাহুল্য অতএব ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপহর্তার অল্প দণ্ড দেখা যায়। অপিচ, বিপ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে পাদোন স্মৃত হইয়া থাকে, এই সকল বচন অনুসারে পাদহানি প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়। আর ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পরিগ্রহ হেতু দণ্ডানুসারে অল্প প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। অতএব ক্ষত্রিয় পরিগ্রহ চৌর্য্যে ষাণ্মাসিক, বৈশ্যপরিগ্রহে ত্রৈমাসিক গোবধ ব্রত, শূদ্র পরিগ্রহে চান্দ্রায়ণ কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ পরেও বুঝিবে। ইহা দশ কুম্ভধান্যাপহরণবিষয়। অধিক হইলে দশ কুম্ভের অধিক ধান্য অপহরণ করিলে বধ দণ্ড হইবে এই বচন অনুসারে বধ দর্শন হয়। কুম্ভ পঞ্চ সহস্র পল পরিমাণ। ধান্যের সাহচর্য্য বশত অন্ন ও ধন এতাবৎ ধান্য পরিমিত জানিবে, অন্ন শব্দে তণ্ডুল প্রভৃতি ও ধন শব্দে তাম্র রজত প্রভৃতি কথিত হয়, এই প্রায়শ্চিত্ত কামকার বিষয়। অকামত ত্রৈমাসিক গোবধ ব্রত। আর মনুষ্য স্ত্রীক্ষেত্র

গৃহ কূপ বাপী ও জল হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হয়। সার্দ্ধশতদ্বয় পণলভ্য জলাপহরণে এই প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্ত হইলেও ইতর গোবধব্রত নিবৃত্তির নিমিত্ত বিহিত হইতেছে, পানীয় জল ও তৃণ হরণ করিলে তাহাদিগের যে পরিমাণ মূল্য তাহার দ্বিগুণ দণ্ড এই পঞ্চ শত দণ্ড বিধানহেতু তাবৎ পরিমাণ দণ্ড ও চান্দ্রায়ণের গোবধাদি বিষয়ে সহচরিতত্ব আছে। আর কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণে পঞ্চশত পণ এই বচন দ্বারা চান্দ্রায়ণ বিষয়ে পঞ্চশত পণ দণ্ড বিধান আছে। ইহা ক্ষত্রিয়াদি দ্রব্য অপহরণবিষয়ে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় দ্রব্য অপহরণবিষয়ে, নিক্ষেপের অপহরণে মনুষ্য অশ্ব রজত ভূমি হীরক ও মণি সকলের হরণে স্বর্ণস্তেয়সম স্মৃত হয়, এই বচন দ্রষ্টব্য, আর অল্পসার দ্রব্য অন্যগৃহ হইতে হরণ করিলে আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত তাহা নির্যাতন পূর্ব্বক সান্তপন কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। এই বচন দ্বারা অল্পপ্রয়োজন ত্রপু সীসাদি দ্রব্য অপহরণবিশেষ বশত স্তেয় সামান্যে উপ-পাতক প্রায়শ্চিত্তের অপবাদ জানিবে। ইহাও চান্দ্রায়ণ নিমিত্তভূত অর্দ্ধতৃতীয় শতমূল্যের পঞ্চদশার্দ্ধ ত্রপু সীসাদি অপহরণে চান্দ্রায়ণের পঞ্চ দশাংশ প্রায়শ্চিত্ত প্রযুক্ত তাদৃশ দ্রব্য বিশেষ বশত উপপাতক সামান্য প্রাপ্ত ব্রতের অপবাদ জানিবে।

ভক্ষ্য ভোজ্য যান শয্যা আসন পুষ্প মূল ও ফল সকলের অপহরণে পঞ্চগব্যই বিশুদ্ধির কারণ। একবার মাত্র ভোজনে পর্য্যাপ্ত ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে এই প্রায়-

শ্চিত্ত, তিনবার ভোজনের উপযুক্ত ভক্ষ্যভোজ্য অপহরণে ত্রিরাত্র। পৈঠীনসি কহেন যে, ভক্ষ্যভোজ্য অন্নের উদর পূরণমাত্র হরণে ত্রিরাত্র বা একরাত্র পঞ্চগব্য এতাবৎমূল্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যান প্রভৃতি ইহার সাহচর্য্য বশত অপহরণে এই প্রায়শ্চিত্ত। সর্ব্বত্রই অপহ্রিয়মাণ দ্রব্যের ন্যূনাধিক ভাবহেতু প্রায়শ্চিত্তেরও গৌরব এবং লাঘব কল্পনা করিতে হইবে। আর তৃণ কাষ্ঠ বৃক্ষ শুষ্কান্ন গুড় তৈল চর্ম্ম ও আমিষ হরণে ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। এই সমস্ত তৃণ ও ভক্ষ্য প্রভৃতির ত্রিগুণ ত্রিরাত্র প্রায়শ্চিত্ত দর্শনহেতু তাহার ত্রিগুণিত মূল্যের প্রায়শ্চিত্ত। আর মণি মুক্তা প্রবাল তাম্র রৌপ্য লৌহ কাংস্য ও উপল সকল অপহরণ করিলে দ্বাদশ দিবস ফল ভক্ষণ করিবে। এস্থলেও ভক্ষ্যাদি দ্বাদশ গুণ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনহেতু তাহার মূল্য হইতে দ্বাদশ গুণ মূল্য বিশিষ্ট মণি মুক্তাদি অপহরণে এই প্রায়শ্চিত্ত দ্রষ্টব্য। কার্পাস কীটজ ঊর্ণা সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বিখুর একখুর জন্তু পক্ষী গন্ধ ওষধি ও রজ্জু-হরণ করিলে তিনদিন পয়োভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত। এস্থলেও ভক্ষ্যাদি অপেক্ষা ত্রিগুণ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনহেতু তাহা হইতে ত্রিগুণ মূল্যের অপহরণেই এই প্রায়শ্চিত্ত। হ্রিয়মাণ দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের অল্পত্ব ও মহত্ত্ব কল্পনা করিতে হইবে। এই স্তেয় প্রায়শ্চিত্ত অপহৃত দ্রব্য দানের পরে দেখিতে হইবে। বিষ্ণু কহেন যে, দ্রব্যস্বামিকে অপহৃত দ্রব্য দান করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। ঋণ পরিশোধ বিষয়েও পুত্র এবং পৌত্রগণও ঋণ পরিশোধ করিবে ইহা

বিহিত হইয়াছে, তাহা পরিশোধ না করিলে এবং জায়-মান ব্রাহ্মণ এই বাক্য দ্বারা ঋণ সংস্তুত বৈদিক যজ্ঞাদি করিলে উপপাতক শুদ্ধি হয় এবং ইত্যাদি পদদ্বারা উপ-পাতক সামান্য বিহিত ব্রত চতুষ্টয় শক্তি অপেক্ষা করিয়া যোজনা করিতে হইবে। মনু এবিষয়ে অন্য প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, অব্দপর্য্যয়ে অর্থাৎ সম্বৎসরান্তে নিষ্কৃতির নিমিত্ত কল্পিত পশুসোমসম্বন্ধীয় বৈশ্বানরী ইষ্টিদান করিবে, আর অধিকৃত ব্যক্তি আহিতাগ্নি না হইলেও এই ব্রত চতুষ্টয় সম্বৎসরের পর আপদ্‌কালে শক্তি অপেক্ষায় যোজনা করিতে হইবে, আপদ্‌ভিন্ন কালে মনুনির্দ্দিষ্ট ত্রৈমাসিক ব্রত করিবে। বৎসরের পূর্ব্বে কার্ষ্ণাজিনি বিশেষ কহিয়াছেন ‘ বিপ্র কালে যথাবিধান আধানকরত কর্ম্ম করিবে, তাহা না করিলে মাসে মাসে ত্রিরাত্র ব্রত করিলে বিশুদ্ধ হইবে। পিতা পিতামহ যদি অনাহিতাগ্নি থাকেন তবে যক্ষ্যমাণ পুত্র নিষ্ক্রয়ের নিমিত্ত সংস্কার হীন পশু দ্বারা যজন করিবে। একাগ্নির বিষয়ে তিনিই বিশেষ কহিয়াছেন ‘ গৃহে কৃতদার জ্যেষ্ঠ যদি উপাসন আধান না করেন তবে তিনি বর্ষব্যাপি বা প্রতিমাসে চান্দ্রায়ণ করিবেন। আর অপণ্য বস্তুর বিক্রয় বিষয়ে স্মৃত্যন্তরে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ উক্ত হইয়াছে, হারীত কহেন যথা গুড় তিল পুষ্প মূল ফল পক্কান্ন বিক্রয়ে সোমায়ন অর্থাৎ সৌম্যকৃচ্ছ্র। লাক্ষা লবণ মধু মাংস তৈল ক্ষীর দধি তক্র ঘৃত গন্ধ চর্ম্ম ও বস্ত্র এই সকলের অন্যতম বিক্রয়ে চান্দ্রা-য়ণ। আর উর্ণকেশ কেশরি ভূমি ধেনু গৃহ প্রস্তর শস্ত্র বিক্রয়ে এবং ভক্ষ্য মাংস স্নায়ু অস্থি শৃঙ্গ নখ শুক্তি বিক্রয়

করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র। হিঙ্গু গুগ্গুল হরিতাল মনঃশিলা অঞ্জন গৈরিক ক্ষার লবণ মণি মুক্তা প্রবাল বৈণব বেণু মৃণ্ময় আরাম তড়াগ উদপান এবং পুষ্করিণী বিক্রয় করিলে ত্রিববণস্নায়ী অধঃশায়ী হইয়া চতুর্থ কালে আহার করত দশ সহস্র জপ করিয়া সম্বৎসরে পবিত্র হয়। হীন মানোন্নত সঙ্কীর্ণ বিক্রয়েও এই বিধি। এইরূপ শঙ্খ বিষ্ণুপ্রভৃতির উক্ত বচন সমূহ দ্বারা যেস্থলে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ উক্ত হয় নাই তথায় আপদ ভিন্ন সময়ে মনুপ্রোক্ত উপপাতক সাধারণত ত্রৈমাসিক বিহিত। আপদ্ কালে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত ব্রত চতুষ্টয় শক্তি অনুসারে যোজনা করিতে হইবে। আর পরিবেত্তার বিষয় বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। পরিবিবিদান কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিজ পরিণীতা পত্নী প্রদান করিয়া স্বয়ং বিবাহ করিবে। পরিবিবিদান শব্দে পরিবেত্তা কথিত হয়, তাহার স্বরূপ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই পরিবেত্তা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিয়া সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্বপরিণীতা পত্নী প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া গুরু পরিভব পরিহারার্থ নিবেদন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবে। কামিনীর অপেক্ষায় কথিত হইয়াছে তাহাকেই বিবাহ করিবে, সেই স্বপরিণীতা বনিতাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে তাহাকেই পুনরায় পরিণয় করিবে। হারীত কহিয়াছেন যে; জ্যেষ্ঠ অনূঢ় সত্ত্বে কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে তবে সে পরিবেত্তা হয়, জ্যেষ্ঠ পরিবিত্ত, কন্যা

পরিবেদিনী, দাতা পরিদায়ী, যাজক পরিযষ্টা, তাহারা সকলেই পতিত হইয়া থাকে, সম্বৎসরকালে প্রাজাপত্য ও কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া পবিত্র হয়। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, পরিবিত্তি ও পরিবেত্তা সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মণগৃহ সকলে ভিক্ষা আহরণ করিবে, তদুভয়ই ইচ্ছাবশত কন্যার পিতাপ্রভৃতির অননুজ্ঞাত উদ্বাহবিষয় যেহেতু প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব আছে। যদি কামত পিত্রাদি দত্তা কন্যাকে পরিণয় করে, তবে মনু প্রোক্ত ত্রৈমাসিক। পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং যাজ্ঞবল্কের ব্রত চতুষ্টয় অজ্ঞান বিষয়। যমও এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন, পরিবেত্তা ও পরিবিত্তি এই দুই জনই কৃচ্ছ্র, কন্যা কৃচ্ছ্রব্রত, দাতা অতিকৃচ্ছ্র এবং হোতা চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। একযোগে নির্দ্দেশ হেতু ইহা পর্য্যাহিতাদির সমান। গৌতম কহিয়াছেন যে, পরিবিত্তি পরিবেত্তা পর্য্যাহিত পর্য্যাধাতা এবং অগ্রেদিধিষূপতির সম্বৎসরকাল প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য। অতএব বশিষ্ঠ অগ্রেদিধিষূপতি প্রভৃতির পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্তই কহিয়াছেন। অগ্রেদিধিষুপতি দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া বিবাহ করিবে তাহাকেই পরিণয় করিবে। দিধিষূপতি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া তাঁহাকে দান ও পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে। অগ্রে দিধিষূপ্রভৃতির লক্ষণ অন্য স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনূঢ়া থাকিতে যদি অনুজা কন্যা পরিণীতা হয় তবে সেই অনুজাকে অগ্রেদিধিষূ কহে আর জ্যেষ্ঠা দিধিষূ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রেদিধিষূ-

পতি প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পশ্চাৎ অন্য কর্ত্তৃক উঢ়া সেই জ্যেষ্ঠাকেই উদ্বাহ করিবে। আর দিধিষূপতি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া স্বপরিণীতা জ্যেষ্ঠাকে কনীয়সীর পূর্ব্বপরিণেতাকে দান করিয়া অন্য কন্যা বিবাহ করিবে। আর ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিতের সম্বন্ধে দুগ্ধের সহিত ব্রহ্ম সুবর্চ্চলা পান করিবে, ইহা অধিকার করিয়া বিষ্ণু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি বেতন লইয়া অধ্যাপনা করে আর যে ব্যক্তি বেতন দিয়া অধ্যয়ন করে তাহারা অনুযোগ প্রদান দ্বারা তিন পক্ষ নিয়ত দুগ্ধের সহিত ব্রহ্ম সুবর্চ্চলা পান করিবে, অধীয়ানের উৎকর্ষ হেতু ' তুমি ভোজন কর নাই ' এইরূপ জিজ্ঞাসা অনুযোগ প্রদান, অতএব অন্য স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে অধ্যেতার মধ্যে দত্তানুযোগ সকলকে মনু পতিত কহিয়াছেন। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ব্রত সকলের সহিত ইহার শক্তি অপেক্ষাহেতু বিকল্প।

ইতি ভৃতকাধ্যাপকাধ্যাপিত প্রকরণ সমাপ্ত॥

আর পরদারগমন উপপাতক সামান্য মধ্যে গণিত হওয়ায় মনুপ্রোক্ত ত্রৈমাসিকের এবং যাজ্ঞবল্কীয় ব্রত চতুষ্টয়ের গুরুদারাদিবিষয়ে অপবাদ উক্ত হইয়াছে। আর অন্যত্রও গৌতমাদি কর্ত্তৃক পরদার গমন বিষয়ে বিশেষ রূপে অপবাদ কহিয়াছেন, গৌতম কহেন যে, পরদার গমনে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য। শ্রোত্রিয় ভার্য্যাগমনে তিন বৎসর। আর বার্ষিক প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য প্রস্তাব করিয়া তিনি ইহাই কহিয়াছেন উপপাতক সকলে এইরূপ তাহাতে

এই ব্যবস্থা, ঋতুকালে কামত ব্রাহ্মণী গমনে বার্ষিক প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য। সেই সময় কর্ম্মসাধনতাদি গুণশালিনী ব্রাহ্মণীগমনে দুই বৎসর প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য। তাদৃশী শ্রোত্রিয় ভার্য্যাগমনে তিন বৎসর প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য। অথবা শ্রোত্রিয়া পত্নী গুণবতী ব্রাহ্মণী গমনে ত্রৈবার্ষিক। তাদৃগ্বিধা ক্ষত্রিয়া গমনে দ্বৈবার্ষিক। তাদৃশী বৈশ্যাগমনে বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য ইহাই ব্যবস্থা। এতৎসমানা শূদ্রা গমনে ষাণ্মাসিক ব্রহ্মচর্য্য কল্পনা করিতে হইবে। অতএব শঙ্খ কহিয়াছেন, বৈশ্যাতে অবকীর্ণী ব্যক্তি সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য ও ত্রিষবণ অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়াতে দুই বৎসর। ব্রাহ্মণীতে তিন বৎসর। ব্রাহ্মণ পরিণীতা শূদ্রাতে বৈশ্যাবৎ এইরূপে বর্ণক্রমে হ্রাস দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীতে ক্রমে দ্বিবার্ষিক একবার্ষিক এক যাণ্মাসিক পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে যোজনা করিতে হইবে। বৈশ্যের পক্ষেও ঐরূপ ক্রম। বৈশ্যা ও শূদ্রার বার্ষিক ও যাণ্মাসিক। শূদ্রের শূদ্রী পর ভার্য্যাতে যাণ্মাসিক।

আপস্তম্বের বচন যে, অনন্যপূর্ব্বা সবর্ণাতে সকৃৎ সন্নিপাতে পাদ, এইরূপ অভ্যাসে পতিত হয় চতুর্থ পাদ পাদ সমুদয় ইহা গৌতমের ত্রিবার্ষিকের সমান বিষয় অনন্য পূর্ব্বিকাতে চতুরভ্যাসে দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান হেতু একস্ত্রীতে বারম্বার গমনে এই প্রায়শ্চিত্ত নহে কিন্তু, প্রতিগমনে পাদ পাদ ন্যূন কল্পনা করিতে হইবে। এই সমুদয় কামকার বিষয়। অকামত হইলে ইহারই অর্দ্ধ-

কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে যোজনা করিতে হইবে। ঋতুভিন্ন কালে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণীতে কামত গমনে মনুপ্রোক্ত ত্রৈমাসিক। জাতিমাত্র ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীতে এই বিষয়ে তদীয় অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত দ্বৈমাসিক ও মাসিক চান্দ্রায়ণ যোজনা করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীতে দ্বৈমাসিক আদি চান্দ্রায়ণ হইবে। অকামত এই সকলে ত্রৈবার্ষিক যাজ্ঞবল্কের বৃষভৈকাদশ গোদান একমাস পঞ্চগব্য প্রাশন একমাস প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ ক্রমশ দ্রষ্টব্য। কামত শূদ্রাগমনে বিহিত মাসব্রতকে অর্দ্ধ কল্পনা করিয়া যোজনা করিতে হইবে। অতএব সম্বর্ত্ত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রা গমন করিলে একমাস অথবা অর্দ্ধমাস পাপমুক্তির নিমিত্ত গোমূত্র ও যাবক আহার করত কাল যাপন করিবে, ইহাতে অকামত অর্দ্ধমাসিক অভিপ্রেত। ব্রাহ্মণ যদি না জানিয়া ব্রাহ্মণ দারাতে গমন করে তবে নিবৃত্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের কৃচ্ছ্র, অনিবৃত্ত ধর্ম্ম কার্য্যের অতিকৃচ্ছ্র ইহা সেই ব্রাহ্মণভার্য্যা বিষয়ে দেখিতে হইবে। পরিণীতা দ্বিজাতি স্ত্রী দুই তিনবার ব্যভিচরিতাতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক গমন বিষয়ে সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন, স্বজনভিন্না ব্রাহ্মণীগমনে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে রাজ্ঞী প্রব্রজিতা ধাত্রী সাধ্বী বর্ণোত্তমা এবং স্বগোত্রা স্ত্রীতে গমন করিলে কৃচ্ছ্রব্রতদ্বয় করিবে এই যথোক্ত কৃচ্ছ্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। চতুরাদি অভ্যাসে স্বৈরিণী ও বৃষলীতে ব্যভিচার ঘটিলে অবকীর্ণ অর্থাৎ ব্রতহীন হইয়া সচেল স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ জলপূর্ণ

কলস দান করিবে। বৈশ্যাতে ব্যভিচার ঘটিলে চতুর্থ কালে আহার করত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ক্ষত্রিয়াতে ব্যভিচার ঘটিলে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া যবাঢ়ক দান করিবে। ব্রাহ্মণীতে ব্যভিচার ঘটিলে তিন দিবস উপবাস করত ঘৃতপাত্র দান করিবে এই শঙ্খোক্ত ব্যবস্থা বেদিতব্য। চতুরাদি অভ্যাস বিষয় যে চতুর্থে স্বৈরিণী এবং পঞ্চমে বন্ধকী হয় ইহা অন্য স্মৃতি হইতে অবগত হইতেছে। এই বিষয়েই দ্বাত্রিংশৎমতে কথিত হইয়াছে যে, বন্ধকী ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান করিবে। ক্ষত্রিয়াতে গমন করিলে ধেনুদান করিবে, বৈশ্যাতে গমন করিলে বস্ত্র দিবে এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে গমন করিলে ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস প্রদান কবিবে অথবা এক দিবস উপবাস করিয়া একজন ব্রাহ্মণ কে ভোজন করাইবে। এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত গর্ভের অনুৎপত্তি বিষয়। গর্ভ উৎপন্ন হইলে, বিশেষ রূপে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে তাহাই দ্বিগুণ করিবে। গমন বিষয়ে যে ব্রত করিবার বিধি হইয়াছে গর্ভ হইলে তাহার দ্বিগুণ আচরণ করিবে, উশনার এই স্মরণ আছে। শূদ্রাতে গর্ভ আধান করিলে চতুর্ব্বিংশতিমতে বিশেষ কথিত হই-য়াছে। বৃষলীতে অভিজাত হইলে তিন বৎসর চতুর্থ কাল সময়ে রাত্রিতে ভোজন করিবে। মনুর বচন আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাকে শয্যায় আরোহণ করাইলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয়। তাহা পাপের গৌরব খ্যাপনপর। প্রতি-

লোম্য ব্যবায়ে সর্ব্বত্র পুরুষের বধই দণ্ড। প্রতিলোম্যে পুরুষের বধ, নারীর কর্ণাদি কর্ত্তন এই বচন আছে। বৃহৎ প্রচেতার বচন এই যে, মোহবশত ব্রাহ্মণীগমনকারী শূদ্র যদি শুদ্ধি ইচ্ছা করে তবে এই পূর্ণ ব্রত ব্যবস্থা দিবে যেহেতু ব্রাহ্মণী তাহার মাতা। অন্যবর্ণা স্ত্রীসকলে গমনে সকল বর্ণেরই পাদহানি প্রায়শ্চিত্ত, এই যে দ্বাদশবার্ষিকের অতিদেশ তাহা নিজ ভার্য্যাভ্রমে গমন কারীর বিষয়ে জানিতে হইবে, যেহেতু মোহবশত এই বিশেষণ আছে, সম্বর্ত্তের বচন আছে যে, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য যদি কোন রূপে ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাহাদিগের বিশুদ্ধির নিমিত্ত কৃচ্ছ্র অথবা সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর শূদ্র যদি কামমোহিত হইয়া কোন প্রকারে ব্রাহ্মণী গমন করে তবে একমাস কাল গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হয় ইহা অত্যন্ত ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণীর বিষয়।

অন্ত্যজাগমনে প্রায়শ্চিত্ত বৃহৎ সম্বর্ত্ত কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। রজক ব্যাধ শৈলূষ (নট) বেণু এবং চর্ম্মোপজীবিজাতীয়াস্ত্রী গমনে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রতদ্বয় আচরণ করিবে। ইহা ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্ব্বক একবার গমনের বিষয়। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পাদ পাদ হীন কল্পনা করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছী নটী চর্ম্মকারী রজকী এবং বরুড়ী এই সকল স্ত্রীতে গমন করিলে দুইটী চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। অন্ত্যজা সকলও তৎকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, রজক চর্ম্মকার নট বরুড় কৈবর্ত্ত মেদ ও ভিল্ল এই সাতজন অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।

চাণ্ডাল প্রভৃতি যে সকল অন্ত্যাবসায়ী তাহাদিগের স্ত্রী-গমনে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত গুরুতল্পপ্রকরণে দর্শিত হই-য়াছে। উশনা কহেন যে, এক ধর্ম্মাক্রান্ত অনেকের মধ্যে একের পক্ষে যাহা উক্ত হইয়াছে সকলেরই তাহাই কর্ত্তব্য যেহেতু তাহারা একরূপ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। অকা-মত গমন বিষয়ে, অকামত চাণ্ডাল মেদ শ্বপচ কপাল ব্রতাচারি গণের স্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রত আচরণ করিবে এই আপস্তম্বের বচন দেখিবে, সম্বর্ত্তের বচন যে, রজক ব্যাধ শৈলূষ বেণু ও চর্ম্মোপজীবিদিগের স্ত্রীসকলে ব্রাহ্মণ যদি গমন করে তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। ইহাও অকাম বিষয়। শাতাতপ কহিয়াছেন যে, কৈবর্ত্তী রজকী বেণুজীবিনী ও চর্ম্মজীবিনী গমনে প্রাজাপত্য বিধান সহ এক কৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহা রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি বিষয়। উশনা কহিয়াছেন যে, যাহারা কাপালিকের অন্ন ভোজন করিয়াছে এবং তাহাদিগের নারীতে গমন করিয়াছে জ্ঞান পূর্ব্বক হইলে কৃচ্ছ্রাব্দ অজ্ঞানবশত ঐন্দব দ্বয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অভ্যাস বিষয়। যদি চাণ্ডালী প্রভৃতিতে গমন করিলে গর্ভ হয় তবে চাণ্ডালীতে গর্ভ উৎপন্ন করিলে গুরুতল্প ব্রত আচরণ করিবে” এই উশনার উক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত দর্শন করিতে হইবে। ‘অন্ত্যজাতে প্রসূত ব্যক্তির নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই, তাহাকে অঙ্কিত করিয়া নিঃসংশয় রূপে নির্ব্বাসন করিবে” এই যে আপস্তম্ব বচন তাহা কাম কার বিষয়। সর্ব্বানুলোম ব্যবায়ে পুরুষের যে ত্রৈবার্ষিক

আদি উক্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকেরও তাহাই হইবে। পুরুষের পরদার গমনে যে ব্রত বিহিত হইয়াছে স্ত্রীলোকের পর পুরুষ সংসর্গ হইলে তাহাকেও সেই ব্রত আচরণ করাইবে, ইহা মনুর স্মরণ আছে। প্রতিলোম অনুসারে ব্যবায়ে স্ত্রীপুরুষের প্রায়শ্চিত্ত ভেদ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীগমন করে তবে তাহাকে বীরণ (ব্যাগা) দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া গৌরবর্ণ গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া মহাপথে ভ্রমণ করাইবে, তাহা হইলে সে পবিত্রা হইবে ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে। আর বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাহাকে রক্তবর্ণ দর্ভ (কুশ) দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ঘৃতাভ্যক্ত এবং তাহাকে বিবসনা করিয়া খরে আরোহণ করাইয়া মহাপথে ভ্রমণ করাইবে, তাহা হইলে সে পবিত্র হইবে ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে। আর ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণীগমন করে তবে তাহাকে শরপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং ব্রাহ্মণীর মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক তাহাতে ঘৃত সেচন করত তাহাকে বিবসনা করিয়া খরে আরোহণ করাইয়া মহাপথে ভ্রমণ করাইবে ইহা হইলে পবিত্রা হয় ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে। এইরূপ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াতে এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে পবিত্র হয় এই বচনহেতু রাজপথে পরিভ্রমণই দণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্তান্তর নিরপেক্ষ শুদ্ধি সাধন প্রদর্শন করিতেছেন

ব্রাহ্মণীর প্রতিলোমানুসারে দ্বিজাতি ব্যবায়ে অন্য প্রায়শ্চিত্ত সম্বর্ত্ত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণী যদি অকামত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট গমন করে, তবে গোমূত্র ও যাবক আহার করত একমাস ও অর্দ্ধমাসে বিশুদ্ধ হয়। কামত ঘটিলে দ্বিগুণ কর্ত্তব্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে তাহার দ্বিগুণ হইবে এইরূপ বচন আছে। ষট্ত্রিংশৎমতেও ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সেবা করিলে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়নারীগণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সেবায় কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রাজাপত্য এবং অতিকৃচ্ছ্র। বৈশ্য ভার্য্যার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সেবায় কৃচ্ছ্রপাদ কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ও প্রাজাপত্য এবং শূদ্রার শূদ্র সেবনে প্রাজাপত্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সেবায় অহোরাত্র, ত্রিরাত্র, এবং কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শূদ্র সেবাবিষয়ে বৃহৎ প্রচেতা বিশেষ কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণী শূদ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়া যদি তাহা হইতে সন্তান প্রসব না করে তবে তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণত্রয় প্রায়শ্চিত্ত স্মৃত হয়। ইহা অনিচ্ছন্তীর স্বপতিভ্রান্তি বশত জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর বৈশ্য সঙ্গমে কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ-দ্বয় প্রায়শ্চিত্ত এবং তাহার ক্ষত্রিয় সঙ্গমে কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়ার শূদ্রসম্পর্কে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ দ্বয়। বৈশ্যের সহিত সঙ্গতা হইলে চান্দ্রায়ণ ও কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ বিহিত। বৈশ্যা শূদ্র সহবাস করিলে চান্দ্রায়ণোত্তর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। আনুলোম্যে পাদান্তরারোপিত কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। গর্ভিণী হইলে তদ্বিষয়ে চতুর্ব্বিংশতি মতে বিশেষ কথিত হইয়াছে

বিপ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইলে পরাক, ক্ষত্রিয় দ্বারা হইলে চান্দ্রায়ণ, বৈশ্য কর্ত্তৃক অকামত ঘটিলে চান্দ্রয়ণ ও পরাক। শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে যেহেতু সেই জাত সন্তান চণ্ডাল হয়। ধাতুদোষ বশত গর্ভস্রাব হইলে চান্দ্রায়ণত্রয় আচরণ করিবে। অনিচ্ছাবশত এই বিশেষণ দানহেতু ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে পরাক প্রভৃতি দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যত দিন গর্ভ নিঃসৃত না হয় তাবৎ কাল অর্থাৎ দশমাস পর্য্যন্ত সন্তান যাবৎ না হয় তাবৎ কালমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ভার্য্যা যদি শূদ্রের সহিত সঙ্গত হয় এবং তাহাতে যদি তাহারা গর্ভবতী না হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, গর্ভবতী হইলে শুদ্ধ হয় না ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে। যদি গর্ভবতী হইয়া পরে শূদ্রাদির সহিত ব্যভিচার করে তবে গর্ভপাত শঙ্কাহেতু প্রসবের পশ্চাৎ কালে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে গর্ভবতী নারী কামি পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সঙ্গতা হয় সে যাবৎ কাল গর্ভ নিঃসৃত না হইবে তাবৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, গর্ভ নির্গত হইলে ব্রত করিবে, একমাস যাবক ভক্ষণ করিবে, তাহাতে গর্ভদোষ হয় না তাহার যথাবিধি সংস্কার করা কর্ত্তব্য ইহা অন্য স্মৃতিতে দেখা যায়। যদি ঔদ্ধত্য বশত প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে নারীর কর্ণাদি কর্ত্তন করিবে ইহাই দ্রষ্টব্য। অন্ত্যজগমনে নারীগণের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃত্যন্তরে দর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী অনিচ্ছা বশত যদি চাণ্ডাল পুক্কশ ম্লেচ্ছ শ্বপাক ও পতিত ব্যক্তির

সহবাস করে তবে চান্দ্রায়ণ চতুষ্টয় করিবে। অনিচ্ছাহেতু এই কথা বলায় ইচ্ছাপ্রযুক্ত ঘটিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কল্পনীয়। আর ব্রাহ্মণী যদি কোন প্রকারে চাণ্ডালের সহিত সম্পর্ক করে তবে সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া যাবকোদন ভোজন করিবে, ত্রিরাত্র উপবাস ও একরাত্র জলে বাস করিবে। আত্মপরিমিত কূপ্ত গোময়োদক কর্দ্দমে থাকিয়া ত্রিরাত্র নিরাহারে ক্ষেপণ করিবে। শঙ্খপুষ্পী লতা মূল পত্র কুসুম ফল এবং সুবর্ণমিশ্র ক্ষীর ক্বাথ করিয়া পান করিবে পশ্চাৎ যাবৎকাল পুষ্পবতী হয় তাবৎ একাহার করিবে, যাবৎ কাল সেই ব্রত আচরণ করিবে তাবৎ গৃহের বহির্ভাগে বাস করিবে, পরে প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এবং শুদ্ধির নিমিত্ত দুইটি গোদক্ষিণা দিবে ইহা স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন। যদি কোন প্রকারে গমন করে এই বচনহেতু ইহাও অকামবিষয়, ঋষ্যশৃঙ্গ অন্ত্যব্যবায়ে জন্য প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন। যে স্ত্রী অন্ত্য জাতির সম্পৃক্তা হইবে সে কৃচ্ছ্রাব্দ আচরণ করিবে, ইহা অকামত একবার গমনে। যদি আহিতগর্ভার পশ্চাৎ চাণ্ডালাদির সহিত গ্রাম্যধর্ম্ম সংঘটিত হয় তদ্বিষয়ে তিনিই বিশেষ কহিয়াছেন। অন্তর্ব্বত্নী যুবতী যদি অন্ত্যযোনি কর্ত্তৃক সম্পৃক্তা অর্থাৎ সংমিলিতা হয় তবে যাবৎকাল গর্ভ নিঃসৃত না হইবে তাবৎ সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, গৃহে বিচরণ করিবে না, অঙ্গ প্রসাধন করিবে না, স্বামির সহিত শয়ন করিবে না, বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবে না, গর্ভ নিষ্ক্রান্ত হইলে

ঋষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্।
ব্রহ্মহত্যা ব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ ॥ ২৬৬ ॥
বৈশ্যহাব্দং চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাং।
ষণ্মাসাচ্ছূদ্রহাপ্যেতদ্ধেনুর্দ্দদ্যাদ্দশাথবা ॥ ২৬৭ ॥

কৃচ্ছ্রাব্দিক প্রায়শ্চিত্ত বিধি আচরণ করিবে, ব্রাহ্মণকে হিরণ্য অথবা ধেনু দক্ষিণা দিবে। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত সম্পৃক্ত করে তবে অন্ত্যজের সহিত সম্পর্ক ভোজন অথবা মৈথুন করিয়া প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করিলে সে মৃত্যু দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই উশনার বচন দ্রষ্টব্য। যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে পুংলিঙ্গ দ্বারা অঙ্কনীয়া অথবা বধ্যা হয়। যে নারী হীনবর্ণ কর্ত্তৃক উপভুক্তা হয় সে অঙ্কনীয়া অথবা বধার্হা হইয়া থাকে ইহা পরাশরের স্মরণ আছে।

ইতি পারদার্য্য প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত ॥

পরিবিত্তি প্রায়শ্চিত্ত সকলেরও পরিবেত্তৃ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় ব্যবস্থা জানিবে এইমাত্র বিশেষ, পরিবেত্তার যে বিষয়ে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র তাহাতে পরিবিত্তির প্রাজাপত্য। পরিবিত্তি কৃচ্ছ্র দ্বাদশ রাত্র ব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে নিবিষ্ট হইবে তাহাকেই বিবাহ করিবে ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে ॥ ২৬৫ ॥

ইতি পরিবিত্তি প্রকরণ ॥

বার্দ্ধুষ্য লবণক্রয় সম্বন্ধে মনুযোগীশ্বর কথিত সামান্য

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত সকল জাতি শক্তি গুণ প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়া যোজনা করিতে হইবে। লবণক্রয়ের অনন্তর স্ত্রীশূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয়বধ উপপাতক মধ্যে পঠিত হইয়াছে তাহাতে অন্য প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। এক অধিক যে সহস্রে তাহা একসহস্র তাহার পূরণ এক সহস্র ঋষভ এক সহস্র যে গো সকলের সেই ঋষভৈক সহস্র গো ক্ষত্রিয়বধে দান করিবে। অথবা বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মহত্যা ব্রত তিন বৎসর আচরণ করিবে। বৈশ্যহত্যাকারী এই ব্রহ্মহত্যা ব্রত এক বৎসর আচরণ করিবে অথবা এক বৃষভের সহিত শত গোদান করিবে। শূদ্রঘাতী ব্রহ্মহত্যাব্রত ছয়মাস আচরণ করিবে অথবা অচিরপ্রসূতা সবৎসা দশধেনু দান করিবে। ইহা অকামত জাতিমাত্র ক্ষত্রিয়াদি বধ বিষয়। কামত হইলে রাজন্যকে বিনিপাত করিলে এই সকল প্রায়শ্চিত্ত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। দান ও তপস্যার শক্তি অপেক্ষা বশত ব্যবস্থা। ঈষদ্বৃত্তস্থ বৈশ্য ও শূদ্রের ক্ষত্রিয়বধে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ ভাগ প্রায়শ্চিত্ত স্মৃত হইয়াছে। বৈশ্যবধে অষ্টমাংশ স্ববৃত্তস্থ শূদ্রবধে ষোড়শ অংশ জানিবে এই মনুবচন দর্শন করিবে। বৃত্তস্থ ক্ষত্রিয় বধে সার্দ্ধ চতুর্ব্বার্ষিক কল্পনা করিতে হইবে। বৃত্ত শব্দে আত্মগুণাদি কথিত হয়। গুরুপূজা ঘৃণা শৌচ সত্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হিতসমুদয়ের প্রবর্ত্তন এই সকলকে বৃত্ত কহে, ইহা স্মরণ আছে। বৃদ্ধহারীতের বচন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে নিহত করিলে ছয় বৎসর ব্রত আচরণ

করিবে, এইরূপ বৈশ্যকে নিহত করিলে ত্রৈবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠান করিবে আর শূদ্রকে নিহত করিলে এক বৎসর ব্রত আচরণ পূর্ব্বক এক বৃষভসহ দশ গোদান করিবে। ইহা কামকার বিষয়। শ্রোত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি বধে তুরীয়োন, ক্ষত্রিয়ের বধে ব্রহ্মহননকারীর ব্রত। বৈশ্যবধে অর্দ্ধ, শূদ্র বধে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থাংশ, এই বৃহৎহারীতের বচন দ্রষ্টব্য। বশিষ্ঠের বচন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে হনন করিলে অষ্টবর্ষ ব্রত আচরণ করিবে, বৈশ্য হননে ছয় বৎসর ও শূদ্র হননে তিন বৎসর ব্রত আচরণ করিবে। তাহাও হারীতের বচনের সমান বিষয়। ক্ষত্রিয়ে ষড়্গুণ ন্যূন এইমাত্র বিশেষ। যদি শ্রোত্রিয় ব্রতস্থ হয় তবে পূর্ব্ব বর্ণদ্বয়ের মধ্যে বেদাধ্যায়িকে হনন করিলে আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত দর্শন করিবে, যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া শ্রোত্রিয় যদি ক্ষত্রিয়াদিকে ব্যাপাদন করে তবে যাগস্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্যঘাতী ব্রহ্মহনন ব্রত আচরণ করিবে, ইহা দ্রষ্টব্য শ্রোত্রিয়ের যাগস্থ ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বধে ষড়্বার্ষিক প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। বৈশ্যবধে ত্রৈবার্ষিক ব্রত বৃষভের সহিত শত গোদান শূদ্রবধে সাম্বৎসরিক ব্রত ও বৃষভের সহ দশ গোদান করিবে। এই গৌতমোক্ত দান ও তপস্যার সমুচ্চয় দেখিতে হইবে। ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বকের বিষয়। পূর্ব্ববৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়ে সংহনন করিলে দ্বাদশ ষট্ তিন ও সম্বৎসর ব্রত আদেশ করিবে, তাহার অবসানে গোসহস্র তাহার অর্দ্ধ তদর্দ্ধ এবং তাহারও

অর্দ্ধ সকলের আনুপূর্ব্বিকক্রমে দান করিবে, ইহা শঙ্খের স্মরণ আছে, ইহাও গৌতমীয় বিষয় কিঞ্চিন্ন্যূনগুণ ক্ষত্রিয় এবং গুণাধিক বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে দেখিতে হইবে। স্ত্রীশূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ ইহা উপপাতক মধ্যে বিশেষ রূপে পঠিত হওয়ায় উৎসর্গ ও অপবাদে অর্থাৎ সামান্য বিশেষ ন্যায়ের বিষয় না হওয়ায় সামান্য রূপে উপপাতক মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও প্রায়শ্চিত্ত সকল এস্থলে যোজনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কামত ব্যাপাদিত হইলে মনুপ্রোক্ত ত্রৈমাসিক দ্বৈমাসিক এবং চান্দ্রায়ণ বর্ণক্রমে যোজনা করিতে হইবে, অকামত ঘটিলে যোগীশ্বরোক্ত ত্রিরাত্র উপবাস সহিত বৃষভৈকাদশ গোদান। একমাস পঞ্চগব্য ভক্ষণ ও মাসিক পয়োব্রত যথাক্রমে যোজনা করিতে হইবে। এই সমস্ত পূর্ব্বোক্তব্রত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াদিবধে দ্রষ্টব্য। দ্বিজোত্তম অকামত ক্ষত্রিয়কে বিনিপাতিত করিলে এবং ব্রাহ্মণের রাজন্য বধে ষড়্বার্ষিক, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে হনন করিয়া ইত্যাদি মনু গৌতম হারীত বশিষ্ঠ বচন সকলে ব্রাহ্মণশব্দে উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াদি বধে পাদ পাদ ন্যূন দ্রষ্টব্য। বিপ্রের বিষয়ে সমুদয় দেয় ক্ষত্রিয় বিষয়ে পাদোন, বৈশ্যবিষয়ে অর্দ্ধ, শূদ্রজাতিতে একপাদ প্রশস্ত হয় ইহা বৃহদ্বিষ্ণুর স্মরণ আছে। অপিচ ব্রাহ্মণগণে যাহা পর্ষৎ রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের তাহা দ্বিগুণ, বৈশ্যগণের তিনগুণ পর্ষতের ন্যায় ব্রত স্মৃত হইয়া থাকে এইযে অঙ্গিরার বচন তাহা প্রতিলোম ক্রমে বাগ্দণ্ড

দূর্ব্বৃত্তা ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রযোষাঃ প্রমাপ্য তু।
দৃতিং ধনুর্ব্বস্তমবিং ক্রমাদ্দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৬৮ ॥

পারুষ্য বিষয় ইহা গোবধ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতির বধে এই সকল প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা যেহেতু তাহারা ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিশিষ্ট নহে। অতএব দণ্ড অনুসারেই তাহাদিগের বধে পূর্ব্বোক্ত ব্রত কদম্বের বৃদ্ধি ও হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে। দণ্ডের বৃদ্ধি এবং হ্রাস দর্শিত হইয়াছে। বর্ণ ও জাতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে দণ্ড প্রণয়ন কর্ত্তব্য ॥ ২৬৭ ॥

ইতি ক্ষত্রিয়াদি বধ প্রকরণ ॥

এক্ষণে স্ত্রীবধে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

ব্রাহ্মণপ্রভৃতির ভার্য্যা দুশ্চরিত্রা অর্থাৎ স্বৈরিণী হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিলে শুদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে দৃতি (জলাধার চর্ম্মকোশ) ধনু, ছাগল ও মেষ দান করিবে। ইহাও প্রতিলোমক্রমে অন্ত্যজাতিপ্রসূতা ব্রাহ্মণী প্রভৃতির অকামত বধ বিষয়। কামত ঘটিলে বৃদ্ধগর্গ কহেন, যে প্রতিলোমপ্রসূতস্ত্রীগণের বধে মাসাবধি আর অন্তরপ্রভবা সূতাদির চারি দুই ছয় মাস ব্রত স্মৃত হয়। ব্রাহ্মণীর বধে ছয়মাস, ক্ষত্রিয়ার বধে চারিমাস, বৈশ্যাবধে দুইমাস যথাযোগ্য অনুয় জানিবে। যদি বৈশ্য কর্ম্মদ্বারা জীবনধারিণীকে বিনাশ করে তবে কিঞ্চিৎ দান করিবে, বৈশ্যকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারিণীর বধে কিঞ্চিদ্দান করিবে ইহা গৌতম স্মরণ করিয়াছেন। বৈশিক অর্থাৎ

অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ ॥ ২৬৮ ॥

বৈশ্যকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারিণী ব্যাপাদিতা হইলে কিঞ্চিন্মাত্র দান করিবে। ব্রাহ্মণীর বধে জলপূর্ণ কোশ কূপে নিক্ষেপ করিবে অথবা ব্রাহ্মণকে দান করিবে, ক্ষত্রিয়া বধে ধেনু, বৈশ্যা বধে ছাগ, শূদ্রা বধে মেষ এবং বৈশ্যা হনন করিলে মনুষ্য জল দান করিবে ইহা অঙ্গিরা স্মরণ করিয়াছেন। যদি ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক প্রতিলোমক্রমে ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী ব্যাপাদিত হয় তবে যথাযোগ্য গো-বধ প্রায়শ্চিত্ত যোজনা করিতে হইবে ॥ ২৬৮ ॥

ঈষদ্ব্যভিচরিতা ব্রাহ্মণী প্রভৃতির বধ বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন ;——

যদি প্রকৃষ্টরূপে দুষ্টা নহে ঈষৎ ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতিকে বিনাশ করে তবে শূদ্র হত্যা ব্রত ষাণ্মাসিক অথবা দশ ধেনু দান করিবে। এই ষাণ্মাসিক অকামত ব্রাহ্মণীর ব্যাপাদন বিষয়ে কামকৃত ক্ষত্রিয়া বধে দেখিতে হইবে। কামত বৈশ্যা বধে দশ ধেনু দান করিবে, শূদ্রা বধে উপপাতক সাধারণ প্রাপ্ত একমাস পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে বিনাশ করে তবে দ্বাদশমাসিক ব্রত আচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়া প্রভৃ-তির অকামত ব্যাপাদনে ত্রৈমাসিক, সার্দ্ধমাস, সার্দ্ধদ্বা-বিংশতি দিবস। প্রচেতা কহেন যে, ঋতুমতী নহে, এরূপ ব্রাহ্মণীকে হনন করিলে কৃচ্ছার্দ্ধ অথবা ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়াকে হত্যা করিলে, ছয়মাস অথবা মাসত্রয় বৈশ্যাকে বিনাশ করিলে মাসত্রয় কিম্বা সার্দ্ধমাস, শূদ্রা

অস্থিমতাং সহস্রন্তু তথানস্থিমতামনঃ ॥ ২৬৯ ॥

বিনাশে সার্দ্ধমাস বা সার্দ্ধদ্বাবিংশতিদিবস ব্রত করিবে। হারীত যে, ক্ষত্রিয়ে ছয় বৎসর প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য বৈশ্যে তিন বৎসর শূদ্রে সার্দ্ধমাস প্রতিপাদন করিয়া কহিয়াছেন ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণীতে বৈশ্যবৎ ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রের ন্যায় বৈশ্যাতে এবং শূদ্রাকে হনন করিলে নয় মাস কহিয়াছেন, তাহাও কর্ম্মসাধন গুণযুক্তাদিগের কামত ব্যাপাদনে দ্রষ্টব্য অকামত সর্ব্বত্রেই অর্দ্ধ কল্পনা করিতে হইবে। আত্রেয়ীর বিষয়ে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬৮ ॥

ইতি স্ত্রীবধপ্রকরণ।

হিংসা বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গহেতু প্রকীর্ণক পদাভিধেয় অনুপাতক প্রাণিবধেও প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন;——

অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী কৃকলাস প্রভৃতি মনু যাহাদিগের নিষ্কৃতি কহিয়াছেন তাদৃশ প্রাণিসহস্র হনন করিয়া এবং যাহারা অস্থিবিশিষ্ট নহে তাদৃশ যূকা মৎকুণ দংশ মশকপ্রভৃতির শকট পরিপূরণ পরিমাণ হত্যা করিয়া শূদ্রহত্যা ব্রত ষাণ্মাসিক প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিবে, অথবা দশ ধেনু দান করিবে। সহস্র এই পরিমাণ নিয়ম হেতু তাহা হইতে অধিকতর বধ বিষয়ে অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইবে। সহস্রের পূর্ব্বে প্রত্যেক বধ বিষয়ে অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে কিঞ্চিৎ দান করিবে অনস্থিকবধে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য ইহা পরে বলিবেন। আর অনস্থিযুক্ত দিগের শকট পরিমাণ বধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা

মার্জ্জারগোধানকুলমণ্ডূকাংশ্চ পতত্রিণঃ।
হত্বা ত্র্যহং পিবেৎ ক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকং চরেৎ ॥২৭০॥
গজে নীলবৃষাঃ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ।
খরাজমেষেষু বৃষো দেয়ঃ ক্রৌঞ্চে ত্রিহায়নঃ ॥ ২৭১ ॥

ক্ষুদ্রতর জন্তু বিষয়। স্থবিষ্ঠ অনস্থি ঘুণপ্রভৃতি জন্তুবধে কৃমিকীট পক্ষি হনন করিয়া ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মলিনী করণীয় সমুদয় বলিয়া, মলিনী করণীয় বিষয়ে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তিন দিন যাবক ভক্ষণ এই মনুবচন দর্শন করিবে। ॥ ২৬৯ ॥

মার্জ্জার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পক্ষি চায কাক উলূক প্রভৃতি হনন করিলে ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিবে, অথবা পাদকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। বা শব্দ নিবন্ধন যোজন গমনাদি করিবে। মনু কহেন যে, ত্রিরাত্র পয়ঃপান করিবে, অথবা যোজন পরিমাণ পথে গমন করিবে, কিম্বা নদীতে জল স্পর্শ করিবে, নতুবা দ্বৈবত স্বক্ত জপ করিবে, ইহা প্রত্যেক বধ বিষয়। সমষ্টি বধবিষয়ে মার্জ্জার নকুল চায মণ্ডূক কুক্কুর গোধা উলূক ও কাক হনন করিলে শূদ্র-হত্যা ব্রত আচরণ করিবে, এই মনূক্ত বাক্য়ালিক দেখিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, কুক্কুর মার্জ্জার মণ্ডূক নকুল সর্প ও ক্ষুদ্রমূষক অথবা ছুছুন্দরী হনন করিলে দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ দান করিবে তাহা কামত অভ্যাস বিষয়ে জানিতে হইবে ॥ ২৭০ ॥

হস্তী ব্যাপাদিত হইলে নীলবর্ণ পঞ্চ বৃষ দান করিবে,

হংসশ্যেনকপিক্রব্যাজ্জলস্থলশিখণ্ডিনঃ।
ভাসঞ্চ হত্বা দদ্যাদ্গামক্রব্যাদস্তু বৎসিকাং ॥ ২৭২ ॥

শুক পক্ষি বধে দ্বিবর্ষীয় বৎস, খর ছাগ মেষ বধে প্রত্যেকে একবৃষ, ক্রৌঞ্চ পক্ষি নিহত হইলে ত্রিহায়ন বৎস দান করিবে ইহা সকলেই সম্বদ্ধ আছে, মনু এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন, যে অশ্ব হনন করিলে বস্ত্র দান করিবে, হস্তী হনন করিলে পাঁচটি নীলবর্ণ বৃষ দান করিবে, অজ মেষ ও গর্দ্দভ হননে এক হায়ন বৃষ দান করিবে ॥ ২৭১ ॥

কিঞ্চ ;——

যাহারা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করে তাহারা ক্রব্যাৎ যথা ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতি মৃগবিশেষ বানর সাহচর্য্য বশত উহাদিগকেই জানিতে হইবে আর হংস শ্যেন সমভিব্যাহার বশত কঙ্কগৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিবিশেষ জানিতে হইবে, জল শব্দে জলচর বক প্রভৃতি, স্থলশব্দে স্থলচর বলাকা প্রভৃতি, শিখণ্ডী ময়ূর ভাস পক্ষিবিশেষ অবশিষ্ট সকলই প্রসিদ্ধ, ইহাদিগের প্রত্যেক বধে একটি গোদান করিবে, অমাংসভোজী হরিণ প্রভৃতি মৃগ ও খঞ্জরীট প্রভৃতি পক্ষি বিশেষ হনন করিলে বৎসতরী দান করিবে, যথা মনু হংস বলাকা বক বর্হিণ বানর শ্যেন ও ভাষ পক্ষি হনন করিলে ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে। মাংসভোজী মৃগ সকল হনন করিলে পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে, আর যাহারা মাংসভোজী নহে তাহাদের হননে বৎসতরী দান করিবে এবং উক্ত হনন করিলে কৃচ্ছ্র প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৭২ ॥

উরগেষ্বায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকং।
কোলে ঘৃতঘটো দেয় উষ্ট্রে গুঞ্জা হয়েঽংশুকং ॥ ২৭৩ ॥
তিত্তিরৌ তু তিলদ্রোণং গজাদীনামশক্নুবন্।
দানং দাতুং চরেৎ কৃচ্ছ্রমেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৭৪ ॥

কিন্তু ;——

সরীসৃপসকল ব্যাপাদিত হইলে তীক্ষ্ণ প্রান্ত অয়োময় দণ্ড দান করিবে পণ্ডক অর্থাৎ নপুংসক ব্যাপাদিত হইলে মাস পরিমিত ত্রপু ও সীসক দান করিবে, অন্য স্মৃতিতে পণ্ডক হনন করিলে পলাল ভার ত্রপু সীসক দান করিবে ইহাও দেখা যায়। যদি চ পণ্ডক লিঙ্গহীন ক্লীব হয়, সে সংস্কার যোগ্য নহে এই দেবল বচন দ্বারা সামান্যত স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ রহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এস্থলে গোব্রাহ্মণের বিবক্ষা নাই, গোব্রাহ্মণের নিষেধও জাতি-মাত্রে হইয়া থাকে, লিঙ্গ বিরহ বিশিষ্টে পিণ্ডজাতি সম-বায় বিশেষ বশত তন্নিমিত্তই লঘু প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হই-য়াছে। সেই জন্য মৃগ পক্ষিগণই বিবক্ষিত যেহেতু মৃগ পক্ষিগণের সমভিব্যাহারে উল্লেখ হইয়াছে। শূকর বিনা-শিত হইলে ঘৃত পূর্ণকুম্ভ প্রদান করিবে, উষ্ট্র হননে গুঞ্জা দান করিবে, অশ্ব নিপাতিত হইলে বসন দিবে, মনু কহেন যে, ব্রাহ্মণ, সর্পহত্যা করিলে লৌহময় তীক্ষ্ণদণ্ড দান করিবে, ষণ্ডবধে পলালভার বা মাষ পরিমাণ সীসক দান করিবে ইতি ॥ ২৭৩ ॥

আরও কহিতেছেন ;-

তিত্তিরি পক্ষি বিনাশিত হইলে তিলদ্রোণ করিবে,

ফলপুষ্পান্নরসজসত্ত্বঘাতে ঘৃতাশনং।
কিঞ্চিৎ সাস্থিবধে দেয়ং প্রাণায়ামস্তুনস্থিকে ॥ ২৭৫ ॥

দ্রোণ শব্দ পরিমাণ বিশেষ বুঝাইয়া থাকে, অষ্টমুষ্টিতে কিঞ্চিৎ হয়, অষ্ট কিঞ্চিতে পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢ়ক কথিত হয়, চারি আঢ়কে দ্রোণ হইয়া থাকে, ইহাই পরিমাণের লক্ষণ স্মরণ আছে। পূর্ব্বোক্ত হস্তিপ্রভৃতির ব্যাপাদনে নির্ধনত্ব প্রযুক্ত যদি পঞ্চ নীলবর্ণ বৃষ দান করিতে অসমর্থ হয় তবে বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেকবিষয়ে কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, কৃচ্ছ্র শব্দ এস্থলে লক্ষণাহেতু ক্লেশ সাধ্য তপোমাত্র জানিবে, তপস্যা সকল গৌতম কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, সম্বৎসর ছয়মাস চারিমাস তিনমাস দুইমাস একমাস, চতুর্ব্বিংশতি দিবস দ্বাদশ দিন ছয় দিন তিন দিন ও অহোরাত্র এই কাল সকল এই সমুদয় অতিদেশে বিকল্পে করিবে, পাপ গুরুতর হইলে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত লঘু হইলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি কৃচ্ছ্র শব্দে মুখ্য অর্থ গৃহীত হয় তবে হস্তীও শুকপক্ষীতে অবিশেষে প্রাজাপত্য ব্রতই হইতে পারে কিন্তু, তাহা উক্ত হয় নাই, তপস্যামাত্র হওয়ার দানের গুরু লঘু ভাব কল্পনা হেতু তপস্যারও গৌরব ও লাঘব উচিত হইতে পারে। তাহা হইলে গজ হননে দ্বৈমাসিক যাবক ভোজন, শুক হত্যায় উপবাস মাত্র এইরূপ অন্যত্রও দানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে ॥ ২৭৪ ॥

কিঞ্চ :—

আরও কহিতেছেন, উডুম্বরপ্রভৃতি ফলে মধুক আদি

কুসুমে চিরস্থিত ভক্ত শক্তু অন্নে ও গুড়াদিরসে যে সকল প্রাণী জন্মে তাহা দিগের হননে মৃত-প্রাশন শুদ্ধি সাধন। এই ঘৃত-প্রাশন ভোজনের নিমিত্ত বিহিত হয় যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত তপোরূপ হইয়া থাকে, আঙ্গিরসে প্রায়শ্চিত্ত পদ নির্ব্বচনছলে তপোরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘ প্রায়ঃ ’ নামে তপ কথিত হইয়া থাকে চিত্ত শব্দে নিশ্চয় উক্ত হয় অতএব তপোনিশ্চয় সংযুক্ত যাহা তাহাই প্রায়-শ্চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতিপ্রাণির প্রায়-শ্চিত্ত অনন্তহেতু বলিতে সামর্থ্য না হওয়ায় সামান্য রূপে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন, অস্থিবিশিষ্ট কৃকলাস প্রভৃতি প্রাণিগণের সহস্র সঙ্খ্যার ন্যূন প্রত্যেক বধে অল্প ধান্য ও হিরণ্যাদি দান করিবে। আর যাহাদিগের অস্থি নাই তাহাদিগের হননে একশত মাত্র প্রাণায়াম করিবে, তন্মধ্যে যখন কিঞ্চিৎ হিরণ্য দিবে এই বিধি হইতেছে তখন পণমাত্র্য যেহেতু অস্থিবিশিষ্ট প্রাণিবধে একপণ দান করিবে ইহা সুমন্তুর স্মরণ আছে। যখন ধান্য দান করিবে তখন অষ্টমুষ্টি দাতব্য, অষ্ট মুষ্টিতে কিঞ্চিৎ হয় ইহা স্মরণ আছে। ইহাও যে প্রাণীর নিষ্কৃতি কথিত হয় নাই তাহার বধ বিষয়। আর যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ শ্রুত হয় তদ্বিষয়ে তাহাই হইবে। পরাশর কহেন যে; হংস সারস চক্রাহ্ব ক্রৌঞ্চ ও কুক্কুট হনন কর্ত্তা এবং ময়ূর ও মেষ হত্যা করিলে এক ভক্ত দ্বারা শুদ্ধ হয়। মদ্‌গু টিট্টিভ শুক পারাবত আড়িকা ও বক হনন করিলে একবার মাত্র রাত্রি ভোজন নিবন্ধন শুদ্ধ হয়। চাষ কাক

বৃক্ষগুল্মলতাবীরুচ্ছেদনে জপ্যমৃক্‌শতং।
স্যাদোষধিবৃথাচ্ছেদে ক্ষীরাশী গোঽনুগোদিনং ॥ ২৭৬ ॥

কপোত সারিকা ও তিত্তিরি ঘাতক উভয় সন্ধ্যায় জলমধ্যে প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। গৃধ্র শ্যেন ও উলূকের ঘাতক দুই দিন বায়ু ভক্ষণ করত একদিন অপক্ক ফল-মূলাদি ভোজন করিয়া কাল যাপন করিবে। মূষক মার্জ্জার সর্প অজগর ও ডুণ্ডুভ সর্প হনন করিলে ব্রাহ্মণ গণকে কৃশর ভোজন করাইবে এবং লৌহ দণ্ড দক্ষিণা দিবে। সেধা কচ্ছপ গোধা শশ ও শল্লক ঘাতক বৃন্তাক ফল ও গুঞ্জা ভক্ষণ করত অহোরাত্রে বিশুদ্ধি লাভ করে। মৃগ রোহি বরাহ মেষ ছাগ এবং বৃক জম্বুক ভল্লুক তরক্ষুর ঘাতক তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করত দুই প্রস্থ তিল দান করিবে। গজ মেষ তুরঙ্গ উষ্ট্র ও গবয় নিপাতনে অহোরাত্র ত্রিসন্ধ্য অবস্থাপন প্রায়শ্চিত্ত। খর বানর সিংহ ও চিত্রব্যাঘ্র হন্তা ত্রিরাত্র ব্রত ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে। এইরূপ অন্যান্য স্মৃতিবাক্য সকলের দেশকালাদি অপেক্ষা হেতু বিষয় ব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে ॥ ২৭৫ ॥

ইতি হিংসা প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ ॥

কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষচ্ছেদন এই উপপাতক উদ্দেশে পঠিত হিংসা প্রসঙ্গ বশত লাভহেতু তাহার ব্যুৎক্রমে পঠিত বিষয়কেও আকর্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;—

ফলপ্রদ আম্র পনস প্রভৃতি বৃক্ষ ও গুল্ম প্রভৃতির যজ্ঞাদি অদৃষ্টার্থ ব্যতিরেকে শতগায়ত্রী জপ করিতে হইবে, গ্রাম্য ও আরণ্য ঔষধি সকলের বৃথা ছেদনে সমস্ত দিন গো সকলের পরিচর্য্যার নিমিত্ত অনুগমন করিয়া পরিশেষে আহারান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর পান করিবে। পঞ্চ যজ্ঞার্থে তাহা দোষনহে। ইহাও ফলাদিদ্বারা উপযোগিবিষয়ে দ্রষ্টব্য। ফলদ বৃক্ষ সকলের ছেদন করিলে শত গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, গুল্ম বল্লী ও পুষ্পিত লতা সকলের ছেদনেও তদ্রূপ ইহা মনুস্মরণ আছে। প্রয়োজন দৃষ্ট হইলে কর্ষণের অঙ্গভুত হলাদির নিমিত্ত নাশে কোন দোষ নাই, ফল পুষ্পোপশোভিত পাদপ সকলের হিংসা করিবে না কিন্তু, কর্ষণকরণের নিমিত্ত উপঘাত করিবে, ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে। যেস্থলে স্থানবিশেষে দণ্ডের আধিক্য সে স্থলে দণ্ডেরও আধিক্য কল্পনা করিতে হইবে। কথিত আছে যে, চৈত্য ও শ্মশান সীমাতে পুণ্যস্থানে দেবালয়ে জাত বৃক্ষ ও বিখ্যাত বৃক্ষ সকলের ছেদ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড। এই শত গায়ত্রী জপ দ্বিজাতিবিষয়ক শূদ্রাদির পক্ষে নহে, যেহেতু তাহাদিগের গায়ত্রী জপে অধিকার নাই। অতএব তাহাদিগের দণ্ড অনুসারে দ্বিরাত্র প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। উপপাতক মধ্যে বিশেষত পাঠের আনর্থক্য পরিহারের জন্য উপপাতক সাধারণ প্রায়শ্চিত্তও এস্থলে কথিত হইতেছে ইহা গৌরবহেতু অভ্যাস বিষয়ে কল্পনা করিতে হইবে॥ ২৭৬॥

ইতি ক্রমচ্ছেদ প্রকরণ॥

পুংশ্চলীবানরখরৈর্দ্দষ্টশ্চোষ্ট্রাদিবায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ২৭৭ ॥

পুংশ্চলী ও বানর বধ প্রসঙ্গবশত তাহাদিগের দংশন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

পুংশ্চলী প্রভৃতি শব্দ সকল প্রসিদ্ধ আছে, এই সমুদয় কর্ত্তৃক দংশন প্রাপ্ত পুরুষ জলমধ্যে প্রাণায়াম করিয়া ঘৃত প্রাশন করিলে বিশুদ্ধ হয়, আদি গ্রহণহেতু শৃগাল প্রভৃতি জানিবে। মনু কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল গর্দ্দভ গ্রাম্যমাংসভোজী জন্তু মনুষ্য অশ্ব উষ্ট্র ও বরাহ কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, এই ঘৃত প্রাশন ভোজনের প্রতি উপদেশ রূপে দেখিতে হইবে, প্রায়শ্চিত্ত সকল তপস্যা স্বরূপ বলিয়া শরীর সন্তাপনই প্রযোজন মাত্র, অতএব ইহা অশক্তের পক্ষে, কুক্কুর শৃগাল মহিষ অজ মেষ খর করভ নকুল মার্জ্জার মূষক প্লব কাক ও পুরুষ কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তি গণের 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান এবং তিনবার প্রাণায়াম করা বিহিত এইযে সুমন্তু বচন তাহা নাভির অধঃ প্রদেশে ঈষৎ দংশনের বিষয়। অঙ্গিরার বচন যে, ব্রহ্মচারী কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে তিন দিবস সায়ংকালে পয়ঃপান করিবে, গৃহস্থ দ্বিরাত্র, অগ্নিহোত্রী একাহ পয়ঃ পান করিবে। নাভির ঊর্দ্ধ অংশ দংশন করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের দ্বিগুণ মুখে দংশন করিলে তিন গুণ মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ হইবে, তাহা সম্যক দংশনের বিষয়ে জানিতে হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পাদ পাদ

স্থান কল্পনা করিতে হইবে। শূদ্রের পক্ষে বিধি এইযে, শূদ্র সকলের উপবাস অথবা দান দ্বারা শুদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণকে গো অথবা একটী বৃষ দান করিলে শুদ্ধিহইবে, এই বৃহৎ অঙ্গিরার বচন দ্রষ্টব্য। বশিষ্ঠের বচন যে, ব্রাহ্মণ কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে সাগরগামিনী নদীতে গমন করিয়া শত প্রাণায়াম আচরণ করত ঘৃত প্রাশন করিয়া বিশুদ্ধ হয়, তাহা উত্তমাঙ্গ দংশন বিষয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে, ব্রাহ্মণীকে যদি কুক্কুর শৃগাল ও বৃক দংশন করে তবে তিনি উদিত গ্রহ নক্ষত্র দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ শুচি হইবেন, এই পরাশরের বচন দেখিতে হইবে। কৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্রতবতীর বিষয়ে তিনিই বিশেষ দেখাইয়াছেন। কুক্কুরদষ্টা সুব্রতা নারী ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, সঘৃত যাবক ভোজন করিয়া ব্রতের শেষ সমাপন করিবে। রজস্বলা বিষয়ে পুলস্ত্য কর্ত্তৃক বিশেষ দর্শিত হইয়াছে, রজস্বলাকে যদি কুক্কুর শৃগাল ও গর্দ্দভ দংশন করে তবে সে পঞ্চরাত্র নিরাহারা থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হয়। নাভির উপরিভাগে দংশন করিলে দ্বিগুণ মুখে দংশন করিলে তিন গুণ মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ আর রজস্বলা অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে দংশন করিলে স্নানমাত্র করিবে ইহা স্মৃত হয়। কুক্কুরাদি ঘ্রাণ দ্বারা যে উপহত হয় তাহার বিষয়ে শাতাতপ বিশেষ কহিয়াছেন। কুক্কুরের ঘ্রাণদ্বারা আঘ্রাত বা, অবলীঢ় এবং নখদ্বারা বিলিখিত ব্যক্তির জলদ্বারা প্রক্ষালন ও অগ্নিদ্বারা তাপনই শৌচের কারণ হইয়া থাকে। যদি কুক্কুরাদি দংশন ও শস্ত্রঘাতাদি জনিত ব্রণে কৃমিকীটাদি উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে মনু বিশেষ

যন্মেঽদ্য রেত ইত্যাভ্যাং স্কন্নং রেতোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
স্তনান্তরং ভ্রুবোর্মধ্যে তেনানামিকয়া স্পৃশেৎ॥ ২৭৮॥

কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণের পূযশোণিতাস্রবব্রণদ্বারে ক্রমি উৎপন্ন হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকারে হইবে? সেই ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকাল গোমূত্র ও গোময়দ্বারা স্নান আচরণ এবং ত্রিরাত্র পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে, যদি নাভির নিম্নে ব্রণ হয় তবে এইরূপে শুদ্ধি হইবে, আর নাভি ও কণ্ঠের মধ্যে উদ্ভূতব্রণে যদি ক্রমি উৎপন্ন হয় তবে ছয় রাত্র প্রাজাপত্য ব্রত তাহার বিশোধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কুক্কুরাদি দংশন জনিত ব্রণে তদ্দংশন প্রায়শ্চিত্তান্তর ও ইহাই কর্ত্তব্য। শস্ত্রাদি জনিত ব্রণে ইহাই করিবে। তিন দিবস পঞ্চ গব্য প্রাশন এইমাত্র বিশেষ। ক্ষত্রিয়াদির বিষয়ে প্রতিবর্ণে পাদমাত্র হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে॥ ২৭৭॥

শরীরের ত্বক্ ধাতু চ্ছেদকর দংশন প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গক্রমে শরীরের চরম ধাতু (রেতঃ) বিচ্ছেদকর স্কন্দন বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন;——

যদি কোন প্রকারে স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতিরেকেও সহসা চরম ধাতু স্খলিত হয় তবে সেই স্খলিত রেত 'যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীং অস্কাং পুনর্মা মৈত্বিন্দ্রিয়ং' এই মন্ত্রদ্বয়-দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিবে। সেই অভিমন্ত্রিত রেতদ্বারা স্তনযুগল ও ভ্রূযুগ্মের মধ্যস্থল কনিষ্ঠার সন্নিহিত অনা-মিকা অঙ্গুলি যোগে স্পর্শ করিবে। অপরে কহেন, স্খলিত রেত অশুচি বলিয়া স্পর্শ করিবার অযোগ্য

ময়ি তেজ ইতি চ্ছায়াং স্বাং দৃষ্ট্বাম্বুগতাং জপেৎ।
সাবিত্রীমশুচৌ দৃষ্টে চাপল্যে চানৃতেঽপি চ॥ ২৭৯॥

নিবন্ধন অনামিকার সাহচর্য্য বশত বুদ্ধিস্থ অঙ্গুষ্ঠ পররূপে ব্যাখ্যা করেন অতএব অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা উভয়দ্বারাই স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ট পদ গ্রহণ করিলে ছন্দোভঙ্গ প্রসঙ্গ হইত এই নিমিত্ত তৎপদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা ভাল নহে, যেহেতু অঙ্গুষ্ঠ বুদ্ধিস্থ নহে, শব্দের সন্নিহিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থ বশত বুদ্ধিস্থের অন্বয় উচিত হয় না। তাহা কথিত আছে যে, গম্যমান অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থের শব্দান্তর বা বিভক্তিদ্বারা এই ধূম প্রজ্জ্বলিত হইতেছে ইহার ন্যায় বিশেষণ দৃষ্ট হয় না, রেত অশুচি বলিয়া স্পর্শ যোগ্য নহে এই বিধানহেতুই প্রায়শ্চিত্ত রূপে স্পর্শ যোগ্যত্ব অবগত হইতেছে, প্রায়শ্চিত্তরূপ সুরাপানের ন্যায় ইহাও নহে, এই প্রায়শ্চিত্ত গৃহস্থেরই অনিচ্ছাবশত রেতঃস্খলন বিষয়, ব্রহ্মচারির স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থায় রেতঃ পাতে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়। মনু বলেন, যে, গৃহস্থ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভূতলে রেতঃস্খলন করে তবে তিনবার প্রাণায়ামের সহিত সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে ইহা কামকৃত বিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত॥২৭৮॥

কিন্তু, স্বীয় প্রতিবিম্ব যদি অম্বুমধ্যে দৃষ্ট হয় তবে ‘ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং’ এই মন্ত্র জপ করিবে। অশুচি দর্শনে সাবিত্রী সবিতৃ দেবতা তৎ সবিতুঃ ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র জপ করিবে এবং বাক্ পাণি পাদ চাপল্যাদিকরণে ও মিথ্যা কথনে সেই গায়ত্রী জপই করিবে, ইহা কামকার বিষয়ে

দেখিতে হইবে। অকামকৃত হইলে, ' শয়ন করিয়া, ভোজন করিয়া, ক্ষুৎ (হাঁচিয়া) করিয়া, নিষ্ঠীবন করিয়া মিথ্যা কহিয়া জল পান করিয়া অধ্যেষ্যমাস ব্যক্তি প্রমত্ত হইলে আচমন করিবে' এই মনূক্ত আচমন দেখিতে হইবে। সম্বর্ত্তের বচন যে, ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে দন্তশ্লিষ্টে অনৃতে এবং পতিত গণের সহিত সম্ভাষণে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, তাহা অল্প প্রয়োজনে অথবা জলের অভাবে দেখা উচিত।

স্ত্রীশূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় বধের অনন্তর নিন্দিত বিষয়োপজীবন পঠিত হইয়াছে, তাহাতে মনু যোগীশ্বর প্রোক্ত উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় জাতি শক্তি গুণাদি অপেক্ষায় জানিতে হইবে। নাস্তিকতা বিষয়ে সেই সকল প্রায়শ্চিত্ত তদ্রূপে যোজনা করিবে। নাস্তিকতা শব্দে বেদ নিন্দাদ্বারা জীবন কথিত হয়। তন্মধ্যে উভয়ত্রই বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অন্য প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। নাস্তিক ব্যক্তি দ্বাদশ রাত্রি কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিয়া নাস্তিকতা হইতে বিরত হইবে। নাস্তিকবৃত্তি ব্যক্তি অতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। ইহা একবার করিবার বিষয়। উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় অভ্যাস বিষয়। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি কৃতঘ্ন কুটব্যবহারী ও মিথ্যাবাদী এই পঞ্চজন সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা আচরণ করিবে। হারীত যে, নাস্তিক নাস্তিকবৃত্তি ইহা উপক্রম করিয়া পঞ্চতপ অবকাশ জলশয়ন প্রভৃতি গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তকালে অনুষ্ঠান করিবে, সেই দুইটি অত্যন্ত অভিনিবেশ বশত বহু কাল অভ্যাসের বিষয়॥ ২৭৯॥

অবকীর্ণী ভবেৎ গত্বা ব্রহ্মচারী তু যোষিতং।
গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈঋর্তেন বিশুধ্যতি ॥ ২৮০ ॥

নাস্তিকতার অনন্তর ব্রত লোপ ইহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে অবকীর্ণির অপ্রসিদ্ধত্বহেতু তাহার লক্ষণ কথন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন :—

উপকুর্ব্বাণক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নারী সম্ভোগ করিলে অবকীর্ণী হয়, চরম ধাতু পরিত্যাগ অবকীর্ণ তাহা যাহার আছে সে অবকীর্ণী, সেই ব্যক্তি নিঋর্তি দৈবত্য গর্দ্দভ পশুদ্বারা যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হয়। গর্দ্দভের পশুত্ব সিদ্ধ থাকিলেও 'অথ পশুকল্প্য' এই আশ্বলায়নাদি গৃহ্যোক্ত পশুধর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত। ইহা অরণ্যে চতুষ্পথে লৌকিক অগ্নিতে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী যদি স্ত্রীসংসর্গ করে অরণ্যে চতুষ্পথে লৌকিক অনলে রাক্ষসদৈবত গর্দ্দভ পশু আলভন করিবে ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ করিয়াছেন। আর রাত্রিকালে একাক্ষি বিকল গর্দ্দভদ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য তাহা মনু কহেন, অবকীর্ণী চতুষ্পথে রাত্রিকালে কাণ গর্দ্দভ দ্বারা পাকযজ্ঞ বিধান ক্রমে নিঋর্তি উদ্দেশে যাগ করিবে। পশুর অভাবে চরুদ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য। নৈঋর্ত দেবতাকে চরু দান করিবে 'কামায় স্বাহা' বলিয়া তাহার উদ্দেশে হোম করিবে। 'কামকামায় স্বাহা' নিঋর্তৈ্য স্বাহা, রক্ষো দেবতাভ্যঃ স্বাহা, ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ আছে, এবং এইটী অশক্ত বিষয়। সমর্থের পক্ষে, অবকীর্ণী চতুষ্পথে গর্দ্দভদ্বারা নিঋর্তি দেবতাকে যাজন করিবে। তাহার উর্দ্ধপুচ্ছ চর্ম্ম পরিধান করিয়া লোহিত

বর্ণ পাত্র গ্রহণ করত নিজকর্ম খ্যাপন পূর্ব্বক সপ্ত গৃহ হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবে, এইরূপ করিলে সম্বৎসরের মধ্যে শুদ্ধ হইবে, এই গৌতমোক্ত বার্ষিক তপঃসমুচ্চিত পশুযাগ অথবা চরু দ্রষ্টব্য এবং ত্রিষবণ স্নান ও এক-কাল ভোজনও দেখিতে হইবে। এই পাপগ্রস্ত হইলে গর্দ্দভ চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক নিজকর্ম্ম কীর্ত্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা আহরণ করিবে, সেই সপ্ত গৃহ হইতে লব্ধ ভিক্ষান্ন একবার মাত্র ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিয়া থা-কিবে। এবং ত্রিষবণ স্নান করত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইবে, ইহা মনু স্মরণ করিয়াছেন। এই বার্ষিক ব্রত অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণপত্নী সহবাসে বৈশ্যা সহবাসে এবং শ্রোত্রিয় পত্নী সহবাসে দেখিতে হইবে। যদি গুণবতী ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া শ্রোত্রিয়া ভার্য্যায় অবকীর্ণি হয় তবে ত্রৈবার্ষিক ও দ্বৈবার্ষিক ক্রমে যোজনা করিতে হইবে। শঙ্খ ও লিখিত কহিয়াছেন যে, গুপ্ত বৈশ্যাতে অবকীর্ণ অর্থাৎ কৃতব্রত ব্রহ্মচারী সম্বৎসর কাল ত্রিষবণ অনুষ্ঠান করিবে, ক্ষত্রিয়াতে দুই বৎসর, ব্রাহ্মণীতে তিন বৎসর ত্রিষবণ অনুষ্ঠায়ী হইবে। অঙ্গিরার বচন যে, অবকীর্ণ নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা ব্রত আচরণ করিবে। ছয়মাস চীরবাস ধারণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তাহা অকামত মানবাদি বিষয় অথবা ঈষদ্ব্যভিচারিণী ও বৃষলীতে অবকীর্ণী সচেল স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস দান করিবে। বৈশ্যাতে ব্রত ভঙ্গ হইলে চতুর্থকালে আহার করত ব্রাহ্মণসকলকে ভোজন করাইবে এবং গো-

গণকে যবস ভার দান করিবে। ক্ষত্রিয়াতে ব্রতলোপ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ঘৃতপাত্র দান করিবে। ব্রাহ্মণীতে অবকীর্ণী ছয়রাত্র উপোষিত থাকিয়া গোদান করিবে। গোসকলে অবকীর্ণী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। যণ্ডাতে (অনেক মহিলা) অবকীর্ণী পলাল ভার সীস ও মাষকলাই দান করিবে ইহা শঙ্খ ও লিখিতের কথিত বিষয় জানিতে হইবে। এই অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ব্রহ্মচারির পক্ষে সমান। অবকীর্ণী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গর্দ্দভদ্বারা যাগ করিয়া নিত্য ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করত সমাহিত হইয়া সম্বৎসরের পর শুদ্ধ হয়, ইহা শাণ্ডিল্যের স্মরণ আছে। যদি স্ত্রী সম্ভোগ ব্যতিরেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক চরম ধাতু পরিত্যাগ করে বা, দিবাস্বপ্নে স্খলিত হয় তবে নৈঋৎযাগ মাত্র দেখিতে হইবে, ইহাই প্রযত্ন পূর্ব্বক রেত উৎসর্জ্জনে ও দিবাস্বপ্নে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক যাগমাত্রে অতিদিষ্ট হইয়াছে। ব্রতান্তরে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি অতিদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কালে স্খলন হইলে এই যাগ মাত্র করিবে। ব্রতান্তরে এইরূপ ইহা তিনিই আদেশ করিয়াছেন। স্বপ্নকালে স্খলন হইলে মনুর বচন দেখিতে হইবে। ব্রহ্মচারী দ্বিজ স্বপ্নে অকামত রেতঃ স্খলন করিলে স্নান করিয়া সূর্য্য পূজা পূর্ব্বক তিনবার ‘পুনর্ম্মাং’ এই ঋক্ মন্ত্র জপ করিবে। বানপ্রস্থ প্রভৃতিরও এই নিয়ম। ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডনে অবকীর্ণিব্রত কৃচ্ছ্রত্রয়ের অধিক হয়। বানপ্রস্থ এবং যতি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রত ভঙ্গ করিলে পরাক ত্রয় সংযুক্ত অবকীর্ণিব্রত আচরণ

করিবে, ইহা শাণ্ডিল্যের স্মরণ আছে। যদি গার্হস্থ্য পরিগ্রহ বশতঃ সন্ন্যাস হইতে প্রচ্যুত হয় তবে সম্বর্ত্তের বচন দেখিতে হইবে। যদি কোন দুর্ম্মতি সন্ন্যাস করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে প্রত্যাগত হয় তবে তঃশ্রান্ত হইয়া ছয়মাস প্রতিদিন কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অতএব বশিষ্ঠ কহেন, যে ব্যক্তি প্রব্রজিত হইয়া পুনর্ব্বার মৈথুন সেবন করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হইয়া জন্মিয়া থাকে। পরাশর বলেন যে, বিপ্র যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় গার্হস্থ্য অবলম্বন করে এবং ভিক্ষান্ন ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কৃচ্ছ্র ত্রয় ও চান্দ্রায়ণত্রয় আচরণ করিবে এবং জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ষাণ্মাসিক কৃচ্ছ্র, ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ ত্রয়, বৈশ্যের কৃচ্ছ্রত্রয় ইহাই ব্যবস্থা। অথবা ব্রাহ্মণেরই শক্তি অনুসারে একবার বা বারম্বার গমনাদি বিবেচনায় ব্যবস্থিত প্রায়শ্চিত্ত ত্রয় দেখিতে হইবে। যে নারী চিতা হইতে ভ্রষ্টা হয় মোহহেতু কচিৎ বিচলিতা হয় সে প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা সেই অপকর্ম্ম হইতে শুদ্ধি লাভ করে। পতিসহ গমনে চিতাভ্রষ্টা ইহা আপস্তম্বের স্মরণহেতু কচিৎ এই শব্দ উক্ত হইয়াছে। আর মরণ সন্ন্যাসি গণেরও প্রায়শ্চিত্ত যম কহিয়াছেন যে, যাহারা জল অগ্নি উদ্বন্ধন হইতে ভ্রষ্ট হয় যাহারা প্রব্রজ্যা ও অনশন ব্রত হইতে চ্যুত হয় এবং যাহারা বিষ ভক্ষণ উচ্চস্থান হইতে পতন প্রায়োপ-

বেশন ও শস্ত্রাঘাত হইতে বিচ্যুত হয় সেই নয় ব্যক্তিকে প্রত্যবসিত কহে, ইহারা সকল লোকের নিকট হইতে বহিষ্কৃত সুতরাং চান্দ্রায়ণ এবং তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বয় দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। এই চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়াত্মক প্রায়শ্চিত্তদ্বয় শক্তি অপেক্ষায় ব্যবস্থিত জানিবে। যদি শস্ত্রাঘাতে হত এই পাঠ থাকে তবে আত্মত্যাগাদি অশাস্ত্রীয় মরণনিমিত্ত তৎপুত্রাদির পক্ষে উপদেশ দেখিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, জীবিত সত্ত্বে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ব্যক্তি দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে এবং ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। সেই অশাস্ত্রীয় মরণের অধ্যবসায় বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন রূপে জীবিত হইলে শক্তি অপেক্ষায় তাহার পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে হইবে। অথবা অধ্যবসায় মাত্রে ত্রিরাত্র এবং শস্ত্রাদি ক্ষত ব্যক্তির দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্রব্রত ইহাই ব্যবস্থা। এই অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত গুরুদার ও তৎসম ব্যতিরিক্ত অগম্যাগমন বিষয় যেহেতু তাহাতে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। লঘু অবকীর্ণি ব্রত দ্বারা দ্বাদশ বর্ষাদি অপনোদ্য মহাপাতক দোষ নির্হরণ উচিত নহে। ব্রহ্মচারিরও লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইতে পারে না, ইহাই যুক্তিযুক্ত। আশ্রমান্তর সমুদয়ে দ্বৈগুণ্যাদি বৃদ্ধি ব্রহ্মহত্যা প্রকরণে দর্শিত হইয়াছে, এবিষয়ে অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত পৃথক্ রূপে করিতে হইবে না। ব্রহ্মচারীর রমণীতে ব্রহ্মচর্য্য স্খলন সম্বন্ধে অগম্যাগমন প্রবল নহে। অতএব অন্যত্র যে নিমিত্তে যে নিমিত্তান্তর সমান ন্যূন বা অবশ্যম্ভাবি

তাহার পৃথক্ নৈমিত্তিক প্রযুক্ত হয় না। যেমন অবগোরণ অর্থাৎ মারণার্থ দণ্ডাদি উত্তোলন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে, নিপাতনে অতিকৃচ্ছ্র, রক্ত পাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র অভ্যন্তর শোণিতে কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে, এস্থলে শোণিত উৎপাদন নিমিত্তে অবগোরণ নিপাত লক্ষণে নিমিত্তদ্বয় অবশ্যম্ভাবি স্বনৈমিত্তিক কৃচ্ছ্রাও অতিকৃচ্ছ্র প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ অন্যস্থলেও ঊহ করিতে হইবে, যেস্থলে নিমিত্ত সকলের অন্তর্ভাব নিয়ম নাই সে স্থলে পৃথক্ নৈমিত্তিক সমুদয় নিমিত্ত সকলকে প্রয়োগ করে। যেমন পর্ব্বকালে রজস্বলা পরভার্য্যাতে তৈলাভ্যক্ত ব্যক্তি যদি দিবসে জলমধ্যে গমন করে ইত্যাদি। ভাল, ব্রহ্মচারীর নারীতে ব্রহ্মচর্য্য স্খলনের অগম্যাগমন দোষ হয় না। যেহেতু অক্ষত যোনি বলিয়া পুত্রিকা কন্যাই নহে, এবং কাহাকেও সম্প্রদান না করায় পরভার্য্যা হইতে পারে না, বিধবাও নহে, বেশ্যাও বলা যায় না যেহেতু সে বেশ্যাবৃত্তি করে না, অতএব পুত্রিকা কাহারও মধ্যে অন্তর্ভূত না হওয়ায় প্রতিষিদ্ধ হইল না, সুতরাং তাহাতেই বিপ্লুত ব্যক্তির কেবল অবকীর্ণি ব্রত অন্যত্র বিপ্লুতের নিমিত্তান্তর সন্নিপাত নিবন্ধন অবকীর্ণি ব্রত, অন্য নৈমিত্তিকও প্রয়োগ করিতে হইবে। একথা ভাল নহে, পুত্রিকা ও পরভার্য্যামধ্যে গণিত হইবে, সম্প্রদত্তা না হইলেও পরে তাহার গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ পরিণীতার ন্যায় বিবাহ সংস্কার হইবে, ভাল, যাহার ভ্রাতা নাই পিতাকেও কেহ জানে না প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

ভৈক্ষাগ্নিকার্য্যে ত্যক্ত্বা তু সপ্তরাত্রমনাতুরঃ।
কামাবকীর্ণ ইত্যাভ্যাং জুহুয়াদাহুতিদ্বয়ং ॥ ২৮১ ॥

পুত্রিকা ধর্ম্ম শঙ্কা হেতু তাহাকে বিবাহ করিবে না, এই নিষেধ নিমিত্ত স্বগোত্রাসকলে ভার্য্যাত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না একথা বলা উপযুক্ত হয় না। বিকলাঙ্গ প্রভৃতির প্রতিষেধের ন্যায় এস্থলেও নিষেধের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে, পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কাহেতু এইহেতু নির্দ্দেশ থাকায় প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, ভাল পুত্রের জন্য পরিণয় করিতে হয় ধর্ম্মের নিমিত্ত নয়, অতএব যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছে তাহার ভার্য্যা মরিলে ধর্ম্মের নিমিত্ত পুত্রিকা পরিণয়ে বিরোধ কি? অগ্রে ইহা প্রপঞ্চিত হইবে অতএব এস্থলে এবিষয়ের আন্দোলনে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্মচারির নারীতে ব্রহ্মচর্য্য স্খলনের অগম্যাগমন অপেক্ষা প্রবলতা না হওয়ায় পৃথক্ নৈমিত্তিক প্রয়োগ করিতে হইবে না ইহা সুন্দর বাক্য ॥২৮০॥

ব্রহ্মচারি প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ বশত অন্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

যে ব্রহ্মচারী পীড়িত না হইয়াও নিরন্তর সপ্তরাত্র ভিক্ষা ও অগ্নিকার্য্য পরিত্যাগ করে সে ‘ কামাবকীর্ণোস্মি অবকীর্ণো কামকামায় স্বাহা ’ কামাবপন্নোস্মি অবপন্নোস্মি কামকামায় স্বাহা ’ এই দুই মন্ত্রদ্বারা আজ্যাহুতি হোম করিয়া ‘ স সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ সমায়মগ্নিঃ সিঞ্চন্তাং যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ’ এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবে। ইহা গুরুপরিচর্য্যাদি গুরুতর

কার্য্যে ব্যগ্রতাবশতঃ না করিলে দেখিতে হইবে। যখন ব্যগ্র না হইয়াও ভিক্ষা ও অগ্নিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে তখন ' ভিক্ষাচরণ না করিলে এবং অগ্নি প্রজ্বালন না করিলে রোগহীন ব্রহ্মচারী সপ্তরাত্র অবকীর্ণিব্রত আচরণ করিবে, এই মনুর বচন দেখিবে। যজ্ঞোপবীত বিনষ্ট হইলে হারীত তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন ' মনোব্রত-পতীভিঃ ' এই মন্ত্র সকল দ্বারা চারিবার আজ্যাহুতি হোম করিয়া পুনর্ব্বার যথার্থ প্রতীত হইবে, অসৎ ব্যক্তির নিকট হইতে আহৃত ভিক্ষান্ন ভক্ষণে অভ্যুদিতে অভিনির্ম্মুক্তে বমনে দিবাস্বপ্নে বিবসনা-রমণী-দর্শনে বিবস্ত্র হইয়া শয়নে শ্মশানে গমন করিয়া অশ্বাদি আরোহণ করিলে পূজ্য ব্যক্তির অতিক্রম করিলে এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে এবং স্থাবর সরী-সৃপাদি বধ করিলে ' যদ্দেবা দেবহেড়নং এই কুষ্মাণ্ডী ঋক্ মন্ত্রদ্বারা তিনবার আজ্যহোম করিবে। মণি বস্ত্র গৃহ গো প্রভৃতি প্রতিগ্রহ করিলে অষ্টসহস্র সাবিত্রী জপ করিবে। মনোব্রতপতীভিঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ মনোজ্যোতি ইত্যাদি মনো লক্ষণ ' ত্বং অগ্নে ব্রতপা অসি ' ইত্যাদি ব্রতলক্ষণ মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে, যথার্থ প্রতীত হইবে ইহাতে উপনয়ন বিহিত অনুষ্ঠান বশতঃ মন্ত্রের সহিত গ্রহণ করিবে। যজ্ঞোপবীত ব্যতিরেকে ভোজনাদি করিলে ' যে ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্র ব্যতিরেকে ভোজন করে, অথবা মল মূত্র পরিত্যাগ করে, সে অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ ও প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হয় ' এই মরীচির বচন দেখিবে।

উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাসিঞ্চস্ত্বনেন তু।
মধুমাংসাশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছ্রঃ শেষব্রতানি চ॥ ২৮২॥
প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যান্ম্রিয়তে প্রহিতো যদি॥ ২৮৩॥

আরও কহিতেছেন, মধুমাংসভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্র ও শেষ ব্রত সকল করিবে। গুরুর প্রতিকূল আচরণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেই বিশুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী মধুমাংস ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অনন্তর অবশিষ্ট ব্রত সমুদয় সমাপন করিবে। ইহা শিষ্টজন ভোজনযোগ্য শশকাদি মাংস ভোজন বিষয়। ব্রহ্মচারী যদি শিষ্টজন ভোজনযোগ্য মাংস ভোজন করে, তবে দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া শেষ ব্রত সমাপন করিবে, ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ করিয়াছেন। দ্বাদশরাত্র উল্লেখ করায় জ্ঞানপূর্ব্বক বারম্বার মাংস ভক্ষণে অতিকৃচ্ছ্র ও পরাক ব্রত করিতে হইবে, ইহা সূচিত হইতেছে। যদ্যপি একমাত্র মাংসভোজন দ্বারা কোন ব্যাধি উপশান্ত হয় এমন ব্যাধি জন্মে তবে মাংস গুরুর উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্ষণ করিবে। সেই রোগী ব্রহ্মচারী যদি যজ্ঞনিমিত্ত অধ্যয়ন করে তবে যথেষ্ট গুরুর উচ্ছিষ্ট সমস্ত বস্তু ঔষধার্থ ভক্ষণ করিবে ইহা তিনিই কহিয়াছেন। সমস্ত বস্তু কথিত থাকায় মাংস লশুন প্রভৃতি অভক্ষ্য মাত্রই ভোজন করিতে পারিবে এবং তাহা ভক্ষণ দ্বারা রোগ শান্তি হইলে সূর্য্যের উপাসনা করিবে।

বৌধায়ন কহেন, যাহাকে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিবে সে যদি রোগ রহিত হয় তবে সে আদিত্যের উপস্থান

করিবে যেহেতু তাহা হইতেই পাপ হইতে শুদ্ধি হয়। মদ্যও অজ্ঞানত ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না, অনিচ্ছাতে উপস্থিত মধু বাজসনেয়কের নিকটে দূষ্য নহে, ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সূতকান্ন প্রভৃতি ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত অভক্ষ্য প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে প্রকটন করিব। আজ্ঞা পালন না করা হেতু গুরুর নিকট প্রতিকূল আচরণ করিলে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করিলে বিশুদ্ধ হয়॥

ব্রহ্মচারি প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গক্রমে গুরুরও প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

যে গুরু চৌরগণ ও ব্যাঘ্রভয়াকুল প্রদেশে নিবিড়তর অন্ধকারাকুলিত নিশীথ সময়ে শিষ্যকে কোন কার্য্য জন্য প্রেরণ করেন, সেই শিষ্য তাদৃশ স্থানে তাদৃশ ভাবে প্রেরিত হইয়া যদি দৈববশত মৃত হয় তবে গুরু কৃচ্ছ্র ও প্রাজাপত্য ব্রতত্রয় আচরণ করিবেন, তিনবার মাত্র প্রাজাপত্য করিবেন না। তাহা হইলে পৃথক্ত্ব নিবেশিনী সঙ্খ্যা অসঙ্গতা হয়। ভাল, একাদশ প্রযাজযাগ করিতেছে ইহার ন্যায় আবৃত্তি অপেক্ষা সংখ্যা ইহা সুসঙ্গত নহে। স্বরূপে পৃথক্ত্ব সম্ভব হইলে আবৃত্তির অপেক্ষা করা অন্যায্য। যদি এই সংখ্যা উৎপন্ন গতা হয় তবে কোন প্রকারে আবৃত্তি অপেক্ষা হইতে পারে কিন্তু, ইহা উৎপত্তিগতা অতএব তিনবার আজ্যাহুতি হোম করিবে ইহার ন্যায় স্বরূপ পৃথক্ত্বের অপেক্ষার জন্যই ত্রিত্ব সঙ্খ্যা ঘটনাই যুক্তি সিদ্ধ॥ ২৮১॥ ২৮২॥ ২৮৩॥

ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিপ্রে ন পাতকং।
বিপাকে গোবৃষাণাস্তু মেষাজাগ্নিক্রিয়াসু চ॥ ২৮৪॥
মিথ্যাভিসংশিনো দোষো দ্বিঃসমা ভূতবাদিনঃ।
মিথ্যাভিশস্তদোষঞ্চ সমাদত্তে মৃষাবদন্॥ ২৮৫॥

সকল হিংসাপ্রায়শ্চিত্তের অপবাদ কহিতেছেন;——

আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ অনুসারে ঔষধ পথ্য এবং অন্ন প্রদান দ্বারা উপকার করিলেও যে কোন ব্রাহ্মণপ্রভৃতি তাহাতে কোন প্রকারে মৃত হইলেও পাপ হয় না। এস্থলে বিপ্রশব্দের উল্লেখ থাকায় সমস্ত প্রাণিমাত্রকেই বুঝিতে হইবে। অতএব, যন্ত্রণে গোচিকিৎসার্থে গূঢ়গর্ভ বিমোচনে যত্ন করিলেও যদি বিপত্তি হয় তবে সেই যত্নকর্ত্তা পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না, ইহা সম্বর্ত্ত প্রভৃতি কহিয়াছেন এবং পূর্ব্বেও ইহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে॥ ২৮৪॥

মিথ্যাবাদীর প্রায়শ্চিত্ত বিবক্ষা হেতু তদুপযোগী অর্থবাদ কহিয়াছেন;——

যে ব্যক্তি পরের উন্নতি হইলে ঈর্ষ্যা জনিত রোষ কলুষিত অন্তঃকরণে লোকের সমক্ষে মিথ্যা অভিশাপ অর্থাৎ এব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে ইহা আরোপ করে, তাহার তাহাই দ্বিগুণ হয়। আর যে ব্যক্তি বিদ্যমান দোষ যাহা লোকে জানে না, তাহা লোকের সাক্ষাৎ প্রকাশ করে, সে সেই পাতকীর সমান দোষ ভাগী হয়। আপস্তম্ব কহেন, পতিত ব্যক্তির দোষ জানিয়া প্রথম পরের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে পতিত হয় না, তবে ধর্ম্মকার্য্যবিষয়ে সেই পতিত ব্যক্তিকে পরিহার করিবে। মিথ্যা-

মহাপাপোপপাপাভ্যাং যোভিশংসেন্মৃষা পরং।
অব্ভক্ষো মাসমাসীত স জাপী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৮৬॥

বাদী কেবল দ্বিগুণ দোষ ভাগী হয় এরূপ নহে বরঞ্চ যাহাকে উদ্দেশ করিয়া মিথ্যা কহে, তাহার অন্য যে সকল পাপ থাকে তাহাও গ্রহণ করে। ইহা বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্তে অর্থবাদমাত্র, নতুবা পাপ দ্বৈগুণ্য প্রতিপাদন এস্থলে বিবক্ষিত নহে যেহেতু নিমিত্তের লাঘব আছে। লঘু প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ পরে ব্যক্ত হইবে। কৃতনাশ ও অকৃতের আগমদোষ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে॥ ২৮৫॥

তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন যে;——

মহাপাপ ও উপপাপদ্বারা যে অন্যের প্রতি মিথ্যাভিশংসন করে সে একমাস কাল জল পান করত জপশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ ও গোবধাদি উপপাতক দ্বারা পরের প্রতি মিথ্যা দোষ প্রদান করে, সে একমাস জলাশন জপশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। জপও শুদ্ধবতী দ্বারা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে পত্নীর বা উপপত্নীর মিথ্যা বাক্যদ্বারা অভিশস্ত করিয়া একমাস জলাহার করত শুদ্ধবতী মন্ত্র আবৃত্তি করিবে অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে স্নান করিয়া আগমন করিবে ইহা বশিষ্ঠ স্মরণ করিয়াছেন, মহাপাপ ও উপপাপ গ্রহণ থাকায় অন্য অতিপাপাদিরও উপলক্ষণ জানিবে। ইহা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ করিলে দেখিতে হইবে। যখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিবে কিম্বা ক্ষত্রিয়

অভিশস্তো মৃষা কৃচ্ছ্রং চরেদাগ্নেয়মেব বা।
নির্ব্বপেচ্চ পুরোডাশং বায়ব্যং পশুমেব বা॥ ২৮৭ ॥

প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মিথ্যা অপবাদ করিবে তখন প্রতিলোম অপবাদে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দণ্ড বর্ণ সকলের অনুলোম অনুসারে অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি এই দণ্ড অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বৃদ্ধি হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে। ভূতাভিশংসীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ এবং দণ্ড অনুসারে তাহার অর্দ্ধ কল্পনা কর্ত্তব্য। আর অতিপাতক অপবাদ কারীরই এই ব্রত পাদহীন, পাতক অপবাদ দাতার অর্দ্ধ, উপ-পাতক অপবাদ কারীর পাদ প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষত্রিয়ের বধে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ স্মৃত হয়, এই উপপাতক স্বরূপ ক্ষত্রিয়াদি বধে মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ অংশ দেখা যাইতেছে। এই প্রকীর্ণাপবাদকারীর তদপেক্ষা ন্যূন কল্পনা করিতে হইবে। শক্তি ও পাপ নিরীক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে, ইহা স্মরণ আছে। শঙ্খ লিখিত যে, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, কূটব্যবহারী, ব্রাহ্মণ-বৃত্তিঘাতী ও মিথ্যাভিশংসী ইহারা ছয় বৎসরকাল ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা করিবে, সম্বৎসর কাল ধৌত ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে, ছয়মাস গোসকলের অনুগামী হইবে, এই গুরু প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, তাহা অভ্যাস তারতম্য বিবেচনায় যোজনা করিতে হইবে॥ ২৮৬ ॥

অভিশংসি প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গক্রমে অভিশস্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;—

যে মিথ্যা অপবাদ গ্রস্ত হইয়াছে সে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য

অনিযুক্তো ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

ব্রত আচরণ করিবে। অথবা অগ্নিদৈবত পুরোডাশ কিম্বা বায়ুদৈবত পশু দ্বারা যাগ করিবে। এই পক্ষ সকলের শক্তি ও সম্ভব অনুসারে ব্যবস্থা। বশিষ্ঠ যে একমাস জল ভক্ষণের বিষয় বলিয়াছেন, ইহা দ্বারাই অভিশস্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ কাল প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া থাকে যে অপবাদ গ্রস্ত তাহারই বিষয়ে দেখিতে হইবে, সম্বৎসর কাল অপবাদ গ্রস্ত দুষ্ট ব্যক্তির দ্বিগুণদণ্ড এই অতিরিক্ত দণ্ড দেখা যাইতেছে। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে, অনৃত বাক্য দ্বারা পাতক বিষয়ে অভিশস্যমান ব্যক্তি একমাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, মহাপাতকে দুইমাস, তাহাও বশিষ্ঠ বচনের সমান বিষয়। বৌধায়ন কহিয়াছেন যে, পাতকাভিশংসনে কৃচ্ছ্র, কেবল অভিশস্তের তদর্দ্ধ, তাহা উপপাতকাদির বিষয় অথবা অসমর্থের পক্ষে। এইরূপ অন্যান্য নানাবিধ অভিশস্ত বিষয় প্রায়শ্চিত্ত সকলের কাল ও শক্তি অনুসারে ব্যবস্থা জানিতে হইবে। মনু কহেন যে, একমাস ষষ্ঠকালে অন্নভোজন বা সংহিতা জপ নিত্য শাকল হোম অপাংক্তেয় গণের মধ্যে অভিশস্ত প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে, যদ্যপি এস্থলে অভিশস্তের নিষিদ্ধাচরণ প্রাপ্ত হইতেছেনা তথাপি মিথ্যাভিশস্ত রূপ লিঙ্গ দ্বারা অনুমিত প্রাগ্ভবীয় নিষিদ্ধ আচরণের পূর্ব্ব নিবন্ধন কৃমি দষ্টাদির ন্যায় এই প্রায়শ্চিত্ত, অতএব বিরোধ নাই॥ ২৮৭॥

অপিচ;——

ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং বিশুদ্ধ্যতি ॥ ২৮৮ ॥

যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতিরেকে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাগমন করে, সে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। ইহা একবার অনিচ্ছাপূর্ব্বক গমন বিষয়ে দেখিতে হইবে। শঙ্খের বচন যে, পরিবিত্তি অথবা পরিবেত্তা সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। নিয়োগ ব্যতিরেকে জ্যেষ্ঠের ভার্য্যা বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে গমন করিলে তাহাই করিবে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্বৎসর কাল ব্রাহ্মণগণের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে, তাহা কামকার বিষয় অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে জানিতে হইবে।

অপিচ :—

যে ব্যক্তি রজস্বলা নিজভার্য্যাতেও গমন করে সে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পরিশেষে ঘৃত প্রাশন করিলে শুদ্ধ হয়। ইহা অকামত একবার গমন করিলে জানিতে হইবে। বারম্বার রজস্বলা গমন করিলে সপ্তরাত্র উপবাস করিবে, ইহাতে শাতাতপের কথিত বচন দেখিতে হইবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক একবার মাত্র গমনে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। বৃহৎ সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন যে; যে ব্যক্তি রজস্বলা গর্ভিণী ও পতিতা নারীতে গমন করে তাহার পাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত অতিকৃচ্ছ্র ব্রতই বিশোধন, তাহা কামত বারম্বার গমন বিষয়ে জানিতে হইবে। শঙ্খ যে ত্রিবার্ষিক ব্রত কহিয়াছেন অর্থাৎ রজস্বলা গমন করিলে শূদ্রহত্যার একপাদ ব্রত আচরণ করিবে, তাহা কামত নিতান্ত নিরবচ্ছিন্ন

অভ্যাস বিষয়। রজস্বলার অন্য রজস্বলা স্পর্শে অন্য স্মৃতিতে কথিত প্রায়শ্চিত্ত দেখিবে। বৃদ্ধ বশিষ্ঠ কহেন যে, সগোত্রা বা একভর্ত্তৃকা রজস্বলা পরস্পর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক স্পর্শ করিলে তৎ ক্ষণাৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। অসপত্নী ও সবর্ণাদিগের কামত স্নান মাত্র শুদ্ধির কারণ। রজস্বলা যদি সবর্ণা রজস্বলাকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তবে সেই দিনেই স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করে, সংশয় নাই, ইহা মার্কণ্ডেয় স্মরণ করিয়াছেন। কশ্যপের বচন আছে যে, রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে তবে একরাত্র নিরাহারা থাকিয়া পঞ্চ গব্য প্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘটিলে জানিতে হইবে। অসবর্ণ স্পর্শে বৃহৎ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিশেষ দর্শিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণী বা শূদ্রজাতীয়া রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী কৃচ্ছ্র ব্রতদ্বারা এবং শূদ্রা দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দান শব্দে পাদকৃচ্ছ্র প্রত্যাম্নায় ভুত নিষ্কের চতুর্থ অংশ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণী এবং বৈশ্যজাতীয়া রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী পাদহীন কৃচ্ছ্রব্রত এবং বৈশ্যা একপাদ কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়া রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্র এবং ক্ষত্রিয়া তাহার অর্দ্ধ আচরণ করত শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রজাতীয়া রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে ক্ষত্রিয়া উপবাস ত্রয় দ্বারা এবং শূদ্রী অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে

ক্ষত্রিয়া ত্রিরাত্র এবং বৈশ্যা অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হয়। বৈশ্যা ও শূদ্রী রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিলে বৈশ্যা ত্রিরাত্র এবং শূদ্রী দিনদ্বয় উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হয়। বর্ণ সকলের ইচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শে এই পুরাতনী শুদ্ধি প্রসিদ্ধ আছে আর অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শে বৃহদ্বিষ্ণু স্নানমাত্র কহিয়াছেন, রজস্বলা হীনবর্ণা রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে যাবৎ কাল শুদ্ধ না হয় তাবৎ ভোজন করিবে না। সবর্ণা বা অধিকবর্ণা রজস্বলাকে স্পর্শ করিয়া সদ্য স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। চণ্ডালাদি স্পর্শে বৃদ্ধ বশিষ্ঠ বিশেষ কহিয়াছেন যে, রজস্বলা যদি পতিত অন্ত্যজ ও শ্বপাক কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয় তবে সেই সকল দিন অনশন দ্বারা অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। প্রথম দিবসে স্পর্শ ঘটিলে ত্রিরাত্র ব্রত, দ্বিতীয় দিবসে দুই দিন তৃতীয় দিবসে অহোরাত্র পরে নক্তব্রত আচরণ করিবে। উচ্ছিষ্টা শূদ্রা ও কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে দুই দিন উপবাস করিবে। ইহা কামত স্পর্শ বিষয় অকামত ঘটিলে রজস্বলা যদি চাণ্ডাল অন্ত্যজ কুক্কুর ও কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তবে যাবৎ কালে শুদ্ধ হইবে তাবৎ কাল নিরাহার থাকিবে, এই বৌধায়নের বচন দেখিতে হইবে। তিনিই কহিয়াছেন যে, গ্রামকুক্কুট শূকর ও কুক্কুর যদি রজস্বলাকে স্পর্শ করে তবে সে স্নান করিয়া যাবৎ কাল চন্দ্র দর্শন না হয় তাবৎ কাল নিরাহারে যাপন করিবে, তাহা অশক্তের পক্ষে, যদি ভোজনানন্তর কুক্কুরাদি স্পর্শ হয় তবে অন্য স্মৃতিতে

বিশেষ কথিত হইয়াছে, কৃতভোজনা রজস্বলা যদি কুক্কুর এবং অন্ত্যজ প্রভৃতিকে স্পর্শ করে তবে ছয়রাত্র গোমূত্র ও যাবক আহার দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ গণকে স্বর্ণদান করিবে অথবা ভোজন করাইবে। যদি উচ্ছিষ্ট দ্বয়ের পরস্পর স্পর্শ হয় তবে ' কদাচিৎ যদি রজস্বলা স্ত্রী পরস্পর উচ্ছিষ্ট সংস্পৃষ্ট হয় উৎকৃষ্টবর্ণা কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে এবং শূদ্রা দান ও উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, এই অত্রি বচন দেখিতে হইবে। রজস্বলা যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করে তবে ' রজস্বলা যদি কোন প্রকারে উচ্ছিষ্ট দ্বিজগণকে স্পর্শ করে তবে শরীরের অধোভাগে উচ্ছিষ্ট হইলে অহোরাত্র এবং উর্দ্ধভাগে উচ্ছিষ্ট হইলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা যাপন করিবে, এই মার্কণ্ডেয়ের বচন দেখিতে হইবে।

এইরূপে অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি প্রকৃত বিষয়ে অনুসরণ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে অবকীর্ণীর অনন্তর পুত্রগণের বিক্রয় ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনু এবং যোগীশ্বর কর্ত্তৃক কথিত ত্রৈমাসিক প্রভৃতি ইচ্ছানিচ্ছা জাতি শক্তি প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিতে হইবে। শঙ্খের বচন যে, দেবগৃহ প্রতিশ্রয় উদ্যান আরাম সভা প্রপা ও তড়াগ পুণ্যসেতু ও পুত্র বিক্রয় করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্রব্রত সম্যক্ রূপে আচরণ করিবে, পরাশর কহিয়াছেন যে, কন্যা ও গো বিক্রয়ে

হীন্‌ কৃচ্ছ্রানাচরেৎ ব্রাত্যযাজকোঽভিচরন্নপি।
বেদপ্লাবী যবাশ্যব্দং ত্যক্ত্বা চ শরণাগতম্॥ ২৮৯॥

করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে, এই উভয়ই আপদ্‌কালে অকামত ঘটিলে দেখিতে হইবে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে, নারীগণের বিক্রয়ে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে, পুরুষের বিক্রয়ে পণ্ডিতেরা দ্বিগুণ ব্রত কহিয়াছেন, এই চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিতবচন দেখা উচিত, পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে, আরাম তড়াগ উদপান অর্থাৎ কূপ পুষ্করিণী, সুকৃত ও সুতবিক্রয় করিলে ত্রিষবণ স্নায়ী ও অধঃশায়ী হইয়া চতুর্থ কালে আহার করত সম্বৎসর গত হইলে পবিত্র হয়, তাহা এক পুত্রের পক্ষে। তদনন্তর, ধান্য কুপ্য পশু স্তেয় ইহা উক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রায়শ্চিত্ত স্তেয় প্রকরণে প্রপঞ্চিত হইয়াছে॥ ২৮৮॥

অনন্তর, অযাজ্য সকলের যাজন ইহা কথিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ;——

যে ব্যক্তি সাবিত্রী পতিত গণের যাজন করে সে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। এই সমস্ত গুরু ও লঘুভূত কৃচ্ছ্র সকলের ব্রত্য নিমিত্তের গৌরব ও লাঘব অনুসারে কল্পনা করিতে হইবে। আর অভিচার করিলেও এই প্রায়শ্চিত্তই করিবে। ইহা অগ্নিদ প্রভৃতি আততায়ী ব্যতিরেকে জানিবে বিষয়ে অভিচার করিলে পতিত হয় ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে। অপি শব্দদ্বারা হীন যাজক এবং অন্ত্যেষ্টি যাজককে জানিতে হইবে। অতএব মনু কহিয়াছেন, সংস্কারহীনগণের যাজন

করিলে এবং অপরের অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম করিলে অতি-
চার ও অহীন কর্ম্ম করিলে তিন কৃচ্ছ্রদ্বারা সেই
পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্ত্যকর্ম্ম ইহা
অত্যন্ত অভ্যাস বিষয় অথবা শূদ্রের অন্ত্য কর্ম্ম বিষয়
যেহেতু প্রায়শ্চিত্তের গৌরব আছে। অহীন দ্বিরাত্রাদি
দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অহর্গণ যাগ। শাতাতপ কহিয়াছেন
যে, যাহাদিগের সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের
উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না যে ইহাদিগের
উপনয়ন দিবে অথবা অধ্যয়ন করাইবে কিম্বা যাজন
করাইবে সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে, ইহা ইচ্ছা-
পূর্ব্বক করিবার বিষয়ে। উদ্দালক ব্রত পূর্ব্বে প্রদর্শিত
হইয়াছে। এই কৃচ্ছ্রত্রয় সাধারণ উপপাতক প্রায়শ্চিত্তের
অপবাদক। অতএব উপপাতক সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত শূদ্র
প্রভৃতি অযাজ্য যাজনে ব্যবস্থিত হইতেছে। তন্মধ্যে
ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে ত্রৈমাসিক, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে
যোগীশ্বরোক্ত মাসব্রতাদি। প্রচেতা শূদ্র যাজক প্রভৃতির
পক্ষে কহিয়াছেন যে, ইহারা ক্রমশ গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্ত
কালে পঞ্চতপ অভ্রাবকাশ ও জলশয়ন অনুষ্ঠান করিবে,
একমাস কাল গোমূত্র ও যাবক ভোজন করিবে, তাহা
কামত অভ্যাস বিষয়। যম কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ
স্নেহ বা অর্থ প্রসঙ্গ বশত শূদ্রের পুরোহিত হইতে প্রবৃত্ত
হয় কৃচ্ছ্র ব্রতই তাহার শুদ্ধির কারণ। তাহা অনামর্থের
বিষয়। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে, শূদ্র যাজক সমস্তদ্রব্য
ত্যাগ করিলে পবিত্র হয়। দশবার সহস্র প্রাণায়াম

অভ্যাস বিষয়ে জানিতে হইবে, তাহাও অকামত বারম্বার করিলে তদ্বিষয়ে গৌতম কহিয়াছেন যে, নিষিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগে সহস্র বাক্য হইয়া উপাসনা করিবে। নিষিদ্ধ পতিত প্রভৃতির যাজন ও অধ্যয়ন স্বরূপ মন্ত্র প্রয়োগ করিলে এবং তাহা বারম্বার অভ্যস্ত হইলে প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা কামত অভ্যাস বিষয়। আর যে বেদ বিপ্লব করে এবং যে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও তস্কর ব্যতিরিক্ত শরণাগত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে সে সম্বৎসর কাল যবোদন ভোজন করত শুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে বিপ্লব শব্দে পর্ব্বে চাণ্ডালশ্রবণে অবকাশপ্রভৃতি অনধ্যায়ে অধ্যয়ন অথবা উৎকর্ষহেতু অধ্যয়নকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে কি পড়িতেছ? তুমি ভোজন কর নাই? এইরূপ জিজ্ঞাসা করাই বিপ্লাবন বাক্যে উক্ত হয়। অতএব অন্য স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, অধ্যয়নকারীকে যাহারা জিজ্ঞাসা করে মনু তাহা দিগকে পতিত কহিয়াছেন। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, পতিত চণ্ডাল ও শব সমীপে বেদ শ্রবণ করাইলে ত্রিরাত্র বাগ্যত অর্থাৎ মৌনী হইয়া অনশন অবলম্বন করিয়া থাকিবে অথবা সহস্রবারের অধিক সেই বেদ মন্ত্র অভ্যাস করিলে পবিত্র হইবে ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে, ইহা দ্বারাই গর্হিত অধ্যাপক ও যাজক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দক্ষিণা ত্যাগ করিলে পবিত্র হয় ইহা বিজ্ঞাত হইতেছে। তাহা বুদ্ধি পূর্ব্বক করিলে তাহার পক্ষে জানিতে হইবে। ষট্‌ত্রিংশৎ মতে কথিত হইয়াছে যে, চণ্ডালের কর্ণগোচরে শ্রুতিস্মৃতিপাঠ করিলে একরাত্র ভোজন করিবে

না, তাহা অজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে জানিবে। যদি গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সর্প প্রভৃতি আগমন করে তবে তৎকালে অধ্যয়ন করিবে না, তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত যম কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সর্প নকুল অজ মার্জ্জার মূষিক উষ্ট্র মণ্ডূক স্ত্রী পুরুষ মেষ কুক্কুর অশ্ব ও গর্দ্দভ মধ্যে গমন করিলে তৎক্ষণাৎ এই প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর। ত্রিরাত্র উপবাস তিন দিবস অভিষেক অথবা জানুদ্বারা গ্রামান্তরে গমন করা বিহিত, এবিষয়ে সংশয় নাই। পিতা মাতা সুতত্যাগ ও তড়াগ আরাম বিক্রয় বিষয়ে মনু এবং যোগীশ্বরের কথিত উপপাতক সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত সকল পূর্ব্ববৎ জাতিশক্তি ও গুণাদির অপেক্ষা হেতু যোজনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে পিতৃমাতৃ ত্যাগের বিষয়ে অকারণ পরিত্যক্ত মাতা পিতা গুরুর পক্ষে অপাংক্তের মধ্যে পঠিত হওয়ায় তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনু কহিয়াছেন যে, একমাস ষষ্ঠকালে অন্ন গ্রহণ অথবা সংহিতা জপ এবং নিত্য শাকল হোম অপাংক্তেয় গণের বিশুদ্ধির কারণ। শ্রাদ্ধ প্রকরণে স্তেন পতিত ও ক্লীব ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অপাংক্তেয় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। তড়াগ আরাম প্রভৃতি বিক্রয় বিষয়ে কএকটি বিশেষ বিশিষ্ট দ্বৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত সকল বিষয়ের সহিত সুত বিক্রয় প্রায়শ্চিত্ত কথনাবসরে উক্ত হইয়াছে, অনন্তর, কন্যাদূষণ ইহা কথিত আছে, তাহাতে ত্রৈমাসিক চান্দ্রায়ণ বর্ণ সকলের সবর্ণ বিষয়ে যোজনা করিতে হইবে। আনুলোম্যে মাসিক পয়ঃপান অথবা প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত যেহেতু

সকামা অনুলোমা স্ত্রীতে দোষ নাই অন্যথা হইলে দণ্ড এই অল্পদণ্ড দৃষ্ট হইতেছে। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, কন্যা দূষণকারী ও সোম বিক্রয়ী একবৎসর কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। হারীতের বচন এই যে, কন্যাদূষী সোমবিক্রয়ী বৃষলীপতি কৌমার দারত্যাগী সুরা ও মদ্যপায়ী শূদ্র-যাজক গুরুর প্রতি আক্রোশকারী নাস্তিক নাস্তিকবৃত্তি কৃতঘ্ন কূটব্যবহারী ব্রাহ্মণ বৃত্তির মিথ্যা অপবাদদাতা পতিতের সহিত সম্যক্ ব্যবহারকারী মিত্রদ্রোহী শরণাগত-ঘাতী ও প্রতিরূপকবৃত্তি ইহারা গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্তকালে পঞ্চ তপস্যা অভ্রাবকাশ জলশয়ন অনুষ্ঠান করিবে এবং একমাস কাল গোমূত্র যাবক ভোজন করিবে। এই দুই বিষয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতিলোম অনুসারে দূষণে যোজনীয়। শূদ্রের বধই দণ্ড। দূষণে করচ্ছেদ উত্তমা কন্যার হীন কর্ত্তৃক দূষণে বধ দণ্ড দর্শন করা যায়। পরিবিন্দকের যাজন ও কন্যা প্রদান সম্বন্ধে কৌটিল্য শিষ্টের অপ্রতিবিদ্ধ ব্রতলোপে আপনার নিমিত্ত পাকক্রিয়ার আরম্ভে এবং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণে সাধারণ উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে ব্যবস্থাপনীয় আর প্রথমোক্ত দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত পরিবেদন ও অযাজ্য যাজন প্রায়শ্চিত্ত কথন প্রস্তাবে দর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর, স্বাধ্যায় ত্যাগ ইহা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যসনাশক্তি বশত ত্যাগ করিলে অধীতের নাশ ইত্যাদি বাক্য হেতু ব্রহ্মহত্যা সম প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র শ্রবণ ব্যাকুলতা বশত ত্যাগ করিলে ত্রৈমাসিক প্রভৃতি

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত জাতিশক্তি ও গুণাদি অপেক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, বেদত্যাগী দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিবে। তাহা অত্যন্ত আপদ্বিষয়। অগ্নিত্যাগে তিনিই বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে অগ্নি পরিত্যাগ করিবে সে দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া পুনরায় তাহা স্থাপন করাইবে। দ্বাদশ রাত্র বলায় উৎসন্ন কাল অপেক্ষা করিয়া প্রাজা-পত্য প্রভৃতি গুরু লঘুকৃচ্ছ্র সকলের প্রাপ্তি হইবে।

তন্মধ্যে দুইমাসে প্রাজাপত্য চারিমাস মধ্যে কৃচ্ছ্র ছয়মাস উচ্ছিন্ন হইলে পরাকব্রত, ছয় মাসের অধিক হইলে যোগীশ্বরের কথিত উপপাতক সামান্য প্রায়শ্চিত্ত সকল কাল ও শক্তি অপেক্ষা করিয়া যোজনা করিতে হইবে। সম্বৎসরের পর মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রোক্ত ত্রৈমা-সিক ব্রত ব্যবস্থা জানিবে। ইহা নাস্তিকতা বশত ত্যাগ করিলে তাহারই বিষয়ে জানিতে হইবে। ব্যাঘ্র কহেন, যে ব্রাহ্মণ নাস্তিকতা বশত অগ্নিত্যাগ করে সে প্রাজা-পত্য আচরণ করিবে। যদি প্রমাদ বশত পরিত্যাগ করে তবে ভারদ্বাজের গৃহ্যসূত্রে তাহার বিশেষ উক্ত হইয়াছে। যে, ত্রিরাত্রের মধ্যে অগ্নিত্যাগ করিলে শত প্রাণায়াম করিবে, বিংশতি রাত্রের মধ্যে এক দিবস উপবাস, ইহার অধিক ষষ্টিরাত্র পর্য্যন্ত হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ইহার পর সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে, ইহার পর বহুকাল হইলে গুরুতর দোষ

হইবে। যদি আবশ্যক প্রযুক্ত পরিত্যাগ করে তবে তিনিই তদ্বিষয়ে বিশেষ বলিয়াছেন, দ্বাদশ দিবস অতিক্রম করিলে তিন দিন উপবাস, একমাস অতিক্রম করিলে দ্বাদশ দিবস উপবাস, সম্বৎসর অতিক্রম করিলে একমাস উপবাস অথবা পয়োভক্ষণ করিবে। সম্বৎসরের অধিক হইলে বৃদ্ধ হারীত বিশেষ কহিয়াছেন, যে অগ্নিহোত্র যদি সম্বৎসর কাল উৎসন্ন হয় তবে চান্দ্রায়ণ করিয়া পুনরায় আধান করিবে। দুই বৎসর উৎসন্ন হইলে চান্দ্রায়ণ ও সোমায়ন করিবে। তিন বৎসর উৎসন্ন হইলে সম্বৎসর কাল কৃচ্ছ্রব্রত অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার আধান করিবে। সোমায়ন কৃচ্ছ্র কাণ্ডে কথিত হইবে। শঙ্খও বিশেষ বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অগ্নি উৎসাদন করিবে তাহাকে সম্বৎসর কাল প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করত গোদান করিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক সুত ত্যাগ করিলে ও বন্ধু ত্যাগ করিলে ত্রৈমাসিক গোবধ ব্রত, অনিচ্ছাবশত ঘটিলে যোগীশ্বরোক্ত ব্রত চতুষ্টয় শক্তি অনুসারে যোজনা করিতে হইবে। বৃক্ষচ্ছেদবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। স্ত্রীবধ প্রাণিবধ বশীকরণাদি দ্বারা জীবনে এবং তিল ও ইক্ষুযন্ত্রপ্রবর্ত্তনে সেই সকল প্রায়শ্চিত্ত তদ্রূপে যোজনা করিতে হইবে, দ্যূত মৃগয়াদি ব্যসন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ব্রত সমুদয় তদ্রূপে যোজনীয়। বৌধায়ন কহেন যে, এই সমুদয় অশুচিকর, দ্যূত অভিচার অনাহিতাগ্নি উঞ্ছবৃত্তি সমাবৃত্তের (গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত) ভিক্ষাচরণ, তাহার গুরুকুলে বাস,

চারিমাসের পরে যে তাহাকে নক্ষত্রনির্দেশ অধ্যাপনা করে ইহাদিগের দ্বাদশ মাস দ্বাদশার্দ্ধমাস দ্বাদশদ্বাদশাহ দ্বাদশ ষড়হ দ্বাদশ ত্র্যহ ও একাহ ইহা অশুচিকর নির্দ্দেশ দ্যুতে বার্ষিক ব্রত উক্ত হইয়াছে তাহা অভ্যাসের পক্ষে। প্রচেতা কহিয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী তস্কর রাজভৃত্য বৃক্ষারোপকবৃত্তি গরদ অগ্নিদ অশ্বরথগজারোহণবৃত্তি ব্যঙ্গোপজীবী শ্বাগণিক শূদ্রোপাধ্যায় বৃষলীপতি ভাণ্ডিক নক্ষত্রোপজীবী শ্ববৃত্তি ব্রহ্মজীবী চিকিৎসক দেবল পুরোহিত কিতব মদ্যপ কূটকারক অপত্যবিক্রয়ী এবং মনুষ্য ও পশু বিক্রেতা ইহাদিগকে সকলে মিলিত হইয়া ন্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ধার করিবে, সমস্ত দ্রব্য ত্যাগহেতু চতুর্থ কালে আহার ও সম্বৎসর ত্রিসন্ধ্যা স্নান করাইবে, অনন্তর দেবপিতৃতর্পণ করাইবে ও গোসেবা করাইবে এইরূপ করিলে ব্যবহার্য্য হইবে। তাহাও বৌধায়নের সমান বিষয়। যে কুক্কুরদ্বারা জীবন যাপন করে তাহাকে শ্বাগণিক কহে, বন্দিব্যতিরিক্ত তূর্য্যধ্বনি দ্বারা যে রাজাদিগকে প্রবোধিত করে তাহাকে ভাণ্ডিক কহে, যেহেতু বন্দি শব্দের পৃথক্ গ্রহণ আছে। শ্ববৃত্তিসেবক, ব্রহ্মজীবী দ্বিজকার্য্যে মূল্য দ্বারা পরিচারক অর্থাৎ মূল্য গ্রহণ করিয়া যে পরিচর্য্যা করে। মনু কথিত অপাংক্তের প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় একমাস দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন কাল ইত্যাদি জাতিশক্তি অনুসারে যোজনা করিতে হইবে। মনূক্ত অপাংক্তের মধ্যে কিতব প্রভৃতি ব্যসনিগণও গণ্য হইয়াছে। আত্ম

বিক্রয়ে ও শূদ্র সেবাবিষয়ে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত সকল পূর্ব্বের ন্যায় যোজনা করিতে হইবে। বৌধায়ন কহিয়াছেন যে, সমুদ্রযাত্রা ব্রাহ্মণের ন্যাসাপহরণ সকল প্রকার পণ্য দ্রব্য দ্বারা ব্যবহার ভূমির নিমিত্ত অনৃতভাষণ শূদ্রসেবা যে শূদ্রাতে জন্ম গ্রহণ করে তৎকর্ত্তৃক যে অপত্য হয় তাহাদিগের নির্দ্দেশ চতুর্থ কালে ভোজন করিবে, জলের নিকটে থাকিবে, সবনের অনুকল্প স্থিতি এবং উপবেশনাদি দ্বারা বিচরণ করত তিন বৎসরে সেই পাপ অপহরণ করে। তাহা বহুকাল সেবার বিষয়। হীন জাতির সহিত সখ্য হইলে উপপাতক সামান্য প্রায়শ্চিত্তই জানিবে। প্রচেতা কহিয়াছেন যে, মিত্রভেদ করিয়া অহোরাত্র অনাহারে থাকিয়া হোম করিয়া পয়ঃ পান করিবে, তাহা অহীন সখ্যভেদের বিষয়। হীনযোনিসেবনে উপপাতক সামান্য প্রায়শ্চিত্ত সকল যোজনা করিতে হইবে। শাতাতপ কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ যদি প্রথমত ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করে তবে দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিয়া গার্হস্থ ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইবে। বৈশ্যাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র, শূদ্রাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যাকে পূর্ব্বে বিবাহ করে তবে দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্র আচরণ করিয়া গার্হস্থে প্রবিষ্ট হইবে, শূদ্রাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। বৈশ্য যদি শূদ্রাকে পূর্ব্বে বিবাহ করে তবে দ্বাদশ রাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া তাহাকে পুনরায় পরিগ্রহ

করিবে। এস্থলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে এবং তাহারাই বিবাহ করিবে ইহাতে অতিকৃচ্ছ্রু অনুষ্ঠানের পর সবর্ণা বিবাহের উত্তরকালে ক্ষত্রিয়া প্রভৃতিকে পরিণয় করিবে ইহাই অর্থ ইহাও অজ্ঞান বিষয়ে, জ্ঞানত ঘটিলে উপপাতক সামান্য ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে দেখিতে হইবে।

সাধারণ স্ত্রীসম্ভোগ ও হীনস্ত্রীনিষেবণ ইহা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশু ও বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য বিহিত হয় এই সম্বর্ত্তের বচন অকামত ঘটিলে দেখিতে হইবে। কামত ঘটিলে যমের বচন দ্রষ্টব্য। দ্বিজাতিগণ সপ্ত রাত্র একবার তপ্ত কুশোদক পান করিয়া বেশ্যা গমন জন্য পাপ অপনোদন করে এই উপপাতক তুল্য প্রায়শ্চিত্ত সকল কামত বারম্বার করিলে যোজনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে অত্যন্তাভ্যাসে ‘ প্রতিনিমিত্ত নৈমিত্তিকে আবর্ত্তন করে এই ন্যায়হেতু প্রতি নিমিত্ত নৈমিত্তিকে আবৃত্তির প্রসক্তি হওয়ায় লৌগাক্ষি কর্ত্তৃক বিশেষ উক্ত হইয়াছে, মাসের মধ্যে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশত কোন পাপ কার্য্য করিলে দিবসের বৃদ্ধি বিহিত হয়, সম্বৎসর কাল ঘটিলে মাস বৃদ্ধি হয়, তাহার পর যাবৎকাল পাপ আচরণ করে তাবৎ সম্বৎসর বৃদ্ধি হইবে ইহা অতিশয় মতিপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে তাহারই বিষয় অমতিপূর্ব্বক পুনঃ পুন করিলে চতুর্ব্বিংশতিমতে বিশেষ কথিত হইয়াছে। একবার পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তিন দিন করিলে তাহার তিন গুণ, এক-

গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ।
গায়ত্রীজপ্যনিরতঃ শুধ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ॥ ২৯০॥

মাস করিলে পঞ্চ গুণ, ছয়মাস করিলে দশ গুণ হয়, সম্বৎসর কাল করিলে পঞ্চ দশ গুণ তিন বৎসর করিলে বিংশতি গুণ হইবে, তাহার পর শাতাতপের বচনানুসারে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। এইযে প্রাথমিক বিধি হইতে দ্বিতীয়ে দ্বিগুণ আচরণ করিবে, এই প্রতিনিমিত্ত আবৃত্তি বিধায়ক তাহা মহাপাতক বিষয়ক ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যম যে সাধারণ স্ত্রীগমন অধিকার করিয়া গুরুতল্প ব্রতের অতিদেশ করিয়াছেন, কেহ কেহ গুরু-তল্প ব্রত কেহবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কেহ কেহ গোহত্যাকা-রীর ব্রত কেহবা অবকীর্ণি ব্রত ইচ্ছা করেন, ইহা জন্ম-প্রভৃতি সানুবন্ধ অনবচ্ছিন্ন অভ্যাস বিষয়। অনন্তর, তদ্রূপ অনাশ্রমে বাস ইহা উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে হারীত বিশেষ কহিয়াছেন। সম্বৎসর কাল অনাশ্রমী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া আশ্রম গ্রহণ করিবে দ্বিতীয় বৎসরে অতিকৃচ্ছ্র, তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ইহার পর চান্দ্রায়ণ, ইহা অসম্ভব বিষয়। সম্ভব হইলে সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত সকল ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক করিলে ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরপাকে রুচি অসৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, কর না দিয়া কোন বিষয়ে অধিকার এবং ভার্য্যা বিক্রয় বিষয়ে মনু ও যোগীশ্বর প্রতিপাদিত উপপাতক সামান্য প্রায়শ্চিত্ত সকল জাতি শক্তি গুণ অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে॥ ২৮৯॥

'ভার্য্যা বিক্রয়শ্চৈষাং' এস্থলে চ শব্দ মনু প্রভৃতির কথিত অসৎ প্রতিগ্রহ এবং নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ প্রভৃতির উপলক্ষণ নিমিত্ত ইহা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অসৎ প্রতিগ্রহ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ কহিতেছেন ;—

যে ব্যক্তি অসৎ প্রতিগ্রহ বা নিষিদ্ধ প্রতিগ্রহ করে সে ব্রহ্মচর্য্য যুক্ত হইয়া গোষ্ঠে বাস করত গায়ত্রী জপে নিরত অর্থাৎ গায়ত্রী জপশীল হইয়া একমাস পয়োব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। দাতার জাতি ও কর্ম্ম নিবন্ধন প্রতিগ্রহের অসত্ত্ব হইয়া থাকে যেমন চাণ্ডালাদির ও পতিত প্রভৃতির আর দেশ কাল নিবন্ধনও অসত্ত্ব হয় যেমন কুরুক্ষেত্রে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণসময়ে। আর প্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য নিবন্ধনও অসত্ত্ব হয় যেমন সুরা-মেষী মৃৎশয্যা উভয়ত মুখ্য প্রভৃতির। যদি পতিত প্রভৃতি হইতে মেষী আদি গ্রহণ করে তবে ইহা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত দ্রষ্টব্য। দুইটী ব্যতিক্রম দর্শন দ্বারা নিমিত্তেরও গুরুত্ব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ক জপে মনু সংখ্যা বিশেষ কহিয়াছেন। সমাহিত হইয়া তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে এবং একমাস কাল গোষ্ঠে বাস করিয়া পয়ঃপান করিলে অসৎ প্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হয়। ইহাতে প্রত্যহ তিন সহস্র জপ জানিতে হইবে, যেহেতু মাস শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা তিন সহস্র সংখ্যাক জপের প্রতিদিবস ব্যাপিত্ব অবগত হইতেছে। যদি ন্যায় পথবর্ত্তি ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে নিষিদ্ধ মেষাদি গ্রহণ করে আর পতিত প্রভৃতির নিকট হইতে অনিষিদ্ধ ভূমি

আদি গ্রহণ করে, তবে ষট্‌ত্রিংশৎমতে কথিত বচন দেখিতে হইতে হইবে। ঘোরতর প্রতিগ্রহ সমুদয় পবিত্র ইষ্টি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, ঐন্দব মৃগারেষ্টি কদাচিৎ মিত্র-বিন্দা ইষ্টিদ্বারা শুদ্ধ হয় এবং লক্ষ সাবিত্রী জপদ্বারা সমুদয় দুষ্ট প্রতিগ্রহ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ হারীত কহিয়াছেন যে, রাজা হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া একমাস কাল জলমধ্যে সতত বাস করিবে, এবং সতত নিয়ত ব্রত হইয়া দ্বিজগণের ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি সাধন করিয়া ষষ্ঠকালে পয়োভক্ষণ করত মাস পূর্ণ হইলে মুক্ত হইবে ইহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বারম্বার ঘটিলে দেখিতে হইবে। অথবা পতিতাদির নিকট হইতে কুরুক্ষেত্রে ও চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ কালে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর প্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য অল্প হইলে প্রায়শ্চিত্তও অল্প হইবে, হারীত কহেন যে, মনি বসন গোপ্রভৃতির প্রতিগ্রহে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, আর ষটত্রিংশৎ মতেও ‘ ভিক্ষামাত্র গৃহীত হইলে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রতিগ্রহ দ্রব্য ত্যাগ করিয়া তাহার পর করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করেন তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জপ ও তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয়েন ইহা মনুর স্মরণ আছে। এইরূপ অন্যান্য স্মৃতিবাক্য সকল দ্রব্যের সার ও অল্পতা দ্বারা বিষয় বিশেষে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত।

জাত্যাশ্রয়াদি দোষ হেতু নিন্দনীয় ব্যক্তির অন্নাদি গ্রহণ উল্লেখ থাকায় সম্প্রতি যোগীশ্বরের কথিত ব্রত সমুদয় বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্যে জাতিভ্রষ্ট পলাণ্ডু প্রভৃতি ইচ্ছাপূর্ব্বক একবার মাত্র ভক্ষণ করিলে ‘ পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চ ’ ইত্যাদি বচন দ্বারা চান্দ্রায়ণ উক্ত হইয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার ভক্ষণে ,নিষিদ্ধ ভক্ষণং জৈহ্ম্যং ’ ইত্যাদি বচন দ্বারা সুরাপান সম প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। অনিচ্ছাপূর্ব্বক একবার ভক্ষণে সান্তপন বারম্বার ভক্ষণে যতিচান্দ্রায়ণ। ‘অজ্ঞান পূর্ব্বক এই ছয় বস্তু ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে অথবা যতিচান্দ্রায়ণ করিবে অবশিষ্ট বস্তু ভক্ষণে একদিন উপবাস করিবে ইহা মনু স্মরণ করিয়াছেন। বৃহৎ যম কহিয়াছেন যে, খট্ব (পক্ষিবিশেষ) বার্ত্তাক (বেগুন) কুম্ভীক (পানা) ব্রশ্চন প্রভব (ছেদন করিলেও যাহা পুনরায় উৎপন্ন হয়) ভূতৃণ (গন্ধতৃণ খড়) শিশুক (জলজন্তুবিশেষ শুশুক) খুখণ্ড (শাকবিশেষ) ও কবক (রাজশর্ষপ শাক) এই সকল বস্তু ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। তাহা কামত বারম্বার ভক্ষণের পক্ষে। ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিলে তিন দিবস উপবাস করিয়া যাপন করিবে। যোগীশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক একবার মাত্র ভক্ষণে তিন দিন কহিয়াছেন। খট্ব নামক পক্ষী অপরে কুম্ভুক্ত কহে। কবক রাজশর্ষপ শাক, খুখণ্ড উক্ত শাকবিশেষ গোবলীবর্দ্দন্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যম কহিয়াছেন যে, তণ্ডু-

লীয়ক কুম্ভীক বৃশ্চন প্রভব নালিকা নারীকেলী শ্লেষ্মা-ত্মক ফল সকল ভূতৃণ শিগ্রুক খট্ব নামক পক্ষী ও কঙ্ক এই সকলের ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। তাহাও মতিপূর্ব্বক বারম্বার ভক্ষণের পক্ষে। নালিকা নারীকেলী ও খট্বাখ্য শাক বিশেষ। অনিচ্ছা পূর্ব্বক একবার ভক্ষণে এক দিবস উপবাস করিবে ' এই মনু বচন দেখিতে হইবে। তাহাতেই অভ্যাসে আবৃত্তি কল্পনা করিবে। অত্যন্ত অভ্যাস হইলে ' যে অন্ন সংসর্গ দুষ্ট যাহা অকামত ক্রিয়া দুষ্ট এবং যাহা স্বভাব দুষ্ট তাহা ভক্ষণ করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে এই প্রচেতার কথিত বাক্য দ্রষ্টব্য। অকামত একবার নীলি-ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ। ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থানে প্রমাদবশত নীলী (নীলবৃক্ষ) ভক্ষণ করে তবে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হয়। আপস্তম্ব মুনি কহিয়াছেন এই আপস্তম্ব বচন আছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার ভক্ষণে আবৃত্তি কল্পনা করিতে হইবে। ষট্ত্রিংশন্মতে কথিত হইয়াছে যে, শণপুষ্প শাল্মল করনির্ম্মথিত দধি বহির্ব্বেদি পুরোডাশ ভক্ষণ করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিবে। সুমন্ত কহিয়াছেন যে, লশুন পলাণ্ডু গৃঞ্জন কবক ভক্ষণ করিলে অষ্ট সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া মস্তকে জলবিন্দু সেচন করিবে। তাহা বলাৎকার পূর্ব্বক অনিচ্ছাবশত ভক্ষণের বিষয় অথবা তদেকসাধ্য ব্যাধির উপশম নিমিত্ত ভক্ষণবিষয়ে দেখিতে হইবে। অতএব তাহার পরেই কহিয়াছেন, ইহারাই ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা কার্য্যে নিষিদ্ধ

হয় না। যে সমস্ত বস্তু এই প্রকার তাহাতে দোষ নাই মস্তকে জল-বিন্দু প্রক্ষেপ করিবে।

অনন্তর, জাতিভ্রষ্ট সন্ধিনী (বৃষভে আক্রান্তা গাভী) প্রভৃতির ক্ষীরপানে প্রায়শ্চিত্ত। তন্মধ্যে অকামত একবার পানে, দশ দিন গত হয় নাই ঈদৃশী গোর দুগ্ধ উষ্ট্রের দুগ্ধ যাহাদিগের একখুর তাদৃশ জন্তুর দুগ্ধ মেষের দুগ্ধ সন্ধিনীর (ঋতুমতী) দুগ্ধ বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ বন্য মৃগ সমুদয়ের মধ্যে মহিষীভিন্ন অন্যের দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের দুগ্ধ এবং সম্পূর্ণ শুক্লবর্ণ যে সকল দুগ্ধ তৎ সমুদয় বর্জ্জন করিবে। শুক্ল বর্ণের মধ্যে দধি ভক্ষণ করিবে। এবং দধি হইতে উৎপন্ন নবনীত প্রভৃতি ভোজন করিবে- এই কথা বলিয়া শেষে এক দিবস উপবাস করিবে বলায় মনুর কথিত উপবাস দেখিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে যোগীশ্বরোক্ত ত্রিরাত্র উপবাস দ্রষ্টব্য। পৈঠীনসি কহিয়াছেন যে, মেষ খর উষ্ট্র ও মানুষী ক্ষীর প্রাশনে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং পুনর্ব্বার উপনয়ন বিহিত। প্রসবের পরে দশাহ অতীত না হইলে গো ও মহীষির দুগ্ধ পানে ছয় রাত্র উপবাস, অজাভিন্ন সমুদয় দ্বিস্তনীর দুগ্ধ পানে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। শঙ্খ যে, যে সমস্ত দুগ্ধ অভক্ষ্য তাহার বিকার ভক্ষণে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমাহিত হইয়া প্রযত্ন সহকারে সপ্তরাত্র ব্রত করিবে এই যাবক ব্রত কহিয়াছেন, তদুভয়ই কামত অভ্যাস বিষয়। শঙ্খ যে, সন্ধিনী ও অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ শীলের ক্ষীর প্রাশনে পক্ষব্রত বলিয়াছেন 'সন্ধিনী ও অমেধ্য ভক্ষণ কারিণীর দুগ্ধপান করিলে পক্ষব্রত আচরণ

করিবে’ তাহাও অভ্যাস বিষয় একবার পান করিলে গো অজা মহিষী ব্যতীত সমস্ত দুগ্ধ প্রাশন করিয়া উপ-বাস করিবে, প্রসবের পর দশ দিন গত হয় নাই এতাদৃশী গাভীর দুগ্ধ ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ যমজ বৎস প্রসবিত্রীর দুগ্ধ এবং বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ অপবিত্র, এই সকল অপ-বিত্র দুগ্ধ যাহারা পান করে তাহাদিগের উপবাসের বিষয় বিষ্ণু কহিয়াছেন, আর বর্ণ নিবন্ধন প্রতিষেধ আছে। নিজ বৃত্তিস্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যে কপি-লার (কামধেনু বিশেষ) দুগ্ধ পান করে তাহা হইতে অপুণ্যকারী অন্য কেহই নাই ইত্যাদি স্থলে যেখানে প্রতিপদোক্ত প্রায়শ্চিত্ত দেখা না যায় সে স্থলে অবিশেষ বিষয়ে এক দিবস উপবাস করিবে এই মনূক্ত সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে হইবে।

অনন্তর, স্বভাব দুষ্ট মাংসাদি ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত। তন্মধ্যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক একবার ভক্ষণে অবশিষ্ট বিষয়ে একদিন উপবাস করিবে এই মনূক্ত সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্রষ্টব্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে ‘চাষ স্বর্ণচাতক (সোণাচড়া) রক্তপাদ (রক্তবর্ণ চরণ শুকপক্ষী) শৌন (মাংসবিক্রয়ী) বল্লূর (শুষ্কমাংস বা কশাই মাংস বা শূকর মাংস) ও মৎস্য সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। এই যোগীশ্বরের বচন দেখিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার ভক্ষণে, অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে সপ্তরাত্র পয়ঃ পান করিবে’ এই মনূক্ত বচন দেখিতে হইবে। ইহাও বিট্‌শূকরাদি মাংসব্যতিরিক্ত বিষয়। মাং-

সভোজী বিট্‌শূকর (বিষ্ঠা ভক্ষণশীল) উষ্ট্র ও কুক্কুটের মাংস ভক্ষণে এবং নর কাক খর ও অশ্বমাংস ভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্রই বিশুদ্ধির কারণ ইহা মনু জাতিবিশেষে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ কহিয়াছেন। এবং মূত্র পুরীষ প্রাশনে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। বরাহ একশফ (ঘোড়া খুর) কাক ও কুক্কুট যে সকল জন্তু মাংস ভক্ষণ করে তাহাদের যে সমুদয় মাংস অভক্ষ্য বলিয়া কথিত আছে সেই সমস্ত মাংস ও মূত্র এবং পুরীষ আর গো মাংস ভক্ষণ করিলে কুক্কুর শৃগাল ও বানরের মাংস ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত হয়, দ্বাদশ দিবস উপবাস করিয়া কুষ্মাণ্ডের সহিত ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে, ইহা বৃদ্ধ যমের স্মরণ আছে। তন্মধ্যে কামত তপ্তকৃচ্ছ্র, বারম্বার হইলে কুষ্মাণ্ড হোমের সহিত পরাক ব্রত ইহাই ব্যবস্থা। আর প্রচেতা বলিয়াছেন, কুক্কুর শৃগাল কাক কুক্কুট পর্ষত বানর চিত্রক চাষ ক্রব্যাৎ খর উষ্ট্র গজ বাজি বিড়্‌বরাহ গো এবং মনুষ্য মাংস ভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্র আদেশ করিবে, ইহাদিগের মূত্র পুরীষ ভক্ষণে অতিকৃচ্ছ্র ইহা ইচ্ছাকৃতবিষয়। উশনার বচন আছে যে, নরমাংস কুক্কুর মাংস গোমাংস অশ্বমাংস এবং পঞ্চনখাতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ করিলে মহাসান্তপন আচরণ করিবে, তাহা অকামবিষয়। অঙ্গিরার বচন আছে যে, বলাকা, ভাস, গৃধ্র, আখু, খর, বানর ও শূকর ইহাদিগকে দেখিয়া এবং ইহাদিগের অপবিত্র অংশ স্পর্শ করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হয়। দ্বিজাতিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাদিগের অপবিত্র মাংস ভক্ষণ

করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন করিবে অনিচ্ছাবশত ভক্ষণে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। তাহা ভক্ষণ করিয়া উদ্গীরণ করিলে তদ্বিষয়ে জানিতে হইবে। সান্তপন শব্দে এখানে মহাসান্তপন উক্ত হয় যেহেতু অকামত প্রাজাপত্য বিধান আছে। পুনরায় অঙ্গিরার বচন আছে যে, মনুষ্য কাক গর্দ্দভ অশ্ব ও গজের মাংস এবং ইহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। বৃহৎ যম কহেন যে, ব্রাহ্মণ শুষ্কমাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে, এই উভয়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার ঘটিলে তাহার বিষয়। শঙ্খ কহেন যে, যাহাদিগের দুই পাটি দন্ত এবং যাহারা একখুর অর্থাৎ যাহাদিগের খুর যোড়া তাহাদিগের ও উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ করিলে ছয় মাস ব্রত আচরণ করিবে ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত অভ্যাসের বিষয়। অন্য স্মৃতিতে উক্ত আছে, নরমাংস বিড্বরাহ খর গো অশ্ব গজ উষ্ট্র সমস্ত পঞ্চনখ বিশিষ্ট পশুমাংসাশী পশু ও গ্রাম্য কুক্কুট ভক্ষণ করিলে সম্বৎসর ব্রত করিবে, তাহাও অত্যন্ত অনবচ্ছিন্ন অভ্যাস বিষয়।

এই প্রকরণে মূত্র ও পুরীষ উল্লেখ থাকায় বশা শুক্র রক্ত মজ্জা ও তৎতুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। কর্ণছিদ্রপ্রভৃতির ছয় প্রকার মলের বিষয়ে অর্দ্ধ কল্পনা করিতে হইবে। কেশ প্রভৃতির বিষয়ে ষট্‌ত্রিংশৎমতে বিশেষ উক্ত হইয়াছে। অজ মেষ মহিষ ও মৃগের আমমাংসভক্ষণে এবং কেশনখরুধির প্রাশনে বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্রিরাত্র, অজ্ঞান

পূর্ব্বক একদিন উপবাস। প্রচেতা কহিয়াছেন যে, নখ কেশ মৃত্তিকা ও লোষ্ট ভক্ষণে অহোরাত্র ভোজন না করিলে শুদ্ধি, তাহাও অনিচ্ছাবশত একবার ভক্ষণের বিষয়। অন্য স্মৃতির বচন যে, কেশ কীট ও নখ প্রাশন করিয়া এবং মৎস্যের কণ্টক ভক্ষণ করিলে হেমের সহিত উত্তপ্ত ঘৃতপান করিয়া তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। তাহা মুখমাত্রে প্রবেশ বিষয়। যদি পাত্রস্থ অন্ন কেশদ্বারা দূষিত হয় তবে অন্ন ভোজনকালে তাহা মক্ষিকা ও কেশাদিদ্বারা দূষিত হইলে পশ্চাৎ জলস্পর্শ করিবে এবং সেই অন্ন ভস্মের সহিত স্পর্শ করিবে এই প্রচেতার কথিত বচন জানিতে হইবে। এই শ্লোক প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত। অতিশয় সূক্ষ্মতর কৃমি কীট ও অস্থি ভক্ষণ-বিষয়ে হারীত বিশেষ কহিয়াছেন, কৃমি কীট পিপীলিকা জলৌকা পতঙ্গ ও অস্থিপ্রাশনে গোমূত্র এবং গোময় আহার করত ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হয়। এইরূপে জলৌকা মৎস্যাদি পশুপক্ষি জলচর নরমাংসাদি ভক্ষণে সংক্ষেপত প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় প্রদর্শিত হইল গ্রন্থগৌরবভয়ে প্রতি-ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত লিখিত হইল না।

অনন্তর, অশুচি সংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ বিষয়ে প্রায়-শ্চিত্ত, তন্মধ্যে উচ্ছিষ্ট অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে। তদ্বিষয়ে মনু কহেন, ‘ বিড়াল কাক কুক্কুর ও নকুল প্রভৃতি উচ্ছিষ্ট এবং কেশ কীট যুক্ত বস্তু ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মী সুবর্চ্চলা পান করিবে ’ এস্থলে কাল বিশেষ উক্ত না হওয়ায় অকামত হইলে একরাত্র বিবে-

চনা করিতে হইবে, বিষ্ণু কহেন যে ' পক্ষি ও শ্বাপদ-কর্তৃক যে রস বা বহুল অন্ন ভক্ষিত হইয়াছে তাহা এবং সংস্কার রহিত অন্ন ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্রপাদ আচরণ করিবে, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে তদ্বিষয়, সংস্কারের বিষয় মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ' দেবদ্রোণ্যা ' ইত্যাদি বচন দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। শাতাতপ কহেন ' কুক্কুর কাকাদিস্পৃষ্ট ও শূদ্র সংস্পৃষ্ট ভোজনে অতিকৃচ্ছ্র, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনঃপুন হইলে। শঙ্খ কহেন যে, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে একমাস ব্রতী হইবে, কাকোচ্ছিষ্ট এবং গোকর্তৃক আঘ্রাত অন্নাদি ভোজনে একপক্ষ যাবক ব্রত আচরণ করিবে। তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার হইলে জানিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদির উচ্ছিষ্ট ভোজনে বৃহৎবিষ্ণু কহিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে সপ্তরাত্র পঞ্চগব্য পান করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে পঞ্চরাত্র, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট অশনে ত্রিরাত্র, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজনে একাহ ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃতবিষয়ে। যমের বচন যে, ব্রাহ্মণের সহিত অন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়ের সহিত অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হয়। বৈশ্যের সহিত অন্ন ভোজন করিলে অতিকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হয় আর শূদ্রের সহিত অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, তাহা কামত বারম্বার হইলে তদ্বিষয়। পুনশ্চ শঙ্খের বচন আছে যে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টভোজন করিলে

মহাব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলপান করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট অশনে ব্রাহ্মী রসের সহিত পক্ব দুগ্ধ পান করত তিন দিন যাপন করিবে। বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে তিন দিবস উপবাস করিয়া ব্রাহ্মী সুবর্চ্চলার রস পান করিবে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয়রাত্র উপবাস করিয়া থাকিবে। তাহা অনিচ্ছাবিষয়ক। তাহা বারম্বার হইলে দ্বৈগুণ্য কল্পনা করিতে হইবে। ইহা পিতাপ্রভৃতি ব্যতিরিক্ত অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনে জানিতে হইবে যেহেতু পিতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে ইহা আপস্তম্ব স্মরণ করিয়াছেন। বৃহৎব্যাসের বচন যে, মাতা ভগিনী ভার্য্যা বা অন্য স্ত্রী লোকের সহিত ভোজন করিবে না, করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, তাহা সহভোজন বিষয়। উচ্ছিষ্টমাত্র ভোজনের বিষয়ে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে সপ্তরাত্র উপবাস স্ত্রীলোকের পক্ষেও এই বিধি ইহাতে আপস্তম্বের উক্ত বচন দেখিতে হইবে। অঙ্গিরার বচন যে, ব্রাহ্মণীর সহিত বা তাহার উচ্ছিষ্ট যদি কদাচ কেহ ভোজন করে, সমস্ত মনীষিগণ তাহাতে দোষ জ্ঞান করেন না, তাহা বিবাহ বিষয় অথবা আপদ্‌বিষয়। অন্ত্যোচ্ছিষ্ট ভোজন বিষয়ে আপস্তম্ব যাহা কহিয়াছেন তাহা জানিতে হইবে, যথা দ্বিজাতিগণ অন্ত্যজজাতীয় গণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দিগের যথাক্রমে চান্দ্রায়ণ কৃচ্ছ্রব্রত ও তাহার অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। অন্ত্যাবসায়ীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে চাণ্ডাল পতিত প্রভৃতির

উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, ক্ষত্রিয় সান্তপন অনুষ্ঠান করিবে, এবং আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণদ্বয়ের ছয়রাত্র ও ত্রিরাত্র উপবাস বিহিত ইহা অঙ্গিরা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, এস্থলে সান্তপন শব্দে মহাসান্তপন জানিতে হইবে। আপদ্বিষয়ে যথা, আপদ্কালে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র গৃহে ভোজন করে তবে মনস্তাপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে এবং শতরুদ্রপদ মন্ত্র জপ করিবে এই পরাশরের বচন জানিতে হইবে। দীপোচ্ছিষ্ট বিষয়ে বিধি এইযে, দীপের অবশিষ্ট তৈল রাত্রিকালে পথমধ্যে যাহা আহৃত হয় এবং অভ্যঙ্গ তৈলাদির যাহা অবশিষ্ট রহে তাহা ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হয়, ইহা ষট্ত্রিংশৎ মতে উক্ত ব্যবস্থা জানিতে হইবে। বৃহৎশাতাতপ কহিয়াছেন যে, পানের অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে এবং ভোজন কালে মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা অভোজ্য যদি তাহা ভোজন করে তবে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, তাহা অভ্যাস বিষয় যেহেতু নিমিত্ত অতিশয় লঘু। ব্রাহ্মণ কোন স্থলে পীতোচ্ছিষ্ট পানীয় জল পান করিলে অথবা, বামহস্ত দ্বারা পান করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক করিলে তদ্বিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত অনিচ্ছাবশত হইলে অর্দ্ধ কল্পনা করিতে হইবে।

অনন্তর, অশুচি দ্রব্য সংসৃষ্ট ভক্ষণ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত। তদ্বিষয়ে সম্বর্ত্ত কহেন যে, কেশ কীট সংস্পৃষ্ট নীল ও লাক্ষাযুক্ত স্নায়ু অস্থি ও চর্ম্মসঙ্গত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে

একাহ উপবাস করিবে। শাতাতপও কহিয়াছেন, কেশ কীট সংস্পৃক্ত রুধির মাংস অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট ভ্রূণ-হত্যাকারি কর্ত্তৃক দৃষ্ট পক্ষিকর্ত্তৃক অবলীঢ় কুক্কুর শূকর গোদ্বারা আঘ্রাত শুষ্ক পর্য্যুষিত বৃথাপক্ক দেবান্ন ঘৃতাদি ভোজনে উপবাস ও পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে, এই দুইটী অকাম বিষয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে বিষ্ঠামূত্র দ্বারা দূষিত মৃত্তিকা জল পুষ্প ফল কন্দ ইক্ষু মূল প্রভৃতি ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রপাদ আচরণ করিবে। সন্নিকৃষ্টে অর্দ্ধ অশুচি ভোজনে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, এই বিষ্ণুর বচন বিজ্ঞেয়। অল্প সংসর্গে পাদ মহাসংসর্গে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ইহা ব্যবস্থা। ব্যাস কহিয়াছেন যে, যে অন্ন সংসর্গ দুষ্ট এবং যাহা ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াদুষ্ট আর যাহা স্বভাব দুষ্ট তাহা ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিবে, ইহা সংসৃষ্ট অপবিত্র রস প্রভৃতির বিষয়ে জানিতে হইবে।

রজস্বলা প্রভৃতির সংস্পর্শ বিষয়ে শঙ্খ কহিয়াছেন যে, অপবিত্র পতিত চাণ্ডাল পুক্কশ রজস্বলা অবধূত কুণি কুষ্ঠি কুনখি সংস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। কুণি শব্দে যাহার হস্ত বিকল হইয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত বিষয়ে, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে অর্দ্ধ। অস্পৃশ্য অশৌচ যুক্ত কেশ কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন-ভোজন করিলে কুশ উডুম্বর বিল্ব পনস পদ্মপত্র শঙ্খ-পুষ্পী ও সুবর্চ্চলাদির ক্বাথ পান করিয়া শুদ্ধ হয়,। বিষ্ণু ইহা যে কহিয়াছেন তাহা অসমর্থের পক্ষে অথবা

রজকাদি স্পর্শ বিষয়ে। শূদ্রাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে হারীতের বচন জানিতে হইবে। শূদ্র ও অপবিত্র বস্তু সংসর্গকারী কীট স্পৃষ্ট অন্ন অভোজ্য, ভোজন করিতে করিতে যেস্থানে শূদ্র দান বা স্পর্শ করে যেহেতু ভোজন কালে সে পংক্তিতে প্রবেশ করিতে অযোগ্য, ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করিতে থাকিলে যেস্থানে উত্থিত হইয়া উচ্ছিষ্টের অবশিষ্ট প্রদান করে বা আচমন করে অথবা যে স্থানে নিন্দা করিয়া অন্ন প্রদান করে সে স্থানে অহোরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। উচ্ছিষ্ট পংক্তিতে ভোজন করিলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। যে ব্রাহ্মণ কখনও উচ্ছিষ্ট পংক্তিমধ্যে ভোজন করে সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য-দ্বারা শুদ্ধ হয়, ইহা ক্রতুর স্মরণ আছে। বাম হস্তনির্মুক্ত অন্নভোজনে কহিতেছেন, বামহস্তে উদ্ধৃত অন্ন যে ভোজন করে, যে ব্যক্তি ভুক্তভাজনে ভোজন করে যম ইহাই কহেন যে, এরূপ ভোজন করিলে সান্তপন আচরণ করিবে, ইহা ষড়্বিংশ মতে উক্ত দেখিতে হইবে, আর পরাশরও এবিষয়ে কহিয়াছেন যে, এক পংক্তিমধ্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ গণের সহ ভোজন সময়ে যদি এক ব্যক্তিও পাত্র পরিত্যাগ করে তবে শেষ অন্ন ভোজন করিবে না, মোহ বশত সেই পংক্তি মধ্যে যদি কেহ ভোজন করে তবে তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন হয়, ব্রাহ্মণ তাহাতে কৃচ্ছ্রসান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। শবাদি স্পৃষ্ট কূপ প্রভৃতির জল পান বিষয়ে বিষ্ণু কহেন, যাহাতে পঞ্চনখ পশু মৃত হইয়াছে এবং যাহা অতিশয় উপহত

ছুইয়াছে তাদৃশ কূপ হইতে উদ্ধৃত জল পান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ক্ষত্রিয় দুই দিন বৈশ্য এক দিন শূদ্র এক রাত্রি মাত্র উপবাস করিবে, পরিশেষে সকলকেই পঞ্চগব্য প্রাশন করিতে হইবে। অতিশয় উপহত শব্দে যাহা মূত্র পুরীষাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে ইহাই অভিপ্রেত। যদি সেই কূপজল শবস্পৃষ্ট বা শব-শরীর দ্বারা মিশ্রিত হয় তবে হারীত তদ্বিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন, কূপস্থ জল যদি শবদ্বারা ক্লিন্ন বা মিশ্রিত হয় এবং সেই জল যদি পান করে তবে তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। যদি কোন দ্বিজবর প্রমাদ বশত তাহাতে স্নান করে তবে ত্রিষবণস্নাত হইয়া জপ করত অহোরাত্রে শুদ্ধ হয়। এই চান্দ্রায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মানুষ শবদূষিত কূপজল পান করিলে তাহার বিষয়, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে ছয় দিন ব্রত করিবে। কূপস্থ শব যদি তদীয় জলে ক্লিন্ন ও ভিন্ন দৃষ্ট হয় এবং সেই জল পান করে তবে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি, মনুষ্যের শবমিশ্রিত হইলে দ্বিগুণ স্মৃত হইয়াছে, ইহা দেবলের স্মরণ আছে। যদি চাণ্ডালের কূপাদি স্থিত জল পান করে তবে আপস্তম্বের বচন দেখিবে, মনুষ্য যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক চাণ্ডালের কূপ ভাণ্ডস্থ জল পান করে তবে প্রতিবর্ণে কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিবে? ব্রাহ্মণ সান্তপন আচরণ করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে, বৈশ্য তাহার অর্দ্ধ এবং শূদ্রে তাহার পাদ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিবে। অনিচ্ছাপূর্ব্বক ঘটিলে,

অজ্ঞান বশত যদি কেহ চাণ্ডাল কূপভাণ্ডস্থ জল পান করে তবে সে তিন দিনে শুদ্ধ হইবে আর শূদ্র একদিবসে শুদ্ধ হয় এই দেবলের বচন দেখিবে, চাণ্ডালাদির সম্বন্ধীয় অল্প জলাশয়েও কূপের ন্যায় শুদ্ধি, মহীতলে স্থিতিশীল অল্পজলাশয়ে কূপের ন্যায় শুদ্ধি কথিত হইয়াছে বৃহৎ জলাশয় সকলে দোষ নাই, ইহা বিষ্ণু স্মরণ করিয়াছেন। পুষ্করিণী প্রভৃতির বিষয়ে আপস্তম্বের বচন আছে যে, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির পুষ্করিণী অথবা হ্রদে জলপান করিলে জানু পরিমিত জল শুচি জানিবে তার জানু পরিমাণের নিম্নস্থ জল অশুচিরূপে স্মৃত হইয়া থাকে, যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক সেই জল পান করে সে অনিচ্ছাবশত হইলে নক্তভোজী হইবে ইচ্ছাবশত ঘটিলে অহোরাত্র উপবাস করিবে ইহা বিজ্ঞেয়। রজকাদি ভাণ্ডস্থিত জল বিষয়ে পরাশর কহিয়াছেন যে, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রমাদ বশত অন্ত্যজ গণের ভাণ্ডস্থিত জল দধি ও দুগ্ধ পান করে তবে দ্বিজাতিগণের ব্রহ্মকূর্চ্চ (ব্রত বিশেষ) উপবাস দ্বারা নিষ্কৃতি হয় এবং শূদ্রের কেবল উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। ইচ্ছাবশত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত।

অন্ত্যজ জাতিকর্ত্তৃক খনিত বাপী কূপ তড়াগে স্নান করিলে এবং তাহার জল পান করিলে প্রাজাপত্যব্রত-দ্বারা শুদ্ধি; ইহা আপস্তম্ব কথিত অভ্যাস বিষয় জানিতে হইবে। আর আপস্তম্ব যে চাণ্ডাল প্রভৃতির তড়াগ কূপাদির জল পানে পঞ্চগব্যমাত্র ভক্ষণ করিতে

বলিয়াছেন, অরণ্যে পানীয়শালামধ্যে পাষাণে ঘটে দ্রোণীতে কোশ নিঃসৃত জল এবং শ্বপাক ও চাণ্ডাল পরিগ্রহে জল পান করিলে পঞ্চগব্যদ্বারা শুদ্ধ হইবে, তাহা অসমর্থের পক্ষে। যে ব্যক্তি প্রপা অর্থাৎ পাণীয় শালাতে গমন করিয়া জল পান ব্যতিরেকে শরীরে সেচন করে, সে এক দিবস যাপন করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান আচরণ করিবে, সুরাঘটের জল প্রপাজল ও নৌকার জল পান করিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ও জল পান করিবে।

অনন্তর, ভাবদুষ্ট ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত।

বর্ণত অথবা আকারত বিসদৃশহেতু নিন্দিত শরীর মলাদির ন্যায় যাহাতে দুর্গন্ধ জন্মায় তাহাকে ভাবদুষ্ট কহে, কিম্বা শত্রুপ্রযুক্ত গরলাদি শঙ্কায় যাহা ভক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে পরাশর কহেন, বাগ্‌দুষ্ট ভাবদুষ্ট ভাজনে ভাবদূষিত অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ ত্রিরাত্র-ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হয়েন, ইহা ইচ্ছাবশত হইলে তদ্বিষয়ে শঙ্কা হইলে, অভোজ্য এবং অভক্ষ্য সঞ্জিত শঙ্কার বিষয় সমুৎপন্ন হইলে আহার শুদ্ধি বলিতেছি তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র ক্ষার লবণ শূন্য রুক্ষ ব্রাহ্মী সুবর্চ্চসা অথবা শঙ্খপুষ্পী দুগ্ধের সহিত পান করিবে। পলাস ও বিল্বপত্র কুশ পদ্ম উডুম্বর ক্বাথ করিয়া রস পান করিলে ত্রিরাত্র মধ্যে শুদ্ধ হয়, এই বশিষ্ঠ বচন দেখিতে হইবে। মনু ও অভোজ্য ভোজন শঙ্কা বিষয়ে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত ভুক্ত শুদ্ধির নিমিত্ত এক

বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে, জ্ঞাত হইলে বিঃশঙ্ক আচরণ করিবে।

অনন্তর, কালভ্রষ্ট ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত; পর্য্যুষিত এবং যে গোর প্রসবের পর দশ দিন অতীত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ প্রভৃতি কালভ্রষ্ট। তন্মধ্যে অনিচ্ছাবশত হইলে শেষ বিষয়ে এক দিন উপবাস করিবে, এই মনুবচন জানিতে হইবে। আর ইচ্ছাপ্রযুক্ত হইলে স্নেহাদি ব্যতিরেকে যাহা কেবল শুষ্ক এবং যাহা পর্য্যুষিত আর পিষ্টকভর্জ্জনপাত্রে যাহার পাক হইয়াছে, তাহা ভোজন করিলে ত্রিরাত্র ব্রত ধারণ করিবে। এই শঙ্খের বচন জানিবে। কেবল শব্দে যাহা স্নেহ দ্রব্যযুক্ত নহে, যে গোর প্রসবের পর দশ দিন গত হয় নাই, তাহার দুগ্ধাদি পান বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নবোদক পানে পঞ্চগব্য প্রাশন করিতে হইবে। শৃঙ্গ অস্থি দন্ত শঙ্খ শুক্তি ও কপর্দ্দকদ্বারা নির্ম্মিতপাত্রে ভোজন করিলে এবং নবোদক পান করিলে, পঞ্চগব্য প্রাশন দ্বারা শুদ্ধি হয়, ইহা বৃহৎ যাজ্ঞবল্ক্যের স্মরণ আছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে উপবাস কর্ত্তব্য। কালে নবোদক শুদ্ধ, কিন্তু তিন দিন তাহা পান করিবে না, অকালে দশ দিন, যদি তাহা পান করে তবে অহোরাত্র ভোজন করিবে না, ইহা অন্য স্মৃতিতে দেখা যায়।

গ্রহণকালে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। নবশ্রাদ্ধে গ্রামযাজকের অন্ন গ্রহণ সময়ে এবং নারীগণের প্রথম গর্ভ হইলে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ

করিবে, ইহা শাতাতপের স্মরণ আছে। যদি গ্রহণের অন্যত্র নিষিদ্ধকালে ভোজন করে, তদ্বিষয়ে মার্কণ্ডেয় কহেন, হে ভার্গব! যে দিবসে চন্দ্র অথবা সূর্য্যের গ্রহণ হইবে, সেই দিন গ্রহণের পূর্ব্বে এবং গ্রহণকালে ভোজন করিবে না; আর চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তগত হইতেছেন এমন সময়ে ভোজন করিবে না, যে পর্য্যন্ত তাঁহার উদয় না হয়, তাবৎকাল ভোজন করিবে না। অপিচ প্রথম যামের পর দ্বিতীয় যামের মধ্যে যদি চন্দ্র গ্রহণ হয়, তবে আবর্ত্তের পূর্ব্বে প্রথম যামের মধ্যে ভোজন করিবে। আর অপরাহ্নে পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে এবং উদয় অবধি তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রহণ হইলে তাহার পূর্ব্বে ভোজন করিবে না। মনু কহিয়াছেন যে, সন্ধ্যাকালে অতি প্রত্যূষে এবং অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না ইত্যাদি। বৃহৎ শাতাতপ কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীকামনা করে, তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তি রাত্রিকালে ধানা দধি শক্তু ও তিল সম্বন্ধীয় দ্রব্য ভোজন এবং স্নান বর্জ্জন করিবে, এই প্রকার অনাদিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সকল সর্ব্বপাপ মোচনের নিমিত্ত শত প্রাণায়াম করিবে। উপপাতক জাতপাপ সকলের এবং অনাদিষ্ট বিষয়ে যোগীশ্বরের কথিত শত প্রাণায়াম দেখিতে হইবে। অনিচ্ছাবশত হইলে অবশিষ্ট সকলে এক দিবস উপবাস করিবে, এই মনু কথিত উপবাস জানিতে হইবে।

অথ গুণভ্রষ্ট শুক্তাদি ভক্ষণ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত।

তদ্বিষয়ে মনু কহেন, ব্রাহ্মণ শুক্ত, কষায় ও অপবিত্র

দ্রব্য পান করিলে যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহা অধোগত না হয়, তাবৎ অপ্রযত অর্থাৎ অশুচি থাকে। এবিষয় অনিচ্ছাবশত ঘটিলে, অবশিষ্ট বিষয়ে এক দিন উপবাস করিবে, এই উপবাস ব্যবস্থা জানিবে। ইচ্ছা প্রযুক্ত হইলে কেবল শুক্ত এবং যাহা পর্য্যুষিত ও ভর্জ্জনপাত্রে যাহা পক্ক হয়, তাহা ভোজন করিলে ত্রিরাত্রব্রতী হইবে এই শঙ্খের বচন বিশেষরূপে জানিবে। ইহা আমলকাদি ফলযুক্ত কাঞ্জিকাদি ব্যতিরেকে দেখিতে হইবে। ফলের সহিত কুণ্ডিকা যে সকল গৃহে স্থাপিত হয়, তাহার কাঞ্জিকা গ্রহণ করিবে, অন্য কাঞ্জি কদাচ গ্রহণ করিবে না। ইহা স্মরণ আছে, যাহার স্নেহ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে যথা উদ্ধৃত স্নেহ বিলয়ন পিণ্যাক (ফল বিশেষ) মথিত প্রভৃতি যাহার সারভাগ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবে না, ইহা কহিয়া পূর্ব্বে পঞ্চনখ হইতে ছর্দ্দন ও ঘৃত প্রাশন ইত্যাদি গৌতম বচন দেখিতে হইবে বিলয়ন শব্দে ঘৃতের মল। যে হোম না করে, তাহার অন্ন ভোজন বিষয়ে লিখিত কহেন, যাহার অগ্নিতে আহুতি নিক্ষিপ্ত হয় না, যাহার অন্ন প্রদত্ত হয় না, ব্রাহ্মণগণ তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না, করিলে এক দিবস উপবাস করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিবে। বৃথা কৃসর সংযাব পায়স অপূপ (পিষ্টক) শষ্কুলী (পুরী) অনাহিতাগ্নির পক্ষে অবশিষ্ট বিষয়ে এক দিন উপবাস করিবে, এই উপবাস দেখিতে হইবে।

ভিন্ন ভাজনাদিতে ভোজন বিষয়ে সংবর্ত্ত কহিয়াছেন যে, শূদ্রের পাত্রে এবং ভিন্ন ভাজনে ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসী হইয়া পঞ্চগব্য প্রাশনদ্বারা শুদ্ধ হয়। আর অন্য স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে, যে, বট অর্ক ও অশ্বত্থ পত্র সকল কুম্ভী তিন্দুকপত্র কোবিদার ও কদম্বপত্রে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। আর গৃহী ব্যক্তি পলাশ ও পদ্মপত্রে ভোজন করিলে ঐন্দব আচরণ করিবে, বানপ্রস্থ ও যতি চান্দ্রায়ণ ফল লাভ করে।

অনন্তর, হস্তদানাদি ক্রিয়াদুষ্ট অভোজ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত। তদ্বিষয়ে পরাশর কহেন, মাক্ষিক (মধু) ফাণিত (অর্দ্ধ আবর্ত্তিত ইক্ষুরস) শক্তু, গোরস (দুগ্ধ) লবণ ও ঘৃত হস্তদ্বারা দত্ত এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এক দিন ভোজন করিবে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত দত্ত ভোজনে অব্রাহ্মণের সমীপে ভোজনে দুষ্টপংক্তি মধ্যে ভোজনে পংক্তির অগ্রে ভোজনে অভ্যক্ত মূত্র পুরীষকরণে মৃতসূতক শূদ্রান্ন ভোজনে এবং শূদ্রের সহিত একশয্যায় শয়নে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, এই হারীতের বচন জানিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে আদান দোষযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণের অন্ন যদি শূদ্র দান করে এবং শূদ্রের অন্ন যদি ব্রাহ্মণ দান করে, তবে সে দুইই অভোজ্য হয়, তাহা ভোজন করিলে এক দিন উপবাস করিবে, এই বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যের বচন অবগত হইতে হইবে। শূদ্রের হস্তে ভোজনের পক্ষে, যে কখনও শূদ্রের হস্তদ্বারা ভোজন

বা পানীয় পান করে, সে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য প্রাশনদ্বারা শুদ্ধ হয়, এই মনু বচন জানিতে হইবে। ধমন দোষযুক্ত বিষয়েও কথিত আছে যে, আসনে পদস্থাপন করিয়া অথবা অৰ্দ্ধবস্ত্র প্রাবরণ করিয়া মুখের দ্বারা ধমন অর্থাৎ শব্দ করিয়া ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে, ইহা তিনিই (মনু) কহিয়াছেন। পিতৃলোকের উদ্দেশে ত্যক্ত অন্ন ভোজন বিষয়ে উক্ত আছে যে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে যদি ভোজন করে তবে ছয়বার প্রাণায়াম আচরণ করিবে। মাসত্রয় হইতে বৎসরান্ত পর্য্যন্ত উপবাসও কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে, সপিণ্ডনে অহোরাত্র অসরূপে এবং পারণে নক্তব্রত স্মৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের শ্রাদ্ধ ভোজনে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ বৈশ্যের ত্রিগুণ এবং শূদ্রের সাক্ষাৎ ভোজনে ইহার চতুর্গুণ স্মৃত হইয়াছে।

অতিথি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ব্রাহ্মণেরা জল পান করে, সেই বারি রুধির তুল্য হয়, অতএব তাহা পান করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, এই ভারদ্বাজের বচন অবগত হওয়া উচিত। হারীতও কহিয়াছেন যে, একাদশাহ ও অস্থি সঞ্চয় মধ্যে তিন দিন ভোজন করিলে উপবাস পূর্ব্বক বিধিবৎ স্নান করিয়া কুষ্মাণ্ডের সহিত ঘৃত হোম করিবে। বিষ্ণুও বলিয়াছেন, নব শ্রাদ্ধে প্রাজাপত্য আদ্য মাসিকে পাদহীন ত্রৈপক্ষিকে তাহার অৰ্দ্ধ দ্বিমাসিকে পঞ্চগব্য প্রাশন ইহা আপদ্বিষয়,

আপদ্ ভিন্নকালে নবশ্রাদ্ধে চান্দ্রায়ণ মিশ্রকে প্রাজাপত্য পুরাণে একাহ প্রাজাপত্য বিহিত হয়, এই হারীত বচন দ্রষ্টব্য, মিশ্রকে প্রাজাপত্য ইহা আদ্য মাসিক বিষয় দেখিতে হইবে। দ্বিতীয়াদি মাসিকে নবশ্রাদ্ধে প্রাজাপত্য আদ্য মাসিকে পাদহীন ত্রিপক্ষে তাহার অর্দ্ধ দ্বৈমাসিকে পাদপ্রায়শ্চিত্ত ষাণ্মাসিক ও বার্ষিকশ্রাদ্ধে পাদোন কৃচ্ছ্রব্রত উদ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্য মাসে ত্রিরাত্র ব্রত প্রতি বৎসর হইলে একরাত্র ব্রত এই ষট্ত্রিংশৎ মতের বচন দেখা উচিত। আপদ্ ভিন্ন সময়ে ক্ষত্রিয়াদি শ্রাদ্ধ ভোজন বিষয়ে তাহাতেই (ষট্ত্রিংশৎ মতে) বিশেষ কথিত হইয়াছে। নবশ্রাদ্ধে চান্দ্রায়ণ মাসিকে পরাক ত্রৈপক্ষিকে সান্তপন এবং দ্বৈমাসিকে কৃচ্ছ্র স্মৃত হয়। ক্ষত্রিয়ের নবশ্রাদ্ধে এই ব্রত কথিত হইয়াছে। বৈশ্যের নবশ্রাদ্ধে মনীষিগণ ক্ষত্রিয় হইতে অর্দ্ধার্দ্ধ কহিয়াছেন, শূদ্রের নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে দুইটী চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধে সার্দ্ধ চান্দ্রায়ণ, ত্রিপক্ষে ঐন্দব স্মৃত হইয়াছে, মাসদ্বয়ে পরাক, তাহার পর সান্তপন স্মৃত হইয়া থাকে। শঙ্খের বচন আছে যে, নবশ্রাদ্ধে চান্দ্রায়ণ, মাসিকে পরাক ব্রত স্মৃত হয়, ত্রিপক্ষে অতি কৃচ্ছ্র, ষাণ্মাসিকে কৃচ্ছ্রব্রত, বার্ষিক শ্রাদ্ধে পাদকৃচ্ছ্র পুনর্বার্ষিক শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস শঙ্খের বচনানুসারে অতঃপর দোষ হয় না, তাহা সর্পাদিহত বিষয়ে অথবা স্তেন পতিত ও ক্লীব ইত্যাদি অপাংক্তেয় বিষয়ে। চাণ্ডাল হইতে জল হইতে সর্প হইতে ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্য ও অগ্নি

হইতে দংষ্ট্রিগণ হইতে এবং পশুগণ হইতে পাপকর্ম্মা মানবগণের মরণ হয় এবং যাতনানামক বিষ উদ্বন্ধন এবং উদকদ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ ইহাদিগের ষোড়শ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে ইন্দুব্রত করিবে। আর একাদশ দিবসে অপাংক্তেয়গণের অন্ন উদ্দেশ করিয়া যে শ্রাদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ তাহাতে অন্ন ভোজন করিলে শিশু চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। আর আম শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতদ্বারা শুদ্ধ হয়। সঙ্কল্পিত শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাসদ্বারা যাপন করিতে হইবে, ইহা ভরদ্বাজকর্ত্তৃক গুরু প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে বৃদ্ধ যম বিশেষ কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারি ব্রতবিশিষ্ট যে ব্রাহ্মণ মাসিকাদি শ্রাদ্ধে ভোজন করিবে, তাহার ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়, সে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে, ইহা অজ্ঞান বিষয়, জ্ঞানপুর্ব্বক হইলে তিনিই কহেন যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি মধু মাংস ও সূতক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তবে সে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য-ব্রত আচরণ করিবে এবং ব্রতের শেষ সমাপন করিবে। আম শ্রাদ্ধে সর্ব্বত্র অর্দ্ধ। আম শ্রাদ্ধে সর্ব্বত্র তদর্দ্ধ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ইহা ষট্‌ত্রিংশৎ মতে কথিত আছে। উশনা কহিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া জল পান করিবে। তদনন্তর, সন্ধ্যার উপাসনা করিলে শুদ্ধ হইবে, তাহা অনুক্ত শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়। সংস্কারের অঙ্গভূত শ্রাদ্ধ ভোজন বিষয়ে ব্যাস

বিশেষ বলিয়াছেন, নামকরণের পূর্ব্বে নিবৃত্ত চূড়হোমে এবং জাতকর্ম্মে ভোজন করিলে সান্তপন আচরণ করিবে, দ্বিজবর এতদ্ভিন্ন অন্য সংস্কার সকলে নিয়োগ বশত নিন্দনীয় ভোজনে উপবাসদ্বারা শুদ্ধ হইবে। সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার বিষয়ে ধৌম্য বিশেষ কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মোদনে সোমে সীমন্তোন্নয়নে জাত শ্রাদ্ধে ও নব শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, এস্থলে ব্রহ্মোদন নামক কর্ম্ম সোমের সাহচর্য্যবশত যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ কর্ম্ম বিশেষ।

অথ পরিগ্রহাভোজ্য ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত। যাহা স্বরূপত অনিষিদ্ধ হইলেও অবিশিষ্ট পুরুষ স্বামিক বলিয়া অভোজ্য কথিত হয়, তাহাই পরিগ্রহাশুচি। তদ্বিষয়ে যোগীশ্বরকর্ত্তৃক অদত্ত ও অগ্নিহীনের অন্ন আপদ্ ভিন্নকালে ভক্ষণ করিবে না, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধপঞ্চশ্লোকদ্বারা অভোজ্য অন্ন প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনুও তাহাই কিঞ্চিৎ অধিক করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যে যজ্ঞ শ্রোত্রিয়দ্বারা বিতত হয় নাই তাহাতে যাহাতে গ্রামযাজি ব্যক্তি হোম করিয়াছে তাহাতে স্ত্রীলোক অথবা ক্লীবকর্ত্তৃক হুতযজ্ঞে ব্রাহ্মণ কদাচ ভোজন করিবে না এবং মত্ত ক্রুদ্ধ ও আতুরগণের অন্ন কখন ভোজন করিবে না, গণান্ন গণিকার অন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিন্দিত অন্ন চোর ও গায়কের অন্ন সূত্রধার ব্যবসায়ীর ও বৃদ্ধি উপজীবির অন্ন দীক্ষিত কৃপণ নিগড়দ্বারা বদ্ধ ব্যক্তির অভিশাপগ্রস্ত ষণ্ড পুংশ্চলী দাম্ভিক চিকিৎ-

সক, মৃগয়ু (ব্যাধ) ক্রূর ও উচ্ছিষ্টভোজীর অন্ন, উগ্রান্ন স্যূতিকান্ন পর্য্যায়ান্ন অনির্দ্দশ (যাহার দশ দিন অশৌচ শেষ না হইয়াছে তাহার অন্ন) দেবতা ও পিতৃ উদ্দেশে অপহৃত হয় নাই তদ্রূপ বৃথা মাংস, অবীরা নারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, নগরের অন্ন, পতিতের অন্ন এবং পতিত ব্যক্তির অবেক্ষিত অন্ন, খল ও মিথ্যাবাদীর অন্ন, ক্রেতা ও বিক্রেতার অন্ন, নট ও তন্তুবায়ের অন্ন, কৃতঘ্নজনের অন্ন, কর্ম্মার নিষাদ ও রাঙ্গাবতরণের অন্ন, সুবর্ণকার বৈণ শস্ত্র বিক্রয়ী কুক্কুরপালক শৌণ্ডিক বসননির্ণেজক (রজক) নৃশংস এবং যাহার গৃহে উপপতি আছে তাহার অন্ন, যাহারা উপপতিকে ক্ষমা করে তাহাদের এবং যাহারা স্ত্রীর বশীভুত তাহাদিগের অন্ন যাহার দশ দিন অশৌচ অতীত হয় নাই এতাদৃশ প্রেতান্ন আর যাহা অতুষ্টিকর ঈদৃশ অন্ন এবং অভক্ষ্যকাণ্ডে ও শ্রাদ্ধকাণ্ডে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সকলের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন যে, এই সকলের মধ্যে যে কোন অন্ন অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। আর জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে এবং রেত ও বিষ্ঠা মূত্র ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। পৈঠীনসি ও অকথিত ত্রিরাত্র উপবাসই কহিয়াছেন। কুনখী শ্যাবদন্ত পিতার সহিত বিবাদকারী স্ত্রীবশীভূত কুষ্ঠী খল সোমবিক্রয়ী বাণিজ্য ব্যবসায়ী ধূর্ত্ত গ্রামযাজক অভিশস্ত চাণ্ডালীগর্ভে জাত পরিবিত্তি পরিবিন্দান দিধিষূপতি পুনর্ভূপুত্র চৌর কাণ্ডপৃষ্ঠ ও সেবক ইহাদিগের অন্ন অভোজ্য ইহারা অপাং-

ক্কের এবং ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। অজ্ঞানবশত ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে বা গ্রহণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। শঙ্খ এই সকল কিঞ্চিৎ অধিক পাঠ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিতে কহিয়াছেন, তাহা অভ্যাস বিষয়। গৌতম উচ্ছিষ্ট পুংশ্চলী অভিশস্ত ইত্যাদি অভোজ্য অন্ন বলিয়া পঞ্চনখের পূর্ব্বে ছর্দ্দন ও ঘৃত প্রাশন প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, তাহা আপদ্ বিষয়। বলাৎকারদ্বারা যাহা ভুক্ত হয় তদ্বিষয়ে আপস্তম্ব বিশেষ কহিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছ চাণ্ডাল ও দস্যুকর্ত্তৃক যাহারা বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছে, অশুভ গোপ্রভৃতি প্রাণিহিংসা কর্ম্ম করাইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন বা অন্ন ভোজন করাইয়াছে, খর উষ্ট্র বিড়্‌বরাহের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীসঙ্গ এবং তাহাদিগের সহিত ভোজন করাইয়াছে, এরূপ হইলে ব্রাহ্মণ এক মাস উপবাস করিয়া প্রাজাপত্যব্রত করিলে তাহাই তাহার বিশুদ্ধির কারণ, আহিতাগ্নির চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক ব্রত সম্বৎসরকাল উপবাস করিয়া চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র সম্বৎসরকাল উপোষিত থাকিয়া মাসার্দ্ধে যাবক পান করিবে। মাসমাত্র উপবাসী শূদ্র কৃচ্ছ্রপাদদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ সম্বৎসরের পরে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। তিন বৎসরকাল তাহাদিগের সহিত তদ্রূপে সহবাস করিলে তাহাদিগের সমান হয়।

অশৌচি পরিগৃহীত অন্ন ভোজন বিষয়ে ছাগলেয়

বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ যদি অজ্ঞানবশতঃ জনন বা মরণা-শৌচে ভোজন করে, তবে শূদ্রের সূতকে শতবার প্রাণা-য়াম করিলে শুদ্ধ হয়, বৈশ্যের সূতকে ষষ্টি প্রাণায়াম, ক্ষত্রিয়ের সূতকে বিংশতি প্রাণায়াম, ব্রাহ্মণের সূতকে দশবার প্রাণায়াম করিবে এবং যথাক্রমে একাহ তিন দিন পঞ্চ ও সপ্তরাত্রি উপবাস করিবে, পরে মানব পঞ্চ-গব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণাদি ক্রমে একাহ প্রভৃতি যোজনা করিতে হইবে, ইহা অকাম বিষয়। কামত হইলে মার্কণ্ডেয় কহেন যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অশৌচে ভোজন করিলে সান্তপন আচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়ের অশৌচে ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত বিহিত হয়। বৈশ্যের অশৌচকালে ভোজন করিলে মহাসান্তপন আচরণ করিবে। আর শূদ্রের অশৌচ সময়ে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে।

শঙ্খ কহিয়াছেন যে, শূদ্রের সূতকে ভোজন করিলে ছয়মাস ব্রত আচরণ করিবে, বৈশ্যের সূতকে ভোজন করিলে তিনমাস ব্রত আচরণ করিবে, ক্ষত্রিয়ের সূতকে ভোজন করিলে দুই মাস ব্রত আচরণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের সূতকে ভোজন করিলে একমাস ব্রত আচরণ করিবে, ইহা অভ্যাস বিষয়। এই প্রায়শ্চিত্ত অশৌ-চের অনন্তর জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির অশৌচ সময়ে যে একবারমাত্র অন্ন ভোজন করে তাহার তাবৎ-কাল অশৌচ যাবৎ সেই অশৌচিদিগের অশৌচ থাকে। অশৌচগত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এইরূপ বিষ্ণুর

স্মরণ আছে। অপুত্রাদির অন্ন ভোজন বিষয়ে লিখিত কহেন যে, বার্দ্ধুষিক (বৃদ্ধিজীবী) ব্রতহীন পুত্রহীন এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। আর পরপাক নিবৃত্ত, পরপাকে রত এবং অপর ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, ইহা অভ্যাস বিষয়। পরপাক নিবৃত্ত প্রভৃতির লক্ষণও তিনিই কহিয়াছেন, অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়া যে পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বপন না করে, মুনিগণ তাহাকে পরপাক নিবৃত্ত কহিয়াছেন, আর যে ব্যক্তি সতত প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক স্বয়ং পঞ্চযজ্ঞ করিয়া পরান্ন উপজীব্য করিয়া থাকে, সেই পরপাকরত। গৃহস্থধর্ম্ম আচরণ করত যে দান না করে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকে অপচ কহেন। ব্রহ্মচারিপ্রভৃতির অন্ন ভোজন বিষয়ে বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য কহেন যে, যতি ও ব্রহ্মচারী উভয়েই পক্কান্ন স্বামী তাহাদিগের উভয়েরই অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য নহে, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধপ্রভৃতি করে না তাহার অন্ন ভোজন বিষয়ে ভরদ্বাজ কহেন যে, পক্ষে অথবা মাসে দেবতারা যাহার অন্ন ভোজন করেন না সেই দুরাত্মার অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। সেই উভয় অভ্যাস বিষয়। পূর্ব্বগণিত হইতে অতিরিক্ত যাহারা নিষিদ্ধাচরণশীল তাহাদিগের অন্ন ভোজন পক্ষে যথা, যে ব্রাহ্মণ আচারহীন এবং নিষিদ্ধ আচরণ করে তাহার অন্ন ভোজন করিলে দ্বিজ এক দিন ভোজন করিবে না, এই ষট্‌ত্রিং-

শৎ মতে কথিত বিষয় দেখিতে হইবে। এই বিষয়ে সম্বৎ-সরাভ্যাসে ষট্‌ত্রিংশৎ মতে উক্ত আছে, যে, ব্রাহ্মণ উপপাতকযুক্ত ব্যক্তির অন্ন এক বৎসর নিরন্তর ভোজন করিলে তাহা বিশোধন কারণ পরাক ব্রত করিবে, এই অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ অবশেষে কথিত ব্রত-কদম্ব ব্রাহ্মণেরই পক্ষে জানিতে হইবে, ক্ষত্রিয়প্রভৃতির পাদহ্রাসদ্বারা হইয়া থাকে। বিপ্রের বিষয়ে সকলই দেয় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাদোন স্মৃত হইয়াছে। বৈশ্যের বিষয়ে অর্দ্ধ এবং এবং শূদ্রজাতির পক্ষে একপাদ প্রশস্ত হয়, ইহা বিষ্ণুর স্মরণ আছে।

ইতি অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত।

নিমিত্ত পরিসংখ্যা করিবার সময় উপপাতকের অন-ন্তর জাতিভ্রংশকর প্রভৃতি পরিগণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত সকল কথিত হইতেছে। তাহাতে মনু কহেন যে; যে কোন জাতিভ্রংশকর কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিবে আর অনিচ্ছাবশত করিলে প্রজাপত্যব্রত কর্ত্তব্য। সঙ্করাপাত্র ক্রিয়া সকলে একমাস ঐন্দবব্রত শোধন, মলিনী করণীয়ে তপ্ত কৃচ্ছ্র এবং তিন দিন যাবক ভক্ষণ বিশোধন হইয়া থাকে। যে কোন এই শব্দটীর সকল স্থলেই সম্বন্ধ আছে, যম এবিষয়ে বিশেষ বলিয়াছেন যে, সঙ্করীকরণ করিয়া একমাস যাবক ভক্ষণ অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। অপাত্রীকরণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বারা শুদ্ধ হয়, অথবা সান্ত

প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ।
নগ্নঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ গত্বা চৈব দিবা স্ত্রিয়ং ॥ ২৯১ ॥

কৃচ্ছ্র কিম্বা মহাসান্তপনদ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। মলিনী করণীয় বিষয় সমুদয়ে তপ্তকৃচ্ছ্র বিশোধন। বৃহস্পতি ও জাতিভ্রংশকর বিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের পীড়া রাসভ প্রভৃতির বিনাশ এবং নিন্দিত ব্যক্তি সকলের ধন গ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত আচরণ করিবে। এই সমস্ত জাতিভ্রংশকর প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত সকল যাহা মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, জাতি শক্তিপ্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের বিষয় বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ যোগীশ্বরের হৃদয়গত অভক্ষ্য ভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত সংক্ষেপত দর্শিত হইল ॥ ২৯০ ॥

সম্প্রতি প্রকৃত বিষয়ে অনুসরণ করা যাইতেছে। মহাপাতক অতিপাতক অনুপাতক উপপাতক ও প্রকীর্ণক এই পঞ্চবিধ পাপ সমুদয় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারি প্রকার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়া এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত প্রকীর্ণক বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

খরযুক্ত যান খরযান এবং উষ্ট্রযুক্ত যান উষ্ট্রযান রথ গন্ত্রী প্রভৃতি তদ্দ্বারা পথ গমন করিয়া, দিগম্বর হইয়া স্নান করিয়া অথবা ভোজন করিয়া এবং দিবসে নিজ বনিতা সম্ভোগ করিয়া তড়াগ তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে অবগাহন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হয়। ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক কৃত বিষয়ে। ইচ্ছা পূর্ব্বক খরযান ও উষ্ট্রযানে আরোহণ করিলে বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিয়া প্রাণা-

গুরুং হুংকৃত্য হুংকৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
বদ্ধ্বা বা বাসসা ক্ষিপ্রং প্রসাদ্যোপবসেদ্দিনং ॥ ২৯২ ॥

অপি চ

বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রোনিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্পাতে কৃচ্ছ্রোভ্যন্তরশোণিতে ॥ ২৯৩ ॥

স্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়, ইহা মনুর স্মরণ আছে। অনিচ্ছা পূর্ব্বক হইলে স্নানমাত্র কল্পনা করিতে হইবে। সাক্ষাৎ খরে বা উষ্ট্রে আরোহণ করিলে দ্বিগুণাবৃত্তি কল্পনা করিবে, যেহেতু তাহা গুরুতর ॥ ২৯১ ॥

আরও কহিতেছেন, পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে হুঙ্কার করিয়া তুমি এইরূপ বলিতেছ, তুমি এইরূপ করিয়াছ, এইরূপ তুমি শব্দ উচ্চারণদ্বারা ভর্ৎসনা করিলে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সমবয়স্ক অথবা বয়ঃ কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ক্রোধের সহিত হুঁ চুপ্ করিয়া থাক, হুঁ বেশী কথা বলিও না, এই প্রকার আক্ষেপ করিলে, জল্প ও বিতণ্ডারূপ জয়কলহর দ্বারা ব্রাহ্মণকে নিঃশেষে জয় করিলে অথবা কোমল স্পর্শ বসনদ্বারা ব্রাহ্মণের গলদেশে বন্ধন করিলে অবিলম্বে তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক ক্রোধ ত্যাগ করাইয়া এক দিন উপবাস করিবে অর্থাৎ সমস্ত দিন অনশনে থাকিয়া যাপন করিবে। যম কহিয়াছেন যে, বিতণ্ডাদ্বারা ব্রাহ্মণকে জয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ইচ্ছাহেতু ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিবে, ইহা অভ্যাস বিষয় ॥ ২৯২ ॥

ব্রাহ্মণকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া দণ্ড উত্তত করিলে কৃচ্ছ্রব্রত শুদ্ধির হেতু, তাড়ন করিলে অতিকৃচ্ছ্র, রক্তপাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, অভ্যন্তরে শোণিত দর্শন হইলেও কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে, তাহাই শুদ্ধির কারণ।

বৃহস্পতি এবিষয়ে বিশেষ বলিয়াছেন, যে কাষ্ঠপ্রভৃতি দ্বারা তাড়ন করিয়া চর্ম্মভেদ হইলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে, অস্থিভেদ হইলে অতিকৃচ্ছ্র এবং অঙ্গকর্ত্তন হইলে পরাকব্রত আচরণ করিবে।

পাদ প্রহার বিষয়ে যম কহেন, পদদ্বারা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিধিৎসাহেতু এক দিবস উপবাস করিয়া স্নান পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া প্রসন্ন করিবে, মনু-কর্ত্তৃক উক্ত এবং অন্যান্য প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত দর্শিত হই-য়াছে। আর্ত্ত ব্যক্তি নির্জ্জলপ্রদেশে যদি জল ব্যতিরেকে মল মূত্র পরিত্যাগ করে অথবা জল মধ্যে যদি মল মূত্র ত্যাগ করে তবে বহির্ভাগে বস্ত্রের সহিত জলে স্নান করিয়া গোস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়, ইহা অনিচ্ছাকৃত বিষয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে, যে ব্যক্তি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও জল ব্যতিরেকে মল মূল পরিত্যাগ করে, সে এক দিবস উপ-বাস করিযা বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এই যমের বচন জানিতে হইবে। সুমন্ত্ত কহিয়াছেন যে, জলে এবং অনলে মল মূত্র পরিত্যাগ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র তাহা অনার্ত্তের পক্ষে অথবা অভ্যাস বিষয়। নিত্য শ্রৌতাদি কর্ম্মলোপ হইলে তদ্বিষয়ে মনু কহেন, বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম সকলের অতিক্রম হইলে এবং স্নাতকব্রতলোপ হইলে ভোজন

না করাই প্রায়শ্চিত্ত। দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি শ্রৌতকর্ম্ম করিলে পবিত্র হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিলে বৃহস্পতি কহেন, যে গৃহী ব্যক্তি আতুর না হইয়া প্রত্যহ পঞ্চ মহা-যজ্ঞ নির্ব্বাহ না করিয়া ভোজন করে সে নিধনকালে কৃচ্ছ্রার্দ্ধদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। যে আহিতাগ্নি পর্ব্বকালে উপা-সনা না করে এবং ঋতুকালে ভার্য্যাতে গমন না করে, সেও কৃচ্ছ্রার্দ্ধ আচরণ করিবে, দ্বিতীয়াদি ভার্য্যার উপরম হইলে দেবল বলেন, প্রথমা ভার্য্যা জীবিতা থাকিতে এবং নিত্য হোম প্রভৃতি স্মার্ত্তকর্ম্ম সকলে প্রতিপদোক্ত ইষ্টি প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপবাসের সমুচ্চয়। বিভব থাকিতে জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিবে না ইত্যাদি স্নাতক ব্রত সকল পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ক্রতু ও স্নাতক ব্রত অধিকার করিয়া বলিয়াছেন, যে এই সকল আচারের এক একটির ব্যতিক্রম হইলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ শকত্ব প্রাপ্তা দ্বিতীয়া ভার্য্যাকে যে বৈতান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে তাহা সুরাপানসম পাতক জানিবে। নিজ ভার্য্যার অপবাদ বিষয়ে যম কহেন, মানব যদি ক্রোধবশত নিজ ভার্য্যাকে অগম্যা বলে তবে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্যব্রত আ-চরণ করিবে, ক্ষত্রিয় নয় দিবস, বৈশ্য ছয় দিবস এবং শূদ্র ত্রিরাত্র ব্রত আচরণ করিবে। অস্নাত হইয়া ভোজনাদি করিলে তদ্বিষয়ে হারীত কহেন, রিক্ত কমণ্ডলু বহন করত স্নান না করিয়া ভোজন করত অহোরাত্র উপবাস অথবা সমস্ত দিন জপ করিলে শুদ্ধ হয়। একপংক্তি মধ্যে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে স্নেহবশত বৈষম্যভাবে দা-

নাদি বিষয়ে যম কহেন যে, পংক্তি মধ্যে বিষমরূপে দান করিবে না, যাচ্ঞা করিবে না এবং দেওয়াইবে না, যদি তাহা করে তবে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য দ্বারা সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি নদীর সংক্রম নষ্ট করে এবং যে কন্যার বিঘ্ন করে যে সমতল স্থলকে বিষম করে তাহার নিষ্কৃতি বিহিত হয় না, এই তিন বিষয়ে প্রাজাপত্য অন্বেষণ করিতে হইবে, দ্বিজ ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। সংক্রম শব্দে জলে অবতরণের পথ। পূজাদিকালে ইন্দ্রধনু দর্শনাদি বিষয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ কহেন, ইন্দ্রধনু ও পলাশাগ্নি যদি অন্যকে প্রদর্শন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত এবং ধনুর্দ্দণ্ড দক্ষিণা দান করিবে।

পতিত প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ বিষয়ে গৌতম কহেন, যে ম্লেচ্ছ অশুচি ও অধার্ম্মিকগণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, সম্ভাষণ করিলে পুণ্যকারি লোক সকলকে মনে মনে চিন্তা করিবে, অথবা ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে, ভার্য্যা অন্ন ধন লাভ ও বধ বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ বর্ষ পরিমিতকাল ব্রহ্মচর্য্য করিবে, এই স্থলে ভার্য্যা অন্ন ও ধনের লাভ বধে অর্থাৎ বিঘ্নকরণে প্রত্যেকে সম্বৎসর প্রাকৃত ব্রহ্মচর্য্য। আর যজ্ঞোপবীত ব্যতিরেকে মল মূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে অন্য স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞোপবীত ব্যতিরেকে উচ্ছিষ্ট হয় তবে তাহার অহোরাত্র অনশন অথবা অষ্টাধিক শত গায়ত্রী জপ প্রায়শ্চিত্ত। তম্মধ্যে অন্ন ভক্ষণ ও জলপান

কালে ঊর্দ্ধভাগ উচ্ছিষ্ট হইলে উপবাস, অধোভাগ উচ্ছিষ্ট হইলে গায়ত্রী জপ ইহা ব্যবস্থা। অনিচ্ছাবশত হইলে, উপবীত ব্যতিরেকে জলপান করিলে ভোজন করিলে এবং মল মুত্র পরিত্যাগ করিলে তিন রাত্রি তিন অথবা ছয়বার প্রাণায়াম করিবে, ইহা অন্য স্মৃতিতে উক্ত বচন দেখিতে হইবে। ভোজন করিয়া শৌচের নিমিত্ত আচমন না করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, যদি ভোজন করিয়া আচমন না করিয়া আসন হইতে উত্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে, নতুবা সে অশুচি হয়, ইহা অন্য স্মৃতি বচন দেখিবে। চৌর প্রভৃতির পরিত্যাগ বিষয়ে বশিষ্ঠ কহেন, দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে রাজা একরাত্র উপবাস করিবেন, পুরোহিত ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন। আর যে ব্যক্তি দণ্ডার্হ নহে তাহাকে দণ্ড করিলে পুরোহিত কৃচ্ছ্রব্রত রাজা ত্রিরাত্র ব্রত করিবেন। কুনখী ও শ্যাবদন্ত দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিয়া দন্ত ও নখ সকল উদ্ধার করিবে। স্তেন পতিতাদি পংক্তি ভোজন বিষয়ে মার্কণ্ডেয় কহেন যে, যদি কোন দ্বিজোত্তম অপাংক্তেয় ব্যক্তির পংক্তি মধ্যে ভোজন করে, তবে সে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য প্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হয়।

নীলি বিষয়ে আতস্তম্ব কহেন, যে, ব্রাহ্মণ যদি নীলি রসরঞ্জিত বস্ত্র আপন অঙ্গে ধারণ করেন, তবে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য প্রাশনদ্বারা শুদ্ধ হয়েন। যদি কোন ব্যক্তির লোমকূপে নীলের রস প্রবেশ করে তবে

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে সমানরূপে তপ্তকৃচ্ছ্র তাহার বিশোধন। পালন বিক্রয় এবং নীল ব্যবহার দ্বারা জীবিকা যাপন এই ত্রিতয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ যদি নীল রক্ষা করে তবে তিন কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা সে পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, নীলকাষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণের শরীর সংসর্গে ভিন্ন হয় এবং তাহাতে যদি শোণিত দৃষ্ট হয় তবে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। স্ত্রীলোকের ক্রীড়ার নিমিত্ত সম্ভোগ শয্যার দোস হয় না, ভৃগু বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের শয্যাতে বিধ্বত নীলিরসরঞ্জিত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে দোষ যুক্ত হয় না। ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধি সময়ে বৈশ্যের পর্ব্ব ভিন্ন-কালে ধারণে দোষ নাই। বস্ত্রবিশেষকৃত প্রতিপ্রসব যথা, কম্বলে এবং পট্টসূত্রে নীলিরাগ দূষিত নহে, ইহা স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণের পলাশকাষ্ঠ নির্ম্মিত খট্বারোহণ বিষয়ে শঙ্খ কহেন, ব্রাহ্মণ পলাশবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত খট্বা যান আসনে উপবেশন ও পাদুকা ব্যবহার করিলে ত্রিরাত্র ব্রতী হইবেন। ক্ষত্রিয় সমরে প্রাণ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি পশ্চাৎ গামী হয়েন এবং ফলপ্রদ বৃক্ষ ছেদন করেন, তবে একবৎসরকাল তাঁহাকে ব্রত করিতে হইবে। দুই ব্রাহ্মণ ও অগ্নি কিম্বা দম্পতী (স্ত্রী ও পুরুষ) অথবা গো ও ব্রাহ্মণ ইহাদিগের মধ্য দিয়া যদি গমন করে তবে কৃচ্ছ্রসান্তপন আচরণ করিবে। হোমকালে দোহন সময়ে বেদপাঠকালে এবং দারসংগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ সময়ে যদি মধ্য দিয়া গমন করে, তবে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ

করিবে। দোহ শব্দে সান্নায্য অর্থাৎ হোমের ঘৃত সম্বন্ধে ইহা অভ্যাস বিষয়।

সচ্ছিদ্র আদিত্য প্রভৃতি অরিষ্ট দর্শনাদি বিষয়ে শঙ্খ কহেন, দুঃস্বপ্ন অরিষ্ট দর্শনাদি বিষয়ে ঘৃত ও হিরণ্য দান করিবে। কোন দেশ বিশেষ গমন বিষয়ে দেবল বলেন, সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র প্রত্যন্তবাসি দেশ সমুদয় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও অন্ধ্র দেশে গমন করিলে সংস্কারযোগ্য হয়। ইহা তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে দেখিতে হইবে। যমও কহিয়াছেন, সূর্য্যের সম্মুখে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না, আপনার মল দর্শন করিবে না, যদি দর্শন করে তবে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিবে অথবা ব্রাহ্মণ কিম্বা গো দর্শন করিবে। শঙ্খও কহেন, অগ্নিকে পদদ্বারা স্পর্শ অথবা অধঃস্থাপিত করিলে পদদ্বয়কে কুশসমূহদ্বারা মার্জ্জন করিয়া এক দিন ব্রতী হইবে। ক্ষত্রিয়াদির অভিবাদন বিষয়ে হারীত কহেন, ক্ষত্রিয়ের অভিবাদন অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিবে, বৈশ্যের অভিবাদন করিলে দ্বিরাত্র এবং শূদ্রের অভিবাদনে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। আর শয্যারূঢ় পাদুকা বা উপানহারোপিতচরণ উচ্ছিষ্ট অন্ধকার স্থানস্থিত শ্রাদ্ধকারী জপ ও দেব পূজাদি নিরত ব্যক্তিগণের অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হয়। এক স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র ভোজন করিলেও ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য। সমিধ্পুষ্প ফলাদি যাহার হস্তে আছে তাদৃশ ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিলেও উহাই প্রায়শ্চিত্ত।

দেশং কালং বয়ঃশক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য যত্নতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাৎ যত্রচোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৯৪ ॥

সমিধ্‌পুষ্প কুশ আজ্য (ঘৃত) জল মৃত্তিকা অন্ন ও অক্ষত হস্ত ব্রাহ্মণকে এবং জপ ও হোম করিতেছেন এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিবে না, এই আপস্তম্ব বচনে জপ প্রভৃতির সমভিব্যাহার বশত অভিবাদনকারীরও ইহাই প্রায়শ্চিত্ত জানিতে হইবে। জল কলসহস্ত ভিক্ষা-চরণকারী পুষ্প ও আজ্যহস্ত অশুচি জপকারী দৈবপিত্র কার্য্যকারী ও শয়ান ব্যক্তি অভিবাদন করিবে না। তাহাও শঙ্খ নিষেধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য বচন সকল নানাবিধ স্মৃতি হইতে অন্বেষণ করিতে হইবে গ্রন্থ-গৌরব ভয়ে ইহাতে লিখিত হইল না ॥ ২৯৩ ॥

ইতি প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

নিমিত্ত সকল অনন্ত অতএব প্রতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত বলিতে অশক্যতাহেতু সামান্যরূপে উপদিষ্ট ও অনুপদিষ্ট বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষের জ্ঞাপনের নিমিত্ত ইহা কহিতেছেন।

যে সকল প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, অথবা কথিত হইবে, তাহার দেশকাল অপেক্ষা করিয়া যাহাতে প্রায়-শ্চিত্ত কর্ত্তার প্রাণ বিপত্তি না হয়, সে প্রকার বিষয় বিশেষ কল্পনা করিতে হইবে, অন্যথা প্রধানের অনিবৃত্তি প্রসঙ্গ হয়, তাহা পরে বলিবেন, বায়ু ভক্ষণ করত রাত্রি-কালে জলে অবস্থিতি পূর্ব্বক দিবসে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি

রাখিয়া অবস্থান করিবে, তাহাতে যদি হিমালয় শৈলের নিকটবর্ত্তি ব্যক্তিগণের পক্ষে রাত্রিকালে জলে বাস করিবার উপদেশ হয় তবে অতিশীতাকুলিত শিশিরকালে তাহাদিগের প্রাণবিয়োগ হইতে পারে এই জন্য সেই দেশ কাল পরিহার দ্বারা জলে বাস কল্পনা করিতে হইবে। আর বয়োবিশেষ বশত যদি নবতি বর্ষীয় ব্যক্তির অথবা যাহার দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, এতাদৃশ বালকের পক্ষে দ্বাদশবর্ষাদি প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় তবে তাহার প্রাণ সকল বিপন্ন হইতে পারে, অতএব বয়োবিশেষ বশত তাহার অর্থাৎ নবতির অন্য বয়স্কের প্রতি দ্বাদশ বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত, অতএব অন্য স্মৃতিতে কোন স্থানে অর্দ্ধ কোন স্থানে পাদ এই ব্যবস্থা দ্বারা বৃদ্ধ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তের হ্রাস কথিত হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, আর ধন দান তপশ্চরণাদি শক্তির অপেক্ষা করিয়া নির্ধনের পাত্রে পর্য্যাপ্ত ধন হয় না ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আর উত্রিক্ত পিত্রাদির পরাকাদি হইতে পারে না এবং স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতির জপাদি হইতে পারে না, অতএব গজাদি দান করিতে অসমর্থ ব্যক্তি এক এক পাপের বিশুদ্ধির নিমিত্ত কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে ইহা উক্ত হইয়াছে, আর স্ত্রীগণ ও রোগি সকল প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবার যোগ্য, তপস্যা করিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অন্য স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের হ্রাস কথিত হইয়াছে, অপিচ পাপ মহাপাতকাদিরূপে এবং সজ্ঞান অজ্ঞান একবার ও বারম্বাররূপে

অবেক্ষণ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। অকামত যাহা কৃত হয় তাহাই কামত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত ম্বারম্বার করিলে চতুর্গুণ এইরূপ অন্য স্মৃতি অনুসারে কল্পনীয়। আর মহাপাপ ও উপপাপ দ্বারা যে অন্যকে মিথ্যা অভিসম্পাত করে সে একমাস জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মহাপাপ ও উপপাপের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়া মহাপাপ অপেক্ষা উপপাতকে মাসিক ব্রতের হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে। যখন হাস্য জৃম্ভা ক্রন্দন ও আস্ফালনাদি হেতু অকস্মাৎ করিবে আর গর্ব্ভবতীর পতি সমুদ্রের জলে স্নান করিবে না এবং শ্মশ্রু প্রভৃতি কর্ত্তন করিবে না যদি করে তবে নিশ্চয়ই সন্তানহীন হইবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় নাই, তথাপি দেশকালাদির অপেক্ষা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। ভাল, যাহার নিষ্কৃতি উক্ত হয় নাই, তাহার কিছুমাত্র নিমিত্ত উপলব্ধি হইতেছে না, সকল পাপ অপনোদনের নিমিত্ত শত প্রাণায়াম কর্ত্তব্য উপপাতকজাত ও অনাদিষ্ট বিষয়েরও ইহাই করা উচিত এইরূপে যাহার নিষ্কৃতি উক্ত হয় নাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত পরে বলিবেন। গৌতমও এই সকল অনাদেশে বিকল্পে করিবে এই জন্য একাহাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবিষয়ে কহিতেছেন যে, সামান্যরূপে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছেই সত্য, তথাপি সর্ব্বত্রই দেশ কাল প্রভৃতির অপেক্ষাহেতু কল্পনার অবসর আছে।

দাসীকুম্ভং বহির্গ্রামান্নিনয়েরন্ স্ববান্ধবাঃ।
পতিতস্য বহিঃকুর্য্যুঃ সর্ব্বকার্য্যেষু চৈব তাং ॥২৯৫॥

ভাল, হাস্য প্রভৃতি সর্ব্বত্রই শত প্রাণায়াম উচিত নহে, যেহেতু নিমিত্ত অতি লঘু, অতএব পাপ অপেক্ষা করিয়া হ্রাস কল্পনা অথবা অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ভাল, পাপের লাঘব কিরূপে হইবে? যদ্দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের হ্রাস কল্পনা হইতে পারে, প্রায়শ্চিত্তের অল্পতা নাই একথা বলা উচিত নহে যেহেতু নিষ্কৃতি উক্ত হয় নাই, সত্য, কিন্তু অর্থবাদ সংকীর্ত্তনহেতু জ্ঞানপূর্ব্বক অজ্ঞানত ইত্যাদি অনুবন্ধ অপেক্ষা করিয়া দোষের গৌরবও লাঘব অনায়াসে বোধ হইবেই হইবে। আর দণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধি অপেক্ষা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের গৌরব এবং লাঘব হয়। যেমন ব্রাহ্মণের অবগোরণাদি বিষয়ে সজাতির পক্ষে প্রাজাপত্য প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যদি পদের আনুলোম্য কিম্বা প্রাতিলোম্য প্রযুক্ত অবগোরণাদি কৃত হয় যদি বা মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি দ্বারা কৃত হয় তবে দণ্ডের তারতম্য দর্শন বশত দোষের অল্পত্ব অবগত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের গৌরবও লাঘব কল্পনা করিতে হইবে। প্রাতিলোম্যের অনুবাদ বিষয়ে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ দণ্ড ইত্যাদি দ্বারা দণ্ডের গৌরব ও লাঘব দর্শিত হইয়াছে ॥ ২৯৪ ॥

এইরূপে মহাপাতকাদি দ্বারা পতিত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, যে ঔদ্ধত্য বশত ইহা করিতে ইচ্ছা না করে তাহার কি কর্ত্তব্য? এইজন্য কহিতেছেন।

পতিত ব্যক্তি জীবিত সত্ত্বে তাহার যে সকল জ্ঞাতি বান্ধব মাতৃপক্ষ তাহারা একত্র হইয়া সপিণ্ডাদি প্রেরিত দাসী দ্বারা নীত জলপূর্ণঘট গ্রাম হইতে বাহিরে লইয়া যাইবে, ইহা চতুর্থী প্রভৃতি রিক্তা তিথিতে দিবসের পঞ্চমভাগে গুরুতর লোক সকলের সমীপে কর্ত্তব্য। পতিতের জলকলস সপিণ্ড ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত দিবসে সায়াহ্নে জ্ঞাতি ঋত্বিক্ গুরুজনের সন্নিধিস্থলে গ্রামের বহির্ভাগে লইয়া যাইবে অথবা সপিণ্ডাদি কর্ত্তৃক নিযোজিতা দাসীই লইয়া যাইবে ইহা মনুর স্মরণ আছে, মনু কহেন যে, দাসী জলপূর্ণ ঘট প্রেতের ন্যায় গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবে, অহোরাত্র নিকটে থাকিবে, বান্ধবগণের সহিত অশৌচ হইবে না, প্রেতের ন্যায় বলায় দক্ষিণামুখ ও অপসব্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। সেই ঘট লইয়া যাওয়া উদক পিণ্ডদান প্রভৃতি প্রেতক্রিয়ায় পরে দেখিতে হইবে, তাহার বিদ্যাগুরু ও যোনি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলকে একত্র করিয়া তর্পণাদি প্রেত-কার্য্য সমুদয় করিবে এবং ইহার পাত্রকে বিপরীতরূপে সেচন করিবে, দাস অথবা কর্ম্মকর পাত্র আনয়ন করত দাসীর ঘট হইতে পূরণ করিয়া দক্ষিণামুখ যখন বিপর্য্যাস করিবে, অনুদককে উদক করিবে নাম গ্রহণের পর সক-লেই আলভন করিবে, প্রাচীনাবীতি ও মুক্তশিখ হইয়া বিদ্যাগুরু যৌন সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অবলোকন করি-বেন, জলস্পর্শ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে, ইহা গৌ-তমের স্মরণ আছে। যদি পতিত ব্যক্তি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক

চরিতব্রত আয়াতে নিনয়েয়ুর্নবং ঘটং।
জুগুপ্সেয়ুর্নবাপ্যেনং সংবিশেয়ুশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২৯৬॥

বারম্বার আদিষ্ট হইয়াও প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে তাহাকে এইরূপে পরিত্যাগ করিবে। তাহার গুরু বান্ধবগণ ও রাজার নিকট দোষ সকল কহিয়া পুনঃ পুন প্রকাশ করিয়া আচার লাভ কর এইরূপ কহিলেও সে যদি এইরূপ অস্থিরচিত্ত হয় তবে তাহার পাত্র বিপর্য্যাস করিবে ইহা শঙ্খের স্মরণ আছে।

অনন্তর, সেই লব্ধজল পতিতকে সম্ভাষণসহ উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্য্যে বর্জ্জন করিবে। মনু কহেন, পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ ও একত্র উপবেশন হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহাকে পৈতৃক ধন প্রদান করিবে না এবং তাহার সহিত কোন লৌকিক ব্যবহার করিবে না, যদি স্নেহাদি বশত সম্ভাষণ করে তবে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইয়া পরে যদি পতিতের সহিত অজ্ঞান পূর্ব্বক সম্ভাষণ করে, তবে একরাত্র উপবাস করত গায়ত্রী জপ করিবে, জ্ঞানপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও গায়ত্রী জপ করিবে ইতি॥ ২৯৫॥

বন্ধুগণ ত্যাগ করায় অথবা অন্য কোন কারণ বশত বৈরাগ্য হওয়ায় পতিত ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করে তবে কি কর্ত্তব্য? এইজন্য কহিতেছেন।

পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বন্ধুজন সমীপে আগত হইলে তাহার সপিণ্ড প্রভৃতি তাহার সহিত জলপূর্ণ নূতন ঘট আনয়ন করিবে, এই ঘট আনয়ন পবিত্র হ্রদ প্রভৃ-

পতিতানামেষ এষ বিধিঃ স্ত্রীণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরক্ষণং ॥ ২৯৭॥

তিতে স্নান করিয়া তাহার পর দেখিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে জলপূর্ণ নূতন কলস তাহারই সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া আনয়ন করিবে ইহা মনুর স্মরণ আছে। গৌতম বিশেষ কহিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে, সে শুদ্ধ হইলে স্বর্ণময়পাত্র পবিত্রতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে, অনন্তর তাহাকে সেই পাত্র দান করিবে তাহা প্রতিগ্রহ করিয়া জপ করিবে, 'শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী শান্তং শিবমন্তরিক্ষং যোরোচনস্তমিহ গৃহ্লামি' এই সকল যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পাবমানী তরৎ সমন্দি ও কুষ্মাণ্ড দ্বারা আজ্য হোম করিবে, আচার্য্যকে স্বর্ণ ও গোদান করিবে। যাহার প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত সে মৃত হইলে শুদ্ধ হইবে, এই শান্তির জল সমস্ত উপপাতকেই আবশ্যক। পরে এই কৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে তাহার বন্ধুগণ কুৎসা করিবে না এবং ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তাহার সহিত ব্যবহার করিবে॥ ২৯৬॥

পূর্ব্বোক্ত পতিতের ত্যাগাদি বিধির অতিদেশ কহিতেছেন।

পুরুষগণের পরিত্যাগ বিষয়ে যে পিণ্ডোদক দানাদি বিধি এবং কৃত প্রায়শ্চিত্ত পুরুষগণের যে প্রকার পরিগ্রহ বিধি উক্ত হইল পতিতা স্ত্রীগণেরও পক্ষে সেই সেই বিধি জানিতে হইবে। তন্মধ্যে ইহাই বিশেষ যে পতিতা স্ত্রী-

নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্তৃহিংসনং।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবং ॥ ২৯৮ ॥

গণের উদকাদি ক্রিয়া সকল কৃত হইলে বাসের নিমিত্ত প্রধান গৃহ সমীপে তৃণপর্ণময় কুটীর গৃহ প্রদান করিতে হইবে, আর প্রাণ ধারণ হয় এইরূপ অন্ন ও মলিন বস্ত্র অন্য পুরুষের সহবাস নিবারণ জন্য সত্য করাইয়া প্রদান করিবে ॥ ২৯৭ ॥

ভাল, যাহাদিগের পরিত্যাগ বিধি হইতেছে সেই পতিতা কাহারা এইজন্য কহিতেছেন।

ব্রাহ্মণী না হইলেও হীনবর্ণ গমন ও গর্ভপাতন এবং ব্রাহ্মণ না হইলেও ভর্তার হিংসা এই সকল স্ত্রীলোকের পতনের অসাধারণ কারণ, আর পুরুষের পতনের যে সকল মহাপাতক অতিপাতক অনুপাতক ও বারম্বার কৃত উপপাতক তাহাও স্ত্রীলোকের নিশ্চয় পতনের কারণ হয় অতএব শৌনক কহেন যে, পুরুষের যে সমুদয় পতনের কারণ আছে স্ত্রীগণেরও তাহাই পতনহেতু, আর ব্রাহ্মণী হীনবর্ণ সেবা করিলে অধিকতর পতিত হয়। বশিষ্ঠ কহেন যে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ লোকে স্ত্রীলোকের তিনটী পাতক কহেন, পতিবধ, ভ্রূণহত্যা এবং নিজ গর্ভপাতন এই তিনটী দৃষ্টান্তের জন্য বলিয়াছেন, নতুবা এতদ্ভিন্ন মহাপাতক প্রভৃতির পতনহেতুত্ব নিরাসের নিমিত্ত নহে, আরও তিনি কহেন, চারিজন পরিত্যাজ্য শিষ্যগামিনী গুরুগামিনী বিশেষ পতিঘাতিনী ও জুঙ্গিগামিনী এই চারিজন পরিত্যাগ যোগ্য ইহা কথিত আছে, তাহারা

শরণাগত বালস্ত্রী হিংসকান্ সংবিশেন্নতু।
চীর্ণব্রতানপি সতঃ কৃতঘ্নসহিতানিমান্ ॥ ২৯৯ ॥
ঘটেঽপবর্জ্জিতে জ্ঞাতিমধ্যস্থোযবসংগবাং।
প্রদদ্যাৎ প্রথমং গোভিঃ সংকৃতস্য হি সৎক্রিয়া ॥ ৩০০ ॥

যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা না করে, তবে শিষ্যগামিনী প্রভৃতি চারিজনের অন্ন বস্ত্র গৃহ বাসাদি জীবনের হেতু উচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে এককালে ত্যাগ করিবে, অন্য স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবে না, ইহাই অভিপ্রায় অতএব এই সকল পতিতা স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র ও বাসার্থ গৃহ প্রদান কর্ত্তব্য ইহা অবগত হইতেছে ॥ ২৯৮ ॥

কৃত প্রায়শ্চিত্ত পতিতগণ গৃহে আগমন করিলে তাহাদিগকে নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে, ইহার অপবাদ কহিতেছেন।

যাহারা শরণাগত প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাহারা এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দোষ ক্ষীণ হইলেও তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না, ইহা বচন দ্বারা নিষেধ হইল কেন? বচন যদি পালন না করে তাহা হইলেও বচনের অতিভার নাই, অতএব যদি ব্যভিচারিণী স্ত্রীবধে অল্পই প্রায়শ্চিত্ত তথাপি এই বচন দ্বারা ব্যবহার নিষেধ হইতেছে ॥ ২৯৯ ॥

এইরূপ প্রসঙ্গক্রমে পতিতা স্ত্রী বিষয়ে বিশেষ বলিয়া প্রকৃত চরিত ব্রতবিধি বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন।

ঘট অপবর্জ্জিত অর্থাৎ হ্রদ হইতে উদ্ধৃত হইয়া পূর্ণকুম্ভ

বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত পর্ষদোঽনুমতং ব্রতং।
অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ॥ ৩০১॥

পূজার্থ আনীত হইলে যে ব্রত আচরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সপিণ্ড সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গোগণকে যবস তৃণ দান করিবে, তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রথমত সৎকৃত হইলে স্বজাতিগণ তাহাকে সম্মান করিবে, গোগণ তাহার দত্ত তৃণ ভক্ষণ করিলেই তাহার সৎকার হইবে। যদি গোগণ তাহার দত্ত অন্ন তৃণাদি গ্রহণ না করে তবে পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, হারীত কহেন যে, নিজ মস্তকে যবস লইয়া গোগণকে প্রদান করিবে, যদি তাহারা প্রতিগ্রহ করে তবে কৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করিবে অন্যথা নহে, ইহাই অভিপ্রেত॥ ৩০০॥

মহাপাতকাদি পঞ্চবিধ দোষে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ব্রত সমুদয় বলিয়া সম্প্রতি সকল ব্রতের সাধারণধর্ম্ম কহিতেছেন।

যে দোষ যাবৎকর্ত্তৃ সম্পাদ্য তাহা হইতে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহার দোষ বিজ্ঞাত হয় সে পর্ষৎ অর্থাৎ সমাজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্রত করিবে, যদ্যপি স্বয়ং সকল শাস্ত্রার্থ জ্ঞান বিষয়ে চতুরও হয় তথাপি সমাজ সমীপে সমাগত হইয়া তাহার সহিত বিচার করিয়া তাহার অর্থাৎ সমাজের অনুমত কার্য্য করিবে। সমাজ সমীপে গমনের বিষয়ে অঙ্গিরা বিশেষ কহিয়াছেন, নিঃসংশয়রূপে পাপ করিলে সমাজ সমীপে উপস্থিত না হইয়া তাহা ভোগ করিবে না,

যাবৎকাল সমাজের সন্নিধানে পাপ প্রকাশ না করে তাবৎ সে পাপ ভোগ করিতে থাকে। মৌন অবলম্বন করত বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া আর্দ্র বসন ও সমাহিত হইয়া মানব সমাজের অনুমতি অনুসারে সমুদয় যথার্থ বিষয় প্রকাশ করিবে, ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় স্নান করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, সমাজকে দক্ষিণা দান করিয়া পাপ প্রকাশ করিবে। পরাশর কহেন যে, পাপী ব্যক্তি ধেনু ও বৃষ দান করিয়া পাপ প্রকাশ করিবে। ইহা উপ-পাতকের বিষয়ে, মহাপাতকাদির বিষয়ে অধিক কল্পনা করিতে হইবে কথিত আছে, অতএব দ্বিজ পাপগ্রস্ত হইয়া একবার জলে স্নান করিয়া সামাজিক সকলকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া আপন পাপ প্রকাশ করত ব্রত আচরণ করিবে, তাহা প্রকীর্ণকের বিষয়। পর্ষৎ (সমাজ) স্বরূপ মনু প্রদর্শন করিয়াছেন, যে ত্রিবেদবেত্তা হৈতুক তর্কী নিরুক্ত ধর্ম্মপাঠক ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রম-ত্রয় এই সকলকে দশাবর পর্ষৎ কহে, হৈতুক মীমাংসার অর্থতত্ত্বজ্ঞ, তর্কী ন্যায়শাস্ত্রকুশল আরও দুই প্রকার পর্ষতের বিষয় তিনিই (মনু) প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদবিৎ যজুর্ব্বেদী ও সামবেদজ্ঞ ধর্ম্ম সংশয় নির্ণয় বিষয়ে এই তিনজন প্রধান পর্ষৎ এবং একমাত্র বেদবিৎ ব্যক্তি সমাহিত হইয়া যে ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন তাহাই পরমধর্ম্ম জানিতে হইবে, অযুত সংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি কোন ধর্ম্ম ব্যবস্থিত হয় তাহা ধর্ম্মই নহে। এই সকল পর্ষতের সম্ভব অনুসারে অথবা মহাপাতকাদি অপেক্ষা

করিয়া ব্যবস্থা হয়, অন্য স্মৃতিতে কথিত আছে যে, পাতক সকলের বিষয় শত পর্ষৎ মহাপাতক বিষয়ে সহস্র পর্ষৎ এবং উপপাতকে পঞ্চাশ এবং তদপেক্ষা অল্প পাপে অল্প পর্ষৎ হইয়া থাকে। তাহাও মহাপাতকাদি দোষানুসারে পর্ষতের গৌরব ও লাঘব প্রতিপাদনার্থ, সংখ্যা নিয়মের নিমিত্ত নহে, যেহেতু মনু প্রভৃতি মহাস্মৃতির সহিত বিরোধ প্রসঙ্গ হয়, দেবল এবিষয়ে বিশেষ দেখাইয়াছেন, অল্প দোষ হইলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং তাহার নিষ্কৃতির বিষয় বলিবেন এবং মহৎ দোষ হইলে রাজা এবং ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপ পরীক্ষা পূর্ব্বক বলিবেন এবং পর্ষৎগণ অবশ্যই ব্রত উপদেশ করিবেন। আর্ত্ত হইয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা প্রার্থনা করে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ জানিয়াও তাহাদিগকে ব্যবস্থা প্রদান না করেন তাহারা সেই পাপি-গণের তুল্য হয়েন, ইহা অঙ্গিরার স্মরণ আছে, আর সেই পর্ষৎগণ জানিয়াই ব্যবস্থা উপদেশ করিবেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দান করেন, তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুসারে যে প্রায়শ্চিত্ত করে সে পবিত্র হয় কিন্তু, তাহার সে পাপ পর্ষৎকে অব-লম্বন করে, ইহা বশিষ্ঠের স্মরণ আছে, কৃতাপরাধ ক্ষত্রি-য়গণের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে অঙ্গিরা বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ন্যায় অনুসারে কৃতপাপ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকে রাখিয়া সমুদয় ব্রত উপদেশ করিবেন, সেইরূপ কৃতপাপ শূদ্র আসিলে ধর্ম্ম পুরঃসর প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করিবেন কেবল মন্ত্র হোমের উপদেশ

দিবেন না, তন্মধ্যে যাগাদির অনুষ্ঠানশালিগণের নিকট জপাদির উল্লেখ করিবেন ইতরের নিমিত্ত তপস্যার উপদেশ করিবেন, কর্ম্মনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি কদাচিৎ পাপগ্রস্ত হয়েন তবে তাঁহাদিগকে জপ হোমাদির বিষয় বিশেষরূপে উপদেশ দিবে। যাহারা নামমাত্র বিপ্র মূর্খ ও ধনহীন তাহাদিগকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত বিশেষরূপে উপদেশ করিবে। ইতি প্রকাশ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

বিখ্যাত পাপশমনকর ব্রত সমুদয় ব্যাখ্যা করিয়া মুনি নির্জ্জনে কৃত পাপসমুদয়ের হরণ কারণ ব্রত সকল কহিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম সকল রহস্য ব্রতের সাধারণ ধর্ম্ম কহিতেছেন, কর্ত্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ত্তৃক যাহার দোষ বিখ্যাত হয় নাই সে অপ্রকাশ্যভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে, অতএব স্ত্রী সম্ভোগাদি বিষয়ে তাহার পারকতা থাকায় তদ্ভিন্ন জনগণ কর্ত্তৃক যাহার দোষ অবিজ্ঞাত থাকে তাহারই নির্জ্জনে ব্রত করিতে হইবে ইহা মন্তব্য। তন্মধ্যে যদি কর্ত্তা স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল হয়েন তবে অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া আপনার নিমিত্ত উচিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবেন আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অনভিজ্ঞ সে অন্যের নিকট কোন ব্যক্তি নির্জ্জনে ব্রহ্মহত্যাদি করিয়াছে তাহার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত কি? এইরূপ অন্যের ছল করিয়া অবগত হইয়া রহো ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। অতএব স্ত্রী ও শূদ্রের এই প্রকার রহোব্রত

ত্রিরাত্রোপোষিতোজপ্ত্বা ব্রহ্মহাত্বঘমর্ষণম্।
অন্তর্জলে বিশুধ্যেত দত্ত্বা গাঞ্চ পয়স্বিনীং ॥ ৩০২ ॥

জ্ঞানসিদ্ধিহেতু অধিকার সিদ্ধি হয়, রহস্য ব্রত সকলে জপাদির প্রাধান্য থাকায় বিদ্যাহীন স্ত্রীলোক ও শূদ্রের তাহা হইতে পারে না, অতএব তাহাতে তাহাদিগের অধিকার নাই একথা বলিও না, যেহেতু রহস্য ব্রতের একান্তত জপাদি প্রাধান্য নাই তাহাতে দানাদিরও উপদেশ আছে এবং গোতমোক্ত প্রাণায়াম প্রভৃতিরও সম্ভব আছে। ইতর সকলেরও মন্ত্র দেবতা ঋষি চ্ছন্দজ্ঞানমাত্রই অধিকারের উপযোগী নতুবা অন্য বিষয় নহে। তড়াগ নির্ম্মাণাদি বিষয়ে জ্যোতিষ্টোমাদি বিষয়িণী প্রতিপত্তি (জ্ঞান) উপযুক্ত হয় না, দেবতাদি বিষয়ক জ্ঞান তাহাতে অবশ্যই অপেক্ষা করে। ঋষিচ্ছন্দ দেবতা ও যোগ না জানিয়া যে অধ্যাপনা করে বা জপ করে সে অতিশয় পাপী হয় ইহা ব্যাসের স্মরণ আছে। এস্থলে আহার বিশেষের উক্তি না থাকায় পয়ঃ প্রভৃতি, কালবিশেষের উক্তি না থাকায় সম্বৎসর প্রভৃতি, দেশ বিশেষের অভিধান না থাকায় শিলোচ্চয় প্রভৃতি গৌতমাদির কথিত প্রকাশ প্রায়শ্চিত্তে অন্বেষণ করিতে হইবে ॥৩০১॥

এইরূপে সকল রহস্য সাধারণ ধর্ম্ম কহিয়া প্রকাশ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় ব্রহ্মহত্যাদি ক্রমে রহস্য প্রায়শ্চিত্ত সকল কহিতেছেন।

ব্রহ্মহত্যাকারী ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণমন্ত্র অর্থাৎ মহর্ষিকর্তৃক দৃষ্ট সূক্ত অঘমর্ষণ "ঋতঞ্চ

সত্যঞ্চেতি অনুষ্টুপ্ছন্দঃ ভাববৃত্ত দৈবত ঋক্‌মন্ত্র জপ করিয়া ত্রিরাত্রের পর ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী গোদান করিলে শুদ্ধ হইবে। জলমধ্যে মগ্ন থাকিয়া তিনবার মন্ত্র আবৃত্তি করিলেই জপ হইবে। সুমন্ত্ত কহেন যে, দেব দ্বিজ গুরুহন্তা জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণমন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করিবে। মাতা ভগিনী মাতৃস্বসা পিতৃঃস্বসা পুত্রবধূ সখী অথবা অন্য কোন অগম্যা স্ত্রীতে গমন করিলে জলমধ্যে তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সেই পাপ হইতে পূত হইবে, ইহা অকাম কৃত বিষয়ে, মনু কহিয়াছেন যে, ব্যাহৃতির সহিত প্রণব মন্ত্র দ্বারা অহরহ ষোড়শবার প্রাণায়াম ভ্রূণহত্যাকারী ব্যক্তিকে একমাসের মধ্যে বিশুদ্ধ করে। তাহাও এই বিষয়ে গোদানে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে জানিতে হইবে।

গৌতম যে ত্রিংশৎরাত্র ব্রত কহিয়া তাহাতেই বলিয়াছেন, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান সুবর্ণস্তেয় ও গুরুতল্পে প্রাণায়ামের সহিত শ্রুতিবিহিত অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবে তাহা অকামত একবারের বিষয়। বৌধায়ন কহিয়াছেন যে, গ্রাম হইতে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া পবিত্র বসন পরিধান করিয়া জল সমীপে স্থণ্ডিল লেপন পূর্ব্বক একবার আর্দ্র বস্ত্রে গোময় দ্বারা পবিত্র হস্ত ব্যক্তি সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্বশাখোক্ত অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠ করিবে, প্রাতঃকালে শতবার মধ্যাহ্ন-কালে শতবার এবং অপরাহ্ণ সময়ে শতবার এবং নক্ষত্র সমুদয় উদিত হইলে অপরিমিত পাঠ করিবে, পরিশেষে

প্রসৃতি পরিমিত যাবক পান করিবে এইরূপ করিলে সপ্ত-রাত্র মধ্যে জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত উপপাতক সমুদয় হইতে মুক্ত হইবে, দ্বাদশরাত্রে ব্রহ্মহত্যাদি ভিন্ন মহা-পাতক হইতে মুক্ত হইবে এবং একবিংশতিরাত্রে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ও স্তেয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত বিষয়ে। অথবা অকামত শ্রোত্রিয় আচার্য্য ও সবনস্থ বধ বিষয়ে। মনু কহিয়াছেন যে, প্রয়ত হইয়া অরণ্যমধ্যে তিনবার বেদ সংহিতা অভ্যাস করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় অথবা তিনবার পরাকব্রত দ্বারা শোধিত হয় তাহা কামত শ্রোত্রিয়াদি বধ বিষয় অথবা অন্যত্র কামত অভ্যাস বিষয়।

বৃহৎ বিষ্ণু কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মহত্যা করিয়া গ্রাম হইতে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রভূতকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রদ্বারা অষ্ট সহস্র আহুতি প্রদান করিবে তাহা হইলে এই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা নির্গুণ বধ বিষয় অথবা অনুগ্রাহক বিষয়। যম কহেন যে, তিনদিবস যোগী হইয়া উপবাস করিবে, তিন-দিন জলপান করিয়া থাকিবে এবং তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হইবে, তাহা গুণবান হন্তার নির্গুণ বধ বিষয় অথবা প্রযোজক এবং অনুমন্তার বিষয়। হারীত কহিয়াছেন যে, মহাপাতক অতিপাতক অনুপাতক ও উপপাতক সকলের অন্যতমের সন্নিপাত হইলে তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবে। তাহা নিমিত্ত কর্তার বিষয়ে। এইরূপ অন্যান্য স্মৃতি বাক্য

লোমভ্যঃ স্বাহেত্যথবা দিবসং মারুতাশনঃ।
জলে স্থিত্বাগ্নিং জুহুয়াৎ চত্বারিংশৎ ঘৃতাহুতীঃ॥ ৩০৩॥
ত্রিরাত্রোপোষিতোহুত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ।
ব্রাহ্মণস্বর্ণহারীতু রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ॥ ৩০৪॥

সমুদয় অন্বেষণ করিয়া বিষয় বিশেষে বিভাগ করিতে হইবে, গ্রন্থগৌরব ভয়বশত এস্থলে লিখিত হইল না, এই সমুদয় ব্রত যাগস্থ যোষিৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলে আ-ত্রেয়ী আহিতাগ্নিপত্নী গর্ব্বিণী হইলে এবং অবিজ্ঞাত গর্ব্ভ ব্যাপাদিত হইলে চতুর্থ অংশ ন্যূনরূপে অনুষ্ঠান করি-বে॥ ৩০২॥

অন্য প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

অথবা অহোরাত্র উপোষিত থাকিয়া রাত্রিকালে জল মধ্যে বাস করিয়া প্রাতঃকালে জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 'লোমভ্যঃ স্বাহা' ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্র দ্বারা একে একে পঞ্চাহুতি এইরূপে চত্বারিংশৎ ঘৃতাহুতি হোম করিবে। ইহাও পূর্ব্বোক্তের সমান বিষয় যেহেতু জলে বাস করিলে তপস্যার বাহুল্য হয়॥ ৩০৩॥

ক্রমপ্রাপ্ত সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

সুরাপায়ী চত্বারিংশৎ ঘৃতাহুতি করিবে ইহা অনুবৃত্তি হইতেছে। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া 'কুষ্মাণ্ডী যদ্দেবা-দেবহেড়ন ইত্যাদি কুষ্মাণ্ডদৃষ্ট অনুষ্টুপ্ মন্ত্রলিঙ্গ দেবতা স্বরূপ ঋক্ দ্বারা চত্বারিংশৎ ঘৃতাহুতি হোম করিলে শুচি হইবে। আর চৌধায়নও বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে পবিত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবে সে কুষ্মাণ্ডী মন্ত্র-

দ্বারা আহুতি দিবে, ভ্রূণহত্যা হইতে যে পাপ নিকৃষ্ট তাহা হইতে মুক্ত হইবে এবং স্বপ্ন ভিন্ন অযোনিতে রেতঃ সেচন করিয়াও এই কর্ম্মদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। মনু কহেন যে, বশিষ্ঠ দৃষ্ট বহ্‌বৃচকৌৎস মন্ত্র এবং মাহিত্র্য ও শুদ্ধবত্য মন্ত্র জপ করিলে সুরাপায়ী শুদ্ধ হয়। একমাসকাল প্রত্যহ ষোড়শবার "অপ নঃ শোশুচদঘং প্রস্তোমেভিরুষ সমসিষ্ঠামহিত্রীণামবোস্তোতাত্মিন্দ্রং স্তবাম" এই সকলের মধ্যে কোন এক মন্ত্রের জপ উক্ত হইয়াছে, তাহা ত্রিরাত্র উপবাস ও কুষ্মাণ্ডহোমে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে জানিতে হইবে, ইহা অকামত পৈষ্টিসুরার একবার পানে এবং গৌড়ী ও মাধ্বীর বারম্বার পানে জানিতে হইবে। মনু কহেন যে, দ্বিজ শাকলহোমীয় মন্ত্রদ্বারা এক বৎসরকাল ঘৃত হোম করিলে অথবা নম এই ঋক্‌মন্ত্র জপ করিলে অতি গুরুতর পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। সম্বৎসরকাল প্রত্যহ 'দেবকৃতস্যৈনস ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে, 'নমইত্যুগ্রং নম আবিবাস এই ঋক্‌মন্ত্রেরও জপ উক্ত হইয়াছে, তাহা কামকার বিষয়। আর মহাপাতক সংযুক্ত ব্যক্তি সমাহিত হইয়া গো সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে এবং এক বৎসরকাল পাবমানী মন্ত্র অভ্যাস করিয়া ভিক্ষালব্ধ ভিন্ন আহার করত বিশুদ্ধ হইবে, ইহা অভ্যাস বিষয় অথবা সমুচ্চিত মহাপাতক বিষয়।

সুবর্ণ স্তেয় প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন, ব্রাহ্মণ স্বর্ণাপহারী ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জল মধ্যে অবস্থিতি করত

সহস্রশীর্ষাজাপীতু মুচ্যতেগুরুতল্পগঃ।
গৌর্দেয়া কর্ম্মণোস্যান্তে পৃথগেভিঃ পয়স্বিনী॥ ৩০৫॥

'নমস্তে রুদ্রমন্যব' এই শত রুদ্রীয় জপযুক্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। শাতাতপ এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন, যে মদ্য পান করিয়া গুরুপত্নী গমন করিয়া ব্রাহ্মণ স্বর্ণহরণ করিয়া এবং ব্রহ্মহত্যা করিয়া ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া ভস্ম শয্যায় শয়ান থাকিয়া শত রুদ্রী পাঠ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। জপও একাদশবার করিয়া করিতে হইবে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি একাদশবার করিয়া রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে মহাপাপ স্পৃষ্ট হইলেও মুক্ত হয় এবিষয়ে সংশয় নাই, ইহা অত্রি স্মরণ করিয়াছেন। মনু যে সুবর্ণ অপহরণ করিয়াও 'আস্যবামীয় এবং শিবসঙ্কল্প একবার' জপ করিলে মানব ক্ষণকাল মধ্যে নির্ম্মল হয় ইহা দ্বিপঞ্চাশৎ ঋক্ সংখ্যাক আস্য বামপলিত হোতৃস্থূক্তের আর 'যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দেব এই শিবসঙ্কল্প দৃষ্ট ছয়টি ঋকের একবারমাত্র জপ কহিয়াছেন, তাহা গুণবান্ অপহরণকারীর অত্যন্ত নির্গুণ স্বামিক স্বর্ণহরণ বিষয়ে দেখিতে হইবে, সুবর্ণের ন্যূন পরিমাণ বিষয় অথবা অনুগ্রাহক প্রযোজক বিষয়। পুনঃ পুন হইলে মহাপাতক সংযুক্ত ব্যক্তি গো সকলের অনুগমন করিবে ইত্যাদি বচনোক্ত দ্রষ্টব্য॥ ৩০৪॥

ক্রমপ্রাপ্ত গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

গুরুতল্পগামী মানব সহস্রশীর্ষা এই ষোড়শর্চ্চসূক্ত নারায়ণ দৃষ্ট পুরুষ দৈবত্য অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দযুক্ত

মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে এককালে মুক্ত হয়। সহস্রশীর্ষাজাপী এই স্থলে তাচ্ছীল্য প্রত্যয় বশত আবৃত্তি বিবেচনা করিতে হইবে, অতএব যম কহিয়াছেন যে, পৌরুষসূক্ত আবৃত্তি করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, আবৃত্তি বিষয়ে সংখ্যার অপেক্ষা থাকায় অধস্তন শ্লোক গত চত্ত্বারিংশৎ সংখ্যা অনুমিত হইতেছে, এস্থলে পূর্ব্ব শ্লোকস্থিত ত্রিরাত্র উপোষিত ইহার সহিত সম্বন্ধ আছে, অতএব বৃহদ্বিষ্ণু বলেন, গুরুতল্পগামী ত্রিরাত্র উপোষিত থাকিয়া পুরুষসূক্ত জপ ও হোম দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই সমস্ত সুরাপায়ী সুবর্ণ অপহরণকারী ও গুরুতল্পগামীগণ পৃথক্ পৃথক্ ত্রিরাত্র ব্রতের পর বহুদুগ্ধদাত্রী গো দান করিবে, ইহা অকাম বিষয়। সুমন্তু কহেন যে, 'হবিষ্যান্তীয় ও নতমংহ' এই মন্ত্র অভ্যাস করিলে এবং পুরুষসূক্ত জপ করিলে গুরুতল্পগামী মুক্ত হয়। 'হবিষ্যান্ত মজরং স্বর্বিদিনতমং হোমদুরিতং ইতিবা ইতি মে মনঃ সহস্রশীর্ষা' এই সকলের মধ্যে যে কোন মন্ত্রের এক মাস প্রত্যহ ষোড়শ ঋকের চত্ত্বারিংশৎবার জপ উক্ত হইয়াছে। তাহাও অকাম বিষয়। কামকৃত হইলে 'শাকল হোমীয়মাত্র' দ্বারা এই মনুর বচন দেখিতে হইবে।

ষট্ত্রিংশৎমতে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ উপপাতক শুদ্ধির নিমিত্ত সহস্র সংখ্যক মহাব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলদ্বারা হোম করিবে। মহাপাতক সংযুক্ত ব্যক্তি লক্ষ হোম দ্বারা শুদ্ধ হয়, তাহা আবৃত্তি বিষয়।

প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
উপপাতকজাতানামনাদিষ্টস্য চৈবহি ॥ ৩০৬ ॥

যম কহিয়াছেন যে, ‘ আস্যবামীয় অথবা পাবমানী, কুন্তীয়, বালখিল্য, নিবিৎপ্রৈসা, বৃষাকপি, হোতৃ ও রুদ্র মন্ত্র সকল একবার জপ করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। তাহা ব্যভিচারিণী গমন বিষয়। যাহা গুরুতল্পের অতি দেশ বিষয় বা তাহার সমান অতিপাতক অনুপাতক পদাভিধেয় পতিত সকলে চতুর্থ অংশ ন্যূন এবং অর্দ্ধন্যূন ক্রমশ জানিতে হইবে। পাতক অতিপাতক ও উপপাতকের মধ্যে যে কোন একের সন্নিপাতে অঘমর্ষণ মন্ত্র তিনবার জপ করিবে, ইহা হারীতের বচন দেখিতে হইবে। মহাপাতক সংসর্গিগণের সম্বন্ধে ‘ সে তাহারই ব্রত করিবে, এই বচন বশত যাহার সহিত সংসর্গ করিবে তদীয় প্রায়শ্চিত্তই করিবে। অধ্যাপনা প্রভৃতি সংসর্গের অনেক কর্তৃসম্পাদ্যত্ব প্রযুক্ত গোপনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না একথা বলিও না, যেহেতু অনেক কর্তৃত্ব সত্ত্বেও পরদার গমনের ন্যায় কর্ত্তা ব্যতিরিক্ত তৃতীয় ব্যক্তির অপরিজ্ঞানমাত্রেই গোপনীয়ত্ব হয়, অতএব রহস্য প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারে। এইরূপ অতিপাতকাদি সংসর্গীরও তদীয় প্রায়শ্চিত্ত জানিতে হইবে॥ ৩০৫ ॥ ইতি মহাপাতক রহস্য প্রায়শ্চিত্ত চতুর্দ্দশ প্রকরণ ॥ ০ ॥

ক্রমানুসারে প্রাপ্ত উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

গোবধাদি ষট্‌পঞ্চাশৎ (৫৬) উপপাতক সমূহের এবং জাতিভ্রংশকর অনাদিষ্ট রহস্য ব্রত সমুদয়ের অপনো-

দনের নিমিত্ত শত সংখ্যক প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। আর সমস্ত মহাপাতক প্রভৃতি প্রকীর্ণ পাপের অপনোদনার্থ প্রাণায়াম করা উচিত। তন্মধ্যে মহাপাতক সকলে চতুঃশত, অতিপাতক সমুদয়ে ত্রিশত অনুপাতক সমূহে দ্বিশত এইরূপে সঙ্খ্যা বৃদ্ধি কল্পনা করিতে হইবে, যেহেতু প্রকাশ প্রায়শ্চিত্ত সকলে মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ অংশের উপপাতক সমুদয়ে বিধান দেখা যায়, এই নিমিত্ত প্রকীর্ণকে হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে। অতএব যম কহিয়াছেন যে, দশ প্রণব সংযুক্ত চতুঃশত প্রাণায়াম দ্বারা পুরুষ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়, অবশিষ্ট পাতক হইতেও মুক্ত হইতেই পারে। বৌধায়নও এবিষয়ে বিশেষ বলিয়াছেন, বাক্য চক্ষু কর্ণ ত্বক্ ঘ্রাণ ও মনের অতিক্রমেও প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা শুদ্ধ হয়। শূদ্র স্ত্রী গমন ও শূদ্রের অন্ন ভোজনেও পৃথক্ পৃথক্ সপ্তাহে সপ্ত প্রাণায়াম ধারণা করিবে। অভক্ষ্য অভোজ্য অপবিত্র বস্তু ভোজনে এবং অবিক্রেয় বিক্রয়ে মধু মাংস ঘৃত তৈল লাক্ষা লবণ রস অন্ন বর্জ্জিত বিষয়ে অন্য যাহা কিছু এইরূপ যুক্ত হইবে, তদ্বিষয়ে দ্বাদশ দিবস দ্বাদশ দ্বাদশ প্রাণায়াম ধারণা করিবে। আর পাতক ও উপপাতক ভিন্ন অন্য যাহা কিছু এইরূপ হইবে, তাহাতে অর্দ্ধ মাস দ্বাদশ দ্বাদশ প্রাণায়াম ধারণা করিবে। আর পাতক ও পতনীয় ব্যতীত অন্য যাহা কিছু এইরূপ উক্ত হইবে তাহাতে একমাসকাল দ্বাদশ দ্বাদশ প্রাণায়াম ধারণা করিবে। আর পাতক ভিন্ন অন্য যাহা এইরূপ হইবে

তাহাতে ছয়মাস দ্বাদশ দ্বাদশ প্রাণায়াম ধারণা করিবে। আর পাতক বিষয়ে সম্বৎসরকাল দ্বাদশ দ্বাদশ প্রাণায়াম ধারণা করিবে। তন্মধ্যে বাক্য চক্ষু ইত্যাদি প্রাণায়াম-ত্রয় প্রকীর্ণ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। শূদ্রা স্ত্রী গমন ও শূদ্রান্ন ভোজন ইত্যাদি দ্বারা উপপাতক বিশেষের অভিপ্রায়ে একোনপঞ্চাশৎ প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। আর অভক্ষ্য অভোজ্য ইত্যাদি দ্বারা উপপাতক বিশেষ অভিপ্রায় বশত চতুশ্চত্বারিংশদধিক শত (১৪৪) প্রাণা-য়াম কথিত হইয়াছে। আর পাতকোপপাতক ভিন্ন ইত্যাদি দ্বারা জাতিভ্রংশ করাদির অভিপ্রায়ে অশীতিশত (১৮০) প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। আর পাতক পতনীয় ব্যতীত ইত্যাদি দ্বারা গোবধাদি উপপাতক অভিপ্রায়ে ষষ্ট্যধিক শতত্রয় (৩৬০) প্রাণায়াম কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর পাতক ভিন্ন এই উক্তি দ্বারা ষষ্ট্যধিক শতত্রয় সহিত দ্বিসহস্র সংখ্যক (২৩৬০) প্রাণায়াম অতিপাতক ও অনুপাতক অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। আর পাতক সকলে ইত্যাদি বাক্যে উক্ত বিংশতি অধিক শতত্রয় সহিত চতুঃ সহস্র প্রাণায়াম মহাপাতকের বিষয়। এই অভক্ষ্য অভোজ্য ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত পঞ্চ প্রায়শ্চিত্ত অত্যন্ত অভ্যাস বিষয়। অথবা সমুচ্চিত বিষয়। মনু কহেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম পাপ সকলের অপনোদন করিতে ইচ্ছু ব্যক্তি ‘অবেতি’ এই ঋক্‌মন্ত্র অষ্টবার অথবা ইহার কিয়দংশ জপ করিবে। প্রত্যহ প্রয়োজনান্তরের অবিরুদ্ধকালে

ওঁকারাভিষ্টুতঃ সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ।
কৃত্বাতু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনং তু দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩০৭ ॥

'অবেতি হেলো বরুণ' এই ঋক্‌মন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ অষ্টবার জপ করিবে, তাহাও অভ্যাস বিষয় ॥ ৩০৬ ॥

উপপাতক সামান্য প্রাপ্ত প্রাণায়াম শতের অপবাদ কহিতেছেন।

ব্রাহ্মণ রেত বিষ্ঠা মূত্র প্রাশন করিলে ওঁকার দ্বারা অভিমন্ত্রিত শুদ্ধিসাধন সোমলতার রসপান করিবে, ইহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক কৃত বিষয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত হইলে মনু কহিয়াছেন, রেত বিষ্ঠা মূত্র প্রাশন করিলে এবং লশুন পলাণ্ডু গৃঞ্জন কুম্ভিকা প্রভৃতি ও অন্য অভক্ষ্য সকল ভক্ষণ করিলে আর হংস গ্রাম্য কুক্কুট কুক্কুর ও শৃগাল প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিলে কণ্ঠ পরিমাণ জলে অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধবতী ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া মহাব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্তগামি উদকপান পূর্ব্বক এই সকল পাপ হইতে পবিত্র হয়। মনুকর্ত্তৃক সপ্তবিধ অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তান্তর কথিত হইয়াছে যে, মানব প্রতিগ্রহের অযোগ্য বস্তু প্রতিগ্রহ এবং বিগর্হিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া 'তরৎ সমাসীয় মন্ত্র জপ করত তিন দিনের পরে পবিত্র হয়। প্রতিগ্রহের অযোগ্য অপ্রতিগ্রাহ্য বিষ শস্ত্র সুরা ও পতিত প্রভৃতির দ্রব্য। যদি জলে রেত বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি শারীর মল পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও তিনি (মনু) কহিয়াছেন যে, জলে অপ্রশস্তকর্ম্ম করিলে

নশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণাৎ তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি ॥ ৩০৮ ॥
শুক্তিপারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বপাপহরাহ্যেতে রুদ্রৈকাদশিনী যথা ॥ ৩০৯ ॥

একমাসকাল ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া কালযাপন করিবে ॥ ৩০৭ ॥

অজ্ঞানকৃত প্রকীর্ণকে এবং মানস উপপাতকে প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন।

রজনীতে অথবা দিবসে যাহা প্রমাদকৃত প্রকীর্ণক এবং মানসিক বা বাচিক উপপাতক হয়, তৎসমুদয় প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এই কালত্রয় বিহিত নিত্য সন্ধ্যার উপাসনা দ্বারা প্রণষ্ট হইয়া যায়। অতএব যম কহেন যে, দিবসে বাক্য মন কর্ম্মদ্বারা যে পাপ করে সায়ং সন্ধ্যা করিতে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা সেই পাপ নিহত করিয়া থাকে। শাতাতপও কহিয়াছেন যে, মিথ্যা বাক্য মদ্য গন্ধ দিবা মৈথুন ও শূদ্রান্ন এই সমুদয় হইতে যে পাপ হয় সায়ংকালে উপাসিতা সন্ধ্যা তাহা বিনাশ করে ॥ ৩০৮ ॥

অনন্তর, সকল মহাপাতকাদি সাধারণ পবিত্র মন্ত্র সমুদয় কহিতেছেন।

শুক্তিপনামক আরণ্যক বিশেষ 'বিশ্বানি দেবঃ সবিতঃ' ইত্যাদি বাজসনেয়কে পঠিত হইয়া থাকে, আরণ্যক ঋক্ 'বাচং বাচং প্রপদ্যে মনোযজ্ঞঃ প্রপদ্যে, ইত্যাদি তাহাতেই পঠিত হয়, এই উভয়ের জপ করিলে সকল মহাপাতকাদি নষ্ট হয়। মহাপাতকে লক্ষ গায়ত্রী জপ,

পাতক এবং অনুপাতকে দশ সহস্র, উপপাতকে সহস্র, প্রকীর্ণকে শত গায়ত্রী জপ করিলে মহাপাতক প্রভৃতি সকল পাপ নষ্ট হয়। অতএব শঙ্খ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন যে, শতবার সাবিত্রী জপ করিলে সকল পাতক নাশ হয়, সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলে সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হয়, দশ সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলে সমস্ত পাপ নাশ হয়, লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলে মহাপাপ নষ্ট হইয়া যায়। সুবর্ণহরণকারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাকারী গুরুপত্নীগামী এবং সুরাপায়ী লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলে বিশুদ্ধ হয়, সংশয় নাই। চতুর্ব্বিংশতিমতেও উক্ত হইয়াছে যে, কোটি গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়, যে ব্যক্তি এক লক্ষ অশীতি সহস্র গায়ত্রী জপ করে, সে সুরাপান পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র গায়ত্রী জপ সুবর্ণাপহারীকে পবিত্র করে, আর গুরুপত্নীগামী মানব এক লক্ষ ষষ্টি সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা গুরুত্বহেতু প্রকাশের বিষয়। আর রুদ্রৈকাদশিনী অর্থাৎ একাদশ রুদ্রানুবাক মন্ত্রের সমাহার তাহা বিশেষরূপে জপ করিলে সর্ব্বপাপ হরণ করে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি একাদশ গুণ রুদ্রমন্ত্র আবৃত্তি করিলে মহাপাপ সমুদয় হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে সংশয় নাই। মহাপাতক সকলে একাদশ গুণ আবৃত্তি দেখাইতেছে, অতিপাতক প্রভৃতির পক্ষে চতুর্থ অংশ হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে, চশব্দ অঘমর্ষণাদির সমুচ্চয়ের নিমিত্ত।

যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বাচনং তথা ॥ ৩১০ ॥

বশিষ্ঠ কহেন যে, অতঃপর আমি সমস্ত বেদ মন্ত্র দ্বারা যাহা পবিত্র হয় তাহা কহিব, যাহা জপ ও হোম দ্বারা মানবগণ পবিত্র হয় এবিষয়ে সংশয় নাই। অঘমর্ষণ মন্ত্র দেবকৃত শুদ্ধবতী সমুদয় তরৎসমা কুষ্মাণ্ডী পাবমানী দুর্গা সাবিত্রী অভিষঙ্গপদ স্তোম সাম সমুদয় ব্যাহৃতি সকল ভারুণ্ড সাম সমুদয় রৈবত গায়ত্র, পুরুষব্রত, ভাস বেদ-ব্রত সমুদয় অব্লিঙ্গ বার্হস্পাত্য বাক্সূক্ত মধ্বৃচ শত রুদ্র অথর্ব্বশিরঃ মহাব্রত ত্রিসুপর্ণ, গোসূক্ত অশ্বসূক্ত ইন্দ্রশুদ্ধ সামদ্বয় আজ্যদোহত্রয় রথন্তর অগ্নিব্রত ও বৃহৎ বামদেব্য এই সমুদয় গীত হইলে জীবগণকে পবিত্র করে এবং যদি ইচ্ছা করে, তবে জাতিস্মরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩০৯ ॥

কিঞ্চ, ব্রাহ্মণ যে যে ব্রহ্মবধাদি বিষয়ে তজ্জন্য পাপসমূহ দ্বারা আপনাকে সংকীর্ণ অর্থাৎ অভিভুত জ্ঞান করিবে, সেই সেই বিষয়ে গায়ত্রী দ্বারা তিল হোম কর্ত্তব্য, সেই মহাপাতকে গায়ত্রী দ্বারা লক্ষ হোম করা উচিত, গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক লক্ষসংখ্যক হোম করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়, ইহা যম স্মরণ করিয়াছেন। অতিপাতক প্রভৃতিতে পাদ পাদ হ্রাস কল্পনা করিতে হইবে আর তিল দ্বারা বাচন ও দান কর্ত্তব্য, অতএব রহস্যাধিকারে বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, বৈশাখ পূর্ণিমাতে সাত অথবা পাঁচজন ব্রাহ্মণকে মধুযুক্ত কৃষ্ণ অথবা অন্যবিধ তিল

দ্বারা বলাইবে যে, ধর্ম্মরাজ প্রীত হউন অথবা যাহা মনে হইবে, তাহাই বলাইবে, এইরূপ করিলে যাবজ্জীবন কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। আর অনিয়তকালে দানের বিষয় তিনিই কহিয়াছেন যে, কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্মের উপর তিল স্থাপন করত তাহাতে স্বর্ণ মধু ও ঘৃত সমর্পণ পূর্ব্বক যিনি ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

ব্যাসও কহিয়াছেন, যে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিল ধেনু দান করিবে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে সংশয় নাই। ইত্যাদি দান সমুদয় রহস্যকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, অজ্ঞানি দ্বিজগণের এবং স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে ইহা জানিতে হইবে। যম কহেন যে, যিনি প্রাতঃকালে তিল সকল দান করেন তিল স্পর্শ করেন এবং তিল ভক্ষণ করেন, আর তিল দ্বারা স্নান করেন ও তিল দ্বারা হোম করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অপিচ মাসের মধ্যে দুই অষ্টমী দুই চতুর্দ্দশী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সপ্তমী ও দ্বাদশীদ্বয় সম্বৎসর মধ্যে যদি এই সকল তিথিতে ভোজন না করে, তবে সে সতত বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় সমুদয় জয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। অত্রি কহিয়াছেন যে, আষাঢ় মাসের একাদশী তিথিতে ক্ষীর সমুদ্রে শেষ পর্য্যঙ্কে হরি শয়ন করেন, কার্ত্তিক মাসের একাদশীতে নিদ্রা পরিত্যাগ করেন, সেই দুই একাদশীতে হরিকে পূজা করিবে, তাহা করিলে

কিঞ্চ —

বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়াপরং।
নস্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥ ৩১১ ॥
বায়ুভক্ষোদিবাতিষ্ঠন্ রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুধ্যেদ্ব্রহ্ম বধাদৃতে ॥ ৩১২ ॥

শীঘ্রই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়, ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যাবিহীন মানবগণের কামকৃত বা অকামকৃত একবার বা বারম্বার বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ৩১০ ॥

আরও কহিতেছেন, প্রথমত বেদ স্বীকার পরে বেদ বিচার অনন্তর বেদ অভ্যাস পরে বেদ মন্ত্র জপ পরিশেষে শিষ্যগণকে বেদ শিক্ষা দান এই পঞ্চ প্রকারে বেদ পাঠ হয়, এইরূপ ক্রম অনুসারে বেদাভ্যাস নিরত তিতিক্ষা-যুক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে মহা-পাতক জনিত পাপ সকলও স্পর্শ করিতে পারে না, তবে প্রকীর্ণক জন্য বাক্য মন জন্য উপপাতক সকল কিপ্রকারে তাহাকে স্পর্শ করিবে? এস্থলে অপি শব্দ দ্বারা এই তাৎপর্য্য লক্ষিত হইতেছে। ইহাও অনিচ্ছা পূর্ব্বক কৃত বিষয়ে অতএব বশিষ্ঠ কহেন যে, শত শত অকার্য্য যদি করে এবং বেদ ধারণ করে, তবে অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তদ্রূপ বেদরূপ অগ্নি তাহার সেই সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়া ফেলে, ইহা প্রকীর্ণকাদি অভিপ্রায়ে কথিত হই-য়াছে, কেন না বেদবল অবলম্বন করিয়া মনুষ্য পাপকর্ম্মে অনুরক্ত হইবে না, যেহেতু অজ্ঞান বা অনবধান নিবন্ধন

যদি কোন কর্ম্ম করে বেদ তাহাই দগ্ধ করেন, অন্য নহে ॥ ৩১১ ॥

কিন্তু উপবাস পূর্ব্বক দিবসে উপবেশন না করিয়া যাপন করত রাত্রিকালে জলে বাস করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রাহ্মণ বধ ব্যতিরিক্ত সমস্ত মহাপাতকাদি পাপ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব উপপাতক প্রভৃতিতে অভ্যাস বশত অথবা অনেক দোষ সমুচ্চয়ে জানিতে হইবে, যেহেতু বিষম বিষয় সমী-করণ ন্যায্য নহে। অতএব বৃদ্ধ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক মহাপাতক ও উপপাতকের কালে বিশেষে ব্রত বিশেষ কথিত হই-য়াছে যে, যব সকলের প্রসৃতি বা অঞ্জলি পরিমাণ পাক করত তাহাও ঘৃত মন্ত্রপূত করিবে, যথা যব তুমি ধান্য সকলের প্রধান, বরুণ তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি মধুসহ সংযুক্ত হইয়া আমার সমস্ত পাপ দূর কর, ঋষিগণ তোমাকে পবিত্র বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন, এই মন্ত্রদ্বারা এবং ঘৃত যব মধু যব পবিত্র অমৃত যব আমার বাক্য মন কায় সম্ভব সমুদয় পাপ পবিত্র করুন, এই মন্ত্র দ্বারাই বা অগ্নি কার্য্য করিবে এবং তদ্দ্বারা ভূতগণকে বলি দিবে, অগ্র ভিক্ষা আতিথ্য ও উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিবে না, যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন যাহারা মানসযুক্ত যাহাদিগেয় ইন্দ্রিয় সমুদয় আছে, যাহাদিগের পিতা দক্ষ তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, পালন করুন, তাঁহাদি-গকে নমস্কার, তাঁহাদিগের উদ্দেশে 'স্বাহা' শব্দ দ্বারা আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, এই মন্ত্র বলিয়া আপনাতে আ-

ব্রহ্মচর্য্যং দয়াক্ষান্তির্দানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১৩॥
স্নানং মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।
নিয়মা গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধো প্রমাদতা॥ ৩১৪॥

হুতি প্রদান করিবে, ত্রিরাত্র মেধাবৃদ্ধির নিমিত্ত হোম করিবে এবং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত ত্রিরাত্র আহুতি প্রদান করিবে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ক্ষয় নিমিত্ত দ্বাদশরাত্র আহুতি প্রদান করিবে, পতিতোৎপন্ন এই পথ অবলম্বন দ্বারা অন্যান্য স্মৃতিবচন সকল বিবেচনা করিবে॥ ৩১২॥

ইতি রহস্য প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ॥ ১৫॥

অধুনা বিনিযুক্ত ব্রতসমূহের রূপভেদ বোধ করিতে ইচ্ছা হইলে তাহা কি প্রকার? সংক্ষেপত তাহার লক্ষণ কহিতেছি, তন্মধ্যে সকল প্রকার রহস্য ব্রত সকলের অঙ্গভূত ধর্ম্ম সমুদয় কহিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্য সকলইন্দ্রিয় সংযম, উপস্থনিগ্রহ লিঙ্গনিগ্রহ গোবলীবর্দ্দ ন্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অকল্কতা অকুটিলতা অবশিষ্ট শব্দ সকল প্রসিদ্ধ, মনু কহিয়াছেন যে, অহিংসা সত্য ক্রোধরাহিত্য এবং সরলতা সম্যক্‌রূপে আচরণ করিবে, তাহাও ইহাদিগের উপলক্ষণ পরিগণন নিমিত্ত নহে। এস্থলে দয়া ক্ষমা প্রভৃতি পুরুষার্থহেতু প্রাপ্ত হইলেও প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিহিত হইয়াছে। কোন স্থলে বিশেষও আছে, যেমন বিবাহাদি স্থলে অনুজ্ঞাত অনৃত বচনের নিবৃত্তির নিমিত্ত সত্যতা বিধান, পুত্র শিষ্য প্রভৃতিকেও

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পিঃ কুশোদকং।
জগ্ধা পরেহ্ন্যপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং পরং ॥ ৩১৫ ॥

তাড়ন করিবে না এই নিমিত্ত অহিংসা বিধান এইরূপ সমুদয় জানিতে হইবে ॥ ৩১৩ ॥ ৩১৪ ॥

তন্মধ্যে সান্তপন নামক ব্রত কহিতেছেন, পূর্ব্ব দিন অন্য আহার পরিহার পূর্ব্বক গোমূত্র প্রভৃতি পঞ্চগব্য দ্রব্য কুশোদকের সহিত সংযোজিত করত পান করিয়া পরদিন উপবাস করিবে, ইহা দ্বৈরাত্রিক সান্তপন, কৃচ্ছ্র সান্তপন পরশ্লোকে পৃথক্ বিধানহেতু অবগত হইবে। তপোরূপে ক্লেশসাধ্যহেতু কৃচ্ছ্র ইহা অর্থানুগত নাম গোমূত্র প্রভৃতির পরিমাণ পরে বলিব। যদি পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া পরদিনে মন্ত্রের সহিত যোজনা করিয়া মন্ত্রসহ পঞ্চগব্য পান করে, তবে তাহাকে ব্রহ্মকূর্চ্চ বলা যায়। পরাশর কহেন যে, গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত ও কুশোদক পঞ্চগব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারা প্রত্যেকে শরীর শোধন করে। তাম্রবর্ণা গোর মূত্র, শ্বেতবর্ণা গোর গোময়, স্বর্ণবর্ণা গোর দুগ্ধ, নীলবর্ণা গোর দধি এবং কৃষ্ণবর্ণা গোর ঘৃত আর পঞ্চবর্ণা গো সকলের অভাবে কপিলা ধেনুরই পঞ্চগব্য গ্রহণ করিবে, পঞ্চগব্য বিষয়ে এই বিধি, গোমূত্র অষ্টমাষা পরিমিত গোময় ষোড়শমাষা পরিমাণ দুগ্ধ দ্বাদশমাষা পরিমিত দধি দশমাষা পরিমাণ গোমূত্রের ন্যায় ঘৃত অষ্টমাষা পরিমিত তাহার অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ চারিমাষা পরিমাণ কুশোদক। গায়ত্রীদ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গোময়,

আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ, দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দধি, তেজোসি শুক্রস্য ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ঘৃত দেবস্বত্বা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কুশোদক গ্রহণ পূর্ব্বক ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য পবিত্র করিয়া অগ্নি সন্নিধানে হোম করিবে। যে সমস্ত দর্ভের সপ্তপত্র এবং যাহাদিগের অগ্রভাগ ছিন্ন হয় নাই, শুকপক্ষীর ন্যায় যাহাদিগের কান্তি সেই সমস্ত কুশদ্বারা পঞ্চগব্য উত্তোলন করিয়া যথাবিধি হোম কর্ত্তব্য ‘ইরাবতী’ ইদং বিষ্ণুঃ, মানস্তোকেও শম্বতী, ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে পরে ব্রাহ্মণ হোমাবশিষ্ট পঞ্চগব্য পান করিবে। প্রণবদ্বারা সম্যক্‌রূপে আলোড়ন করিয়া প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত করত প্রণব পাঠদ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করত পান করিবে, পলাশ অথবা পদ্মপত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া কিম্বা স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র যদি বা ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা পান করিবে। মানবদেহে যে ত্বক্ ও অস্থিগত পাপ থাকে ব্রহ্মকূর্চ্চ উপবাস তাহা অগ্নির কাষ্ঠদহনের ন্যায় দগ্ধ করে। যখন এই বিমিশ্রিত পঞ্চগব্যই ত্রিরাত্র অভ্যস্ত হয়, তখন তাহা যতি সান্তপন সংজ্ঞা লাভ করে, ইহাই দিনত্রয় অভ্যস্ত হইলে যতি সান্তপন নামে স্মৃত হয়, ইহা শঙ্খের স্মরণ আছে। জাবাল কর্ত্তৃক সপ্তাহসাধ্য সান্তপন উক্ত হইয়াছে, যে, গোমূত্র গোময় ক্ষীর দধি সর্পি কুশোদক প্রত্যহ এক একটী পান করিয়া শেষ দিন অহোরাত্র অভোজন কৃচ্ছ্র সান্তপন নামে কথিত হয়, তাহা সমুদয় পাপ বিনাশ করে, এই সকল গুরু লঘু কৃচ্ছ্র সমুদয়ের শক্তি অপেক্ষা বশত ব্যবস্থা

পৃথক্‌সান্তপনদ্রব্যৈঃষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেনতু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১৬ ॥

জানিতে হইবে এইরূপ উত্তরত্র ব্যবস্থা বোধ করিতে হইবে ॥ ৩১৫ ॥

মহাসান্তপন নামক কৃচ্ছ্রব্রত কহিতেছেন।

সপ্তাহদ্বারা অপবর্জ্জিত মহাসান্তপন নামক কৃচ্ছ্র বিজ্ঞেয়। কিরূপে জানিবে এই অপেক্ষা হওয়ায় কথিত হইয়াছে যে, গোমূত্র প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ছয় দ্রব্য মধ্যে এক এক দ্রব্য দ্বারা এক এক দিন যাপন করিবে সপ্তম দিন উপবাস দ্বারা অতিবাহিত করিবে। যম কহিয়াছেন মহাসান্তপন ব্রত পঞ্চদশ দিবস সম্পাদ্য, তন্মধ্যে তিন দিন গোমূত্র পান করিবে, দিনত্রয় গোময় ভক্ষণ করিবে, তিন দিবস দধি তিন দিন দুগ্ধ এবং দিনত্রয়ে ঘৃত প্রাশন করিলে শুদ্ধ হইবে, এই মহাসান্তপন ব্রত সর্ব্বপাপনাশ করে। জাবাল কর্ত্তৃক একবিংশতিরাত্র নিষ্পাদ্য মহাসান্তপন উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগব্য ও কুশোদক এই ছয় দ্রব্যের মধ্যে তিন তিন দিবস এক এক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, শেষ তিন দিন উপবাস করিবে ইহাকে মহাসান্তপন কহে। যখন ছয়টি সান্তপন দ্রব্যের মধ্যে এক একটির দুই দুই দিবস ভোজন বিহিত হয়, তখন তাহা অতি সান্তপন জানিবে, মনু কহেন যে, এই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে এক একটি দ্রব্য দুই দিন করিয়া পান করিবে তাহা অতি সান্তপন ব্রত এই ব্রত চণ্ডালকেও শুদ্ধ করে, ইহা অর্থবাদমাত্র।

পর্ণোডুম্বররাজীব বিল্বপত্র কুশোদকৈঃ।
প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৩১৭ ॥
তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বূনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৩১৮ ॥

ইতি মহাসান্তপন অতিসান্তপন প্রকরণ ॥ ৩১৬ ॥

পর্ণকৃচ্ছ্রাখ্য ব্রত কহিতেছেন।

পলাশ উডুম্বর পদ্ম ও বিল্বপত্র এই সকলের এক এক পত্রের ক্বাথযুক্ত জল প্রত্যহ পান করিবে এবং এক দিবস কুশোদক পান করিবে, এই পঞ্চ দিবস মধ্যে পর্ণকৃচ্ছ্র যখন এই সকল পত্রের একীকৃত ক্বাথ ত্রিরাত্রান্তে পান করে, তখন তাহা পর্ণকূর্চ্চ নামে কথিত হয়। যম কহেন যে, এই সমস্ত পঞ্চগব্য ও কুশোদক ক্বাথ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাসের পর জলের সহিত পান করিলে পবিত্র হয় ইহাই পর্ণকূর্চ্চ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি বিল্ব প্রভৃতি ফল সকলের প্রত্যেকের ক্বাথ করিয়া একমাসকাল পান করে, তবে তাহা ফলকৃচ্ছ্রাদি নাম প্রাপ্ত হয়। মার্কণ্ডেয় কহেন যে, একমাসকাল ফল ভোজন দ্বারা যাপন করিলে মনীষিগণ তাহাকে ফলকৃচ্ছ্র কহেন, শ্রীফলমাত্র ভোজন করিলে শ্রীকৃচ্ছ্র, পদ্মাক্ষ দ্বারা অপর কৃচ্ছ্র, একমাস আমলক ফলমাত্র ভোজন করিলে অন্য প্রকার শ্রীকৃচ্ছ্র, পত্রমাত্র ভক্ষণ করিলে পত্রকৃচ্ছ্র, পুষ্পমাত্র ভোজন করিলে পুষ্পকৃচ্ছ্র উক্ত হয়, মূলমাত্র ভোজন করিলে মূলকৃচ্ছ্র, জলমাত্র পান করিয়া থাকিলে জলকৃচ্ছ্র হয় ॥ ৩১৭ ॥

অনন্তর, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কহিতেছেন।

একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈবায়ং পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১৯ ॥

উত্তপ্ত দুগ্ধ ঘৃত ও জল এই ত্রিতয়ের মধ্যে এক একটী দ্রব্য প্রতিদিন প্রাশন করিয়া অপর দিন উপবাস করিবে ইহা দিবস চতুষ্টয় সম্পাদ্য মহাতপ্তকৃচ্ছ্র, এই সমস্ত উপবাসের সহিত দ্বিরাত্র সম্পাদ্য সান্তপনবৎ তপ্তকৃচ্ছ্র, মনু কর্ত্তৃক দ্বাদশরাত্র নির্বর্ত্ত্য অভিহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ করত প্রতি তিন দিবসে উষ্ণ জল দুগ্ধ ঘৃত ও বায়ু ভক্ষণ করিবে, একবারমাত্র স্নান করিবে এবং সমাহিত হইয়া থাকিবে। দুগ্ধ প্রভৃতির পরিমাণ পরাশর যাহা কহিয়াছেন, তাহাই দ্রষ্টব্য, যথা জল তিন পল পান করিবে, দুগ্ধ দুই পল পান করিবে, ঘৃত একপল পান করিবে আর ত্রিরাত্র উষ্ণ বায়ু পান করিবে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে ত্রিরাত্র মুখপূর্ণ উষ্ণ জলের বাষ্প পান করিবে, যদি শীতল দুগ্ধ প্রভৃতি পান করে তবে তাহাকে শীতকৃচ্ছ্র কহে, তিন দিন শীতল জল পান করিবে তিন দিবস শীতল দুগ্ধ পান করিবে, পরে তিন দিন শীতল ঘৃত পান করিয়া অনন্তর তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহা যম স্মরণ করিয়াছেন ॥ ৩১৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিধ তপ্তকৃচ্ছ্র সমাপ্ত।

পাদকৃচ্ছ্র কহিতেছেন।

দিবসে একবারমাত্র ভোজন উল্লেখ করিয়া রাত্রি শব্দের পুনরুল্লেখ করায় দিবসেই একবারমাত্র ভোজন

করিয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করিবে, অতএব দিবস শব্দ দ্বারা রাত্রিভোজন পরিহার পূর্ব্বক দিবসেও দুই বার ভোজন করিবে না, একবার উল্লেখ থাকায় দুই বারের নিরাশ হইতেছে, ভোজনের বিধি থাকায় অভোজনের নিরাশ হইয়াছে, ইহা কৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্রতস্বরূপহেতু পুরুষ প্রযোজনরূপ ভোজনের নিষেধ দ্বারা কৃচ্ছ্র ব্রতের অঙ্গভুত ভোজন বিহিত হইতেছে। আপস্তম্ব কহেন যে, তিন দিন রাত্রি ভোজন না করিয়া পরে তিন দিবস দিবা ভোজন পরিত্যাগ করত পরে তিন দিবস অযাচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে তিন দিন কিছুমাত্র ভোজন করিবে না, এস্থলে অনক্তাশী অর্থাৎ রাত্রি ভোজন বর্জ্জিত এই বাক্য বশত ব্রতে বিহিত ‘ণিন্‌প্রত্যয় দ্বারা রাত্রি পর্য্যদাস (নিষেধ) হেতু দিবাভোজনের নিয়ম প্রদর্শন করিতেছেন। গৌতমও ইহাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, হবিষ্য ও প্রাতরাশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিরাত্র ভোজন করিবে না এবং রাত্রি ভোজন বিধি থাকিলেও যাহাতে যাচনা নাই তাহাই অযাচিত ভোজন, অতএব কাল বিশেষের উপাদান না থাকায় দিবসেই হউক বা রাত্রেই হউক একবারমাত্র ভোজন করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত সকলের তপোরূপত্ব প্রযুক্ত দ্বিতীয় ভোজনে তাহা সিদ্ধ হয় না, অযাচিত শব্দে কেবল পরকীয় অন্ন যাচন প্রতিষেধ নহে, কিন্তু স্বীয় পরিচারক অথবা ভার্য্যাদি হইতেও যাচ্ঞা করা উচিত নহে। যাচ্ঞা প্রেষণ ও অধ্যেষণের সাধারণহেতু নিজ গৃহেও ভৃত্য ও ভার্য্যাদি যদি অনাদিষ্ট

হইয়া আপনা হইতে ভোজন সামগ্রী আনয়ন করে তবেই ভোজন করিবে নতুবা করিবে না, গৌতম এই অভিপ্রায়েই কহিয়াছেন, অনন্তর অপর তিন দিন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিবে না, এবিষয়ে গ্রাস সংখ্যার নিয়ম পরাশর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস অযাচিত চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস পরে অনশন স্মৃত হইয়া থাকে। আপস্তম্ব অন্য প্রকার কহিয়াছেন, সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস (২২) প্রাতঃকালে ষড়্বিংশতি (২৬) গ্রাস, অযাচিত (২৪) চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস পরে তিন দিবস নিরশন করিবে, কুক্কুটের অণ্ড প্রমাণ অথবা যে প্রকারে অনায়াসে মুখ মধ্যে গ্রাস প্রবেশ করিতে পারে তাদৃশ গ্রাস করিবে, এই দুই কল্পের মধ্যে শক্তি অনুসারে যে যেমন পারে সে সেইরূপ করিবে; আপস্তম্ব প্রাজাপত্য ব্রতকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া চারিটি পাদকৃচ্ছ্র করত বর্ণানুসারে ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন দিন নিরশন একপাদ, তিন দিবস অযাচিত ভক্ষণ একপাদ, তিন দিন সায়ংকালে ভোজন একপাদ এবং তিন দিবস প্রাতঃকালে ভোজন একপাদ। শূদ্র প্রাতঃকালে ভোজনরূপ একপাদ আচরণ করিবে, বৈশ্য সায়ংভোজন রূপ একপাদ আচরণ করিবে, ক্ষত্রিয় অযাচিত ভোজন রূপ একপাদ আচরণ করিবে এবং ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। যদি অযাচিত ও উপবাস রূপ তিন দিন করিয়া ছয় দিবস অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র কহে, সায়ং ভোজন ব্যতিরিক্ত অপর ত্রিগুণিত

যথাকথঞ্চিৎ ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎপাণিপূরান্ন ভোজনঃ॥ ৩২০॥

ত্র্যহানুষ্ঠানকে পাদোন কৃচ্ছ্র জানিবে। সায়ং ও প্রাত র্ভোজন ব্যতিরিক্ত অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র নক্ত (রাত্রি) ভোজন বর্জ্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে ইহা তিনিই কহিয়াছেন, অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রের প্রকারান্তরও তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, সায়ং ও প্রাতঃকালে এক এক দিন ভোজন এবং দুই দিন অযাচিত ভোজন আর দিনদ্বয় অনশন কৃচ্ছ্রার্দ্ধরূপে বিহিত হয়॥ ৩১৯॥

প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র কহিতেছেন।

ইহাই পাদকৃচ্ছ্র, যে কোন প্রকারে দণ্ড গৃহীতের ন্যায় আবৃত্তি অথবা স্বস্থান বিবৃদ্ধি দ্বারা তন্মধ্যে আনুলোম্য অথবা প্রাতিলোম্য দ্বারা বক্ষ্যমাণ জপাদিযুক্ত অথবা তাহার সহিত তিনবার অভ্যস্ত প্রাজাপত্য বিহিত হয়, তন্মধ্যে দণ্ড গৃহীতের ন্যায় আবৃত্তিপক্ষ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে যে, একদিন প্রাতঃকালে একদিন রাত্রিতে একদিন অযাচিত ভোজন এবং একদিন পরাকব্রত এইরূপ অপর চারি দিবস ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ বশত ধার্ম্মিক প্রবর মনু, বালক বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি সকলের প্রতি শিশুকৃচ্ছ্র কহিয়াছেন। অনুলোমক্রমে স্বস্থান বিবৃদ্ধি পক্ষ মনুকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে যে, তিন দিবস প্রাতঃকালে তিন দিবস সায়ংকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে, পরে তিন দিন কিছুমাত্র আহার করিবে না, ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে

প্রতিলোম অনুসারে আবৃত্তির বিষয় বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণের পর ব্রাহ্মণ প্রতি কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, জপাদি রহিত কৃচ্ছ্র ব্রত স্ত্রীও শূদ্রের বিষয় ইহা অঙ্গিরা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থিত শূদ্রকে জপ হোমাদি বর্জ্জিত প্রায়শ্চিত্ত করাইবে জপাদিযুক্ত পক্ষ পরিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের বিষয় তাহা গৌতমাদি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনন্তর, কৃচ্ছ্রব্রত সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিব, প্রাতর্ভোজন হবিষ্য ভক্ষণ পূর্ব্বক তিন দিন রাত্রিকালে কিছুই ভোজন করিবে না, পরে অপর তিন দিন কেবল রাত্রিকালে ভোজন করিবে। অনন্তর, তিন দিন কাহারও নিকট আহার প্রার্থনা করিবে না, পরিশেষে তিন দিবা রাত্রি উপবাস দ্বারা যাপন করিবে এবং অহোরাত্র উপ-বিষ্ট হইয়া থাকিবে, শীঘ্র পাপক্ষয় কামনা থাকিলে সত্য কহিবে, অসাধুগণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, নিত্য রৌরব ও যৌধামন্ত্র জপ করিবে এবং প্রয়োগ করিবে অনুসবনে উদক স্পর্শে ‘ আপোহিষ্ঠা ’ ইত্যাদি তিনটী পবিত্রবতী ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিবে, ‘ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবক্য এই অষ্ট মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করিবে।

অনন্তর, পশ্চাদুক্ত মন্ত্রদ্বারা উদক তর্পণ করিবে যথা ‘ নমোহমায় মোহমায় মংহমায় ধন্বনে তাপসায় পুনর্ব্বসবে নমঃ। মৌঞ্জ্যায় ঔর্ম্যায় বসুবিন্দায় সর্ব্ববর্ণবিন্দায় নমঃ। পারায় সুপারায় মহাপারায় পারদায় পারপারায় পার-যিষ্ণবে নমঃ। রুদ্রায় পশুপতয়ে মহতে দেবায় ত্র্যম্বকায়

একচরায় অধিপতয়ে হরায় সর্ব্বায় ঈশানায় উগ্রায় বজ্রিণে ঘৃণিনে কপর্দ্দিনে নমঃ। সূর্য্যায় আদিত্যায় নমঃ। নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় নমঃ। কৃষ্ণায় পিঙ্গলায় নমঃ। জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বৃদ্ধায় ইন্দ্রায় হরিকেশায় ঊর্দ্ধরেতসে নমঃ। সত্যায় পাবকায় পাবকবর্ণায় একবর্ণায় কামায় কামরূপিণে নমঃ। দীপ্তায় দীপ্তরূপিণে নমঃ। তীক্ষ্ণায় তীক্ষ্ণরূপিণে নমঃ। সৌম্যায় পুরুষায় মহাপুরুষায় নমঃ। মধ্যম পুরুষায় উত্তম পুরুষায় ব্রহ্মচারিণে নমঃ। চন্দ্রললাটায় কৃত্তিবাসসে নমঃ। ইহা আদিত্যের উপাসনা এই সমুদয় আজ্যাহুতি দ্বাদশ রাত্রের পর চরুপাক করত এই সকল দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া হোম করিবে। অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা অগ্নীষোমাভ্যাং ইন্দ্রায় বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ব্রহ্মণে প্রজাপতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ইতি অতঃপর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

তন্মধ্যে যে ক্ষিপ্র পাপক্ষয়ে অভিলাষ করে, সে দিবসে অবস্থিতি অর্থাৎ রাত্রে আসীন থাকিবে ইহার অর্থ এই যে, ‘ যে ব্যক্তি মহাপাপ হইতে শীঘ্র একমাত্র কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা মুক্ত হইব ’ এইরূপ কামনা করে সে দিবসে কার্য্যের অবিরুদ্ধকালে অবস্থিত রহিবে এবং রাত্রিতে উপবিষ্ট রহিবে এবং রৌরব যোধা নামক সাম জপ ‘ নমোহমায় ’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তর্পণ আদিত্য উপাসনা ও চরুপাক প্রভৃতি যাহা যোগীশ্বরাদি কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই, ক্ষিপ্রকাম ব্যক্তি সেই সকল কার্য্য করিবে। অতএব যোগীশ্বরাদি কর্ত্তৃক কথিত প্রায়শ্চিত্তদ্বয় স্থানে গৌতমের অনেক

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিং।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২১ ॥

ইতিকর্ত্তব্যতা সহিত বচন অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপ অন্য স্মৃতি সমুদয় হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সকল অন্বেষণ করা বিহিত।

অতি কৃচ্ছ্রের বিষয় কহিতেছেন।

এই ধর্ম্মবিশিষ্ট একভক্তাদি প্রাজাপত্য ধর্ম্মযুক্ত ব্রত অতি কৃচ্ছ্র হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ যে, অ.ন্ত দিবসত্রয়ে পাণি পূরণমাত্র অন্ন ভোজন করিবে, দ্বাবিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে না। ইহাতে প্রাপ্ত ভোজনের অনুবাদ দ্বারা পাণি পূরণ অন্ন ভোজনের বিধানহেতু শেষ দিবসত্রয়ে অতি দেশ প্রাপ্ত উপবাস প্রতিপক্ষ শূন্য, হইবে। এস্থলে পাদপাদক্রমে ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে হইবে। মনু কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ অতি কৃচ্ছ্র আচরণ করত নয় দিন পূর্ব্ববৎ এক এক গ্রাস ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন উপবাসী রহিবে। তাহা পাণি পূরণ পরিমিত হইতে অল্প প্রযুক্ত সমর্থের বিষয়ে ॥৩২০॥

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র কহিতেছেন, একবিংশতিরাত্র পয়োমাত্র ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করাই কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামক ব্রত জানিবে। গৌতম দ্বাদশরাত্র জল পান করত জীবন যাপনকে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র কহিয়াছেন। অপ্‌ভক্ষ্য তৃতীয় কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র অতএব শক্তি অপেক্ষা করিয়া ইহাদিগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বাদস দিবস উপবাস দ্বারা পরাক ব্রত পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৩২১ ॥

পিণ্যাকাচামতক্রাম্বু শক্তূণাং প্রতিবাসরং।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোয়মুচ্যতে ॥ ৩২২ ॥
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমং।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥ ৩২৩ ॥

সৌম্য কৃচ্ছ্র কহিতেছেন।

যাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়াছে, এতাদৃশ তিল পিণ্যাক শব্দে কথিত হইয়া থাকে ওদন নিস্রাব (চাউল ধোয়া জল) তক্র (ঘোল) জল ও শক্তু (ছাতু) এক এক দিন ঐ পাঁচটির মধ্যে এক এক বস্তু আহার করিয়া ষষ্ঠ দিবসে উপবাস করিবে, এইরূপে সৌম্য কৃচ্ছ্র কথিত হয়, দ্রব্য সকলের পরিমাণ প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহমাত্র নিমিত্ত জানিতে হইবে। জাবাল কর্তৃক চারি দিবসব্যাপী সৌম্য কৃচ্ছ্র কথিত হইয়াছে, পিণ্যাক শক্তু বস্তুক ও চতুর্থ দিনে উপবাস করিবে বস্ত্র দক্ষিণা দিবে ইহাকে সৌম্য কৃচ্ছ্র কহে ॥ ৩২২ ॥

তুলা পুরুষ নামক কৃচ্ছ্র কহিতেছেন।

এই পিণ্যাক প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ত্রিরাত্র অভ্যাস দ্বারা পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী তুলা পুরুষ নামক কৃচ্ছ্র জানিতে হইবে। এস্থলে পঞ্চদশ দিবস বিধান হেতু উপবাসের নিবৃত্তি, যম একবিংশতি রাত্রি তুলা পুরুষ কহিয়াছেন যে, আচাম পিণ্যাক তক্র জল ও শক্তু তিন দিন করিয়া প্রত্যেক বস্তু ভোজন করত অবশিষ্ট ছয় দিন বায়ু ভক্ষণ করিবে, এইরূপ একবিংশতি রাত্রে তুলা পুরুষ

তিথিবৃদ্ধ্যা চরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসন্মিতান্।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরন্॥ ৩২৪॥

উক্ত হয়। হারীত প্রভৃতির উক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রন্থ গৌরব ভয়ে লিখিত হইল না॥ ৩২৩॥

চান্দ্রায়ণ কহিতেছেন।

চান্দ্রায়ণ নামক ব্রতাচরণকারী ময়ূরের অণ্ড পরিমিত পিণ্ড সকল শুক্লপক্ষে তিথি বৃদ্ধি অনুসারে ভক্ষণ করিবে, যেমন প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে চন্দ্র কলা একাদিক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে অর্দ্ধ মাসে সেইরূপ সকলেরও বৃদ্ধি হইবে, যেমন প্রতিপদে এক দ্বিতীয়ায় দুই এইরূপ প্রতিদিন বৃদ্ধি হইয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবে, পূর্ণিমার দিবস পঞ্চদশ গ্রাস ভক্ষণ করিয়া পরে কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে চতুর্দ্দশ গ্রাস দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশ গ্রাস এইরূপে প্রতি দিন এক এক গ্রাস হ্রাস করত চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবে॥ অনন্তর, চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া চন্দ্র ক্ষয়ে অমাবস্যা দিবসে উপবাস করিবে। তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠ কহেন যে, শুক্লপক্ষে এক একটী করিয়া গ্রাস বৃদ্ধি করিবে কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস করিবে, চন্দ্র ক্ষয়ে ভোজন করিবে না এই চান্দ্রায়ণের বিধি, চন্দ্রের অয়ন অর্থাৎ গতির ন্যায় আচরণ হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা যে কর্ম্মে হইয়া থাকে তাহার নাম চান্দ্রায়ণ, ইহা যবের ন্যায় প্রান্তদ্বয়ে সূক্ষ্ম মধ্যস্থলে স্থূল এজন্য যবমধ্য বলিয়া কথিত হয়, এই ব্রত যখন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তখন পিপীলিকার ন্যায় মধ্যে

হ্রাস বিশিষ্ট হয় বলিয়া পিপীলিকা মধ্য নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক্রমে কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দ্দশ গ্রাস ভোজন করিয়া এক এক গ্রাস হ্রাস হইলে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ভোজন করিবে, পরে চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া অমাবস্যাতে উপবাস করিয়া শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাসমাত্র ভোজন করিবে, পরে এক এক গ্রাসের উপচয় অনুসারে ভোজন করিতে করিতে পক্ষের শেষ হইলে পূর্ণিমা দিবসে পঞ্চদশ গ্রাস সম্পন্ন হইবে, অতএব পিপীলিকা মধ্যনাম উচিতই হইতেছে।

তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠ বলেন, মাসের মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের আদি দিবসে চতুর্দ্দশ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, গ্রাসের অপচয় অনুসারে ভোজন করত পক্ষ শেষ সমাপন করিবে, সেইরূপ শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে এক গ্রাসমাত্র আহার করিবে, পরে গ্রাসের উপচয় অনুসারে ভোজন করত পক্ষে শেষ সমাপন করিবে। যদি এক পক্ষেই তিথি বৃদ্ধি হ্রাস বশত ষোড়শ দিন অথবা চতুর্দ্দশ দিন হয়, তবে গ্রাস সকলেরও বৃদ্ধি এবং হ্রাস জানিতে হইবে, যেহেতু তিথি বৃদ্ধি বশত গ্রাস ভক্ষণ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে।

গৌতম এবিষয়ে বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অনন্তর চান্দ্রায়ণ, তাহার বিধি উক্ত হইয়াছে, কৃচ্ছ্রে বপন ব্রত আচরণ করিবে, আগামি দিবসে পৌর্ণমাসী হইবে অতএব তাহাতে উপবাস করিবে। ‘আপ্যায়স্ব সন্তেপয়াং সিন্বোনব’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তর্পণ আজ্যহোম হবির অনুমন্ত্রণ ও চন্দ্রমার উপাসনা এবং ‘যদ্দেবাদেবহেড়ন’

এই মন্ত্র চতুষ্টয়দ্বারা আজ্যহোম করিবে। ' দেবকৃতস্য এই মন্ত্রদ্বারা পরিশেষে তিন বার সমিধ হোম করিবে। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীঃ ঊর্ক ইট্ ওজঃ তেজঃ পুরুষঃ ধর্ম্মঃ শিবঃ এই সমস্ত মন্ত্রদ্বারা গ্রাসসকলের অনুমন্ত্রণ করিবে, প্রতি-মন্ত্রে মনে মনে ' নমঃ স্বাহা ' ইহাই বা উচ্চারণ করিয়া উক্ত মন্ত্রদ্বারা গ্রাসসমুদয় ভোজন করিবে, গ্রাসপ্রমাণ মুখের বিকার না হয় এরূপে চরু ভিক্ষা লব্ধ শক্তু কণা যাবক শাক দুগ্ধ দধি ঘৃত মূল ফল জল ও হবি ইহারা উত্তরোত্তর প্রশস্ত। পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভক্ষণ করিয়া এক এক গ্রাস হ্রাস করত অপরপক্ষে ভক্ষণ করিবে। অমাবস্যায় উপবাস করিয়া এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্বপক্ষের বিপরীত কোন কোন মতে এই চান্দ্রায়ণ মাস সাধ্য, এস্থলে গ্রাসের প্রমাণ যাহাতে আস্যের বিকার না হয়, ইহা যে উক্ত হইয়াছে তাহা বালকের অভিপ্রায়ে, যেহেতু তাহাদের ময়ূরাণ্ড পরিমিত পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিতে সামর্থ্য নাই। দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যের ময়ূরাণ্ডের ন্যায় পরিমিত করণ পর্ণ পুটাদি দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে এবং কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায় আর্দ্র আমলক প্রভৃতি গ্রাস পরিমাণ অন্য স্মৃতিতে উক্ত আছে, তাহা সমর্থের বিষয়। ময়ূরাণ্ড পরিমাণ হইতে তাহা লঘু। ইহা উক্ত হইয়াছে যে, কল্য যে পূর্ণিমা হইবে তাহাতে উপবাস করিবে, এস্থলে চতুর্দ্দশীতে উপবাস বলিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া ইত্যাদি বচন দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ দিবসাত্মক

যথাকথঞ্চিৎপিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ং।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরং ॥ ৩২৫ ॥

চান্দ্রায়ণ উক্ত হইয়াছে, তাহা পক্ষান্তর প্রদর্শনার্থ নতুবা সর্ব্বত্র বিহিত নহে, যেহেতু যোগীশ্বর প্রভৃতির বচনের অনুরোধে ত্রিংশৎ দিবসাত্মক দর্শিত হইয়াছে, যদি ইহা সর্ব্বত্রই বিহিত হয়, তবে নৈরন্তর্য্য অনুসারে সম্বৎসরে চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত হয় না, চন্দ্রের গতির অনুবর্ত্তনেও অনুপপত্তি হয় ॥ ৩২৪ ॥

অন্য প্রকার চান্দ্রায়ণ কহিতেছেন।

একমাসে দুই শত চল্লিশ গ্রাস ভোজন করিবে, যে কোন প্রকারে প্রতি দিন মধ্যাহ্নকালে অষ্ট গ্রাস অথবা দিবা রাত্রে চারি চারি গ্রাস কিম্বা এক দিন চারি গ্রাস, অপর দিন দ্বাদশ গ্রাস, অথবা একরাত্র উপবাস করিয়া তৎপর দিন ষোড়শ গ্রাস ইত্যাদি প্রকার সকলের মধ্যে যে প্রকার হয়, শক্তি অপেক্ষা করিয়া ভোজন করিবে, ইহা পূর্ব্বোক্ত চান্দ্রায়ণদ্বয় হইতে অন্যবিধ চান্দ্রায়ণ, অতএব উক্ত চান্দ্রায়ণে এইরূপ গ্রাস সংখ্যার নিয়ম নাই, কিন্তু দুই শত পঞ্চবিংশতি সংখ্যাই মনু কর্ত্তৃক এই সকল প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, নিয়ন্তা যতি চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করত মধ্যাহ্নকালে হবিষ্যের অষ্ট গ্রাস ভোজন করিবে। সমাহিত বিপ্র প্রাতঃকালে চারি গ্রাস ভক্ষণ করিবে এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে চারি গ্রাস ভক্ষণ করত শিশু চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে। যে কোন প্রকারে সমাহিত হইয়া একমাসকাল তিন শত অশীতি গ্রাস হবিষ্য

অন্ন ভোজন করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। আর দুই শত চত্বারিংশৎ ন্যূনসংখ্যা সম্পাদনীয় চান্দ্রায়ণের সংগ্রহ নিমিত্ত অন্যবিধ গ্রহণ হইয়াছে। যম কহেন যে, নিয়ত-চিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া একমাসকাল প্রত্যহ তিন গ্রাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, ইহা ঋষি চান্দ্রায়ণ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয় যতি চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিতে চন্দ্রের গতির অনুসরণ অপেক্ষিত হয় নাই, অতএব ত্রিংশৎ দিনাত্মক সাধারণ মাসে নৈরন্তর্য্যভাবে চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠানে যদি কথঞ্চিৎ তিথি বৃদ্ধি বা তিথি হ্রাস বশত পঞ্চমী প্রভৃতিতে আরম্ভ হয় তথাপি দোষ হয় না। অপিচ সোমায়ন নামক মাসব্রত মার্কণ্ডেয় কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, সপ্ত রাত্র স্তনচতুষ্টয় হইতে গোদুগ্ধ পান করিবে, সপ্ত রাত্র স্তনত্রয় হইতে সপ্ত রাত্র স্তনদ্বয় হইতে এবং ছয় রাত্র এক স্তন হইতে পান করিবে, পরিশেষে তিনরাত্র বায়ু ভক্ষণ করিবে, ইহা সোমায়ন নামক মহাপাপ বিনাশন ব্রত চান্দ্রায়ণ ব্রতের যেরূপ ধর্ম্ম ইহারও তাহাই। হারীতও 'অতঃপর চান্দ্রায়ণের অনুক্রম করিব' এই বাক্য দ্বারা ইতি কর্ত্তব্যতার সহিত চান্দ্রায়ণের বিষয় কহিয়া সোমায়নও এইরূপ ইহা কহিয়াছেন, আর তিনি (হারীত) যে কৃষ্ণ-পক্ষের চতুর্থীতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত সোমায়ন কহিয়াছেন, চতুর্থী প্রভৃতিতে স্তনচতুষ্টয়ে ত্রিরাত্র স্তনত্রয়ে ত্রিরাত্র স্তনদ্বয়ে ত্রিরাত্র এবং একস্তনে ত্রিরাত্র এইরূপ একস্তন প্রভৃতি পুনর্ব্বার স্তনচতুষ্টয় পর্য্যন্ত যে সোম চতুর্থী তনু তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করে' ' তস্মৈ

কুর্য্যাৎ ত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।
পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ গায়ত্র্যাচাভিমন্ত্র্যয়ৎ ॥ ৩২৬ ॥

স্বাহা' হে সোম! তোমার যে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তনু ইত্যাদি এইরূপ যথার্থ তিথি হোম একমাসকাল করিলে পাপ সমুদয় হইতে পূত হইয়া চন্দ্রের সমানতা সলোকতা এবং সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। চতুর্বিংশতি দিবসাত্মক যে সোমায়ন উক্ত হইয়াছে তাহা অশক্তের বিষয়॥ ৩২৫ ॥

অনন্তর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ সাধারণী ইতি কর্ত্তব্যতা কহিতেছেন।

ত্রিষবণ স্নানযুক্ত হইয়া কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য প্রভৃতি এবং চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্যতিরেকে বুঝিতে হইবে, যেহেতু তাহাতে একবারমাত্র স্নান করিয়া সমাহিত হইবে, ইহা মনু বিশেষরূপে কহিয়াছেন। তপ্তকৃচ্ছ্রে যে পুত্রিসবণ স্নান অভিহিত হইয়াছে দিবসে তিনবার রাত্রিতে তিনবার বস্ত্রসহ জলে প্রবেশ করিবে, তাহা অসমর্থের পক্ষে। বৈশম্পায়ন যে, দ্বৈকালিক স্নান কহিয়াছেন, দ্বিজাতিগণের দুই সময়ে অথবা তিনকালে স্নান করিতে হইবে, তাহা ত্রিষবণ স্নানে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে জানিতে হইবে।

গার্গ্য কহেন যে, একবাসা হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং স্নান করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না, তাহাও সমর্থের পক্ষে। একবাসা আর্দ্রবাসা লঘ্বাশী স্থণ্ডিলে-শয় এই বাক্যে একবস্ত্রতার বিষয়েও শঙ্খ কর্ত্তৃক পাক্ষিকত্ব কথিত হইয়াছে, স্নান বিষয়ে হারীত কর্ত্তৃক বিশেষ উক্ত

হইয়াছে, তিনবার শুদ্ধবতী মন্ত্রদ্বারা স্নান করিয়া জল মধ্যে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করত ধৌত অপরিহিত (নূতন) বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মনোহর সাম মন্ত্রদ্বারা আদিত্যের উপাসনা করিবে। স্নানানন্তর পবিত্র মন্ত্র জপ করিবে, পবিত্র অঘমর্ষণ দেবকৃত শুদ্ধবতী তরৎসমা ইত্যাদি বশিষ্ঠ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত মন্ত্র সকলের মধ্যে যে কোন মন্ত্র অর্থের অবিরুদ্ধকালে জপ করিবে অথবা সাবিত্রী জপ করিবে। শক্তি অনুসারে নিয়ত সাবিত্রী জপ করিবে এবং পবিত্র মন্ত্র জপ করিবে ইহা মনুর স্মরণ আছে। গৌতম কহিয়াছেন যে, রৌবব যোধা ইত্যাদি মন্ত্র নিত্য জপ করিবে এবং প্রয়োগ করিবে তাহাও পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, নতুবা নিয়মের নিমিত্ত নহে, তাহা হইলে শ্রুত্যন্তর মূলকত্ব কল্পনা প্রসঙ্গ হয়, অতএব যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে নাই তাহার গায়ত্রী জপ করাই কর্ত্তব্য। আর যে 'নমোহমায়' ইত্যাদি পাঠ করিয়া এই আজ্যাহুতি সমুদয় ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিয়মের নিমিত্ত নহে। স্বয়ং প্রতিদিন মহাব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য, ইহা মনু ব্যাহৃতি হোমের বিধান করিয়াছেন, আর ষট্‌ত্রিংশৎ মতেও উক্ত হইয়াছে, কৃচ্ছ্রোক্ত জপ হোম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ যদি সম্ভব না হয় তবে সমুদয় ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও প্রণব দ্বারা তাহা সম্পাদন করিবে। জপ হোম প্রভৃতি, এই প্রভৃতি শব্দদ্বারা উদক তর্পণ আদিত্যোপস্থান অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনা আদি জানিতে হইবে, অতএব বৈশম্পায়ন কহেন যে, স্নান করিয়া কৃতা-

ঞ্জলিপুটে সূর্য্যোপাসনা মন্ত্রদ্বারা আদিত্যের উপাসনা করিবে, এইরূপ অন্যান্য বিরোধি পদার্থ সমুদয়ে বিকল্প আশ্রয় করিতে হইবে, অবিরোধি বিষয় সকলে সমুচ্চয় অবলম্বন করা বিধেয় যেহেতু শাখান্তরাধিকরণ ন্যায় অনুসারে কর্ম্মের সর্ব্বস্মৃতি প্রত্যয়ত্ব আছে। জপ সংখ্যা বিষয়ে তিনিই বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ঋষভ ও বিরজ মন্ত্র এবং অঘমর্ষণ মন্ত্র অথবা পবিত্রা বেদমাতা দেবী গায়ত্রীকে জপ করিবে, তাহা শত অষ্টশত অথবা সহস্র সংখ্যা জপ করা বিধেয় অথবা উপাংশু জপ বিশেষ উদ্গাতচিত্ত হইয়া পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে। অনন্তর, অবনতমস্তকে মনুষ্যগণ ও ভূত সমুদয়কে প্রণাম করিয়া পিণ্ড সকল গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে।

যমও বিশেষ কহিয়াছেন যে, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থিত গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত পিণ্ড প্রাশন করিয়া আচমন করিবে পুনরায় অন্য পিণ্ডের অভিমন্ত্রণ করিবে, অতএব 'ভূর্ভুবস্বঃ' ইত্যাদি গৌতমোক্ত অনুমন্ত্রণ মন্ত্রের সহিত ইহার বিকল্প। আর যে 'আপ্যায়স্ব সন্তেপায়াংসি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পিণ্ড করণের পূর্ব্বে হবির অভিমন্ত্রণ উক্ত আছে, তাহা ভিন্ন কার্য্য প্রযুক্ত সমুচ্চিত হইতেছে। এই সমুদয় কৃচ্ছ্রব্রত যখন প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তখন কেশাদি বপন পূর্ব্বক পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বপন ও ব্রত আচরণ করিবে ইহা গৌতম স্মরণ করিয়াছেন। অভ্যুদয় (মঙ্গল কার্য্য) নিমিত্ত হইলে বপন করিতে হইবে না, বশিষ্ঠ এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন,

ব্রতরূপ কৃচ্ছ্রাদি সম্বন্ধে কুক্ষিরোম ও শিখা ভিন্ন শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) ও কেশাদি বপন করিবে। কৃচ্ছ্র সমুদয়ের ব্রতরূপ বপন প্রভৃতি অঙ্গ সকল পরে বলিবেন। পর্ষদুপদিষ্ট ব্রত গ্রহণ ব্রতানুষ্ঠান দিবসের পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে কর্ত্তব্য।

বিষ্ণু কহেন যে, সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা অভিলষিত হইলে বিধি পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণের বিষয় বলিতেছি, দিনান্তে নখরোম প্রভৃতি বপন করিয়া স্নান করিবে, ভস্ম গোময় মৃত্তিকা জল ও পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ সিদ্ধির নিমিত্ত মল অপকর্ষণ করিবে, দন্তধাবন পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা সংযত ব্রত বহির্ভাগে নক্ষত্র দর্শন না হয়,—তাদৃশ নিশামুখে গ্রহণ করা বিধেয়। অনন্তর, আচমন করিয়া কেবল মৌনী হইয়া আপনার দুষ্কৃত কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করত অন্তঃকরণে মনঃসন্তাপ জনন তীব্র শোক ধারণ করিবে। বহির্ভাগে অর্থাৎ গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া স্ত্রীলোকেরও এইরূপ ব্রত পরিগ্রহ কর্ত্তব্য, তাহাদিগের কেশ নখ প্রভৃতির বপন করিবার বিধি নাই। চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে স্ত্রীলোকের এই নিয়ম কেবল কেশ নখাদির বপন নাই, ইহা বৌধায়ন স্মরণ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেশাদি বপন করিতে অনিচ্ছু তাহার বিষয়ে হারীত বিশেষ কহিয়াছেন যে, রাজা রাজপুত্র অথবা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ কেশ বপন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, কেশ রক্ষা করিয়া দ্বিগুণ ব্রত আচরণ করিবে, দ্বিগুণ ব্রত আচরণ করিলে দক্ষিণাও দ্বিগুণ হইবে, ইহা

মহাপাতকাদি দোষ ব্যতিরেকে দেখিতে হইবে, বিদ্বান ব্রাহ্মণ রাজা ও স্ত্রীলোকের কেশ বপন অভিলষিত নহে, মহাপাতকী গোহত্যাকারী ও অবকীর্ণি (ক্ষতব্রত) ব্যতিরেকে ইহা মনু স্মরণ আছে, জাবালও এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন যে, সমুদয় কৃচ্ছ্রব্রতের আরম্ভে ও সমাপ্তি হইলে বিশেষরূপে গার্হপত্য অগ্নিতে আজ্যদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি হোম করিবে এবং ব্রতারম্ভে ও ব্রত সমাপ্তি সময়ে শ্রাদ্ধ করিবে এবং গো হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিবে।

যমও এবিষয়ে বিশেষ কহিয়াছেন যে, পশ্চাত্তাপ পাপ হইতে নিবৃত্তি এবং স্নান অঙ্গরূপে (অর্থাৎ ব্রতের অঙ্গস্বরূপে) উক্ত হইয়াছে এবং সমস্ত নৈমিত্তিকের অনুকীর্ত্তন ও অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে। যথা গাত্রাভ্যঙ্গ শিরোঽভ্যঙ্গ তাম্বুল ভক্ষণ অনুলেপন এবং অন্যান্য যে সকল বল ও রাগবৃদ্ধিকর বস্তু আছে, ব্রতস্থ ব্যক্তি তৎসমস্তই বর্জ্জন করিবে, ইত্যাদি কর্ত্তব্য সমুদয় অন্যান্য স্মৃতি হইতে অন্বেষণ করিতে হইবে। এইরূপে এবম্বিধ বিধিদ্বারা ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক অবশ্যই তাহা পরিসমাপ্তি করিবে, না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। প্রথমত ব্রত গ্রহণ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যে তাহার আচরণ না করে, সে জীবিত থাকিয়া চাণ্ডাল হয় এবং মৃত হইয়া কুক্কুর যোনিতে জন্মে ইহা ছাগলেয় মুনি স্মরণ করিয়াছেন, অতএব অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই॥ ৩২৬॥

অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন চ।
ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাং ॥ ৩২৭ ॥

এইরূপে চান্দ্রায়ণাদি বিনিয়োগ উক্ত হইলে তাহার স্বরূপ কহিয়া লব্ধ প্রসঙ্গ কার্য্যান্তরেও তদীয় বিনিয়োগ কহিতেছেন।

যাহাকে আদেশ করা যায় তাহার নাম আদিষ্ট প্রায়-শ্চিত্ত আদিষ্ট নাই, যে সকল পাপে তাহার চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হয়, চ শব্দহেতু ঐন্দব সহিত প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র অথবা তাহার নিরপেক্ষ প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধি হয়, ষট্‌ত্রিংশৎ মতে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল পাপ গুরু হইতেও গুরুতর তাহারা কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ দ্বারা শোধিত হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন, ইহাতে তিনেরই সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উশনা দুইএর সমুচ্চয় কহিয়াছেন, দুরিষ্ট দুরিত ও মহাপাপ সকলের কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ সর্ব্বপাপ প্রনষ্ট করে দুরিত উপপাতক, দুরিষ্ট পাতক। গৌতম কর্ত্তৃক কৃচ্ছ্রা-তিকৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ ইহা সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত সমাসকরণ দ্বারা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রের ঐন্দব নিরপেক্ষতা সূচিত হইয়াছে। চান্দ্রায়ণের ও ঐন্দব নিরপেক্ষতা ইতি শব্দদ্বারা তিনেরই সমুচ্চয় সূচিত হয়। কেবল প্রাজাপত্যের নৈরপেক্ষ্য চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত হইয়াছে, অল্প দোষে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে প্রাজাপত্য আচরণ করিবে, গৌতমও প্রাজাপত্য প্রভৃতির নিরপেক্ষত্ব কহিয়াছেন, প্রথম আচ-রণ করিয়া শুচি পবিত্র ও কর্ম্মণ্য হয়, দ্বিতীয়বার আচরণ

করিয়া মহাপাতক হইতে অন্য যে পাপ করে তাহা হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয়বার আচরণ করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাপাতক হইতেও মুক্ত হয় ইহা অভিপ্রেত। মনুও কহিয়াছেন, পরাক নামক এই কৃচ্ছ্র সমুদয় পাপ অপনোদন করে। হারীতও বলিয়াছেন, চান্দ্রায়ণ পরাক তুলা পুরুষ এবং গো সকলের অনুগমন করিলে সর্ব্বপাপ প্রনষ্ট হয়। আর গোমুত্র গোময় দুগ্ধ দধি কুশোদক এবং একরাত্র উপবাস চাণ্ডালকেও শুদ্ধ করে এবং তপ্ত-কৃচ্ছ্রব্রত অধিকার করিয়াও তিনিই কহিয়াছেন যে, এই কৃচ্ছ্র দুইবার অভ্যস্ত হইলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত করে, যথান্যায়ে তিনবার অভ্যস্ত হইলে শূদ্রহত্যার পাপ দূর করে। উশনাও কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে (অর্থাৎ উশনস্ সংহিতায়) যে স্থানে মহাপাতক নাশন উক্ত হইয়াছে, যে স্থানে বা উক্ত হয় নাই, কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য দ্বারা তৎ সমুদয় শোধন করাইবে এবিষয়ে সংশয় নাই।

এই সমুদয় প্রাজাপত্য প্রভৃতি অনাদিষ্ট উপপাতক আদিতে একবার অভ্যাস অপেক্ষাহেতু অসমস্ত অথবা সমস্তই যোজনা করিতে হইবে এবং আদিষ্ট ব্রত মহাপাতকাদি সমুদয়ে অভ্যাস অপেক্ষা করিয়া যোজনীয়, অতএব যম কহিয়াছেন যে, 'যে স্থানে উক্ত হইয়াছে ইত্যাদি। গৌতমও উক্ত নিষ্কৃতি সকলের সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিও কহিয়াছেন যে, দ্বিতীয়বার আচরণ করিয়া মহাপাতকাদি হইতে অন্য যে পাপ করে তাহা হইতে মুক্ত হয়, এই কথা

বলিয়া তৃতীয়বার আচরণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহাও মহাপাতক অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন, মহাপাতক অনুক্ত নিষ্কৃতি হওয়া সম্ভব হয় না, অতএব যাহাদিগের নিষ্কৃতি উক্ত হইয়াছে সেই সমুদয়ে প্রাজাপত্য প্রভৃতি যোজনা করিতে হইবে। তাহাতে দ্বাদশ বার্ষিকব্রতে দ্বাদশ দিন এক একটি প্রাজাপত্য কল্পনা করিয়া গণনা করিলে প্রাজাপত্য সকলের তিন শত ষষ্টিসংখ্যক দ্বাদশ বার্ষিকের বৈকল্পিক অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা করিতে অশক্ত হইলে তাবৎ সংখ্যক ধেনু দান করা কর্ত্তব্য, তাহার অসম্ভব হইলে তিন শত ষষ্টিসংখ্যক নিষ্ক দান করা বিধেয়। অতএব অন্য স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, বিচক্ষণ (ব্রাহ্মণবর) প্রাজাপত্য ব্রত করিতে অশক্ত হইলে ধেনু দান করিবে, ধেনুর অভাবে তাহার মূল্য দান করা কর্ত্তব্য ইহাতে সংশয় নাই। মূল্যের নিমিত্ত নিষ্ক বা তাহার অর্দ্ধ অথবা তাহার পাদ (চারিভাগের এক অংশ) শক্তি অপেক্ষায় দান করা বিধেয়। গোর অভাবে নিষ্ক তাহার অর্দ্ধ অথবা পাদ ইহা স্মরণ আছে। মূল্য দানে সামর্থ্য না থাকিলে তাবৎ পরিমাণে জলে বাস করা উচিত, তাহাতেও অশক্ত হইলে ষট্ত্রিংশৎ লক্ষ সংখ্যক গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। কৃচ্ছ্রব্রত অযুত গায়ত্রী জপ উপবাস এবং ব্রাহ্মণ উদ্দেশে ধেনু দান এই চারিটি বিষয়ই তুল্য, ইহা পরাশর স্মরণ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত হইয়াছে যে, কোটিবার গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়, আর যে ব্যক্তি অশীতি লক্ষবার

গায়ত্রী জপ করে সে সুরাপান জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সপ্ততিলক্ষ গায়ত্রী জপ স্বর্ণাপহারীকে পবিত্র করে। ষষ্টিলক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে গুরুপত্নীগামী পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের তুল্য বিধানরূপে উক্ত হইয়াছে, অশক্তের বিষয় নহে অতএব বিরোধ নাই।

এইরূপ অন্য বিষয়েও জানিবে। অযুত গায়ত্রী জপ, তিনশত প্রাণায়াম, সহস্র তিল হোম এবং বেদ পারায়ণ কৃচ্ছ্রব্রত তুল্য ইত্যাদি প্রত্যাম্নায় সকল চতুর্ব্বিংশতিমত প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, মহাপাতক সকলে তিনশত ষষ্টিগুণিত বোধ করিতে হইবে, অতিপাতকে দুই শত সপ্ততি প্রাজাপত্য ব্রত কর্ত্তব্য। তাবৎ পরিমাণ ধেনু প্রভৃতি প্রত্যাম্নায়। পাতক সকলে একশত অশীতি প্রাজাপত্য প্রত্যাম্নায় ধেনু প্রভৃতিও তাবৎ পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত হইয়াছে। জন্ম প্রভৃতি বিবিধ বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মহত্যায় ছয় বৎসর ব্রত আচরণ করিবে! প্রত্যাম্নায়ে ধনি ব্যক্তি একশত অশীতি গো দান করিবে, আর পণ্ডিত ব্যক্তি অষ্টাদশ লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবে ইহাই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতে দ্বাদশদিনে এক একটী প্রাজাপত্য কল্পনার হেতু। এইরূপ ত্রৈবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বিষয় ভুত উপপাতকে নব্বই প্রাজাপত্য এবং তাবৎ পরিমাণ ধেনু প্রভৃতি প্রত্যাম্নায়। ত্রৈমাসিক বিষয়ে সার্দ্ধসপ্ত প্রাজাপত্য প্রত্যাম্নায় ধেনু উদকবাসাদিও তাবৎ পরিমাণ। মাসিক ব্রত বিষয়ে সার্দ্ধ প্রাজাপত্যদ্বয়

তাবৎ প্রত্যাম্নায়। চান্দ্রায়ণ বিষয়ী ভূত উপপাতকে প্রাজাপত্যত্রয় তাহা অশক্ত ব্যক্তির প্রত্যাম্নায়, তাবৎমাত্রই। চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যাম্নায় বিধি চান্দ্রায়ণে সতত অষ্ট প্রাজাপত্য দান করিবে, তাহা অতিশয় ধনবান্ মানবের পিপীলিকা মধ্যাদি চান্দ্রায়ণ প্রত্যাম্নায় বিষয়, মাসাতিকৃচ্ছ্র বিষয়ী ভূত উপপাতকে সার্দ্ধসপ্ত প্রাজাপত্য প্রত্যাম্নায় ধেনু প্রভৃতিও তাবৎ পরিমাণ, প্রাজাপত্যে একটি গোদান করিবে, সান্তপনে দুইটি গোদান করিবে, পরাক তপ্তকৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্রে তিনটি করিয়া গোদান করিবে ইহা চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত আছে। ইহা এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিবে এই আমলক পরিমাণ এক গ্রাস পক্ষে জানিতে হইবে। পাণি পূরান্ন ভক্ষণ পক্ষে ধেনুদ্বয় দিতে হইবে, প্রাজাপত্যব্রত ছয় দিন উপবাসের তুল্য বলিয়া অতিকৃচ্ছ্র তাহার দ্বিগুণ হইবে। যদিচ নয় দিনে পাণিপূরণ অন্নের ভোজন তথাপি নৈরন্তর্য্যক্রমে দ্বাদশ দিবসের অনুষ্ঠানে অতিশয় ক্লেশ হয়, এজন্য ছয় দিন উপবাস সমান প্রাজাপত্যদ্বয়ের তুল্যতা প্রাজাপত্যের ছয় দিন উপবাসের তুল্যত্ব যুক্তিযুক্ত। যেহেতু প্রথম তিন দিন সায়ন্তন ভোজনত্রয় নিবৃত্তি হইলে এক উপবাস সম্ভব হইবে, দ্বিতীয় দিনত্রয়ে প্রাতঃকালে ভোজনত্রয় বর্জ্জন করিলে পরেও সেইরূপ হইবে, অযাচিত দিনত্রয়ে সায়ন্তন ভোজনত্রয় বর্জ্জনে অন্যেরও এইরূপ নয় দিনে উপবাসত্রয়, অতএব শেষে তিন দিন উপবাস ইহাতে ছয় দিন উপবাসের তুল্যত্ব যুক্তি

সঙ্কত, একটি বৃষের সহিত দশ গোদান সম্বলিত ত্রিরাত্রো-পবাসাত্মক গোবধ ব্রতে সার্দ্ধ একাদশ প্রাজাপত্য ও তাবৎ সংখ্যক উদবাসাদি কথিত হইয়াছে, মাস পয়োব্রতে সার্দ্ধ প্রাজাপত্য। পরাকাত্মক উপপাতক ব্রতে প্রাজাপত্যত্রয় পরাক তপ্তাতিকৃচ্ছ্র স্থানে কৃচ্ছ্রত্রয় আচরণ করিবে। অশক্ত ব্যক্তি সান্তপনের অর্দ্ধ অধিকার করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, ইহা ষট্‌ত্রিংশৎমতে কথিত আছে। চান্দ্রায়ণ পরাক ও কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ত্রয়াত্মক দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত স্থানে একশত বিংশতি সংখ্যক অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে ধেনু প্রভৃতি তিন গুণ কথিত আছে। অতিপাতকে নবতি সংখ্যক চান্দ্রায়ণাদি, তাহার সমান পাতক নামকে ষষ্টিসংখ্যা, ত্রৈবার্ষিক বিষয় উপপাতকে ত্রিংশৎ সংখ্যা, ত্রৈমাসিক গোবধ ব্রত স্থানে গোমূত্র স্নানাদি ইতি কর্ত্তব্যতা বাহুল্য প্রযুক্ত চান্দ্রায়ণাদিত্রয়। মাসিকব্রতে যোগীশ্বরোক্ত একমাত্র চান্দ্রায়ণ ধেনু ও উপবাসাদি সর্ব্বত্র তিন গুণই কথিত আছে। প্রকীর্ণক সমুদয়ে প্রতিপদোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুসারে প্রাজাপত্য পাদাদি রচনাদ্বারা যোজনা করিতে হইবে, আবৃত্তি হইলে পুনরায় চান্দ্রায়ণাদি করিবে এই পথ অবলম্বনদ্বারা অন্যত্র কল্পনা করিতে হইবে।

বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, জন্মাবধি যে কোন পাতক বা উপপাতক হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত ষষ্টিগুণ আবর্ত্তিত হইবে তাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, তাহা দুইবার পরদারে এই গৌ-তমোক্ত দ্বিবার্ষিক সমান বিষয় অথবা ত্রৈমাসিকাদি বিষয়

ভুত উপপাতকের আবৃত্তি বিষয়, কিম্বা পাতকপদাভিধেয় চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমনে দুইবার অভ্যাস বিষয়। তন্মধ্যে জ্ঞানত অষ্ট কৃচ্ছ্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অজ্ঞানত ঐন্দবদ্বয় নির্দ্দিষ্ট আছে। একবার বুদ্ধিপূর্ব্বক গমনে অষ্ট কৃচ্ছ্র বিধানহেতু বারম্বার ঘটিলে দ্বিবর্ষ তুল্য যষ্টি কৃচ্ছ্র বিধান যুক্তিসঙ্গত। সুমন্তু কহেন যে, যে মহৎ পাপ বুদ্ধিপূর্ব্বক বারম্বার অভ্যস্ত হইয়াছে, মহাপাতক ব্যতিরেকে তাহা অষ্ট কৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহাও উপপাতক হইতে ব্যাবৃত্ত বিষয়। আর অজ্ঞান বশত ঐন্দবদ্বয় ইহা যমোক্ত ঐন্দবদ্বয় বিষয়ভুত পাতকাবৃত্তি বিষয়। যে তপস্যা করিতে অসমর্থ অথচ ধান্য ধনে সমৃদ্ধি সম্পন্ন সে ব্রাহ্মণ-ভোজন অগ্নিতে হোম ও দানদ্বারা কৃচ্ছ্রব্রত সম্পাদন করিবে। অন্য স্মৃতিতে কথিত আছে যে, তপস্যা ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ ব্যক্তি কৃচ্ছ্রে পঞ্চ অতিকৃচ্ছ্রে অহরহ ত্রিগুণ তৃতীয়ে ত্রিংশৎ তপ্ত কৃচ্ছ্রে চত্বারিংশৎ পরাকে ত্রিগুণিত বিংশতি, সান্তপন নামক কৃচ্ছ্রে ষড়্‌বিংশতি এবং চান্দ্রায়ণে চতুর্ব্বিংশতি মুখ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অহরহ এই পদের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ তৃতীয় শব্দে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, এস্থলে প্রাজাপত্য দিবস কল্পনা দ্বারা বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণগণের ষষ্টিজনের ভোজন হয়। চতুর্ব্বিংশতিমতে কথিত হইয়াছে যে, দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা পাবকেষ্টি কিম্বা অন্য কোন পাবনী এই তিনটি বিষয়কে মনীষিগণ সমান কহেন, প্রাজাপত্য স্থানে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভোজন উক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ধনের

কিঞ্চ,

কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্ম্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।

যথাগুরু ক্রতুফলং প্রাপ্নোতি সুসমাহিতঃ॥ ৩২৮॥

পক্ষে, আর চান্দ্রায়ণের বিষয় তাহাতেই উক্ত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণ মৃগারেষ্টি পাবনেষ্টি মিত্রবিন্দা পশু এবং মাসত্রয় কৃচ্ছ্র নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সকল আর পশুবন্ধ ইষ্টি সমুদয়ের অভাবে চরু প্রাশন স্মৃত হইয়াছে, তাহাও চান্দ্রায়ণ করিতে অসমর্থের পক্ষে, আর যে মাসত্রয় কৃচ্ছ্র উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিশয় মূর্খের পক্ষে, তিন কৃচ্ছ্রদ্বারা চান্দ্রায়ণ দর্শিত হইয়াছে, অতএব অতি বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে অনুসরণ করা যাইতেছে, যে অভ্যুদয়কাম মানব ধর্ম্মার্থ কাম্য নিয়োগ নিষ্পত্তির জন্য এই চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করে, প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করে না, সেই ব্যক্তি চন্দ্র সালোক্য স্বর্গ বিশেষ প্রাপ্ত হয়, ইহা সম্বৎসরাবৃত্তি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে। একমাত্র চান্দ্রায়ণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া সমুদয় পাপ নাশ করে, দ্বিতীয়বার করিলে পূর্ব্ববর্ত্তি দশ পুরুষ এবং পরবর্ত্তি দশ পুরুষের সহিত আপনাকে এই একবিংশতি এবং পংক্তি পবিত্র করে, সম্বৎসর আচরণ করিলে চন্দ্রমার সলোকতা প্রাপ্ত হয়, ইহা গৌতমের স্মরণ আছে॥ ৩২৭॥

যে অভ্যুদয় অভিলাষী মানব প্রাজাপত্য প্রভৃতি কৃচ্ছ্রব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, তিনি মহতী রাজ্যাদি লক্ষণা লক্ষ্মী অনুভব করিয়া থাকেন, যেমন গুরুতর যজ্ঞ

শ্রুত্বৈতান্ ঋষয়োধর্ম্মান্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতান্।
ইদমূচুর্ম্মহাত্মানং যোগীন্দ্রমমিতৌজসং ॥ ৩২৯ ॥

রাজসূয় প্রভৃতির কর্ত্তা তাহার ফল স্বরূপ রাজ্যাদি লক্ষণ মহৎ ফল লাভ করেন, তদ্রূপ ইনিও সুসমাহিত হইয়া সমুদয় অঙ্গ সকল অবিকল অনুষ্ঠান করত ফল ভোগ করিয়া থাকেন, অতিশয় ফলের মহিমা প্রকাশার্থ যজ্ঞের দৃষ্টান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে, সুসমাহিত এই পদদ্বারা অবিকল শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান বলিয়া কাম্য কর্ম্মত্ব প্রযুক্ত অঙ্গ বৈকল্য হইলে ফল সিদ্ধি হয় না, ইহা প্রকাশ করিলে প্রায়শ্চিত্ত সমুদয়ে যত সম্ভব অঙ্গানুষ্ঠান অঙ্গীকার করিতে হইবে, সুতরাং প্রত্যাম্নায়ের উপাদান দূরে উৎসারিত হইল। কৃচ্ছ্র প্রভৃতির অনুষ্ঠানের আবৃত্তি বিষয়ে অধিকারির ফলের আবৃত্তি যেহেতু কর্ম্ম আরম্ভের ভাবিতা আছে, এই ন্যায় লভ্য মর্য্যাদা তাহা এস্থলে বিবক্ষিত ॥ ৩২৮ ॥

পূর্ব্ব কথিত নিখিল অর্থের উপসংহার ছলে অর্থবাদসহ ধর্ম্মশাস্ত্র সাধারণাদি বিধি সমুদয় প্রার্থনা বরদান রূপে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কহিতেছেন, ইহাতে বর্ণ ও আশ্রম আদি ব্যাবৃত্তি ছয় প্রকার ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, যোগীশ্বর প্রতিপাদিত সেই সমুদয় ধর্ম্মকে ঋষিগণ প্রশংসা করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই মহিম গুণশালি অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন যোগীশ্বরকে এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৩২৯ ॥

য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহলোকে যশঃ প্রাপ্য তে যাস্যন্তি ত্রিবিষ্টপং ॥ ৩৩০ ॥
বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াৎ বিদ্যাং ধনকামোধনং তথা।
আয়ুঃ কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামোমহতীং শ্রিয়ং ॥ ৩৩১ ॥
শ্লোকত্রয়মপিহ্যস্মাৎ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়িষ্যতি।
পিতৄণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩২ ॥
ব্রাহ্মণঃ পাত্রতাং যাতি ক্ষত্রিয়োবিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যশ্চ ধান্যধনবানস্য শাস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ৩৩৩ ॥
য ইদং শ্রাবয়েৎ বিদ্বান্ দ্বিজান্ পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
অশ্বমেধফলং তস্য তদ্ভবাননুমন্যতাং ॥ ৩৩৪ ॥
শ্রুত্বৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্যোপি প্রীতাত্মা মুনিভাষিতং।
এবমস্ত্বিতিহোবাচ নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে ॥ ৩৩৫ ॥

এই সরল অর্থ শ্লোক চতুষ্টয় দ্বারা সামশ্রব প্রভৃতি মুনিগণ অনেক প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩৩০।৩৩১। ৩৩২।৩৩৩ ॥

অপর প্রার্থনা কহিতেছেন।

যে বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রতি পর্ব্বে দ্বিজগণকে এই ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইবে, ইহা শ্রবণ করাইবার বিধির অর্থবাদ, অতএব আমাদিগের এই সমুদয় প্রার্থিত বিষয়ে আপনি অনুমতি প্রদান করুন ॥ ৩৩৪ ॥

বরদান বিষয় কহিতেছেন।

যোগীশ্বর ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ নির্ম্মিত ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণাদি ফল

প্রার্থনা বিষয়ে মুখপদ্ম উন্মীলন করত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয় সমুদয় এই-রূপই হউক ইহা কহিয়াছিলেন॥ ৩৩৫ ॥

ইতি শ্রীভারদ্বাজ পদ্মনাভ ভট্টাত্মজ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক কৃত ঋজু মিতাক্ষরানাম্নী পঞ্জিকায় যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিবরণে প্রায়শ্চিত্ত নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ে প্রকরণ অনুক্রমিকা কথিত হইতেছে

প্রকরণ সমাপ্ত।

উত্তমাত্মার শিষ্য বিজ্ঞানেশ্বর যোগি কর্তৃক বিরচিত এই ধর্মশাস্ত্র বিবৃতি সম্পূর্ণ হইল।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনির শাস্ত্র সঙ্গত পরিমিত অক্ষর সম্বলিত হইয়াও বিপুল অর্থ বিশিষ্ট এই বিবরণ গ্রন্থ কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তির শ্রবণযুগলে অমৃত সেচন না করে?

আমি গম্ভীর অথচ প্রসন্ন অল্প অথচ প্রচুরার্থ বাক্য দ্বারা এই মিতাক্ষরা নামে বিবরণ গ্রন্থ রচনা করিলাম। এই ভূমণ্ডলে কল্যাণকল্পা নগর ছিল না বর্ত্তমান নাই এবং ভবিষ্যতে হইবেও না, শ্রীবিক্রমাদিত্যসম ক্ষিতি-পতি কখনও দৃষ্ট এবং শ্রুত হয় নাই, বিজ্ঞানেশ্বর পণ্ডিত অন্য কোন ব্যক্তির উপমাই ভজনা করেন না, সুতরাং অনুপম, অতএব কল্পলতা তুল্য এই তিনটির নাম আকল্প কাল স্থিরতর থাকুক।

মধুলেশ ক্ষরণকারি বচন সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা আচার্য্য সকলের সীমা সমুদয়বেত্তা অতিশয় অর্থি সার্থের প্রার্থিত অর্থ সকলের দাতা মুরবিজয়ী মূর্ত্তিজ্ঞাতা শরীরের সহ উৎপন্ন শত্রু কাম ক্রোধাদির জেতা বিজ্ঞানেশ্বর যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল জীবিত থাকুন।

যাবৎকাল রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনরূপ কীর্ত্তিরাশি থাকিবে, যাবৎকাল চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল থাকিবে, যাবৎ শৈলাধিরাজ হিমালয় অবস্থিত রহিবে, যাবৎকাল চঞ্চল তিমিকুল সঙ্কুল উত্তুঙ্গচঞ্চল তরঙ্গ সঙ্কুল পশ্চিম সাগর ও পূর্ব্ব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নৃপতিগণের

শিরোরত্ন কিরণ দ্বারা ভাস্বুরচরণ বিক্রমাদিত্যদেব তাবৎ-কাল এই অখিল ভূমণ্ডল রক্ষা করুন। বিজ্ঞানেশ্বর বিরচিত এই মিতাক্ষরা গ্রন্থ সংখ্যানুসারে গণনায় দ্বাদশ সহস্র শ্লোক রূপে গণিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য মহামুনিপ্রোক্ত
সটীক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ।